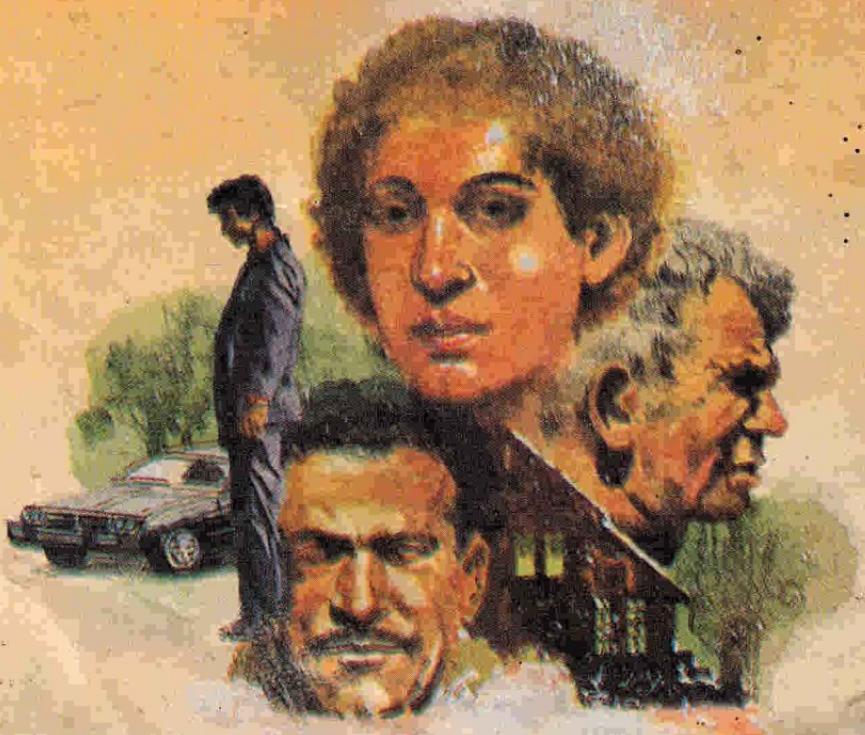


সমরেশ মজুমদার



আট কুঠিরি নয় দরজা

দুর্গত গতিতে লাল মার্কিটটা ছুঁটি গাছিল।

তখন আকাশে শেষ বিদেশের ঢেরা আলো পক্ষাশের জগতীর হস্তির মত অণ্঵ৰ্ম মাঝামায়। পাহাড়ি রাতের একদিনের পাখরের অড়ল অনবিদিকে অবিগত সেই আকাশ আর আকাশ। রাজ্যাটায় আপত্তি কৈনও বাল নেই বল গতি বাঞ্ছিল গাড়ির। হাওয়ার পৃথির শ্যালু ধোওয়া চূলে ঢেউ ভুলভিল ইচ্ছেমতন। সিটারিন-এ বসে বজনের মনে ফাঁহিল সে বিজ্ঞাপনের ছবি দেখছে।

হাঁটু গাড়ির গতি করে গেল। পৃথির বিহিত করে বেঁকে শেষ চাপ দিয়ে বজন বলল, ‘এই আমাকে একটু আর করবে?’

সেদে সেদে দু হাত বাঁড়িয়ে সহৃদ্র হয়ে এল পৃথি। মিজেকে বাড়ুটো ভাবতে ওইসময় কী আরামই না লাগে। সব মেয়ে কি পৃথির মত এইরকম আদম করতে পারে! বজন কোথায় যেনে পড়েছিল অবৃত্ত অবহেলায় ইচ্ছ জয়লয়েই বাঙালি মেয়েদের শরীর এবং মনে সংকেচ শব্দটাকে এটো দিয়েছেন। পৃথি বাতিক্রম। তাই আনন্দ।

বড় থেমে যাওয়ার পরও যেহেন হাওয়ার বয়ে যায় তেমনি পৃথি বলল, ‘আই লাড ইউ।’

‘উই, উভাবে নয়।’

‘তার মানে?’

‘ওই পাহাড়ের দিকে মুখ করে টিক্কার করে শব তিমাট, পাহাড় আমাকে শোনাবে।’ বাঁটুটি দরজা খুলে দেয়ে গেল পৃথি। শূন্য চুরাচের শুধু নীড়ে ফেরা পারিবাই এখন সঙ্গ ছিল। কোনও গাড়ি নেই, মানুষ তো বহুদূরের। পৃথি মুখ তুলে শেষ শক্তি দিয়ে যখন শব তিনটো উচ্চারণ করল তখন তার নাভিতে ইয়েৎ ঝুকন। আর সমস্ত আকাশ গেঁয়ে উঠল গান, ‘আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ।’

প্রতিষ্ঠিনি মিলিয়ে যাওয়ার আঁচেই সুরে মাড়াল, ‘আর তুমি?’

‘হুমি আমার ভাঙা দাওয়ার স্বর্ণিপ রাজেজ্জুরী।’

‘হ্যাটাটিক। কান লাইন?’

‘এই মুরুর্তে আমার কোনও প্রতিষ্ঠিত্বাকি চাই না।’ ইজন গাড়িতে বসেই হস্ত।

চোখ বক করে মুখ আকাশে ভুল পৃথি। বজনের মনে তাল এক ছবি। ছবির নাম দিখবী।

ও পাশের আকাশে এখন মুরুমাটির বাঞ্ছর দেলা। সূর্যনের পাটে যেতে বলেছেন। তার বাস এখন পূর্ববীর তলায়। রাতোর ধারে সিয়োও ঝুকে দর্শন পাওয়া যাবে না। আকাশটা কেমন নীলতে হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

হস্ত তাকল, ‘উঠে এসো।’

পৃথি কয়েক পা এগোল, ‘আই, তুমি সরো, আমি চালাই।’

‘পাহাড়ি রাস্তা। ধৰ্ম নিয়ারেই তোলা যাবে না বিশ্বির ভাগ সময়। ঠিক আছে, চলে এসো, সাধ পূর্ণ করো।’

অতএব লাল মারতির স্টিয়ারিং-এ পৃথা, পাশের জানলায় থজন। পা শুক এবং চোখ ছুড়ে যে সর্করারা তা এমন পৃথাকে নিষিদ্ধ রেখেছে। গাড়ি উঠেছে উপরে। বজন ঘড়ি দেখল, এই গতিতে গেলেও পাহাড় গাড়িয়ে শহরে পৌছেতে রাত অটোর বেজে যাবে। ছুরিস্ট লজ একটা ঘর তাদের নামে স্থির করা হয়েছে আগম। ডান দিকে এখন নদী, অনেক নীচে অঙ্গুলি হুলে, ছুটে যাচ্ছে। মারতির চোখ ঝলেছে এর মধ্যে। আকাশে ধূমঝাঙ্গা আঁধার খুঁপুঁপ করে ঢেহারা পাঁচটোক। সরক হতে গাড়ি চালাবার সময় পৃথক কথা কই হয়ে যাব। আর এমন বাইকের পর বাইক। নু মানের বিবাহিত জীবনে এমন সিলিয়াস মুখের পৃথকে কথমত দায়েনি বজন।

বিশের পর হিন্মন লবলে যা বেঁধাব তা হিন্মন ওদের। চৰিল ঘটোর মধ্যে প্রায় সতের মটুই নিংশুস ফেলোর সময় হচ্ছে না বজনের। নিজেতে গড়োর সময়গুলো থেকে গত দুইসাপ একটুও আলাদা করতে পারেনি বজন। আর তাই পৃথা মাঝে মাঝেই ঠোঁট ফেলায়। তাই এবার যখন সিলিয়াস ডেকে বললেন অফারটা নিতে তখন সামান ছিধা সংযোগ রাখি হয়ে নিয়েছিল সে। এটা পথ পৃথির সঙ্গে এক গাড়িতে যাওয়া আসা করা যাবে। এক ছুরিস্ট লজে চমৎকরণ আবহাওয়ার বাকি যাবে। এটা তে বাড়িত লাভ। সে যে তাদের একটা কাজের সুবাদে এদিকে আসছে তা পৃথিকেও জানায়ি, জানলে পৃথির অন্মন্টা হিসেবে যেতে পারে।

ভাজুরি পড়াশন সময় থেকেই বজনের বাসনা ছিল আর পাঁচজনের মত চৰার সাজিয়ে পেশেষ্ট দেখবেন না মু-বেলো। একটা বিশেষ বিভাগ, যার চৰ্চা ভাৰতৰে এবং আসে দেখন ব্যাপকভাৱে হয়নি তাকে আকৰ্ষণ কৰেছিল। তখন থেকেই সিলিয়াসের সঙ্গে তার গঠিষ্ঠা। মাঝখানে বছৰ দুয়েকের জন্যে জাপানে নিয়েছিল এই বিষয় নিয়ে বিশেষ পড়াশুনা কৰতে। ফিরে এসে কাজ শুরু কৰে দেখল তাৰ চাহিদা পাড়াৰ জনপ্ৰিয় ভাজুৰবাবুৰ চেয়ে কম নয়। সতের ঘটাই কৈ যাবে এ ব্যাপার। ফলে পৃথি অস্তুষ্ট হতেই পারে। অৰ অসছে কৈ হাব কৈ হাব। এ বাব ওৱা তাকে মেঝে ভাঙ্গ দিবে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। ‘অ্যারেস্টে গাড়ি রাখতে চেয়েছি।’ পৃথিকে নিয়ে লোৱা পাড়ি দেবাৰ লোভে সে প্রস্তুত প্ৰত্যাখান কৰে গাড়ি চালিয়েই আসছে। পৃথা যেমন জানে না সে চিকিৎসাৰ কালৰে পাড়ি দিয়ে দেমনই ওৱা জানে না পৃথি সঙ্গে আসছে। বজনের ধৰণা পেশেত খুইই উৰুপূৰ্ণ লোক। তাকে পাহাড় থেকে নামানো যাচ্ছে না। চিকিৎসাৰ জন্যে যা যা দক্ষবাবৰ তাৰ অলিকা সে পাঠিয়ে দিয়েছে। মনুষী অবশাই বিতৰণ। মাৰবাবুৰে তাৰ সিলিয়াস বাকীয় এ বিষয়ে বেশি কৌতুহল দেখায়ি বজন। আৰু বাবাৰে তাৰ সিলিয়াস বাকীয় এ বিষয়ে দেখি কৈ হাবেই মনে হচ্ছিল সে যে একটা কাজেই এহৰূ অসেছে তা জানা পৃথি বিভাবে নেবে? কি ভাবে ওকে ঠাণ্ডা কৰা যাব।

পাহাড়ের বাঁকগুলো জৰুৰ মাঝেক হয়ে উঠেছে। একটা হাতা সুৱের মত আলো ছড়িয়েছে এখন। গাছেদের পাহাড়ে ছায়া কীকোক কৰখণ সেটা গৱাকু নেতীয়ে পড়ছে। পেছন থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ ভেসে এল। দক্ষ ভ্ৰান্তিৰে হাতে বেশ জোৱেই উঠে আসছে সেটা। সেইসবে অনেক মানুৰেব শোলৰ আওয়াজ। লোকগুলো দেখ পিকনিক কৰতে যাচ্ছে। মুঁ ধূমিয়ে বজন দেখে একটা বড় ভ্যান উঠে আসছে অনেক লোক নিয়ে। সে পৃথিকে বলল, ‘চওড়া জায়গা মেখে ওকে সাহচ দাও।’

চওড়া জায়গা খুঁজে পাওয়াৰ আগেই ভ্যানটা ঘাড়েৰ ওপৰ এমে পড়ল। পৃথি নাভলি হাতে স্টিয়ারিং হোৱাল এবং ব্ৰেক চাপল। ভ্যানটা জ্যোতি পেয়ে ঝুঁটে গেল ওপৰে এবং দেই সঙ্গে মানুষগুলোৰ উভাস আকাশে পৌঁছে গেল। মারতি গাড়িটা উখন পাহাড়েৰ এক ধানে জমানো পাথৰেৰ ওপৰ ঢাকা হুলে থকা যেতে দেমে গেছে। পৃথি চিকিৎসাৰ কৰে উঠল, ‘বড়মাল! সে হাপাছিল।

আৰু কসিসেটো হতে গিয়েছে হল না। বজন নিংশুস ফেলল তাৰপৰ পৃথিকে শাস্তি কৰতেই বলল, ‘ওটা খুব নিৰীহ গালাগাল।’

‘মানে?’ পৃথি চাকতে খুব ফেৱাল।

‘তোমাৰ স্টক কৰি বৰক গালাগাল আছে?’

‘ও গত! তুমি ইয়াকি মারছ? আৰ একটু হলেই—।’

বজন দৰজা খুলে নামল। গাড়িটা একটা দিকে কাছ হয়ে আছে। নামতে গিয়ে দুলিয়ে দিল বজন। পথত দেখে এল। আপাতভাবে মনে হল কষ্ট তেমন কিছু হয়নি। দুজনে ধৰাধৰি কৰে পাথটো বেকে নামিয়ে অনল গাড়িতাকে। বজন বলল, ‘লোকে ঠাণ্টা কৰে বলে মুক্তিৰ টিন। ভাবী হলে সারাবাৰ এখনেই বসে ধাকতে হত। এবাব যদি অৰূপতি দাও আৰু আমি চালতে পাৰি।’

কথা না বাড়িয়ে পৃথি গাড়িটাকে খুৰে এল এ পাশেৰ দৰজায়। এসে নাক টেনে বলল, ‘টেলেৰে গঞ্জ পেটোক।’

গুঁজ বজনও পেয়েছিল। সামান টেলেৰেই দেখা গেল পেটোল পড়ছে টপটিপ কৰে। গাড়িৰ পেটোল ট্যাকটা ঝুটে হয়েছে, নিচ্ছাই। বজন অসহায়েৰ মত জিজাসা কৰল ‘সাবান নেই, না? ধৰকলে টেপেৰারিৰ বক্ষ কৰা হৈতে বেত।’

‘সাবান! স্টুকেনে আছে। নতুন সাবান।’

সঙ্গে সঙ্গে পেছনেৰ সিট থেকে স্টুকেশন বেৰ কৰে রাস্তাৰ বেয়ে ভালা খোলা হৈল। প্যাটেকট থেকে সাবান বেৰ কৰে বজন চলে গেল ট্যাকটেৰ গৰ্ত খুঁজতে। এই নিচ গাড়িৰ পেটোল ট্যাকটেৰ তলায় হাত পৌঁছেৰ কৈ যাবে একটা উৎস খুলে অনুভূতিৰে সাবানেৰ প্রেমে দেখাৰ চোঁক কৰল সে। টৰ্চ ছাড়া সেটা প্রায় অস্তুষ্ট।

মিনিটখনক চলার পথে পৃথি বলল, ‘আবাৰ মণ্ডলী পাখি আছি।’

বজন নামল। হাঁ, রাতৰ পেটোল পড়াৰ চিহ্ন ছড়েছিল। অৰ্ধেক সাবানে কোনও কাজ হয়নি। এই রকম অবস্থা টাই শেব হবাব আগে বিছুড়েই শহৰে পৌঁছেনো যাবে না। সে ভাড়াভাড়ি নিজেৰ আসনে ফিৰে এসেই গাড়ি চাল কৰল। যত ভৰ্ত ওপৰে ওঠা যায় ভৰ্ত বৰ্তোয়া। অলেল ইভিন্কেটোৱৰ কাটিটা নীচে নামতে শুরু কৰেছে। ইচ্ছ কৰলেই এই রাজোৰ যাত কিলোমিটাৰ পিপড় তোলা যাব না।

পৃথি জিজিসা কৰল, ‘পৌঁছাই পাবৰে?’

‘মনে হয় না। সামানে যাব কৰণও পাপ্স ধাকে—। বেশ জোৱেই পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। সামানটা এই রাজোৰ বেল থাকবলৈ হৈব দেখছি।’

‘কাহুকাহু কোনে রেস্টহাউস নেই?’

বজন হেলে ফেলল। কিন্তু তাৰ চোখ বলে দিল সময় দেশি নেই। পেটোল পড়াৰ সঙ্গে পাশা দিয়ে গাড়ি হোটেলে বড়জোৰ দশ কিলোমিটাৰ যাওয়া যাব। এখন যাত্রাকু যাওয়া যাব তত্ত্বাবৃত্তি লাভ। খানিকটা এগোবাৰ পৰ প্ৰাইভেট লেখা একটা বোৰ্ড তাৰ নজৰে এল। পাশ দিয়ে একটা কীটা রাজা ওপৰে চলে দিয়েছে। একটুও না ভেড়ে দে

গাড়িটাকে ওই রাস্তায় তুলে দিল। ইঞ্জিন খনিকটা আপত্তি করে ওপরে উঠেই প্রায় সমান পথ পেয়ে গেল। দুপুরে জঙ্গল এবং পথটা সুর। মিনিট পাঁচটা যাওয়ার পর হঠাৎ ছির হয়ে গেল গাড়িটা। পৃথকের মুখ থেকে ছিটকে এল, ‘শেব?’

‘মালমত হচ্ছে।’

‘ভূমি এ দিকে এলে কেমন? বড় রাস্তায় ধাকলে অন্য গাড়ির হেঁফ পেতাম।’

‘ভাবলাম কাহে শিষ্টে কোনও বাঢ়ি আছে, ব্যাড লাক।’

চারপাশে বড় বড় গাছের জঙ্গল। সব পথটা ভানদিকে বেঁকে গিয়েছে। বজন হেডলাইট নিয়ে দিসেই অসুবৰ্চ এক আলো ফুটে উঠল চৰাচৰে। চান উঠেছে পাহাড়ি আকাশে। গোলাকার চাঁদ নয় কলে তার আলোয় বিক্রম নেই। গাছেরে শরীরে, পাহাড়ের পথেরে মশারের মত নিয়ে আছে কিংবিত অসুস্ত মায়ামায়।

বজন বলল, ‘য়াস্টার্টিস্টেড! ’

পৃথক জানলা দিয়ে দেখিলগ। মুখ না ফিরিয়ে সে বলল, ‘এমন চাঁদকেই বৈধময় চাঁদ বলে।’

বজন বলল, ‘আমি বাজি ধৰে বলতে পারি, বড় রাস্তায় ধাকলে তুমি পরিবেশের সাক্ষী হতে পারতে না। এই একটা কিমি দেবে?’

‘না। আমি এখন চূঁচাপ চাঁদ দেখব।’ পৃথক যোগাল করল।

বজন এবার জঙ্গলের দিকে তাকাল। অসুস্ত সব আওয়াজ দেসে আসছে। পাখি এবং পতঙ্গের ব্রহ্মজ্যোতি স্বাক্ষর হয়ে আছে। রাস্তার মুখে প্রাইভেট বোর্ড টাঙানো ছিল। অতএব কাহে পিটে বাঢ়ি ধাককে বাধ্য। কতদুর? নেমে দেখতে হয়।

সে জিজ্ঞাসা করল, ‘ভূমি হাঁটবে?’

‘কোথায়?’

‘অসুস্ত! এ ভাবে বসে থাকবে নাকি? কাহেই বাড়িটা রয়েছে।’

‘ভূমি কি করে জানলে?’

‘থাকাটাই ভাবাবিক।’ বজন গাঢ়ি থেকে নামছিল।

‘আমি একা বসে থাকব নাকি?’ জানলার কাছ তুলে দিয়ে সরজার হাতলে চাপ দিল পৃথক।

জ্যোঁঘৰায় পথ দেখা যাচ্ছে। কয়েক পা হাঁটতে না হাঁটতেই পৃথকের গলায় গান ঝুটল। মুদ অথচ স্পষ্ট গলায় সে চাঁদের গান গাইতে লাগল। বজনের একটা হাত জড়িয়ে। বাঁকাটা ঝুলতেই ওরা মাড়িয়ে গেল। পরিকল্পন একটা ভালির ওপর ঝকঝকে বাঁকালো ছবির মত দাঢ়িয়ে। দূর থেকেই জ্যোঁঘৰামাখ বাঁকালোকে ওপের ভাল লেগে গেল। সামানে একটা লোক বাঁকাল রয়েছে। কিন্তু কোনও ঘরে আলো ছালে না, জানলার কাণ্ডলে অস্কাল।

‘কেউ নেই?’ পৃথক গলায় বিশ্বাস।

‘না থাক। দুরজা খুলতে পৰাবেই হল। মনে হচ্ছে, এককালের কোনও সাহেবি বড়লোকের ত্রীয়াবাস। গাড়িটাকে ওখানে রাখ ঠিক হবে?’

‘চল, দেলে বাঁকালের সামানে নিয়ে আসি।’

ওরা ফিরল। এখন সমস্তাটা অনেক হালকা বলে মনে হচ্ছে। ঘড়িতে বেশি রাত হয়নি। ওরা গাড়িটার কাছে পৌছে দেলতে লাগল। হাতু গাঢ়ি, সহজেই চলতে শুরু করল সেটা। বাঁকের কাছে পৌছানো মাত্র আওয়াজটাকানে এল। রাগী জানোয়ারের

হক্কার। পৃথক চাপা গলায় বকল, ‘হিসের আওয়াজ।’

‘জীবনে প্রথমবার ঠিক সিঙ্গান নিতে পারল বজন, ‘চটপট গাড়িতে উঠে বসো।’ সে দুরজা খুলে ভেতরে চুক্কতেই পৃথক পাশের আসনে চলে এল। আওয়াজটা জমশ এগিয়ে আসছে। বজন হেডলাইট জ্বাল এবং তখনই একটা প্রামণ সাইজের ঠিতা বাধ গাঢ়ীর চালে এসে দাঁড়াল যথেন্দে একটু আগে তারা মাড়িয়েছিল। গাড়ির বিকে হিংস্র ঢেকে তাকিয়ে আগে জড়িটা।

‘পৃথক সরে আসে আর ঠিতা করল বজনের কাছে, ‘আমার ভয় করছে।’

‘কথা বলোনা না। আমরা গাড়ির ভেতর আছি।’

‘ওই নামো, ওটা এগিয়ে আসছে।’

বজন দেখল। হাঁট মনে হল হেডলাইটের আলো, ঠিতাটাকে রাগী করে তুলতে পারে। বজন হেডলাইট নিয়ে দিসেই অসুবৰ্চ যেন আবিষ হয়ে উঠল। বাষটাকে দেখ যাচ্ছে। গাড়ির দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হয় তো আলো আধাৰিৱ রহণ্য বেগে চোটা কৰছে। একটা রাতের পথ ঠিক হাঁটু আওয়াজ করে উড়ে গেল।

বজন ঘাসিল। এই গাড়িটা যদি একটা ভারী জিপ, নিদেন গোল আঘাসাদার হত তা হলে কিছুটা নিরাপদ বলে মনে করা যেত। মার্কিতিৰ শৰীৰীটা তিচা খেলনা বলে মনে কৰতে পারে। যদিও কাছে আসের পথ চিতোৱা বড় বলে মনে হচ্ছে না তবু ঘন্টি পাহাড়ৰ কোনও জায়গা নেই। বজন শৰীৰে চাপ অনুভূত কৰল। পৃথক যিয়ার টিপকে তার ঝুকের কাছে চলে এসেছে। ওৱ শৰীৰের মিটি গুঁজ এখন সবচেয়ে টের পারে, সে। পৃথক মুখ দেখোৱা চেষ্টা কৰল সে। ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে পৃথক। সে পৃথক মাদ্বায় হাত বেলাল, ‘ভয় পেয়ো না, আমি আছি।’

‘ভূমি কি করবে?’

‘মুহূৰ মুখ দাঢ়িয়ে বলে তুমি আছ আমি আছি।’

‘আঃ। ভালো লাগছে না। দ্যাখো, আসছে।’

ঠিতাটা এবার মূলকি চালে হেঁটে অস্কাল। আলোতে লাকে গাড়ির বনেটোর ওপৰে উঠে দাঁড়াল। বিশাল মুখ খুলে হাঁটু তুলল। ও হখন বনেটোরে ওপৰ উঠল তখন গাঢ়ীতে যেন ভুক্তিমুক্ত হল। এবার ঠিতাটা উঠে গেল ছাবে। বজন ওপৰে তাকাল। ছাবটা যেন সমান্য নিচু হয়ে গেল। পেছন দিকে নেমে গেল তিচাটা। আরপৰ হাঁটাই ছুটে এসে ধাকা মারল পৃথক জানলায়। সেখে সেদে গাড়িটা হিসেবে সরে যাবে একটা গাছের ঝড়তে আটকে হিঁ হল। পৃথক চিকোক করে উঠল। আর বজন ভুত বলে উঠল, ‘দুরজা লক কৰে, তাড়াড়ি।’

হড়মুড়িয়ে পৃথক দাঙজা দিকে সরে গিয়ে লক হাতড়তে লাগল। জানলার ওপাশে চিতোর মুখ। কয়েক সেকেণ্ট লকটাকে ঝুঁক পাছিল না পৃথক। শেষপর্ণত পেটেকে চেপে দিয়ে দু হাতে মুখ দাকল। ঠিতাটা সরে গেল বানিচিটা তারপৰ লাফ দিল। মাথার ওপৰে দুরজ শৰীৰটা যেন বেমা ফাটার চেয়েও ভয়কৰ। গাড়ির ছাবটা যে অনেকটা বসে গিয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারল বজন। এই গাঢ়ি বেশিক্ষণ ঠিতাটাকে সমালাতে পারে না। এখনও কাছে আঘাত কৰার বুঝি ঢেকেনি তিচার মাধ্যম। সেটা কৰবেই তাদের সব অংশলোকে।

ঠাঙ্কীয় ভাসিতে ঠিতাটা নেমে এল বনেটোর ওপৰ। তারপৰ তার পা উঠিয়ে উইক্সিনের দিকে মুখ করে বসল। একেবারে সেতু হাতের মধ্যে চিতোর মুখ। একটা

থাবা ছড়লেই কাটা দেতে যাবে। তারপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওদের দুজনের শরীর খুঁজে পাবে না কেউ। একটা কিছু করা দরকার। এ ভাবে চৃগচ্ছ ওর শিকার হওয়ার কোনও মানে হ্যন না। তিতাতা ছলছল ঢোকে এখন পুধার লিকে তাকিয়ে আছে। একটি যদি নড়াচড়া দেখতে পায় তা হলেই আকর্ষণ করবে। অতএব ঘোষুন্স সময় পাওয়া যায় তত্ত্বাদুর্ধী জীবন। খালি হাতে এই জৰুরীর সঙ্গে লড়াই করার কোনও সুযোগই নেই। গাড়িতে কোনও অসু নেই। শুধু হাঁ, একটা লাবা ঝু-ঝুইভাব রয়েছে। ওটা নিয়ে কিছুই করা যাবে না।

বলে থাকতে তিতাতার দেন কিমুনি এল। ধারাৰ উপর মুখ রেখে দে চোখ ব্যক্ত কৰল। আৱৰ একটু সময় পাওয়া যাচ্ছে তা হলৈ। এইভাবে শিকার সামনে রেখে তিতাতা ঘূমাচ্ছে কেন? বজনের মনে হল প্ৰণীটা খুব এক। এবং বেশ দিনে পেয়েছে। অনেকদিন পৰে দুটো ভাল থাবাৰ পেয়ে সামনে রেখে একটু ঘূমিয়ে নিচ্ছে মেজাজ কৰে থাবে বলে। সে আড়োয়ে পুথাৰ দিকে তাকাল। 'পুথা সেই একই ভঙ্গিতে সেটো হেলান দিয়ে পড়ে আছ।' ও কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে?

ঠাইৰ কাষকাষিকি একটা শব্দ হৈতে তিতাতা চকিতে মুখ তুলল। যাড় ঘুরিয়ে শব্দের উৎস খুলো। তারপৰে সেজা হয়ে দাঁড়া। বজনের মাথায় সেই দুর্ঘটে চিতাবাঙ ঢালকে উঠতেই হাত ঢেল সুইচে। সঙ্গে সঙ্গে মারগতিক ঘৃঢ়ত্ব কৰে আওয়াজ তুলল বনেটো কাঁপিয়। আৱ সেই শব্দ পায়ের লোলা পেতেই তিতাতা লাক দিয়ে পায়ের জহুলে চুকে পড়ল। প্ৰণীটিকে এই প্ৰথম ভয় পেতে দেখল বজন। সে ক্ৰমাগত ইঞ্জিন চালু কৰার চেষ্টা কৰে যেতে লাগল। পেটুলেৰ অভাৱে গাড়িটা নড়ছিল না এতটুকু। সে হেড লাইট হেলে দিল। ব্যাটারি ডাউন হৈক সে শব্দ কৰে থাবে।

'কি কৰছ?' ফ্যাসফেলে গোলাৰ পুথা জিজ্ঞাসা কৰল।

'চুপ কৰল।'

মিনিট দিয়েক আওয়াজ কৰার পৰ থজন থামল। তিতাতা আৱ সামনে আসেনি। হয়তো বোনেৰ আভালো বলে লক কৰে যাচ্ছে। একশশে পেছনেৰ আসনে নজৰ দেবাৰ অবকাশ পেল বজন। দুটো স্টুকেস রয়েছে সেখনে। একটা স্টুকেস হাত বাড়িয়ে তুলে নিল সে। ভেতৱে অপারেশন কৰার ব্যক্তিপতি রয়েছে। এ ওলো দিয়ে তিতা মারার কথা পূৰ্বীতৈ কেটে কৰলনা কৰেনি।

ঠাইৰ পেছনে একটা তীৰ ধাকা লাগল। এবং সেই সঙ্গে তিতার গৰ্জন। আৱ সঙ্গে সঙ্গে সামনেৰ দিকে গড়িয়ে যেতে লাগল গাড়িটা। চটপট স্টিয়ারিং ধৰে ফেলল বজন। তিতাতা ধৰা নিছে পেছন থেকে। সেই ধৰাকৰ তীৰতায় গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। বৰুৱা ঘোৱাচেই ভ্যালিব মুখে এসে পড়ল গাড়িটা। এবাৰ বাতৰলিক নিয়েই নীচেতে দিকে গড়িয়ে চলল অন্যান্যে। কোকে পা নয়, শুধু স্টিয়ারিং কান্ট্ৰুল কৰে গাড়িটাকে বাবেৰ সামনে দিয়ে এল বজন। এতাতা পথ পেটুল ছাড়াই তাৰা বেঁচোৱে গাড়িটাকে নিয়ে আসতে চেয়েছিল তাৰ থেকে অনেক জৰুৱাগে পৌছাইতে পাৱল। কোকে চাপ দিয়ে গাড়ি ধৰিয়ে পেছনে তাকাল বজন। তিতাতা দূৰে দাঁড়িয়ে অবাব হয়েই বোৰহয় এ দিকে তাৰিখৰে আছে। এক মিনিট দু-মিনিট, সেৱ পৰ্যন্ত ফিরে গেল সেটো জহুলে। পাঁচ মিনিটোৱে যাবো ও তাৰ কোনও সৃজা পাওয়া গোল না।

শুধুম তাকাল পুথাৰ দিকে, 'বৌড়াতো পাৱবে?'

'বৌড়াবো?'

'এক সৌতে বারান্দায় চলে আসবে আমি বলা মাৰ।'

'বুনি কোথায় যাচ্ছ?'

'ওই দৰজাটা খুলতেই হবে।'

'কি কৰে খুলবে? তোমাৰ কাছে তো চাৰি নেই। আৱ ওটা যদি দিবে আসে?'

'এলে আসবে। এ ভাবে মনে যাওয়াৰ কোনও মানে হ্যন না। সুনোল সিন্তোহ হবে।' বলতে বলতে চেলে ঝু-ঝুভাইতাটা হাতে নিয়ে দৱজা খুল লিব হৈবে গাড়িৰ সামনেটো যুৱে বারান্দায় বড় তালা খুলো। পিতৃীয় দৰজায় চলে এল সে। ভেতৱে থেকে বৰক। ওপৰেৰ কাছে সজোৱে আঘাত কৰেই সেটো দেক্কে পড়ল। হাত চুকিয়ে ছিটকিনি নামাল সে। এৱাৰ দৰজা খুলো। সে চাপ গলায় ভাকল, 'আসো।'

পুথা দৱজা খুলতে দিয়ে হতভঙ্গ, 'দৱজা খুলছে না।'

শুভল দূৰ থেকেই বুৰুল চিতার আঘাতে দৱজাটা বৈকে গিয়েছে। সে পুথাকে তাৰ দৱজা দিয়ে বেৰিব আসতে দেখল। সৌতে দৱজাটা কৰে পৌছানো মাৰ মনে হল একটা আগন্তনী তীৰ ছুটে আসছে জসল থেকে। তাড়াতাড়ি পুথাকে ভেতৱে চুকিয়ে দৱজা বৰ্ক কৰল বজন। ছিটকিনি তুলে দিয়ে সে বড় নিখাস ফেলতেই ধৰ কৰে গাঢ়ো নাকে এল। পুথা অক্ষৰক ঘৰে বজনেৰ কাছে সৰে এসে বলল, 'কী বিণী গৰ্হ!'

বাইৰে তিতাতা তখন গাড়িটাৰ ওপৰ গৰ্জন কৰেছে।

পুথাকে জড়িয়ে ধৰে থৰেৰ ভেতৱে বজন ছিল হ্যোদিয়ে। ভাস্তুৰ হিসেবে সে জানে এ গৰ্হ মানুৱেৰ শৰীৱেৰ। পচে যাওয়াৰ পৱেই এমন তীব্ৰ হয়।

ঠাইৰ

শহৰেৰ একপাস্তে এই বিশাল প্ৰাসাদটিকে লোৱে এড়িয়ে যায়। ওই বাড়িৰ ভেতৱে জিজীসাদেৰে ভাণ্যে যাকে দিয়ে যাওয়া হ্যন তাৰ আছি নিতে আৰীয়দেৱ যেতে হয় শৰ্শানে। সেই দাহ দেখতেও দেওয়া হ্যন না, কাৰণ হৈলেকট্ৰিক চুলিঙ্গে তোকানোৰ পৰই আৰীয়দেৱ কাছে যেতে দেওয়া হ্যন। বাড়িটার বয়স একশ বৰ্ষৰ। খিটিপাৰা কেন বানিয়েছিল তা নিয়ে অনেক গৰ চালু আছে। আপাতত এটি রক্ষিবাহিনীৰ মূল কাৰ্যালয়।

পুৱেৰ বাড়িটাই পাহাড় কেটে বসানো। দশহাত লাবা পাঁচিল দিয়ে বেৱা। তোকার দৱজা একটাই। তারপৰ বিশাল চালাল। সেখনে কুন্তুৱেৰ মত ওত পেতে বলে মনে আছে জিপন্তো। যে-কোনও মুন্তোস সকলে পেলোই ছুটে যাব ভ্ৰাইতাৰ।

দোজোৱাৰ একটি ঘৰেৰ সামনে অফিসাৰৰা একে একে পৌছে গেলেন। ঘৰেৰ দৱজা বৰ্ক। পুৰুশ কমিশনাৰ জৱাৰি তলা দিয়েলৈ। তিনি মিটিং কৰবেৰে। এমন বাপোৱাৰ সচাৰচাৰ হ্যন না। সি পি কাৰণ সবৰ পৰাৰ্মণ কৰাব প্ৰয়োজন মনে কৱেন না। তাই আজ তলাৰ পেয়ে প্ৰাতিকৈকে এলি মানুৱা।

পুৰুশ কমিশনাৰ তাৰিখৰ শৰীৱাটা বেশ ভাৰী। মুখ্যত বুৰুড়গেৰ মত বলে মনে কৱে না নিশ্চৰুৱা। তাকে কেউ কখনো হাসতে দাবেনি। যে সি পিকে হাসতে দেখবে তাৰে এক বোতল শুচ উপহাৰ দেওয়া হ্যবে বলে ভুনিয়াৰ অফিসৰ ফ্লাৰে একটা যোগপা

রয়েছে। অবশ্যই গোপন ঘোষণা এবং এখনও পর্যবেক্ষণের দাবিদার পাওয়া যায়নি।

তিক সময়ে দুরজা ঘুলে গেলে। অফিসের বিনাট ঘরে চুক্কে দেখলেন সি পি জানলায় দাঁড়িয়ে নীচের চাতাল দেখেছেন। তার চওড়া পিঠ এবং মাথার পেছনের টাক দেখা যাচ্ছে। গভীর গলার হুম এল, 'সিটি ভাউন হেটেলেমেন।'

অফিসের বাসলেন, 'জুন আসিস্টেন্ট কমিশনার, চারজন ডেপুটি। মাঝখানে বড় টেবিল, টেবিলের ওপাশে দাঁড়ি চেয়ার।'

প্রেটে থেকে একটা ছুরুট বের করে তার একটা প্রাণ নাঁতে কাটিতে কাটিতে সি পি ঘুরে দাঁড়িয়ে, 'আমার দুর্দণ্ডি কি তোমার জানে?'

আসিস্টেন্ট কমিশনারদের মধ্যে যিনি সিনিয়র তিনিই জ্বাব দেবার অধিকারী। বিস্ত জ্বাবটা তাঁর জন্ম না। সি পি নিজের চেয়ারে এসে সময় নিয়ে ছুরুট ধরলেন। ঘরে দেওয়াল খাঁড়ির আওয়াজ ছাড়া কোনো শব্দ না হল না।

এক গাল ধোয়া হচ্ছে সি পি বললেন, 'একপাশ নিষেট গৰ্হস্তকে নিয়ে আমাকে কাজ করতে হচ্ছে। সোম, তুমি কথাটা থাকার করে না?'

অপমানটকে হজম করে নেওয়া এখন অভিজ্ঞে চলে এসেছে। সোম টেটি চেটি নিলেন, 'স্যার, আমরা চেষ্টা করছি।'

'চেষ্টা? ও? আমি অনেকবেশে দেখছি আমার চাই এক প্রোটোট। তুমি অনেক চেষ্টা করে যদি পাও ও তাহে আমি তোমাকে বাহ্য দেব না। তোমারে তো মজা, খাল দাঢ়ি আর ঝাঁকা নিয়ে ফুটি করছ। অসহ্য।'

সোম বললেন, 'আমর বিশ্বাস তিনি আর নেশন্সিন বাহিরে থাকবে না।'

'কিসে তোমার এই বিশ্বাস এল সোম?'

'আমরা চারপাশ থেকে ওকে যিনি ফেলেছি। পাশের পাহাড়টাতেই ওকে থাকতে হচ্ছে। এই শহরে ছুকতে পেলে ওকে অনেকগুলো প্রুলিং-চৌকি পেরিয়ে আসতে হবে। এবার আর নেটো সঙ্গে নয়।' গভীর গলার বললেন সোম।

'পাশের পাহাড় চিটাটা আছে আর তুমি এখানে বসে কেন?'

'স্যার, অত্যবশ্য শাহাঙ্গ জঙ্গে তার নিঃস্বরূপের চালাতে গোলে যে হোস্ট দরকার তা আবাদের নেই। ও সহজেই পালিয়ে যেতে পারে।'

'ধোরে ও এল না, এই শহরেই ছুলন না, তাহলে?'

'এখানে না এসে ও পারবে না স্যার।'

'কেন?'

'এখানকার মানুষ ওকে ভালবাসে।'

'কে বলে?'

'এটো খবর।'

'পর্যন্তদিনের উৎসবে কত লোক শহরে জমবে?'

'এক লক্ষ দশ, এমন অনুমান করাযাচ্ছে।'

'তার মানে প্রায় প্রতিটি জাতীয় লোক বিবরিক করবে।'

'উপর দেই স্যার। ধর্মীয় উৎসব, বৰ্ষ করা যায় না।'

'আর সেই জনসমূহে যদি তোমার তিনি মিশে থাকে তার সাজও ছুটে পারবে না। এই পর্যন্তদিনটির কথা তেবে আমার হুম চলে গিয়েছে। কখন কোন নিক থেকে আক্রমণ হবে কেউ জানি না।'

বিটীয় আসিস্টেন্ট কমিশনার উশ্বরে করছিলেন। নীরবে সোমের অনুমতি নিয়ে তিনি বললেন, 'স্যার, একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, গত একমাস তিতা ছুপ্তাপ আছে।'

'বেশ তো নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও। যে কোনো ক্ষেত্রে মানে বড় আক্রমণের প্রস্তুতি। আমি অনেকবার তেবেরি লোককাকে সবাই তিতা বলে কেন?'

সোম বললেন, 'ও তিতা কো খৃত তাই।'

সি পি ঠোকু মুঠাকে, 'তোমার কেউ তিতা দেবেছ?'

'হ্যাঁ না। পারের ভাস্তবে একটা তিতা আছে। সোমের আবশ্য তাকে পারলা তিতা বলে থাকে।' সোম জানলেন।

'অটুবুক পরে যখন আমি অবসর নেব তখনও হোমার এক বছর চাকুর থাকার কথা। তুমি সি পি হলে মেসের অবস্থা কিনকম হবে তা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়।' সোম, তিতা একটি বিল প্রাণী। যাদের লোকে তিতা বলে তারা ছোট সাইজের বায়। লেপোর্ট, তিতা নয়। তখুন মুখের দাগে নয় ওর চালচলনই আলাদা। পুরুষীর সর্বত্র তিতা করে আসছে। আমি প্রাণী করতে চাই তোমাদের এই লোকটি লেপোর্ট হলেও হতে পারে, তিতা নয়। গত ডিনবছরের ওপর কোটা খুব করেছে?'

সোম বললেন, 'বাইবেলে অবশ্য ও নিয়ে নয়।'

'প্রুলিশের একজন সেপাই কিছু করলে জ্বরবদ্ধি আসবে নি দিতে হয়।' আর আমরা ওদের কজনকে ধরতে পেরেছি। তিনজনকে। ধরাবাই আবশ্যিক্য করেছে তারা। কি সুন্দর লাড়ী। তুমি যদি তিতা হতে আর পরশুনিন উৎসব ধারত আহলে কি ছুপ্তাপ বসে থাকে? সুন্দর নিয়ে না?'

চোক লিলেনেন সোম, 'হ্যাঁ স্যার।'

'সেবের অবস্থা আমি তোমাকে ধরাপেকার মত পিবে মাঝারি। কিন্তু ওই লোকটাকে পারাই না। তিন বছর ধরে ও আমাকে নাটিয়ে বেড়াক্ষে আর সোনি সন্তুষ হচ্ছে তোমাদের মত ইট মাধ্যর লোক কোর্সে আছে বলে। দশ লক্ষ টাকার প্রুরুকার ঘোষণা করার পর কোটা খুব এসেছে।'

'তিনটি। তাও টেলিলেনেন। তিনটোই ছুয়ো খৰব।'

'এই শহরের লোকের কাছে তালেন দশ লক্ষ টাকার চেয়ে ওই বদমাসটা বেশি মূল্যবান। তখন তো বলেছিলে ঘোষণা করার তিনদিনের মধ্যে খৰব পাওয়া যাবে। সোনো, তোমাদের স্পষ্ট বৰাই পরশুনিন ওকে আমার চাই-ই।'

'পরশুনিন?' সোম বিড়বিড় করলেন।

'হ্যাঁ।' পরশুনিন ও এই শহরে আসেছে। শহরের সব জাতীয় চৰিশশষ্টা পাহাড়া বসাও। দশ লক্ষ টাকার কথা প্রতি পাঁচ মিনিট অস্ত মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে। শুনতে শুনতে শুনুবের নার্তে যেন আঘাত লাগে। সি পি কথা শৰ্ষে করাবার টেলিফোন বাজল।

শুরু বিড়বিড় মুখে তিনি রিসিভার স্লুল হালো বললেন। ওপাশ থেকে কিছু শোনাবার সকলে দেখল সি পি সোজা হয়ে বসলেন।

'ভার্গিস?'

'ইয়েমেন সার।'

'এইয়েমেন আমাকে জানানো হয়েছে তুমি মাত্র তিনদিন সহয় পাছ।' এই তিনদিনের মধ্যে যদি তুমি পাহাড়ি চিটাটোকে থাইয়া না ভরতে পারো তাহলে প্রোশেনের সহয় যে

রেঙ্গিনোন লেটারটা আমাকে দিয়েছিল তাতে তারিখ বসিয়ে নেওয়া হবে। মনে
রেখো, যাই তিনিদিন অপেক্ষা করবেন তাৰা। ' খুব ঠাণ্ডা পৰাবৰ শব্দগুলো উচ্চারিত হল।
ভার্সিস কেইচে উত্তোলন। তাৰ গলা জড়িয়ে গেল, স্যার ! তিনিদিন খুব অৱসীম !'

'তিনিদিন মানে তিনিদিন। তুমি জানে আমাকে কাদেৰ কথা শুনতে হয়। কাজ না
হলে আমাৰ কাবে দুমিও যা সোমও তা।' লাইনটা কেটে গেল। এমন গলায় আনেকদিন
কথা বলেনি মিনিস্ট্রো। লোকটাৰ অনেক উপকৰণ কৱেছে ভার্সিস। টুকু পয়সা ধোকে
মেয়েমুনো কি পাঠাবেনি ? অৰ্থত আজ একম অনা গলা ? যাৰা মিনিস্ট্রোৱে নিৰ্বিশে
দিয়েছে তাৰে অস্তিত্ব সংপৰ্কে একটা অনুমান আছে ভার্সিসেৰ কথে প্ৰমাণ হৈ। এমন
বিশ্বাস হল, তাৰ মত মিনিস্ট্রোৱে লেখা পদভাগপত্ৰ ঘৰেৱ হাতে এসেছে।

কৰ্মালৈ যাব মূল্যনো তাৰ্সিস। তাৰ চোখ এৰাৰ সোমেৰ দিবে। হারামজান নিৰীহ
মুখে আকিয়ে আছে কিন্তু মনে জনে জানে তিনি যাব নাজেহাল হৰেন তত ওৱা সামনে সি
পিৰ চেয়াৰ এগিয়ে আসবে। আসার্ছি ! তিনিদিনোৱে মধ্যে এই হৃষোদাটকে ফিশাতে
হৰে।

নিয়ন্ত্ৰণ ফেললেন ভার্সিস। এয়া কেউ নিশ্চাহী খুবতে পাৰেন এই টেলিফোনটা কে
কদেছিল এবং কি বলেছে। তিনি উঠে দাঢ়ালেন। তাৰ হাতী কৰ্পছিল : 'জেন্টলমেন,
আমি তিনিদিন সময় দিছি। মিনিস্ট্রো আওয়াৰ্প। এৰ মধ্যে ওকে ঝুঁজে বেৰ কৰতে
হৈছো। সে একিভিত্তি'।

'ভার্সিসেৰ উঠে দাঢ়াতে দেখে অফিসৱাৰা চেয়াৰ ছাড়লেন। উঠেৰ মুখগুলো ওকিয়ে
দিয়েছিল। সোম বলতে চোঁটা কৰলেন, 'স্যার তিনিদিন—।'

তাৰে কথা শোৰ কৰতে দিলেন না ভার্সিস, 'ওটাই খুমি !'

অফিসৱাৰা বেয়িয়ে গেলেন। আধুনিকৰ মধ্যে সমষ্ট শহৰ জুড়ে পুলিশ তাুগৰ শুৰু
কৰে দিল। মাহিকে ক্ৰমাগত দশ লক টুকুৰ কথা যোৰ্কা কৰা হৈছিল। ভার্সিস তাৰ
অফিসৱাৰা পাশেৰ দৱাৰা ঝুলে কৰিবোৰ দিয়ে হৈতো চলে এলেন নিজৰ বাসভৰণে।
বিলাসৰ সমষ্ট বৃহত্বা এখানে। তিনি বিয়ে কৰেননি। যৌবনেৰ কেণাও নারী তাৰে
বায়ী হিসেবে বৰঞ্চ কৰাৰ কথা ভাৱেনি না তিনি সময় পাননি এ নিয়ে অনেক বিকৰ
আছে।

সোকাতে গা এলিয়ে দিয়েও ভার্সিস বৰ্তি পাছিলেন না। মিনিস্ট্রোৱে কাছে তিনি
এবং সোম একই প্ৰয়াৰে; একথা মন থেকে সৱাতে পারছিলেন না। তিনিদিন বড় কম
সময়। তিনিদিনে কিছু হৰেৱ সংজৰনাও তিনি দেখেছেন না। আৱ এমনি এমনি মিনিস্ট্রোৱে
কেটে গোলে চৰ্বিনীনে এই ইউনিফৰ্ম খুলে দেলতে হৰে। আৱ সেৱকম হলে তিনি
অবশ্যই এই শহৰেৰ ধাৰকৰেন না অৱশ্য সেৱকম হৰাবৰ কথা তিনি দাখিলে ভাৱতে পাৰেনন
না। হঠাৎ তাৰ শহৰেৰ সবচেয়ে স্বতন্ত্ৰে মাদি হিলো। পৰিয়াৰ
কেটে জানুক বা না জানুক ভার্সিস জনেন মিনিস্ট্রোৱে টিকি ওর কৰে বাধা আছে।
ভার্সিস নিজৰ লাইনে টেলিফোন কৰলেন ম্যাডামৰ বিশেষ নথৰে। দুবাৰ বাজতেই
ম্যাডামৰ গলা পাওয়া গেল, 'কে ?'

'নৰকতাৰ ম্যাডাম। আমি ভার্সিস বলাইছি।'

'ও ভার্সিস। আমি তোমাৰ জনো দুঃখিত।'

'আপনিও খবৱো জনোন ?' ভার্সিস অবাক।

হাসিৰ শব্দ বাজল, 'আপনিৰ মানে ?'

'সৱি। ম্যাডাম, অমি অটীভৰে কথা মনে কৰিয়ে নিতে চাই না কিন্তু আজ আপনাৰ
কাছে একটা সাধাৰণ আশা কৰতে পাৰি না ?'

'লোকটাৰে ধৰে ইলেক্ট্ৰিক চৰায়ে বসিয়ে দিলৈছি তো লাঠী চুকে যায়।'

'এন্দৰ সেটাই সংস্কৰণ হৈলৈন।'

'তিনিদিন পৰে তোমাকে স্বাক্ষৰ কৰাৰ কৰলৈ মিনিস্ট্রোৱে পদভাগৰ কৰতে হৰে। সোনো,
আৱ উপদেশ হল, এই তিনিদিন ছুটিয়ে জীবনটাৰ উপভোগ কৰো। বাই !' ম্যাডাম
লাইন কেটে দিলেন।

দেবেই তো : যখন ওৰ হেলথস্পেস্টোৱ নিয়ে পৰালিক খেপে দিয়েছিল তথ্য তিনিই
বাচ্চিয়েলেন। ছয়মাস ধৰে মোৰ ভোৱাৰ তিনিটো পৰ্যাপ্ত ভোৱাৰ থেকে সেৱাই
পৰিয়ে নিয়োজিলেন তিনি যাবতো ম্যাডামৰে কোজৰুন বিনা বাধায় যাওয়া আসা কৰতে
পাৰে। আৱ এসে হৈছোছিলেন মিনিস্ট্রোৱে প্ৰমাণ বাখতে। ভার্সিসেৰ হাত পুলিশ
কৰতে লাগল। একেবৰে মূৰৰ জন্ম তিনি বিছু কৰেননি। প্ৰমাণ দেৰেছেন। সেগুলো
সব এই ঘৰেৱ আলমাৰিতে ভৱ্যত আছে। যদি পদভাগৰ কৰতেই ইয়ে সেগুলোকে আৱ
আগলো রাখিবোৱেন না।

ভার্সিস টেলিফোন তুললেন, 'সোম, নীচে নেমে এস। শহৰটাকে দেখব।'

তৈৰি হয়ে নিলেন ভার্সিস। হী, সোম এৰ মধ্যে সুদিন ম্যাডামৰ ওখানে সৈয়েছে এই
ব্যৱ তিনি পেয়েছেন। হেলথ ক্লিনিকে আৱাম কৰতে পুলিশ অফিসৱাৰে যাওয়া নিয়ে
আছে। বন্দেহেন, কিংৰু বলেননি।

ঘৰ থেকে বেয়িয়ে সালুট উপোক্ষা কৰতে ভাৰ্সিস মূল বাজালায় চলে এলেন।
তাৰ হিলেৰ শব্দে চৰাপোৱে সেপাইয়া ভৰ্তু হৈয়ে উঠাইল। বাঁচ ঘোৱাৰ সহয়
পোস্টারটা নজৰে এল। এখানে আটা সেটো দেৰাবৰ বুকি কাৰ হয়েছে ? বৰং এটাকে
কোনও সেওয়ালে সেটো দিলে কাজ হত। নিৰোধৰ দল।

পোস্টারটাৰ চোখ পড়তেই তাৰ পেটেৰ ভেতৰত চিন্তন কৰে উঠাইল। ওপৰে
লেখা, দশ লক টুকুৰ পুৰুষ। মাঝখানে লোকটাৰ ছিল। টোচেৰ মিচকে হাস্টিতা
মারাবৰুঁ। নীচে লেখা, আকশলাকেৰে জীবিত অথবা মৃত চাই।

দশ লক টুকুৰ, আচাৰ্য ! তুৰ ধৰে দেই !

ভার্সিস হাতাই লাগলেন। সিডি ভোঁড়ে নীচে এসে দেখলেন সোম ইতিমধ্যে নেমে
এসেছে। কাষ্টকাৰি পৌছে বললেন, 'শহৰটা দেখব।'

'ইয়েস স্যার !'

ভার্সিস নি পিৰ জন্যে নিলি গাড়িতে উত্তোলন।

উঠে দৱাৰা বৰ্ক কৰে দিলেন। অগত্যা সোমকে আৱ একটা গাড়ি নিতে হল। ওদেৱে
পেছেৰে সেপাইয়ে ভ্যান।

চাতাল পেয়িয়ে গেট-এৰ কাছে আসতেই ভার্সিস একটা জটলা দেখতে পেলেন।
এখনে গার্ডেনেৰ জটলা কৰা ঠিক নয়। গাড়ি ধৰিয়ে তিনি চিকিৎকাৰ কৰলেন, 'আজ্ঞা মারা
হচ্ছে, আৰ ?'

সদে সদে সেপাইয়া সোজা হয়ে স্যান্ডুচ কৰল। একজন খুব ঝুঁকে ভয়ে অৱে নিবেদন
কৰল, 'স্যার, এই লোকটা !' বেচাৱাৰ পক্ষে কথা শোৰ কৰা সৰ্বত হল না আতকে।
ভার্সিস দেখলেন একটা শীৰ্ষ চেহাৱাৰ লোককে ওৱা ধৰে রেখেছে। জামাকাপড় যোলা
এবং ছেড়া। তিনি দেখলেন সোম তাৰ গাড়ি থেকে নেমে ওইনিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

ভার্মিস মনে মনে বললেন, 'বাইবিল ! যেখানে দরকার নেই সেখানেই কাজ দেখাবে !'

সোম সামনে যেতেই সেপাইয়া ব্যাপারটা জানল। লোকটা সি পির সঙ্গে দেখা করতে চায়। কেন দেখা করতে কাউকে বলছে না। ওরা ভয় দেখিবেহে ভেটকে চুকলে হাত ছাড়া কিন্তু পাওয়া যাবে না তবু জেন হাতছে না। সোম সেপাইদের সাবে যেতে বললেন। একটু আলাদা হচ্ছে চাপা গুরুতর জিজিসা করলেন, 'বি চাস হুই ?'

'দশ লক্ষ টাকা।' লোকটা হাসল।

'পেটে কাঁক করে এমন লাবি মারব হাসি বেরিয়ে যাবে।'

'বাব, অগ্নারাই তো বলেছেন খবর দিলে টাকা পাওয়া যাবে।'

'কোথায় দেখেছিস তুকে ?'

'টাকাটা পাব তো ?'

সোম আড়তো দুরে দৌড়ানো বিশিষ্ণুর গাঢ়ি দেখলেন। বেশি দেরি করা উচিত মনে হচ্ছে না। তিনি মাথা নড়ে হচ্ছে লোকটা বলল, 'চাপি হিসেসে !'

উত্তেজনায় টপগলিয়ে উঠলেন সোম, 'কোন বাড়ি ?'

'বাইশ নম্বর। জানলায় এসে সাঁড়িয়েছিল। নীচে লক্ষ্য আছে।'

সোম সেপাইদের কাহে চলে এলেন, 'আমার চলে যাওয়ার পাঁচ মিনিট বাদে ওকে এমন ভাবে মারব যাবে না মরে !'

তাপুর পিনি শোজা এণ্ডিয়ে গেলেন সি পির গাঢ়ির সামনে। উত্তেজনা চেপে রাখতে তাঁর ঘূর করছিল।

'কি ব্যাপার ?' ভার্মিস হাতার ছাড়লেন।

'মাধ্যম গোলমাল আছে।'

'সেটা জানতে তোমাকে যেতে হয় কেন ? চলো।' সিপির গাঢ়ি ছাড়ল।

নিজের গাড়িতে বসে সিগারেটে ধোলেন সোম। শহর দেখতে হল তারের চাপি হিল দিয়েই যেতে হবে। দশ লক্ষ টাকা আঁ। একেই বলে যোগাযোগ। হ্যাঁ, লোকটা ধূরা পড়লে সিপির চাপকি বাঁধে। তাঁর প্রমোশন বৃক্ষ। কিন্তু দশলক্ষ টাকার জন্যে আপাতত প্রমোশন উপক্ষে করতে পারে তিনি। সিপি হলে তো কাটার চোয়ার বসতে হবে। একবছর বসেলাই তাঁর চলে যাবে।

রাত্ত্বার এর মধ্যেই লোক জমছে। শহরের বাইরে থেকে লোক আসতে শুরু করেছে। দেবতার মুক্তি মাধ্যম নিয়ে পরৱর্তন প্রেসেন্স দেব হবে। তবে আজই পুরুষ বেশ নজরে পড়ছে। সেইসবে সমাবে চলাচে দশ লক্ষ টাকার যোবাবা।

চৌমাথার এসে সিপির গাঢ়ি দাঁড়িয়ে পড়তেই সোম নিজের গাঢ়ি থেকে নেমে ছাটলেন। ভার্মিস তাকে বললেন, 'বা নিজের রাত্ত্বার নে একটা কাজে দাও আগামী তিনদিন। কেউ ওখানে ক্রচতে পারবে না।'

'কিন্তু !'

'নে কিন্তু। যত চাপ পুরুক অন্য রাত্ত্বার এটা আমার খোলা চাই। তাহলে যে কেনেও জাগায়া ফোর্স সঙ্গে সঙ্গে পেঁচাতে পারবে।'

'কিং আছে স্যার !'

কনভ্য এগলেন। চাঁদি হিলেস চুকছে গাঢ়িগুলো। সোম বাড়ির নম্বর দেখলেন। এক দূর, প্রস্তর পরাই আছে। কুড়ি প্রশুল্প পার হবার সময় তিনি হাইস্কুল বাজালেন। বাইবে নম্বরের নীচে লক্ষ্য।

২০

সামনের গাড়ি থেমে যেতেই তিনি ছুটে গেলেন, 'স্যার, স্যার— !' উত্তেজনায় কথা বল হয়ে গেল সোমের।

'কি ব্যাপার ?' বিরক্ত হালন ভার্মিস।

'ওকে দেখতে পেলাম। ওই জানলায়।'

'কাকে ?'

'চিতা, আই মিন, আকশলাল।'

সঙ্গে সঙ্গে ভার্মিসের নির্দেশে বাড়িটাকে ঘিরে ফেলা হল। ওয়ারলেসে খবর গেল, 'আরও সেপাই পাঠাও !'

মিনিট পাঁচকের মধ্যে আবিনী তৈরি। ভার্মিস হতুল দিলেন, 'ফায়ার করো।' সঙ্গে সঙ্গে গুলি থেকে থার্বারা হয়ে কাচ ভেঙে পড়তে লাগল 'ওপরের জানলা থেকে। সোম উত্তেজনায় গলবন্ধ বলল, 'দুজন কাতর সার !'

মাথা নাড়েন ভার্মিস। হ্যাঁ। কিন্তু তাঁর চোখ ছেট হয়ে এল। ওপরের ঘরে আলো ঝলছে। কেবল জানলায় এসে দৌড়ায় তাহলে কাচের আড়ালে তাকে সিলুট দেখবে। মুখচোখ দেখতে পাওয়া সত্ত্ব নয়। সেকেরে সোম কি করে লোকটাকে দেখতে পেল ?

মিনিট পাঁচকের মধ্যে সব ঘর তচনছ করে সোম রিভলভার হাতে সেই ঘরটিতে চুকলেন। বাড়িটার অন্যায়ের মত এখানেও কোনও মানুষ নেই। শুধু টেলিলেসের পেপের পেপেরওয়েটের নীচে একটা কাগজ চাপা রয়েছে। সেইটে পড়ে সোমের মনে হল তাঁর হাতি দুটো নেই।

'কি ওটা ?' পেছন থেকে ভার্মিসের গলা তেমনে এল।

কাপা হাতে সোম কাঙ্গাটা এণ্ডিয়ে দিলেন। ওপরে ভার্মিসের নাম শোখা।

ভার্মিস পড়লেন, 'আগামী প্রাত সকাল ন'টায় টেলিলেসের পাশে থাকবেন। দারুণ সুস্বাস আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। আকশলাল।'

ভার্মিস চিরক্ষিটা হাতে নিয়ে ঘূর দৌড়ালেন। সোম মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। ভার্মিসের হকার শোনা গেল, 'তোমার রিভলভারটা দাও !'

তিন

হ্যাঁ এই পরিকল্পনায় ঝুঁকি আছে। কিন্তু বৃক্ষগুল, ইন্দুরের মত বেঁচে থাক আর আমার পকে সবার নয়। হ্যাঁ এখনই নয় আর কখনও নয়। বালিশে হেলান দিয়ে আগশোয়া অব্যাহত আকশলাল কথাগুলো বলল। তাঁর মুখে চেহারা ক্ষাক্ষে, দেশেলাই অসুস্থ বলে মনে হয়। বয়স পঞ্চাশের গায়ে, শৈলীর মেহীন।

ঘরের ডেরে ঝোতা হিসেবে যে তিনজন মানুষ বসে অছে তাদের চিহ্নিত দেখাইল। তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক মানুষের নাম হ্যানদেন আলি। ভাবত গেলেই তাঁর চোখ বৃক্ষ পর পর হাতে হচ্ছে। সেই ভালি নিয়েই হ্যানদেন বলল, 'এখন আমাদের শেষবার চিতা করতে হবে। ইন্দু যখন প্রথম এই পরিকল্পনার কথা আমাকে বলেছে তখনও আমি পছন্দ করিনি, এখনও আমার ভাল লাগে না। একটু তুল মানেই তোমাকে চিরক্ষিবনের জন্যে হারাব। কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার বেঁচে থাকাটা দেশের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।'

'কি তাবে বৈচে থাকা?' খেকিয়ে উঠল আকাশলাল, 'এইভাবে জলের তলায় দমবন্ধ করে? কেন? কাজটা আমি করতে পারছি?' অর কাজই যদি না করতে পারলাম, তাহলে বৈচে থাকা অর মরে যাওয়ার মধ্যে কোনও তফাত নেই। আমি না থাকলে তুমি সেই কাজটা করবে, ডেভিড করবে, অজস্র মানুষ এগিয়ে আসবে। আমাকে কাজ করতে পেলে বাকাবিং তাবে বৈচে থাকতে হবে। এই শরীর নিয়ে ওরা আমাকে সেটা করতে পেলে না।

প্রথম লক্ষ টাকা পুরুষের ঘোষণা এমনি এখনি করেন সরকার।'

তৃতীয় মানুষটি যদি নাম ডেভিড, নিচু গলায় বলল, 'ওটা এখন দশ লক্ষ হয়েছে।'

তৃতীয় মানুষটি যদিন ননীন, বলল, 'ওরা আপনাকে পেলে যথেষ্ট দেবে।'

'জানি। আমি সব জানি।' আকাশলাল হাসতে চেষ্টা করল।

হায়দার আলি বলল, 'কোনও সুযোগ না দিইছি ওরা ইলেক্ট্রিক চেয়ারে বসবাবে।'

'সব জানি। তবু আমি ধূৰা দিতে চাই। এটাই শেষ কথা। আমি আর কতদিন আভাব প্রাপ্তি থাকব? কোনও ধূৰণ না দিইবে বিশ্বাস করতে পারব না। এত টাকার লোট সামনে থাকলে আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারব না। এই পরিবেশের সহজ মানুষগুলোকে লোভী করে তোলার কোনও অধিকার আমার নেই।' আকাশলাল নামতে চেষ্টা করল রিছনা হেবে। হায়দার আলি এগিয়ে যেতেই সে হাত নেড়ে জানাল টিক আছে।

ডেভিড বলল, 'সাধারণ মানুষ কিন্তু দশ লক্ষ টাকায় ভোলেনি। ভার্সিসে নাজেহাল করতে আমি একটা লোককে পার্সিয়েলাম হেডকোয়ার্টার্সে মিথ্যে থবৰ দিয়ে। সে কাজটা করে ফিরে এসেছে। মাঝেখে যেমনেছে কিন্তু বিশ্বাসবাক্তা করেনি। আপনার চিটাটা নিচ্ছয় তারিখ ফেলে গেছে।'

'ওকে আমার হয়ে নিয়ন্ত্রণ দিয়ো।' স্বাবধানে পা হেলে আকাশলাল পাশের দরজা দিয়ে টালেটে চুলে গেল।

ওরা তিনজন চূঁচপং বসে রইল। যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তিনবছর আগে আজ তা প্রায় বিদ্ধিত। একদিনে সামরিক শক্তির পাশের অভ্যন্তর অনাদিকে তথ্বকরিত কিছু বিপ্লবী বিশ্বাসবাক্তা সহেও এবন যেনে কু আলা টিমটিম করে ভুলে তা যে আকাশকে কেন্দ্র করে তা এই তিনজনের চেয়ে বেশি কারও জান নেই। তিনবছর ধূৰ শুধু আকাশকে নয় নিজেদের পোকে রাখার চেষ্টা করাও জান নেই। তিনবছর ধূৰে প্রতিশূলের এসেশের মার্গিপথিদ এবং পুলিল টিক তারিখ নিষিদ্ধে ঘূমাতে হেতু পারবেন হেই তারা জানতে পারবেন আকাশলাল জীবিত নেই। মানুষের বাধীনের পক্ষে এই লড়াই দমকে যাবে আরও অনেক বছৰ। তিনজনের অস্থির কারণ এখন এক।

টালেটের আয়োজ নিজের মুখ দেখছিল আকাশলাল। গাল বসে গিয়েছে। অনেকদিন পরে নিজের মুখটাকে তাল করে দেবেন সে। বয়সের অচিত্প নয়, অবহেলার প্রতিশূলে যুখ ছড়ে। তবু রাত্যের নামলে যে-কোনও মানুষ চিনতে পারবে তাকে। মুখের এই বিদ্ধিত অবস্থা তারে কলে না। মানুষের মত কোনও প্রশ্নীর মুখ এত জলে এতব্যর বলব হয় না। অবস্থা তার তে দীর্ঘদিন ধৰে এই রাখে গেল। বাইরে বেরিয়ে আসার সময় মাধ্যটা একটু বিমর্শ করে উঠল। একটু দৌড়িয়ে সিদ্ধেই মত পাঠাল সে। তিনজোড়া উত্থিপ চোখ তাকে দেখেছে। ওদের আরও উত্থিপ করার কোনও মানে হয় না।

বিছানায় ফিরে আসামাত্র দরজায় শব্দ হল। হায়দার আলি জানতে চাইল 'কে

ওখনে?' উত্তর এল, 'ভাঙ্গা এসেছেন।'

এ বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে রাস্তায় এখন চিপিশ ঘটা পাহাড়। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই ব্যর পৌঁছে যাবে এই যতে। হায়দার ভেতরে নিয়ে আসতে নির্মেশ দিল।

ডাক্তার ঘরে দুর্বলেন। বালিমে হেলন দিয়ে আকাশলাল হালন, আসুন ডাক্তার।

ভদ্রলোক খাটোর পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এখন কেমন আছেন?'

'ভাল। বেশ ভাল। কারও সাহস্য ছাড়াই ট্যালেট যাইছি।'

'হাঁটির সময় মাথা ঘূরছে না তো?'

'কাল অব্যবহৃত, আজ আর ঘূরছ না।'

আমি পর্যবেক্ষ করব। আপনাকে বালিম সরাবে হবে।'

ডাক্তারের নির্মেশ মান কলন আকাশলাল। ডাক্তার পরীক্ষা করে যে সমষ্ট হয়েছেন মুখ দেখেই বোকা যাইছিল। আকাশলাল কোর্ট মুখতেই বিশাল ক্ষতিত বেরিয়ে এল। তার অনেকবার শুকিয়ে গেলেও ওটা যে সাপ্রতিক তা মুখতে অস্বীকৃত হ্যাব করা নয়।

আঙুল রাখলেন ডাক্তার, 'এখনে কোনও ব্যাথ বৈধ করেন?'

'ব্যাথ না না।'

আমি একটা স্প্রে দিচ্ছি। দিনে দুবার ব্যবহার করলেই প্রশংসন পূরণে হয়ে যাবে।

'ধূমাবাদ। পরাতনিন তো অনেক সময়।'

'না অনেক সময় নয়। আমার যে-কোনও পেশেটুকে আমি আপনার অবস্থায় আরও দশদিন বাইরে যেতে দিতাম না। এবনও বলছি আপনি দুর্মান দেখাবেন।' এই কথাগুলো বলল স্বরে ডাক্তার যেভাবে ঘরের অন তিনজনের লিকে তাকালেন তাতে স্পষ্ট কোথা গোল করে স্বীকৃত চাইছেন।

ডেভিড উঠে এল পাশে, ডাক্তার, আপনি ওকে সুই করবেন না?

ক্ষত মাথা নাড়লেন ডাক্তার, 'না। একটা শুভ পরীক্ষা ওর শরীরে করা হচ্ছে। স্টেটের প্রতিক্রিয়া বোকার জন্মেও সাম্পর্কিন জন্মে রাখা দরকার।'

ডেভিড কিছু ক্ষতে যাইছিল বিজ্ঞ তাকে হাত তুল নিয়ে করল আকাশলাল, 'অ্যাপোরেশনের পর আপনিন কেটে দেও।' যা কিছু নজরের আপনি নিচ্ছয়েই করে ফেলেন। না পারলে আমার কিছু করে নেই। আপনারে আমি অনেক আগে বলেছি পরশ সকলে আমারে রাখত্ব মানবতী হবে। তাই না ডাক্তার?

এবার গলার ঘরে এমন কিছু ছিল যে ডাক্তার আবার নাৰ্ভাস হলেন। এই মানুষটির মাথার দাম এখন দশ লক্ষ টাকা। একসঙ্গে এত টাকা তিনি কখনও স্বাক্ষেননি। আজ থেকে একমাস আগে ব্যবহৰ তাকে ধৰে নিয়ে আসা হয়েছিল তখন লোকটির ব্যক্তিত দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। এমন কি অ্যাপোরেশন টেবিলে অজ্ঞান হয়ে থেকে বাকি মানুষটি ও যেন তাকে হুক্কি করে দেখে। এগুলোর মানুষের পক্ষে কথা বলল অজ্ঞে সেক্ষেত্র। মরিয়ে শুধু এই বোকাই তাকে বিশ হুক্কি স্বেচ্ছেও সহযোগিতা করতে উন্মুক্ত করেছিল।

তিনি বললেন, 'কিন্তু আপনি এখন সম্পূর্ণ সুই নন।'

'আমি জানি। কিন্তু আমি এখন অনেক ভাল।'

'যদি আরও দিন দশকে সময় নিনেন—'

'অসম্ভব। ডাক্তার, আপনাকে আমি অনেকবার বলেছি আগামী পরশ আমার পক্ষে

সবচেয়ে অকৃতি দিন। এই শহরে এক লক্ষের ওপর মানুষ জড়ো হবে উৎসব উপলক্ষে।
রাজশাহী ফির থিক করবে। এই জমাতের আমার প্রয়োজন।' কথা বলতে বলতে
উঠে কলা অকশলাল। 'আপনি তায় পাবেন না। আমি স্বচ্ছে হৈতে যেতে পাব।
এক কাল করি হবে ?'

ডাক্তার অবক হয়েন। মাথা নড়লেন, না। তারপর বললেন, 'আপনার কি মাধ্যম
কেনও যাবে হচ্ছে ? অথবা মাথা ধূম মত অবস্থি ?'

'সামান্য। ওটা ধূর্ঘারের মধ্যেই পড়ে না।'

ডাক্তার কাথ বাকালেন, 'এবার আমি ফিরে যেতে চাই।'

'যাবেন।' আপনার অর্ধেক কাজ হয়েছে এখনও অর্ধেক বাকি। আজ থেকে
সাতদিনের বেশি আপনাকে আটকে রাখা হবে না। আর আমার ভাগ্য খারাপ হলে
আপনার ভাগ্য ভাল হবে যেতে পারে। সেভেনে আপনি প্রশঁশণ চুল যেতে পারবেন।'
'আমার পক্ষে ব্যাপারটা কুশল অসহনীয় হয়ে উঠেছে।'

'অমি জানি।' বিস্ত এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় হিল না। এই উপগ্রহাদেশে আপনি
একমাত্র সার্জিন কিংবা কাট্টা করতে পারেন। তাই আপনাকে 'আমারের প্রয়োজন
হয়েছে।' বিজ আপনার পরিবারের সবাই জানেন যে আপনি সুস্থ আছেন। আপনার
লেখা চিঠি তাদের কাছে নিয়মিত পৌছে দেওয়া হয়। ওরাও উদ্বিগ্ন নন।'

'চিঠিগুলো নিশ্চয়ই সেলুর করেই দেওয়া হয়।'

'অবশ্যই।' আপনি নিশ্চয়ই আমাদের ঝুঁকি নিতে বলবেন না।'

'আপনি জানেন আপনার জন্যে দশ লক টাকা পূর্বতার ঘোষণা করা হয়েছে।'

'অনেক টাকা ডাক্তার, মানে মাথা আমারই লোভ হচ্ছে।'

'লোভ আমারও হতে পারে।'

'সোনাই খাবারিক !'

'অল্পস্থ ! আমি এবার আসতে পারি ?'

'অবশ্যই।' ডেভিড ডাক্তারকে সরজা পর্যাপ্ত এগিয়ে নিয়ে গেল। বাইরে যে
অপেক্ষা ছিল সে তত্পর হল। ডাক্তার ঘূর্ণ দীড়লেন, 'আমি স্প্রে পাঠিয়ে দিছি।'
'ধন্যবাদ।' আগামীকাল, দেখা হবে ডাক্তার।'

'আর একটা কথা, আজ সকালে আমার ইনক্রেকশনটা একটা বেড়ালের ওপর প্রয়োগ
করেছিলাম। ঠিক ঠাক কাজ করেছে।'

'গোকে কিন্তু আমারে চিতা বলে ডাক্তার।'

ডাক্তার মেরিয়ে পোলেন। দরজা বন্ধ হল।

এবার ড্রাইভারেন কথা বলল, 'ওরা চাঁচ হিলসের বাড়িটাকে বাঁকিয়া করে দিয়েছে।'

'সুবাস।'

হারদার বলল, 'এর জন্যে ভাসিসকে বেশ চুপতে হবে। বাড়িটা মিনিস্টারের
প্রেমিকার। বেচারা।'

ডেভিড বলল, 'এই ড্রাইভারকে কিন্তু আমার ব্যবহার করতে প্রতিক্রিয়া।'

অকশলাল হাসল, 'সময় চলে যায়নি।' তোমাদের ওপর যে সব দায়িত্ব দেওয়া
হয়েছিল সেগুলো এখন কি অবহৃত আছে ?' হঠাত মানুষটা লিপিয়াস হয়ে গেল।

হারদার বলল, 'প্রায় শেষ হয়ে গেছে।'

'প্রায় কেন ?'

'শেষ হয়ে গেলে সাধারণ মানুষ এবং সেই সূত্রে পুলিশের নজরে এসে যাবেই, তাই
শেষভূত বাকি রাখা হয়েছে।'

'আমার পরিকল্পনার কথা তোমরা তিনজন জানো। শমেন্য ভুল মানে আর ফিরে
তাকেবার কোন সুযোগ নেই। যেসব ব্যাপার তোমাদের এখনও সবেছ আছে তা নিয়ে
আলেচনা করা যেতে পারে।'

তরল উপশূল করলেন। এবার বলল, 'আমরা একজনকে আজই আশা করছিলাম।
কিন্তু তার শর্ষের আসর সময়টা নিয়ে গোলমাল হচ্ছে।'

'গোলমাল হচ্ছে কেন ?'

'ভৱলোক এখনও এসে পৌছাননি।'

'তিনি কি রওনা হয়েছেন ?'

'হ্যাঁ তাঁকে অজ বিলেকে দেখা গেছে নীচে।'

'লোকেরেখে খুঁট বের করো।' আবার পরিকল্পনার শেষটা ওর ওপর নির্ভর করছে
হায়ার। ওরে আমার চাই। পরবর্ত সকালে শেবারা আমরা কথা বলব। ততক্ষণ
একেবারে আড়ালে থাকো সবাই।'

তিনটে মানুষ চূপচাপ ঘর ছেড়ে গেলে অকশলাল কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ঘুঁটে
রইল। তিন বছর আগে সবকিছু যেনেন উদীপনাম্ব ছিল এখন তা নেই। সংশ্রান্তী
বস্তুদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছে, কেউ কেউ তার্মিসের জেলে পচছে। এখন তার
সঙ্গে যে অবস্থায় পৌছেছে তাতে বিরাট কিছু আশা করা বোকামি। হ্যাঁ, এই দেশের
মানুষ তার সঙ্গে আছে এখনও। এই বাসেই নতুন লড়াইয়ের কথা এখনও ভাবা যায়।
আর তাই মাসের পর মাস লুকিয়ে চুরিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল তারা।
এখনও কিছু অর্থ, কিছু বিস্তৃত মানুষ অবস্থিতি আছে। অকশলাল জানে, শেষ আবার
হানর সুযোগ এক জীবনে একবারই আসে। এবং সেই সময়টা এখনই। বুকে হাত
বাষ্পে সে। শাস্তি খাভাবিক ! শুধু অপারেশনের লক্ষ দাগটাই অবস্থিতি। বুকের ভেতরে
একটাই আওয়াজ সোজ। অবশ্য দুটো হাতের কথাও নয়।

'আশা করি তুমি বলবে না যে তোমারও কিছু বলার আছে !' চিয়ে চিয়ে কথাগুলো
উচ্চারণ করলেন তাসিম।

তার টেবিলের উত্তোলিকে চার জন কমিশনার যাদের অফিসার পাথরের মত মুখ করে
দাঁড়িয়ে, ওরের দেকে অনিকটা আলাদা হয়ে এ সি সোম মাথা নিচ করে চূল্পুক রায়ের
অপেক্ষা করেছে। পুলিশ কমিশনারের বাস উপেক্ষা করল একটু মরিয়া হোই, 'আসলে
ভুল হয়ে পিয়েছিলি !'

'ভুল ? এটোকে ভুল বলা যাব ? মিথ্যে কথাকে কোন অভিধানে ভুল বলা হয়েছে
সোজ ? তুমি কিমু দাখেনি।' এই বাড়ির জনলায় কোনও মানুষ আসেনি। কিন্তু তুমি
গুরু বাসিন্দা আমাকে বেকা বানালে। অথচ সেখানে পৌছে আমরা জনন্য চিঠিটা
পেলাম। তুমি কি করে জানে ঠিক ওই বাড়িতেই চিঠিটা থাকবে ?'

'আমি জনন্য না শ্যার !'

'জনন্যে।' আমি যদি তুমি তুমি ওই লোকটার হয়ে কাজ করছ ?'

'আমি ?' চাপে উঠল সোম।

'হ্যাঁ। নইলে ওই চিঠিটার কাছে আমাকে নিয়ে যাবে কেন ?' হাতের উন্টো পিঠ গালে
২৫

ফসলেন ভার্গিস, 'পুলিশ কমিশনারের চেয়ারটার উপর একটা সেপাইমের লোভ থাকবে, তোমাকে আর কি দোব দেব।' তবে সেখানে বসতে গেলে খুকিটা খারালো হওয়া সরকার ! সঁজি কথাটা বলে।'

'আমার বেকামি সার।' আপনার সঙ্গে শহুর দেখতে যাওয়ার সময় পেটে একটা লোককে খালেন করতে দেখেছিলেন, মনে আছে নিশ্চয়ই। লোকটা দাবি করছিল যে, সে তিকার চানি হিলেনের ওই বাড়িতে দেখেছে।' সোম ঢেকে গিলে।

'মাঝি গড় ! সেই সঙ্গে দশ লক টাকার লোভটা ছেবল মারল তোমাকে ? আমার কাছে কৃত্যের জন্যে বানিয়ে বললে গাল্পটা ?'

'আজে হ্যাঁ স্যার !'

'লোকটা কোথায় ?'

সোম সহকর্মীদের দিকে তাকাল। একজন অফিসার নিচু গলায় জবাব দিল, 'চিঠিটা পাওয়া যাও ওর সকান নেওয়া হয়েছিল—'

'পাওয়া যায়নি ?' চিঠিকর করলেন ভার্গিস।

'হ্যাঁ সার !'

'সেপাইমের আয়েরেষ্ট করো !'

'স্যার, সেপাইয়া বলছে ওদের ওপর অর্ডার ছিল একটু আগু খোলাই দিয়ে ছেড়ে দিতে। এ সোম অর্ডারটা মিয়েছিলেন।'

'আজ্ঞ ! দশ লাখের ভার্গিসের রাখতে চাওনি ?'

'আই আম সরি স্যার !'

বুলেনের মত ফুটিয়ে আরও ভাঁজ পড়ল, 'সোম, মিনিষ্টি তোমাকে স্যাক করেছে। আমি তোমাকে জেলে পুরুব।' কিন্তু তুম তোমকে একটা স্বেচ্ছা দিতে চাই। ফাঁকে হিম, পুরুশ সহায় দিলাম। চৰকিটা পানে না বিষ প্রাণে বেঁচে যেতে পার। তোমাকে পলিশের ইউনিফর্ম পরা অবহৃত এ জীবনে দেখতে চাই না। মনে রেখো, মুসিন। গেট লস্ট। এই মুসিন হেন তোমার মুখ দেখতে না পাই !'

'ওকে মানে, চিতার কথা বলছেন ?' সোমের গলা থেকে স্বর বের হচ্ছিল না।

ভার্গিস চেতা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঝুঁকে টেবিলে কিছু খুলেন। তারপর সোটা পেরে এগিয়ে এলেন সোমের সামনে। সোম আরও ঝুঁকতে দাঁড়াল। টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে ভার্গিস জিজ্ঞাস করলেন, 'তোমার পিটিটোকে দেখতে হেমন ?'

'পিটি ? বখনও দেখিনি স্যার !'

'চেষ্টা করেন কখনও ?'

'না স্যার !'

'চেষ্টা করো।' এই আয়নাটা নাও। দুই ইঁফি আয়না। যেষটা কখনও সরাসরি প্যারে ন সেটা অনেক সহজে নিয়ে করতে চেষ্টা করো। চিতা তোমার পক্ষে আকস্মাত্মুম সোম, মুমি ওই লোকটাকে ঝুঁকে বেঁকে দেয়। 'আয়নাটাকে সেমের হাতে ঝুঁকে দিয়ে ভার্গিস চেপট হিপে পেলেন নিজের চেয়ারে। তারপর ইশ্বারা করলাম দেরিয়ে যেতে।

প্রথমে সেম পরে অফিসারের বেরিয়ে গেলে করমানে মুছ খুলেন তিনি। হয়ে গেল। সারা জীবনের জন্যে সোমের বাচ্চাটা বেজে গেল। আর সি পি হ্যাবর ব্রহ্ম দেখতে হবে না ওকে। মুসিন পরে জেলের সরচেয়ে থারাপ সেবাটা ওর জন্মে বৰ্ষাদ করতে হবে। মিনিষ্টারের মৌতের ব্যাধি এখন নিশ্চয়ই বেড়ে যাবে। চালাকি। তিনি

টেলিফোন তুললেন। 'অ্যানাউন্স করে দাও এসি সোমকে স্যাক করা হয়েছে।' ও আর কর্ণে নেই !'

আরো কয়ে ছুট খরাজেন ভার্গিস। হঠাতে আর মনে হল সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। সোকাটা তাঙে যেন করে প্রশংস সকাল নাওয়। কেন ? নিশ্চয়ই সোমও মতলব আছে এর পেছনে। এত সাহস লোকটার কথনও হ্যানি। হঠাতে মনে হল সোমের সঙ্গে লোকটার যোগাযোগ থাকলেও দাকতে পারে। কিন্তু ভক্তব্য ভাবনাটকে বাতিল করলেন তিনি। সোম বেকা এবং পদের জন্মে আর এবার টাকার প্রতি সোভ দেখালেও ফোলেন সঙ্গে কর্মসূচি করবে না। প্রশংস সকাল পর্যন্ত লোকটা হোলের জন্যে আসে কর্মসূচি করবে না। প্রশংস সকাল পর্যন্ত লোকটা হোলের জন্যে আর কোথায় থাকবে না। চিঠিটা যখন এখানেই পাওয়া গিয়েছে তখন খুবই বাজাবিদে সে শব্দেই আছে। তাইই নাকের ডগায় অধ্যায় সিটোর মাঝখনে তাঁর হ্যাত পৌঁছাচ্ছে না।

এই সময় টেলিফোন বাজল। অপারেটারের মাধ্যমে নয় সরাসরি লাইনটা এসেছে। ভার্গিস বিস্তৃতভাবে তুলেন, 'হ্যালো !'

'ভার্গিস ! সোমের কোর্টমার্শাল করে ?' মিনিষ্টারের ছিছাম গলা।

'কোর্টমার্শাল ?' ভার্গিস ঘোষ করলেন, 'এখনও ঠিক করিনি।'

'মেট চাইছে না ও আর বেঁচে থাকুক।'

'কিন্তু স্যার, ওকটা ভুল করেছে—'

'স্যাটস অভারি !'

'কিন্তু আমার নেকেট মান—'

'নেকেট ? নেকেটের নেকেট থাকে।' লাইনটা কেটে দেখে।

যাম খুলেনে খবর নিলেন সোম এখন কোথায় ! জানলেন সোম এইমাত্র পিভিল পেশাকে হেতুকোর্টার্সি ছেড়ে ঢেকে চলে গেছে।

আরও মিনিষ্ট পনের অপেক্ষা করলেন ভার্গিস। তারপর ক্ষুম করলেন সোমের বিনামে কোর্টমার্শালের ব্যবহা নিতে।

চার

উপোসি চাঁদের আলো তখন বাঁচালোটা থেকে তিপতিয়ি কাঁপছে। মাঝে মাঝে নির্জলা মেঘকে এড়িয়ে যাওয়ার আচা মেঘের মত পিপিং করে যেতে হচ্ছে তাকে। হায়া নামের সামনে লেন, নেমেই সবুজ যাচ্ছে। বাঁচাটা বসে আছে গাঁজির হাতে, যেভাবে সেবক ঝিলের মুখ পাথরের সিংহ বলে ধোকা।

এ ঘরের দেওয়ালে সূচীত আছে, স্বজ্ঞ নিপেহিল কিন্তু আলো ঝালেনি। তীরি পচা গঁজাটা বেশ মারাত্মক, নিম্নস্থ নিতে কোট হ্যাঁ, বসি আসে। জানলা খুলে লিলে ব্রহ্ম পাওয়া যেত বাঁচার কুপে তেবে সাহস হ্যানি। ঘরের ডেরো গাঁজ কফির সঙ্গে করবে ফোটা দুধ দেশে অক্ষরের। পথে শেপোর্ট যাবে হেলেন, 'খালেন ধাক্কে পাওছি না !'

'বুঝতে পারাই কিন্তু এখন থেকে সকাল হবার আগে বের হবার জো নেই।' তিনি অপেক্ষা করছেন। 'স্বজ্ঞ অসহায় গলায় বকল।'

'একটা কিন্তু করো !'

মেই একটা কিছু করার জন্ম ঘজন দরজা ছেড়ে এগোল। ইতিমধ্যে ঢাক কিছুটা মনিয়ে নিয়েছে। আবাহ দেখা যাচ্ছে একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। পায়ের তলায় কাপড়টি। যার বাস্তো তিনি অর্ধবাণ মাঝুম। ঘজন ঘরের মাঝখানে চলে আসতেই বৃক্ষের পূর্ণ তার সঙ্গ আসেন। ওপাশে ফারাম মেস; তার ওপরে স্টেল্লা বাগপাশ ছবি। এগোলের দেওতাবলী ভারী পর্দ। জানান আলো যা ঘরে কচেত তা ওই যাঁক-ফোরে পুরুষ। ঘজন পুরুষ। না, একটুও মুলো না গারে, স্টেল্লা সঙ্গে গেল সেটা আর সদে দেখে বক্তৃতি আরও দুধ খাব। এবার ঘরটাকিং অনেকটা স্পষ্ট হয়ে। সুন্দর সাজানো ঘর। কিংব কেনও বিহানা নেই। পৃথু জানলায় চলে গেল। চিতাটা দুই ধারায় দুর রেখে বাংলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

‘এ-বৰে কিমি আছে?’ স্বজনের গলা শুনতে পেয়ে পৃথা দেখল সে ঘৰে নেই। পাশের দৱজায় চটকজলি চলে এল সে। আবৃষ্ণ স্বজন তখন কিমের সামানে। হাতল ধৰে ইথৰ্ট টানতেই শুল গেল দৱজাটা।

‘আরে ! এর ভেতরটা এখনও ঠাণ্ডা আছে !’ চিকিৎসা করল স্বজন ।

ପୁରୁଷୁ ଛୁଟେ ଗେଲା । କ୍ରିଜର ଡେତ୍ତ ଥେବେ ଠାଣ୍ଡା ବେରିଯିବେ ଆସଛେ । ତାନ ଦିକ୍ ବା ନିକ୍ ଅବଶ୍ୟ ବେଳ କିମ୍ବା ପାକେଟ୍ । ସବୁନ ଦରାଇଟା ବସି କରେ ଦୋଜା ହେଁ ଦୀଢ଼ାଳ । ନିଜେର ମନେ ବିଡ଼ିବିଡ଼ି କରିଲ, ‘ଖାପାରୋଟୀ ମାଧ୍ୟା ଚକରହେ ନା !’

‘କାରେନ୍ଟ ନେଇ ଅଥଚ ଫିଜ୍ ଠାଣ୍ଡା ଥାକଛେ କି କରେ ?’ ପୃଥ୍ବୀ ଜିଞ୍ଚାମା କରଲ ।

‘সেইটাই তো বিশ্বাসের ! তার মানে আমরা এখনে ‘আসার আগে কালেন্ট ছিল। লোডশেডিং হয়ে যাওয়ার পর কতক্ষণ ফিল্ড ঠাণ্ডা থাকে ?’ স্বজন পুথার দিকে তাকাল।

‘দৱআ না খুললে ঘণ্টা তিনেক !’

‘তা হলে ? কারেন্ট গেল কেন ?’ স্বজন ঘরের চারপাশে তাকাল।

‘এই বায়লোম নিশ্চয়ই কেউ থাকে। নটিলে ফিজ চাল থাকত না !’

‘কারেই ! মন্ত্র অল যুবজনে দেখা যাব ।’

‘ज्ञानमात्रा विषय संस्कृति का अन्त एवं उत्तर चाहती है।’

‘ଆମେ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ ହାତୀ ଧାରା ଧାରା ହୁଲେଛେ ।’
 ‘ବାଖ ହେବେ । ଆମ ବାଚିତେ ଏ ହାତୀ ଡାକ୍ତର ହିଲନା ।’ ସଜ୍ଜନ ପାଶର ଘରେ ଚଳେ ଏଳି ।
 ଗନ୍ଧଟା ଏଥାନେ ଆମାରି ଓ କିମ୍ବା ଏକାଟା ମରେ ପଚେଛେ । ଗନ୍ଧଟା ସେଇ କାରଣେଇ ।
 ବିଦେଶୀଙ୍କର ମର୍ମ ଗୋଲ ଏହି ଗନ୍ଧଟା ପାପାରୀ ଯାଏ ।

ଅବ୍ୟାକ୍ଷ ଏହି ସାମାଜିକ ପରିଵର୍ତ୍ତନଙ୍କ ଲାଗନ୍ତିକା ହେଉଥିଲା । ଦୂରେ ଶୋଭାଯାର ଘର ପରିପାଳିତ । କୋଥାଓ ଏକ ଫୌଟା ଖୁଲେ ଜୁମେ ନେଇ । ଆର ଫ୍ରିଜଟେ କିଣ୍ଠିରକ ଆମେ ଚାଲୁ ଛିଲ । ସବୁଜ ଦରଜାର ପାଶେ କାଟେଇ ଜାନିବାର ଚାଲେ ଏବଂ ଓର ପାଶେ ପୂର୍ବା । ଡୋକ୍ଟରଙ୍କ ଟେଲିଟେଲ୍ ଏଫ୍ଟ୍ରୋଟ ବାଡ଼ିନେ । ଚାରଚାର ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ରହେଇଛି । ଆର ଗାଢ଼ିର ଓପର ତିତାଟା ଏକିହି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଥିଲେ । ଜାଗରଣର ମନେ ହୁଲ ପାଇଁ ଦେଖାଇଲେ ।

বাড়িটারে আরু একুশ ঘূরে ফিরে দেখে ওয়া দুটো অ্যাভিকার করল। প্রথমটা আনন্দে, এখনে একটা টেলিফোন আছে। বজ্জন রিসিভার ছুলে দেখল তাতে কানেকশন আছে। কাকে ফোন করা যায় সেই মুহূর্তে মাথায় না আসায় সে ওটা নামিয়ে দেয়েছিল। শিল্পীয়তা খানিকটা মনের, নীচে যাওয়ার সিদ্ধি আছে। অর্থাৎ মাটির তলায় একটা ঘর আছে। আর গুরু আসছে সেনার থেকেই। সিডিঃ ঘূরে সরঝাটি টেনে বক করে দিল বজ্জন। নীচের অঙ্ককাঠে পা বাঢ়াতে হচ্ছে হল ন। কিন্তু একশক্তে বাংলেটায়

କିତ୍ତନେର ପାଶେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମିଟାରେ ବୋଲ୍ଟିଜର କାହେ ଏସେ ସଜନ ଏକ୍ଷୁ ଭାବଳ । ଅନ୍ଧାରେ ହାତ ବାହି ଦକନ ଖୁଲେ ଟାନ ଦିଲେ ଦେବ କହିଲେ ବୁଝିବେ ପାରିଲ ମିଡିଜଟା ଉତ୍ସବ ନିମ୍ନରେ । ମେ ଟିକ୍କାର କରଲ, “ସ୍ଥା, ବୋନ ଓ ଭୁବନ୍ଦେ ବାପର୍ ନ୍ୟ । ମିଡିଜଟାବେ ପାଲାନ୍ତିଲେ ଆମେ ଭାଲୁ ।”

‘କି କରେ ଗାଲଟାରେ ?’ ପାଶ ଦେକେ ପଥା ବଲଲ ନିଚରରେ

“নিশ্চয়ই তার আঙ্গে কোথাওঁ। দায়ো না।”

କୋଣାର୍କ ଦେଖିଲେ ପୁଅ । ଏମନିତି ବାଜେଳେ ହାତୀ ଚାଲା କରାତେ ଏଥିନ ହାତେ କୋଣାର୍କ ଅସୁଧିରେ ହେଛେ ନା କିମ୍ବା ଶୁଟ୍ଟିଟେ ଦେଖାର ମତ ଆଲୋ ନେଇ । ତାର ଓପର ଏହି ଗଢ଼ିଆ କୁମାର ଆହୁରି ହୁଏ ଉଠିଲେ ତାର କାହା । ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରାର ମାହାତ୍ମୀୟ ଏକତା ତାର ଆବିରତ କରିବା ମନ୍ତ୍ରି ହିଁ । ପିଲୋଟେ ଯଥାଧିକ୍ରମେ ପୂର୍ବେ ଭେତରେ ଫୁଲିଲେ ତିବିତ୍ରେ ଆସ୍ୟକ କରେ ଉଠିଲେ । ଶୁଷ୍ଟି ଟିପ୍ପଣୀ ଉଠିଲୁଣ୍ଡି ଆଲୋ । ପୁଅ ହେଲେ ଉଠିଲେ ବସନ ପକ୍ଷେ ଜିଜିରେ ବସି, ସବ ମିଳିଲେ ଏକ ଅନୁଭବ ଆରାମ । ସୁଜନ ପୁଥାର କାନେ ମୁଣ୍ଡ ରେଖେ ବଲମ, “ଆ ଭାବ ନେଇ !”

পৃথি মুখ হুলে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল। কাতের ওপালে পুরিবিটা এখন আরও ঝাপড়া। ঘরের আলো তীব্র বলেই চোখে কিছু পড়ছে না। সে বলল, ‘গঞ্জটাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।’

‘বজ্জন বলল, ‘একটি অপেক্ষা করো ডার্লিং। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ওয়া এবাব ট্যালেটের দরজার সামনে ঢলে এল। সুইচ টিপতেই সেটা উজ্জ্বল হল।
পুরো মুখ বাড়িয়ে দেলেন ভেতরটা চমৎকার পরিকার। কল খুলতেই জল নামল। সে
বলল, ‘একটা ফ্রেশ হয়ে নিনি! ’

'ক্যান্ট অন !' চিকির করল ব্রজন অবেকটা কারণ ছাড়োই। তারপর একের পর এক
সুইচ অন করে হেতে লাগল। সমস্ত বাংলোটা এখন দুর্ঘভাবে আলোকিত। এমনকি
বাংলের বারান্দার আলোগুলোকেও হেলে দিয়েছে সে। এত আলোর মধ্যে পাইডেমে
নিজেরের বেশ নিরাম বলে মনে হল। সে জনলোর কাছে চলে এল। বারান্দার আলো
তার গাড়িটাতেও পৌঁছেছে। এবং অর্থাৎ, চিটাটা নেই। গাড়িটা বেশ নিরাকৃ হেঝারা
নিয়ে দায়িত্ব আছে। সামনের দুর্ঘভাবে অবেকটা বেঁকে ভেতরে ঢুকে দিয়েছে। ব্রজন
হাসল। সিঁচাইয়ে আলো খুলতে দেখে ভয় পেয়েছে তিচ। ভয় পেলেও কাছে পিঠো
পাকের বিশেষজ্ঞ সহযোগে অল্পকা করবে। করব।

ଠିକ୍ ଡମନେ ଏ ବରିର ଆଓଯାଇ କାନେ ଏଲ । ସେ ଛୁଟେ ପେଲ ଟ୍ୟାଲୋଟେଟର ସାଥନେ, ଦରଜା ଡେତର ଧେବେ ଏକ ଦରଜାଯି ଥାଇ ଦିଲ । ବି ହୁଅଗେ ତ ତମି ବରି କରି ଫେନ ?

বেসিনের সামনে হাঁপাছিল পৃথা। সামনের আয়নায় নিজের মুখটাকে কিরকম অচেনা মনে হচ্ছিল। সেই অবস্থায় কোনওমতে উচ্চারণ করল, 'ঠিক আছে!'

‘ଶ୍ରୀର ଆମାପ ଲାଗଛେ ?’ ସୁଜନେର ଉଦ୍ଧିଷ୍ଠ ଗଲା ଭେଦେ ଏହି

‘ନୀ ।’ କାଳେରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଦିଲ ପଢା ।

‘ଦୁର୍ବଳାତି ବନ୍ଧୁ କରିଲେ ଯାହା କେନ୍ ?’ ଅଜାନୁର ପାଇଁର ଆଶ୍ରମକୁ ସବେ ଗୋଟିଏ

অভিন্ন ব্যক্তির দেশে দেশে ব্যক্তির সামগ্ৰী অভিন্ন হয়।
অভিন্ন। মনে মনে পুৰ্ণ। কাৰোৱা সামনে জীবাঙ্গত চেষ্টা কৰাৰ কথা ঘৈৰন
ভাৰা যায় না তেমনি বাধকত ট্ৰলেটোৰ দৰজা থোৱা রাখাৰ কথাৰ চিন্তা কৰতে হয় না।
ওঠি আপনি এসে যাই।

মুখে জল দিল সে। আঃ, আরাম। গঞ্জাটা যে শরীরের ভেতরে চুকে পিয়েছিল তা এতক্ষণ টের পার্যনি সে। বেসিনের কাছে পোছানে মতো শরীর বিদ্যুৎ করে। এখন

অনেকটা স্থিতি লাগছে। সে টেলিফোনকে দেখল। ঘীর বাড়ি তিনি খুব শৌখিন মানুষ। নইলে এত বকলকে ধাক্কা না টেরেন। বাইরে বেরিয়ে এসে পৃথি দেখল স্বজন হিজ থেকে কি সব বের করছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করছ ?'

'বিকু ধার্ম রয়েছে এখানে। গ্যাসটা ও চালু। ডিনার রেডি করি।' 'আমি কিছু ধার না।'

'কেন ?'

'ভাল লাগছে না।'

স্বজন এগিয়ে এল, 'অনেকক্ষণ ধালি পেটে আশ বলেও বধি হতে পারে।'

'তা নয়। গক্টাটে আমি স্ট্যান্ড করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে। আর একটু সময় ধাক। রাত তো বেশি হয়নি।'

'গক্টা তিনি কিসের ?'

'বুরতে পারছি না। তবে নীচের ঘর থেকে অসহে বলে মনে হচ্ছে।'

'চলো না, শিয়ে দেখি।'

স্বজন মাথা নাড়ল, 'নীচে কি আছে কে জানে, কাল সকালে দেখব।'

কাউলে এখনে আমরা ধাকছি নাকি! তাহাড়া সারারাত এই গক্টে ধাকা অস্তরণ! তোমার খারাপ লাগছে না ?'

'লাগছে। ঠিক আছে, দোকাও, দেখছি। ও হ্যাঁ, চিতাটা পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে ?' পৃথি বিশ্বিত।

'হ্যাঁ, আলো বুলে দেওয়ার পর বাটা ভয় পেরেছে।'

পৃথি ওই ঘরের জানলায় ছুটে গেল। সত্তি, চিতাটা নেই। হাফ ছেড়ে বাটল ফেন।

যমদূতের মত পাহাড় দিছিল জঙ্গট। সে হসল, 'বাচা গেল।'

স্বজন পালে উঠে এল, 'টেলিফোনটা চালু আছে। আমি টুরিস্ট লজে টেলিফোন করে ওদের জানিয়ে দিই যে এখনে আটকে পোছি।'

'কাদের আনাবে ?'

সবে সঙে খেয়ে হল স্বজনের। পৃথি পক্ষে প্রটো খুব স্বাভাবিক। তবে এখন পর্যটক বলতে পারেনি যে এখনে আসন্ন আর একটা 'কাদ' আছে। খুচু ছাঢ়ি কাঠামো নয় সেই সঙে কিছু কাজও তাকে করতে হবে। স্বজনে আনন্দটা নষ্ট হবে যেতে পারে বলেই সে চেপে রেখেছিল। উত্তর দেওয়াটা জুরি বলেই সে উত্তর দিল, 'ওই যারা টুরিস্ট লজে আমাদের জন্যে ঘর বুক করেছে।'

'তোমার পরিচিত ?'

'আমার নয়। সারার সঙে যোগাযোগ আছে ওদের।' স্বজন হাসার চেষ্টা করল, 'আসন্নে আজ না পোছোলে যাবি বুকিং ক্যানলের হয়ে যাব। টুরিস্টদের খুব ভিড় এখন। অনেকিটা কি একটা উৎসব আছে।'

পৃথি চেথে ছোট হল, 'হাতে বেঢ়তে যাওয়ার জন্যে এত যোগাযোগের কি দরকার !'

স্বজন বুরতে পারছিল বাল্পার্টা ক্রমশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। বিষৎ পৃথির মুখের দিকে তাকিয়ে সত্তি কথা বলতে ঠিক সাহস হচ্ছিল না ওর। সে চাড়ি টানতে চাইল, সবসময় কি দরকার বুঝে কেউ কিছু করে। দোকাও ধোনাট করি আগে !'

সে টেলিফোনের কাছে পোছাতে পেরে যেন আপাতত রক্ষা পেল। এমন ভাবে কথা অঙ্গুছিল যে সে সত্তি কুকুটা আর বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারত না। শোনামাত্র যে ও

পৃথির মুড নষ্ট হয়ে যেতে তাতে কোনও সংবেদ নেই।

টেলিফোনে কেওপ্পানির জাপনো বাহু খুলে সে টুরিস্ট লজের নম্বরটা পুঁজতে লাগল। দুরুত্ব বেশি না হলেও দেখা গেল একই একচেষ্টের যাত্রা পড়ে না। স্বজন মিসিজার তুলু ভায়াল টেন শুল। তারপর এস টি ডি কেড়ে নম্বর ঘোরাল। টুরিস্ট লজের নামার ঘোরানোর পর এন্ডেজেড শব্দ শুনতে পেল। এইসব যাত্রিক শব্দগুলো ওকে বেশ আরাম দিলিল। এখন নিজেদের আর বিস্থিত হয়ে থাকা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। পৃথির গলা ডেসে এব, 'শাঙ্গ না ?'

'এনগেজড হচ্ছে !' রিসিভার কানে রেখে স্বজন জবাব দিল। তার আঙুল ত্রুটাগত ডায়াল করে যাচ্ছিল। ব্যাক্সাটা পৃথির পাশকে বিরক্ত করল। স্বজনের এই এক বন্দ অভ্যাস। কাউকে ফেন করতে যিনো এন্ডেজেড বুরোও অপেক্ষা করে না, জেনের বেশ সমানে ডায়াল করে যায়। পৃথি এগিয়ে এল, 'স্বজন পাশের সুইচটা টিপতেই বায়াপ্ত আলো নিতে পেল। সবে সবে জোংবায় তেসে যাওয়া মাত্র এবং জলস চোলের সামনে চলে এল। চাঁদ এখন যথেষ্ট বলবান। গাড়িটা পড়ে আছে অসহ্য ভঙিতে। চিতাটা ধারে কাছে নেই।'

'এই যাঃ !' স্বজনের চিকিরার কানে আসতেই ঘুরে ধীকুল পৃথি।

'কি হল ?'

'লাইটেন ডেড হচ্ছে গেল !' স্বজনের গলায় আকস্মোস।

'সে বি ? কি করবে ?' কিছুই করতে পারবে না তা পৃথি পুরু লোডে গেল কাছে। হাত থেকে রিসিভার নিয়ে বেতাম টিল করেকরে। কোনও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না।

স্বজন বলল, 'অভূত ব্যাপার।' যোগাযোগের এককাল চাটাটা ব্যক হচ্ছে গেল !'

পৃথি রিসিভার রাখল, 'এরকম তো হয়ই।' কিছুক্ষণ পরে হাতের লাইন ফিলে আসবে। তা ছাড়া এই শুল্কের টেলিফোন আছে জেনে তো আমরা চুকিনি।'

স্বজনের বুক চিকিত্ত দেখাচ্ছিল। বা হাতে রিসিভারটাকে শব্দ করে আয়ত করল যদি তাতে ওটা সচল হয়। পৃথি সেটা দেখে বলল, 'তোমারে কিন্ত একটু বেশি আপসেট দেখছে।' আজকাকে পোছেবলে বলে কাটিকে কথা দিয়েছিলে ?'

'অস্ত্র ?' তোমার এ কথা মনে হব কেন ?'

'তোমার ভবি দেখে !'

'বুল্লাম না !'

'আমরা বেড়াতে এসেছি। গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়াটা দুর্ঘটনা। কিন্ত শেব পর্যট একটা বারলোর পোছাতে পেরেছি। ওই দূর্বাক ছাড়া অবস্থিতির কিছু নেই এখন।' আমাদের কাছে টুরিস্ট লজও যা এই বারলোও তা। কিন্ত তুম ছাটাট করছ ওদের সঙে যোগাযোগ করার জন্যে !'

'আজকাকে নিজেকে পাস্টাটে চোটা করল স্বজন।' হেসে বলল, 'ঠিক আছে বাবা, আমি আর টেলিফোনে স্পৰ্শ করিছি না। ও-কে !'

ওর হাসি দেখে পৃথি ভাল লাগল। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'একটা জানলা খুলুব ? গক্টা তাহলে বেরিয়ে যাবে !'

জানলা খুলুলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। চিতাটা যদি কাছে পিঠে থাকে তাহলে দেখতে হবে না। ফাস্টেন্ট আনিম্যাল !'

'ওটা কাছে পিঠে নেই।' পৃথি একটু চেষ্টা করেই জানলাটা খুলতে পারল। খুলে

বলল, 'আঃ! বাঁচলাম।'

তৎক্ষণাৎ তাঁটা বাতাস চুকচিল ঘরে। যে পচা বোটিক গাছটা ঘরে থমকে ছিল সেটা হালকা হয়ে যাইলু ছুট। পৃথি বলল, 'আমার ঘূর ইচ্ছে করছে এই মাটে জ্যোৎস্নায় হাতড়ে, যাবে?'

'পাঁচল।'

'চিকাটাকে দেখবেই আমরা সৌভে ফিরে আসব।'

'অসম্ভব। আয়োজ্য করার কোনও বাসনা আমার নেই।' বজ্জন পৃথির পেছনে এসে দাঁড়াল।

পৃথি একটা ঘনিষ্ঠ হল। তার গলায় গুনগুনি ঝুটল। পৃষ্ঠাকে নিয়ে এক মায়াবী সুর খেলা করতে লাগল মুৰু ঘরে। বজ্জনের ভাল লাগিল। এবং ওর মনে হল পৃথির কাহে বাপুটাটা লুকিয়ে কোনও লাভ হচ্ছে না। মেঠো এত ভাল যে ওর কাহে সং ধারটাই তার উচিত। তাকে যে চিকিৎসার প্রয়োজনে এখানে আসতে হয়েছে এই অধৃতভাবে আলনে ওর হয়তো খারাপ লাগবে কিন্তু সেটাকে কাটিয়ে তুলতে বেশি সহজ লাগবে না। হঠাতে গান ধায়িয়ে পৃথি জিজাসা করল, 'তোমার বিদে র্যামেছে বলছিলে না? চোলা!'

'থাক।'

'থাকবে কেন? এখন আমার ভাল লাগছে। খেতে পাবো।'

'তাহলে জানলাটা বক করা যাব।' বজ্জন জানলাটা বক করতে শিয়ে থমকে গেল, দূরে, মাটের পেষে যেখানে ঝোপবাড়ি সেখানে কিছু মেল নড়ছে। চিতাটা কি ওখানে লুকিয়ে থেকে তাদের নজরে রাখছে। সে সাহস করে আর একটু লক করার চেষ্টা করল। না চিতা নয়। খোপের মধ্যে যে আদলটা চোখে পড়ছে তা চিতা হত পারে না। হয়তো কোনও বেটো গান হাওয়ায় নড়েছে। কিন্তু আশেপাশের গাছগুলো তো হিঁস। সে আজনা বক করে দিল।

জিজের খাবারগুলোর সবই টিনফুল। গুরম করে থেয়ে নিলেই চলে। এর আগে দু-একবার খেয়েলু পৃথি, পচল হয়নি। এই বালো যার তিনি টিনফুলের প্রেরণ ভৱনা করেন। এমন কি অরেঞ্জ জুসও ক্যানেই রাখা আছে। গ্যাস জালিয়ে খাবার ডেটি করে ওরা থেকে বসল। বজ্জন কেল পুটি করেই খেল। এই ঘরে এখন আর তেমন গুঁজ না থাকলেও পৃথি সামান্যই নাতে কাটল। অরেঞ্জ জুসটাই তাকে একটু তৃপ্ত করল। বজ্জন বলল, 'এখন পোওয়ার ব্যবস্থা করা যাব।'

'এখন পোবে?'

'কঠা যেজেছে ঘড়িতে দ্যাবো।'

'আমার এখনই ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া—!'

'আমার কি?'

'তুমি শলেছিলে গক্টা কেন আসেছে সেটা দেখবে।'

'কাল সকালে দেখবেই তো হাঁ।'

'না। আমার ঘূর আসবে না। সবসময় মাথার চিক্কাটা থেকে যাবে।'

অগভ্য বজ্জন উঠল। দুটো ঘর পেরিয়ে নীচের সিডির দরজার কাছে পৌঁছে সুইচ টিপতে লাগল। দরজার থক দিয়ে আলো দেখা যাওয়ায় বেবা গেল সিডি আলোকিত। সে পকেটে থেকে ক্রমাল বের করে নাকের পপর দিয়ে বেখে নিল। পৃথি

শেখনে দাঁড়িয়েছিল, বজ্জন বলল, 'তুমি নীচে নামবে না।'

'কেন?'

'কি দৃশ্য দেখবে জানি না। তা ছাড়া ওপরে একজনের থাকা উচিত!' বজ্জন দরজা খুলতেই গক্টা ছিটকে উঠে এল যেন। পৃথি নাকে হাত দিয়ে সরে গেল সামান।

সিডিতে আলো অলুচে। বজ্জন নামহিল। গক্টা আরও তীব্র হচ্ছে। কুমারের আড়াল কোনও কাছাই দিঙ্গে না। মাটির তলায়। স্টেট রুম।

নীচে নামতেই শব্দ হল। ভৃত্যাকু করে কিছু পত্তি আর বিশাল মেঠো ইনুর ছুটে বেরিয়ে গেল এশিয়ান ওপাশে। বজ্জনের মনে হল অনেকবিন পরে এই ঘরে আলো ঝলক। সে চারপাশে তাকাল। একটা ডালি নিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখেছে। বারের ডালাটা ইব্র উচু হয়ে আলগালে ইনুরগুলো সেখানে দিয়ে ডেকেতে চুক্তে পরাছে না। ডালাটাকে মেঠেই বেল ভারী মনে হল। উচু হয়ে থাকার একটা কারণ চোখে পড়ল। শেষপ্রাপ্তে একটা ইনুরের শীর্ষ শরীর ঝুলছে। বেচারা হয়তো কোনও মতে মাথা গলাতে পেরেছিল কিন্তু সেই অবিহি। ডালার চাপে ঝুলত অবস্থায় স্বাস্থ্যক হয়ে মরে গেছে। আর ওর মৃত শরীরটাকে খুবলে থেয়ে নিয়েছে সঙ্গীরা। কিন্তু ওই সামান্য থক গলে গুৰু বেরিয়ে আসছে বাইরে।

বজ্জন এগোল। কফিনের পপর থেকে ইনুর দুটো এবার তাকিয়ে নেমে গেল ওপাশে। ডালাটার একটা কপি ধরে ধীরে ধীরে উচু করতেই পপর থেকে আর্ট চিকারাটা ভেসে এল। হক্কটাক্ষে গেল বজ্জন। তারপর ডালাটা নামিয়ে কয়েক লাঙে সিডিতে পৌঁছে ছু ওপরে উঠে এল সে।

দরজার সামনেই পৃথি, রকশুন। তাকে দেখতে পেরে পাগলের মত জড়িয়ে ধরে ধরব্যর করে কাপতে লাগল। বজ্জন ওর মাথায় হাত রেখে নিউ গলায় জিজাসা করল, 'কি হয়েছে? অমান করছ কেন?'

কথা বলতে পরাছিল না পৃথি। সামলে উঠতে সময় নিল থানিক। বজ্জন বলল, 'আমি কে আঢ়ি, কি হয়েছে?'

'দুটো সাদা পা, খোপের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।'

'সাদা পা?' চমকে উঠে বজ্জন।

'হ্যাঁ। কী সাদা। হঠাৎই।'

বজ্জন ওকে আঁকড়ে ধরল। কফিনের ঢাকনটা তোলার মুহূর্তে এক কলকের জন্মে সে যা দেখেছিল তা পৃথি খোপের বাইরে দেখল কী করে।'

পাঁচ

দূরবাটা অনেকখানি। ঢালু যাঠ যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানেই খোপের শুরু। জানলার দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া আকাশের নীচেটা শাস্তি, স্বভাবিক। বজ্জন গভীর গলার বলল, 'তুমি বোঝ হয় তুল দেখেছে।'

'অসম্ভব। আমি স্পষ্ট দেখেছি।' পৃথির গলায় এখন স্বাভাবিকতা এসেছে।

'চিক কোন জানলাটা?'

পৃথি আঙুল তুলে জ্বালায়। এখন দেখানে কিছু নেই। পুরিবাটা এখন নিরীহ এবং সুন্দর। স্বজন হেসে ফেলে।

‘পৃথি ভুল, ‘হাসছ মে?’

‘একটা ইয়েরেজি জৰি দেখচিলাম। বাখে হৰণ ফিল্ম। তাতে ছিল, এইরকম একটা নির্বাচন বালকেতে কয়েকটা ছেলেমেয়ে বাখে হয়ে রাত কাটাতে আশ্রয় নিয়েছে আৱ বালকের পশে কৰবৰখানা দেকে হিচিহিচ শৰীৰ নিয়ে মৃতোৱ উঠে আসছে বালকের ভেতৱে চোকৰ জনে।’

‘আৰি, তুমি কিং আমাকে ভয় দেখাইছ?’

‘অস্বত্ব। আজগাল কেউ ভুলেৰ ভয় পায় না।’

‘অন্য জ্বালায় পেতো না, এখনে পাহি।’ স্পষ্ট দেখলাম দুটো পা বেরিয়ে এল, আৰা এখন উড়াও হয়ে গৈছে।’

স্বজন হৈলৈ এল। একটা চোৱা টেনে আৱাম কৰে বসল। তাৰ মাথায় এখন নীচোৱা ঘৱেৱ কৰিবিছি পৰাক হৈছে। শুধু বেশি দিন মারা যাবানি মানুষটা। এই বালকের কেউ হলে তাবে নিষ্কাহই কৰিবেন ভৱে পচার জনে কেবলে রাখবে না। কেউ একা একা মৰে কৰিবেন শিশু শয়ে থাকতে পারবে না। স্পষ্টই-বোৱা যাছে বিড়ীয়ে মানুষ ওই মৃতদেহেৰ সমে জড়িত। কিং যদি কেউ কাটকে হত্যা কৰে তাহলে এমন নিৰ্জন জ্বালায় মৃতদেহেৰ সকাৰি হিসেবে মেথে যাবে কেন? যদি খুড়ে পুৰু মেললেই তো হুকে মেত।

‘নীচে নিয়ে কি দেখবেন?’ পৃথি জ্বালায় দাঁড়িয়ে ঝিঙাপা কৰিব।

চমকে তাকাল স্বজন। কিং কৰাটা সে শিশুকে ধূলি রাখতে পারবে না। তাই সৱারণ দিল, ‘গঞ্জটা একটা মানুষৰ শৰীৱৰ। দেহটা কৰিবে রাখা ছিল। কোনও ভাবে চাকনাটা একটা খুলো যাবাবৰ গৰ্হ উঠে আসছে ওপৰে।’

পৃথিৰ গলা বেঁকে চাপা আৰ্তনাদ ছিটকে বেৱোত্তৈ সে মুই হাতে মুখ চাপা দিল। তাৰপৰ সৌড়ে চলে এল স্বজনেৰ কাছে, ‘আমি থাকব না, কিছুতেই থাকব না এখনে। পায়েৰ তলায় একটা পচা মড়া নিয়ে কেউ থাকতে পাবে না।’ ভয়ে সে সাদা হয়ে গৈছে।

স্বজন বলল, ‘কোথায় যাবেো? অশেপাশে কোনও মানুষৰেৰ বাঢ়ি নেই। আৱ চিভাটাৰ কথা চূলে দোয়ো না। এখনে এই বক যাবে আমৰা অকেবোতা নিয়াদাম। দৱজাৰ বক কৰে নিলে গঞ্জটা তেমন তীৰ থাকছে না। রাত্তুকু এইভাৱেই কাটাতে হবে।’

‘কিং যদি ভ্রানুলা হয়?’

‘পাগল !’

‘না পাগলামি নয়। ভ্রানুলাৰ দিনেৰ বেলায় কফিনেই তয়ে থাকে। রাত হলে ধূল খেতে বেৰিয়ে পড়ে। এটা সাধেৰাও বিশ্বাস কৰে।’

‘ভ্রানুলা বলে কিছু নেই। ভূতপ্ৰেত অলীক কলনা। মানুষেৰ সময় কাটানোৰ জনো গৱে তৈৰ হয়েছিল কোন এক কালে। চলো, শোওয়াৰ ব্যবস্থা কৰা যাব।’ স্বজন উঠে পড়লো ও তাৰ মুখে অথৰি হিল।

‘শোবে মানে? তুমি এখনে মুহামোৰ কথা ভাবতে পাৰছ?’

‘চেষ্টা কৰা যাব। আমোকা রাতটা! জেগে কাটিয়ে শৰীৰৰ খাৰাপ কৰে কি লাভ?’

‘আমি চুমতে পাৰব না।’ জেপি দেখাল পৃথিকে।

মুহামতে তাকে ভাঙ্গিয়ে ধৰল স্বজন, ‘তুমি এত ভয় পাইছ কেন? সকাল হজোৱ দেখবে তোকৰে চোকৰ জনে।’

সব কিছু ভাস্তবিক হয়ে যাবে।’

‘ওই পচা মানুষটা?’

‘হ্যাতো কেউ খুন কৰে রেখে গৈছে।’

‘খুন?’ কেবলে উঠল পৃথি।

‘আমি জাণি না। যাই হোক আমাৰেৰ কি! আজ যাতে তো খুন হয়নি।’ পৃথিকে অড়িয়ে ধৰেই স্বজন পাশেৰ ঘৱেৱ দিকে এগোল। সিডিৰ দৱজাটা বক কৰে দিল ভাল কৰে। শোওয়াৰ ঘৱে শৌেছে খটটাকে দেখল। একটা ভালী বেত কভাৰ পাতা আছে। আঙুল খুলিয়ে দেখা দেল তাবে খুলোৰ পৰিমাপ নেই, বললেই চলে। বেত কভাৰ না হুলুই শুয়ে পড়ল স্বজন, ‘আঃ!’ পৃথি একপাশে বসল আড়ি হয়ে।

স্বজন বলল, ‘শুয়ে পড়ো। নীচে থেকে উঠে আসাৰ সময় দৱজাটা বক কৰে দিয়েছি তেমাৰ আৰ কোনো ভয় নেই।’

কঠটা শুনে পৃথি একটা ভাস্তবিক হৰণ চোৱা কৰল, ‘তুমি আংশ্বা মানুৰ। হুট কৰে অনোৱ বিছানায় শুয়ে পড়লো। একটু পৰেই নাক ভাকেো।’

‘আমাৰ নাক ভাকে না।’

‘একদিন টেপ কৰে রেখে শোনাৰ।’

‘আলোটা নিয়িৰে দেবে কি?’

‘অস্বত্ব।’

‘যা হৈছে। তুমি এবাৰ শোবে?’

অগত্যা পৃথি কোনও রকমে শৰীৱটাকে বিছানায় ছিঁড়িয়ে দিল। তাৰ ভদ্বিতে বিদ্যুমাত্ৰ বৰ্তি হিল না। স্বজন ওৱ শৰীৱে হাত রাখতেই আপত্তি বেৰিয়ে এল, ‘হিজ, না।’

স্বজন হৈল, ‘আমাৰ কোনও উদেশ্যা হিল না।’

‘আমাৰ এখন কিছুই ভাল লাগছে না।’

স্বজন হৈল কৰে গেল। ভান হাত শৰীৱে এনে ঢোখে চাপা দিল। কৰ শহৰে পৌছেই ধানায় খৰে দিতে হৈল। পুলিশৰ কাজ পুলিশ কৰবে। সকৈ থেকে একটাৰ পৰ একটা অসূচি অভিজ্ঞা হল আজ।

‘এভাৱে শোওয়াৰ যাব না।’ পৃথি উঠে বসল।

‘কেন?’

‘বেডকভাঙ্গটা বজ্জত খসখসে। তোমাৰ গায়ে লাগছে না?’

‘এক্ষণ্ট লাগছে।’

‘ওঠো। এটা সৱাই। নীচে নিষ্কাহ বেড়োটি আছে।’ পৃথি নেমে পড়ল খাট দেকে।

অগত্যা বজনকে উঠতে হল। একটাৰখনি শুয়ে শৰীৱ আৱাৰেৰ বাদ পেয়ে গৈছে। সে বেডকভাঙ্গে একটা প্রাণ মুঠোৱ নিয়ে চীনাহেই বালিশসমূহে সোঠা শোঁকে মত উঠে আসছিল বিছানা থেকে। সামা ধৰখন্দে চানৰ দেখা হেতু আচমকা দুঃখেই পাথৰ হয়ে গেল। বিছানৰ ঠিক মাঝখন্দে সামা চানৰ ভুড়ে চাপ বাধা কালচে দাগটা। দাগটা যে রংতেৰ তাঁতে কোনও সদেহ নেই।

পৃথি ভাঙ্গিয়ি চোখে দাগটাকে দেখিল। স্বজন একটু সহিত পেতেই বিছানায় ঝুকে দাগটাকে ভাল কৰে দেখল। রং শুকিয়ে গেলো এককম দাগ হয়। এখনে কাৰণ রংকপাত হয়েছিল। শৰীৱৰ সৱাইয়ে নেওয়াৰ পৰ বেডকভাঙ্গ দিয়ে সোঠাকে ঢেকে দেওয়া

হয়েছিল। সে সোজা হয়ে পাড়িয়ে বেডকভারের উত্তোলিষ্টা দেখল। যা, সেখানেই হজনকা দাগ দেখেছে। রক্তপাতার কিছু সময়ের মধ্যেই ওটকে ঢাক হয়েছে। স্বজন বেডকভারটায় ছুঁড়ে দিল দাগটার ওপর। অনেকটা আড়ালে পড়ে পেলেও ভারতবর্ষের ম্যাপের নীচের স্থিত হয়ে থাকিষ্টা দেখা যেতে লাগল।

স্বজন পৃথকে বা হাতে জড়িয়ে ধরে পাশের সোফা-কাম-বেডের কাছে চল এল। সোফাটকে চওড়া করে পৃথকে সেখানে বসাল। পৃথক কথা বলল, ‘আমি আর পারছি না।’

‘বি স্টেডি পৃথক।’

‘আমার মনে হচ্ছে এখান থেকে কোনও দিন বেরোতে পারব না।’

‘আর হয় দুটা পরেই তোর হয়ে যাবে।’

‘হ্যাঁ ঘটা অনেক সময়। তার আগেই—?’ পৃথক নিষ্ঠাস ফেলল, ‘নীচের লোকটাকে নিষ্ঠাই ওই বিশ্বাস্য খুন করা হয়েছে। আমি শুনেছি অপমানে যারা মনে তাদের আব্দ্য অস্তু থাকে।’ কেপে উঠল সে।

‘আব্দ্য বলে কিছু নেই।’

‘তুমি হিন্দু হয়েও একথা বলছ? ’

‘মনে নেই। প্রিস্টানারা যদি আব্দ্য বিশ্বাস না করে তাহলে যোস্ট আসে কোথেকে। কিন্তু নেই। আজ পর্যট কাউলে ফেলাম না যে ভূত দেখেছে, সবই বলবে তনেছি।’

‘তুমি সব জেনে বসে আছো! তাহলে লোকে ফ্লানটেট করে কেন?’

‘ওটা এক ধরণের সম্মেহন। বোগাস। ’

‘আমার ঠাকুরু নিজের চোরে ভূত দেখেছিলেন। পাশের বাড়ির একটা ছেলে মাকি আহতত্ত্ব করেছিল, তাকে। ঠাকুরু মিথ্যে বলেছিলেন?’

‘উনি বিশ্বাস করেছিলেন দেখেছেন। আসলে কুরুনা করেছিলেন। তোমার নার্ত টিক নেই এখন। সোফায় শুধু পড়ো, আমি পাশে আছি।’

স্বজনের কথায় পৃথক করা দিল না। এই সময় বাতাস উঠল। পাহাড় থেকে দল বেঁধে হাত্যারা নেমে এসে স্বজনে কিষ্কিন চালাতে শুরু করল। অন্তু এক শব্দমালার সৃষ্টি হল তার কলে। বাস্তোর দেওয়ালে, জানলার হাত্যার ধাকা লাগল। পৃথক জড়িয়ে ধরল স্বজনকে। আর তখনই টুপ করে নিতে গেল আলো। স্বজন বলল, ‘যাচ্ছে! লোডশেডিং?’

পূর্বা অন্যরকম গলায় বলল, ‘মোটেই সোডশেডিং নাহ।’

‘তাহলে ফিউজাটা গিয়েছে। দেখতে হচ্ছ।’

পৃথক আকচে ধরল স্বজনকে, ‘না, কোথাও যাবে না তুমি।’

‘অশ্রদ্ধ! অক্ষরে বসে থাকবে?’

‘ভাই থাক। আমাকে ছেড়ে যাবে না তুমি।’

অত্যবৃত্ত স্বজন উঠল না। বাইরে হাত্যার শব্দ, একটানা চলছে। কাচের জানলার পাশে জোওঝা অতুল মায়াবী পরিষেব তৈরি করেছে। পৃথক বিসিসি করে বলল, ‘আমার একটা কথা রাখবে?’

‘বলো।’

‘চলো, গাড়িতে গিয়ে বসে থাকি।’

‘চিটাটা?’

ওখ

‘ওটা একশ্বে চলে গিয়েছে। গাড়িতে অনেক আরাম লাগবে।’

স্বজন ভাবল। টেলিয়েন্টা ডেড হয়ে যাওয়া, বিনুৎ চলে যাওয়া, নীচের ঘরে কফিনে পালিত মৃতদেহ আর বিশ্বাস্য রক্তের দাগ সহেও দে নিজেকে একশ্বে শুরু রাখতে পারছে। গাড়ির ভেতরটা আওয়াজেরক হচ্ছে না। কাজ ভেডে মেলেন তো হয়েই গেল। তবু এই বাস্তোর বাইরে পেলে মনের চাপ করে যেতে পারে। সে যখন পৃথক অনুরোধ রাখতে বলে সিদ্ধান্ত নিল তিক তখনই কাচের সিদ্ধিতে আওয়াজ উঠল। ভারী পরের আবোজ।

অঙ্গুর ঘরে পৃথক স্বজনকে আকচে বলেছিল। আওয়াজটা প্রথমে বারদ্বার একেবারে ওপাশে চলে গেল। গিয়ে দামল। স্বজন ফিসফিসয়ে বলল, ‘ছাড়ো।’

সেই একই গলায় পৃথক জানতে চাইল, ‘কেন?’

‘মানুষ হলে কথা বলুন।’

‘না। মানুষ নয়।’

‘উঁ। অকারণে ভয় পাইছ।’

স্বজন উঠতে চাইলেও পারল না। শব্দটা আবার ফিরে আসছিল। বারদ্বার কাচের পার্টিতের নেপালের নেপাল নিয়ে বৃষ্টি আওয়াজটা একেবারে ওই ঘরের জানলার সামনে চলে আসছিল বজন গলা তুলল, ‘কে?’

হ্যাতে ভেততে ডেরার নার্তার কারেলেই চিকিরণটা অন্তুক জোরালো হল। নিজেকে জোর করে হাতিয়ে স্বজন ছুঁটে গেল কাচের জানলার পাশে। ভারপুর হো হো করে কেবল উঠল বাস্তো কাপিয়ে। স্থিতে বসে থাকা পৃথক সেই হাসি শুনে অবাক, ভয়ের কিছু নেই সুনে ছুঁটে এল পাশে, ‘কি হয়েছে?’

‘থক্কে হৃত দ্বারা।’

পৃথক দেখল। প্রশ্নী অবাক হয়ে জানলার দিকে ভাসিয়ে আছে। অকারণে একটা ছেতাখাটো মোখের মত কিন্তু বাস্তুবান। সে ক্লিঙ্কাস করল, ‘এটা কি?’

‘বাইসিন। বাচা বাইসিন।’

‘উঁ। কি ভয় পাইলে দিয়েছিল। কিন্তু চিটাটা কিছু বলাছে না ওকে?’ পৃথক গলায় শুনি চেতে উঠল ‘ওয়া, দায়ো দায়ো, কী আনুর ভঙ্গি করছে।’

‘ওয়া সন্দেহের মূল্যে ধাকাতে ভালবাস। কিটার সাধ্য নেই এদের কাছে যাওয়ার। এর দলটা নিচেরই কাছে পিছে আছে। সুষ্টি করতে নিষ্ঠাই হিনি দলহত্তা হয়েছেন। এসের জাগাগায় বাইসিন থাকা শুবই বাতাকিক।’

‘বাইরে বের হলে ও আমার কাছে আসবে।’ এই প্রথম পৃথকে সহজ, ঝাবাবিক বলে মনে হচ্ছিল। স্বজন হাসল, ‘ওর দলের সবাই তোমাকে পিছে ফেলবে।’

এইসময় শব্দ হল। বুনো প্রোপার্টি থেকে পাহাড়ের মত তেহরার এক একটা বাইসিন বেরিয়ে অসমতে লাগল মাঠে। তাদের কেবল ঘাস থাকিল। ওদের দেখতে পাওয়া মাত্র বাচা বাইসিন মুঠ বায়াদা ধোলে পেল। জ্যোতির অলো পরিষেব বাইসিনেরে পেল প্রত্যন্ত তাদের শরীরের স্থিতি স্মরণ কোনও সমস্যে রইল না। প্রোটা দশকে বাইসিন পোলা ঢাল মাঠে জ্যোতির মেঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথক মনে পঢ়ল কাছাকাছি একটা লাইন, মহীনের মোড়ালো ঘাস থায়। সে দেখল বাচা বাইসিনটা মিলে গিয়েছে দলের সঙ্গে।

ক্রম দলটা উঠে আসছিল। বাস্তোর সামনে দিয়ে গাড়িটাকে মাঝখনে রেখে এগিয়ে ৩৭

যাচ্ছিল। হঠাৎ একজনের কী খেয়াল হল, যাওয়ার সময় মাথা নামিয়ে গাড়িটার দরজার নীচেটাকে পেষে তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে সেটি ডিগবাজি খেয়ে গেল। চারতে চাকা আকাশের দিকে মুখ করে হাত হয়ে রইল।

পৃথিবী গলা থেকে ছিটকে এল, 'সর্বশেষ !'

ব্রজন জ্যোৎস্নায় গাড়িটার তলা দেখতে পাইছিল। কোনদিন ওখানে চোখ যাওয়ার সুযোগই হ্যানি। যে পাপেশ সার্ভিস-এর জন্যে গাড়ি পাঠাত, তারা যে এতকাল হাকি মেরেছে তা এখন স্পষ্ট। সে বলল, 'অরে ওপর নিয়ে দেল !'

পৃথি বলল, 'ওরা চলে গেছে !'

হ্যাঁ, এখন মাঠ ফোক। চাক নেমে গেছে অনেকটা। ব্রজন বলল, 'চলো, ওই সেৱাহৈ রাতে কাটিনো যাক !'

'গাড়িটাকে সেজা করা যাবে না ?'

'কেন ?'

'আমি এখনে থাকতে চাই না। তুমি বললে, বাইসনদের চিতা ভয় পায়। আহলে নিশ্চয়ই সেটি এখন ধারেকানে নেই।'

'হাতো নেই !'

'ভাঙ্গে ভয় কি ?'

অগ্রভাগ ভজন রঞ্জিত হল। দূরজা খুলে বারাদায় পা নিদেই বুল হাওয়ার দাপট কম নয়। বাড়ি বললেই ঠিক বলা হবে। ওপাশের গাছের ডালগুলো বৈকেছের যাচ্ছে। পৃথি বারাদায় পেলিং ধরে চারপাশে নবর রাখছিল। না, ডিটার কোনও তিছি নেই। নীচে নেমে গাড়িটাকে সেজা করতে চেষ্টা করল ব্রজন। যতই হালকা হোক তার একার পক্ষে ওটকে উপুত্ত করা সম্ভব হচ্ছিল না।

পৃথি নেমে এসে হাত লাগাল। অনেক টেক্টোর পর গাড়িটা চারকার ঘোর দীড়াল। কিন্তু নিয়ার নড়ে যাওয়ার গড়াতে লাগল সামন। পেছন দীড়ানো ভজন ওর পতি আটকাতে পরাল না। গড়াতে গড়াতে সেজা মাঠ পেরিয়ে ভজনে চুলে গেল গাড়িটা।

মৌলীড় কাহে এসে, খোপকাড় সরিয়ে ওরা দেখল একটা বড় গাছের পায়ে আটকে পেছে গাড়ি। সে পৃথি বলল, 'ঠিকে ওপরে তুলতে হবে !'

'পৃথি জিঞ্জা করল, 'কেন ?'

'এখনে থাকেন নাই ?'

'কাল সকালে ঠেবুর। এখন খুব টায়ার্ড লাগছে।'

'যা হচ্ছে ?' সে গাড়ির দরজা খুলল। সামনের দরজাটা বৈকে সিয়েছে। পেছনাটা চুকে গিয়ে ব্যাকসিটাকে কেপে দিয়েছে। গাড়িতে চুকতে গেলে ড্রাইভিং সিটের পাশের দরজাই ভৱন। আগে পৃথি পরে সে ভেতরে ঢুকল। চুকে হেলোলাই ভৱন। সঙ্গে সঙ্গে গাছপালার মধ্যে দিয়ে তীব্র আলো ছিটকে গেল। নিয়ে দিল ভজন পরমুহুর্তেই।

গাড়ির জানলা বন্ধ। সিটাকে পেছনে হেলিয়ে দিয়ে পৃথি বলল, 'আঁ !'

'ভাস লাগাই ?'

'নিশ্চয়ই। মনে হচ্ছে বড়তি হিয়ে এলাম।'

'তোমাকে নৰ্মল দেবাবাছে !'

পৃথি হসল। এখান থেকে গাছপালার ঝাঁক দিয়ে বাংলোটাকে দেখা যাচ্ছে। তোকিক বাংলোর যে হবি সে জানত তার সঙ্গে একটুও পার্কিং নেই। আজ কিকেলেও

৩৮

বেৰা যায়নি এমন কাণ ঘটতে পারে।

পৃথি বলল, 'শোন, আর শহৰে যাওয়ার সৱকার নেই। কাল সকাল হলৈ ফিরে চল। এত বাধা পড়ছে যখন—'

'সকালের কথা সকালেই ভাৰা যাবে।'

'মানে ?'

'আমি ভাবছি বাইসনের দলটা যদি আৰুৰ হিয়ে আসে তাহলে ওদেৱ পায়েৱ তলায় গাড়িটার সঙ্গে আমৰাৰ পাউডাৰ হবো।'

'আৰুৰ হিয়েতে পাবে ?'

'যাওয়াৰ সময় তো আমাৰে কিছু বলে যায়নি।'

'হাঁট ! খালি ঠাট্টা কৰো।' পৃথি বিৰক্ত হল, 'না, ফিরে না।'

একটু একটু কৰে হাওয়া কৰে পেল। জ্যোৎস্নাৰ রং এখন থিকে। ভোৱ হতে এখনও অনেকে বাকি। অক্ষতৰে একটা পাতলা আৰুৰ মিশাছে জ্যোৎস্নাৰ গায়ে। ওৱা চূঁচপাপ বসে ছিল। যাবে মায়ে রাতেও আচনা পাৰিবা চেঁচিয়ে উঠেছে এদিক ওদিক।

পৃথি হঠাৎ বলল, 'কাল হিয়ে যাবে তো ?'

'না !'

'কেন ?'

'হিয়ে যাওয়াৰ মতো কোনও কাৰণ ঘটেনি।'

'আমাৰ ভাল লাগছে না।'

'না লাগলো ওপায়া নেই। আমাৰ শহৰে কিছু কাজ আছে।'

'মানে ? তুমি কাজ নিয়ে আসেছ নাৰি ?'

'কিংত তা নাই, যাই যখন তুম কৰে নিতাম।'

'না কোৱাৰ কাজ কৰা যাবে না, আমৰা এবাৰ বেড়াতে এসেছি।'

'এখন ঘাগড়া কোৱো না।' ভজন কথাটা বলতেই একটা গাড়িৰ আওয়াজ কানে এল। আওয়াজটা কৃষ্ণ কাহে আসছে।

পৃথি বলল, 'এত রাজেও নীচৰে রাজা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। আমৰা ওখনে থাকলে লিখি পেতাম। তোমাৰ যে কী কুকু হল এদিকে উঠেছে !'

ভজন বলল, 'নীচৰে রাজা নয়। গাড়িটা প্রাইভেট মোটো দিয়েই উঠেছে।' গো গাহাঙাতৰ ঝাঁক দিয়ে সবকিছু দেখতে পাইছিল না। কিন্তু একটা গাড়ি যখন বাকি নিয়ে বাংলোৱা দিকে এগিয়ে গেল তখন স্পষ্ট দেখতে পেল। গাড়িটা বাংলোৱা সামনে এসে দেখে গেল।

পৃথি বলল, 'চলো !'

'চুপ : কথা বোলো না !' ভজন সহৰ্ক কৰল।

'কেন ?'

'এই গাড়িতে কোৱা এল জানি না। সেই লোকটাৰ খুনি ও হতে পাবে।'

পৃথি বলল, 'আমাৰে দেখতে পাবে না ?'

'না। ভজলোৱা আভাজে আছে গাড়িটা।'

ওৱা দেখল ওপায়ে হেলোলাই নিভল। দূরজা খুলল। একটি মানুষ গাড়ি থেকে লেজে বাংলোটাকে দেখল। তাৰপৰ পেষটো থেকে লাইভাৰ বেৰ কৰে সিগাৰেট ধৰল। সিগাৰটা চৌটো চাপা ছিল। লাইভাৰের আলোয় মুহূৰ্ত স্পষ্ট বোৱা গেল না। লম্বা

দোহরা লোকটা এখন গাড়ির স্থানে দাঁড়িয়ে। একাবী।

ছয়

কোথাও কোনও শব্দ নেই। এমন নিজের রাতে জ্যোত্তর দিকে আকাশেও ভয় দেকে মনে। জ্যোত্তর বলৈই গাছে ছায়া ফেলে। আর সেই ছায়ায় ওত পেতে ধারণে মৃত্যু। কিন্তু সেই তো এখনে এসেছে প্রাণের ভয়েই।

সি-পিকে সে আজ অথবা দেখেছে না। কাউকে বাগে পেলে শেখ করে না দেওয়া পর্যবেক্ষণ লোকটা সুখ পায় না। টাকাশে জোলে সে যখন হেসে গেল তখনই কেন সি-পি তাকে কেট মার্শিল করল না তা মাথায় চুক্কে না। উচ্চে সময় দিয়ে বলেছিল সেই ধরে নিয়ে যাওয়া লোকটাকে ঝুঁজে বের করতে। তিনি নয়, তার ফেউকে খোজার দায়িত্ব তার পের। অতঙ্গ অপমানকর ব্যাপার। তবু ওই লোকটার সামনে থেকে চলে যাওয়ার সুরোগ পেছেই সে বেরিয়ে পড়েছিল বলে হচ্ছে। মিনিট পাঁচেকে মধ্যে হুরুম পান্তে তাকে প্রেশার করার আদেশ জারি হয়। এত জলিয়া মত বদলানো সি-পির ব্যাকার নয়। চাপ এসেছে। তার মানে এখন সোমকে লড়তে হবে অনেকের সঙ্গে। আর ধরা পড়লে সারাজীর কাটিয়ে পাতলাঘরে।

বিশেষের গুরু পেছেই সোম বেরিয়ে পড়েছে তিভলভার আর গাড়িটাকে নিয়ে। তার একমাত্র বাঁচার পথ হল চিঠাকে ধরে নিয়ে যাওয়া। সি-পি অবধি মিনিটের মুশি না হয়ে পারবে না। সোম জানে এটা হাতের মোয়া নয়, কিন্তু পথ ওই একটাই। বেলখার যাওয়া যায় চিঠা করতেই এই বাঁচাটোকের কথা মনে এসেছিল। দিন সাতকে আগে গোপনসূত্রে ধরব পেয়ে তারপিস চালিয়েছিল সোম বিশেষ খাইনী দিয়ে। বিছুই পাওয়া যায়নি, বাঁচারের মালিনী বিদেশে। কেয়ারটোকের বলেছে কেউ এখনে আবার নেয়নি। সোমের বিশেষ লোকটা সত্য কথা বলেনি। কিন্তু চাপ দিতে পারেনি সে। মাত্রে মধ্যে ম্যাডাম এই বাঁচারের বিশেষ নিতে আসেন। তখন বিশেষ পাহাড়ৰ ব্যবহাৰ কৰা হয়। কিন্তু না পাহাড়ৰ যাওয়ায় সি-পি খুব খুশি হয়েছিলেন। যেসব যাতানো বেখানে দেড়তে নিয়ে থাকেন সেখানে উৎপন্নহীন আশ্রয় নেবে এটা নাকি উদ্ভৃত করন্ন। সোমের সদেহ ধাকাও চুপ করে যেতে হয়েছিল।

এখন তার পিঠ দেওয়ালে টেকে পিয়েছে। হাতে সময় নেই। ধরা পড়লে সি-পি আকে হিঁড়ে থাবে। সবেহ দূর করতে তাই এই বাঁচার দিয়েই খোঁজ শুরু কৰা যাব। কী দুর্ভাগি না তার হয়েছিল, নইলে থবে নিয়ে আসা লোকটাকে তুলে নিয়ে চাঁদি হিলসে গেলে সে আজ বাদে কাল সি-পি হয়ে হেতে পারত।

চাঁদের গায়ে মেঝ অমছে। রিভলভুর্ট স্টুটায় নিয়ে সোম সিডি ভাঙল। সামনের দুরজায় তালা বুক। তার মানে এখন বাঁচারের কেউ নেই। কেয়ারটোকারটোর তো থাকার কথা। বালো ছেড়ে চলে যাওয়াটা তো অস্বাভাবিক ব্যাপার। লোকটা বলেছিল সিশের বেলায় বিশেষ প্রয়োজন হলে সে বাইরে যাব। এই তালাটা জোর দেখানো নয় তো! সোমের মাথায় চিঠা কিলবিন করছিল। কয়েক পা হাঁটতেই তার চোখে পড়ল ওদিকের একটা দূরজ হাঁ করে খেলা। সৈর্পকলা পুলিমে চাকুরি কৰায় সোমের অনুমানপ্রতি এখন প্রবল হয়ে উঠল। খেলা দূরজ দিয়ে ভেতরে ঝুঁকে না সে হির করতে

প্রাহিল না। দুরজার সামনে পৌছাতেই তার নাকে গাঢ়টা পৌছাল। ভেতরে কেউ মরেছ। যে মেরেছে সে ওই দুরজা খুলে রেখে পালিয়েছে। এরবাব তীব্র গাঢ় নাকে নিয়ে কোনও জীবিত বাস্তি বালেয় বসে থাকতে পারে না। তার মনে হল যে মেরেছে সে যে একটা মানুষ তা দেখা দরকার। এমন তো হতে পারে কুখ্যাত চিতাকেই কেউ খুন করে এখানে রেখে নিয়েছে।

বুনো ঘোশের আড়োলে গাড়ির ভেতর বলে ওরা দেখল লোকটা রিভলভার উচিয়ে ভেতরে চুক্কে যাচ্ছে। বজ্জনের প্রথমে মনে হয়েছিল এই লোকটা বাঁচারের মালিন হতে পারে, পরে ওর চালচলন এবং রিভলভার দেখে ধারণাটা পাপোচ্ছে। খুনি নাকি খুনের জাহাগীয়া একবার ফিরে আসে। এই লোকটাও তাই ফিরে এসেছে। রিভলভার উচিয়ে যেতের দ্বারা চুক্কে গেল তাতে মোটাই শাশ্ত্রশিল্প কর্মসূলের ভাবার কারণ নেই।

এই সময় পুরা বলল, ‘খুনি হিরে এসেছে।’
‘ই। আস্তে কথা বলো।’

‘ও যদি আমাদের দেখতে পার তাহলে শেষ করে দেবে। প্রথমে চিতা, বাইসন, ডেডভিট আবার খুনি। আমার নার্ত আর সহ্য করতে পারে না।’

‘খুনতে পরায়। কিন্তু লোকটা যদি আজ রাতে না বের হয়, আলো ঝুটেলেই আমাদের দেখতে পাবে। কিন্তু একটা কর্তব্য।’

‘কি করবে? ওর হাতে রিভলভার আছে।’

হাঁটা খজনের মাথায় মতলবটা এল। লোকটা খুনি হোক বা না হোক মাটির নীচের ঘরে নিশ্চয়ই একবার যাবে। খুনি হলে নিজের চোখকে খুশি করতে আর না হলে গৃহাকে কেবলের আসন্নে তা দেখার জন্যে তার মতন নীচে নামে। কাউকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলে যদি ওপরের দরজাটা বৰ করা যাব তাহলে—। কিন্তু লোকটা কখন নীচে নামে তা এই একদুর থেকে বোঝা যাবে কি করে? যদি নীচে না দিয়ে বাইসের ঘরে বসে থাকে। বজ্জন নড়তে পারল না। এই মুহূর্তে গাড়িতে বসে থাকাটো নিরাপদ।

ঘরে আলো ঝুলছে না, সোম সুইচ থেকে হাত সরিয়ে নিল। পকেট থেকে পেঁচিল টক বেব করে সে চারপাশে বেলাল। এটা বেজোরম। এখনে একটু আগেও লোক হিল নাইলে ডেডভিল্যু ওভারে পড়ে থাকতে পারে না। সে বিছানায় ওপর শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ দেখতে পেল। চাপা যাতানো সোম জিজ্ঞাসা করল, ‘বাঁচারের কেউ আছে? সাতা না দিল তাই হেতে হতে পারে।’

নিজের কানীসী শব্দগুলো অনারকম শোনাল। সোম মনে মনে নিচিত, এই বাঁচাটো খালি, তার কেউ একটু আগে ছিল। একটু আগে যে কোটা আগে তা সে তো আবে করতে পারছিল না। পাশের ঘরে চুক্কে সে আরও নিমসেবেছে হল। তিনি খুলে তখনও ঠাণ্ডা টের পেল। গাঢ়টা কি তাহলে পচামানুবের নয়? কাউকে খুন করে পচিয়ে একসমে কোনও মানুষ পাকতে পারে? গক্ষের উৎস স্কান করতে করতে সোম নীচে যাওয়ার সিঁড়ির স্টোর্চ পোর্টে গেল।

কাঠের পাঁচটা কম করলে নয় তাটটাই করল সোম। এবং এক সময়ে কহিনের ভেতরে তথ্য থাকা মুস্তেদিশে আবিকার করল সে। পুলিম হিসেবে সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু কম জীবিত হল। মৃত্যু বক্তির স্থূলে আলো জেলায়ের সে চারকে উঠল। এই লোকটিকে তার না চোরার কোনও কারণ নেই। সি-পি-এস সঙ্গে বিশেষ রকমের জানাশোনা। কদিন এই কফিনে শয়ে আছে কে জানে কিন্তু শরীরে বিকৃত এ-

গেছে। কমিনের দক্ষনা তুলে বিশয়ে দাঢ়িয়েছিল সোম হাতাং শব্দ করে আসতেই আলোটার স্বরাল। গোটা কয়েক ধেকে ইন্দুর লাভিয়ে চুকে পড়েছে কমিনের মধ্যে। তাড়াতাড়ি দক্ষনাটা নামিয়ে যিয়ে সে ডেবে পাঞ্জিল না ইন্দুরগুলোকে ভেতর থেকে কিভাবে বের করে দেবে। বাবু বসন্তলালের শরীরের সঙ্গে ইন্দুরগুলোকে রেখে এসেছে জানুলে সিপি তাকে ফিটী যোরার কোটা মালিনী ঝুলিয়ে দেবেন। তাও না হয় হল, কিন্তু লোকটার কোটা কৃতি করতে পারে। এখন কামড়োলাও লাগবে না, অসুবিধিমুখ করবে না। হ্যা, ইন্দুরগুলো বাবু বসন্তলালের শরীরের ছিটুটা অশ্ল থেয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু তার আগেই সেমো তা পুলিশে খবর দিয়ে পিণ্ঠে পারে। মৃতদেহের আনাদ কানাদ থেকে ইন্দুর ঘূর্ঘনা তাড়িয়ে দেওয়ার থেকে সেটা অনেক সহজ।

ওপরে উঠে এল সোম। বাইরের বারান্দায় পা রেখে সে চারপাশে তাকাল। জ্যোৎস্নার দিকে তাকাবার বিশ্বাসা ইচ্ছে হচ্ছে না। এখানে এসেছিল তিচা সশ্পর্তে নিষিদ্ধ কোনও থবর পাবে বলে, তার বদলে দেখতে পেল বাবু বসন্তলালের শরীর। বেগাবাই যাচ্ছে ফোর্স খবর এখানে তরাসি করতে এসেছিল তখন মৃতদেহটা ছিল না। অর্থাৎ সাতদিন আগেও বাবু বসন্তলাল বেঁচে ছিলেন। কিন্তু কোথায় ছিলেন? তিনি শহরে এলে ইচ্ছৈই পড়ে যাব। সে প্রায় বাষ্ট হয়ে ওঠেন তোয়ামোল করতে। মিনিস্টার পাটি সেন অর্থ ম্যাজাম! ম্যাজাম ওঁর জন্মে সে কিন্তু করতে পারেন। এই বালোয়া মারে মাথে বিস্রামের জন্মে ম্যাজাম আসেন তা বাবু বসন্তলালের বালো বালো। টেলিপিল মুদ্রণ একটা বড় অংশ যার হাত ধরে দেলে দোকে সেই মানুষটা এখন কয়েকটা ইন্দুর নিয়ে মাটির তলার ঘরে একটা কফিনের মধ্যে শুয়ে পড়েছে।

হাতাং সোমের ঘেয়াল হল, এই বালোয়া টেলিফোন বাজেছে। টেলিফোন? এখানে? শব্দটা খুবই অন্তে কিন্তু নির্ভুল বালোয়া সেটা শোনার পক্ষে যথেষ্ট। ইস, এইটোই একক্ষণ স্থায়া ছিল না। সোম ছুটল। যেখানে ম্যাজাম বিশ্বাম নিতে আসেন সেখানে টেলিফোনে না থেকে পাণো? যাক, সব সমস্যার ম্যাজাম হয়ে দেল।

অন্ধকার ঘরে শব্দ শুনে টেলিফোনের কাছে পৌঁছে পেল সোম। খপ করে রিসিভার তুলে চিকির করল, ‘হ্যালো। হ্যালো।’

ওপরের মাঝুটি যেন করেক্ত সময় নিল, তারপর কোটা কোটা স্বরে জিজ্ঞাসা করল, ‘কে কোথা বাছু?’

কে? নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে থমকে গেল সোম। খবরটা সি-পির কাছে পৌঁছে গেলে এখান থেকে আর বের হতে হবে না।

‘হ্যালো। কোথা বাছু?’

গলার স্বর ব্যতীতেনি সুরভ অশিক্ষিত করে সোম জবাব দিল, ‘আমি এখানে থাকি।’

‘ওখানে তো কারণও থাকার কৃত্ত নয়। নাম কি তোমার?’

‘আপনি কে বলছেন?’

প্রশ্নটা করা মাঝই ইন্দুরটা কেটে গেল। সোম পুলিশ অভ্যন্তে টেপটি অপারেটারকে চাইল, ‘হ্যালো, অপারেটা, বাবু বসন্তলালের বালো থেকে বলছি। একটু আগে এখানে কোথেকে কেন করা হয়েছিল?’

অপারেটাৰ সময় নিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কে বলছেন?’

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, ‘আমি আয়নিস্টেট বিশ্বিনার সোম বলছি।’

‘সোম স্যার, আমি বুঝতে পারিনি। টেলিফোনটা আপনার হতে কেবলটিস থেকেই করা

হয়েছিল। আপনি কথা বলবেন?’ অপারেটাৰের গলা খুবই বিনীত।

‘না, থাকু।’ রিসিভার নামিয়ে রাখল সোম। যাকেল। লোকটা নিষ্কাশই সন্দেহ কৰেছে। করে টেলিফোনে একটা ডেকা সুযোগ নিয়েছে তাকে ধৰার। গলাটা যে পুলিশ কমিশনারের নয় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অন্য কাউকে দিয়ে করিয়েছে। সোম দিবা চোখে দেখতে পেল সেই ছেটিখাটো অবিসর ছুটতে ছুটতে পুলিশ কমিশনারকে থবর দিতে যাচ্ছে, স্যার, স্যার, এ সি সোমকে পেছেই ওই বালোয়। আর সেটা শুনে পেম্বড়ায়ে ভার্সিস বলছে, ‘লোকটা আর এ সি নয় মূর্খ।’ ওকে এখনই আরেকটা

অতএব এখনই এখানে কোর্স এসে যাবে। ওরা এলে বাবু বসন্তলালের মৃতদেহ খুঁজে পেয়ে যা করার তা করবে কিন্তু তার আগেই ওকে এখান থেকে সরে যেতে হবে। সোম বাইরে দেরিয়ে এল। চীদ এখন প্রায় দেয়ের আড়ালে। কেবার যাওয়া যায়? পুলিশের গাড়ি নিয়ে বেশিদূর গিয়েও কোনও লাভ নেই। ওই গাড়ির জন্মেই তাড়াতাড়ি ধৰা পড়তে হবে। আবার গাড়ি ছাড়া এই রকম পাহাড়ি অঞ্চলে বেশিদূর পর্যন্ত যাওয়াও সত্যব নয়। অস্ত নীচের গাড়ি পর্যন্ত তো যায়া যাক, ওরা আসুন আগেই এই জায়গা ছাড়া উটিছে। সে প্রায় দিনে পুরা পাবাড়িতে আচমণ কাঙ্কশাকী গাড়ির হৰ্ম বেজে উটেই থেমে পেল। প্রাণ চকমকে গেল সেল। তাড়াতাড়ি আচমণ কাঙ্কশাকী সেতুর স্তরে সর্কর ভাঙ্গে দীঘুল। ওরা এর মধ্যেই এসে গেল। ইপ্সিস্বৰ। অবশ্য এমনও হতে পারে আপে কোর্স পাঠিয়ে পরে ফেল করিয়েছে সি-পি। ধৰা পড়লে নিয়ার নেই। গাড়ি আসুন পথের দিকে সর্কর চোখে তাকিয়ে পিছু হটতে লাগল সে। কোনোতে ওই ঘোষের মধ্যে চুকে পড়লে এখান থেকে সরে পড়া অসম্ভব হবে না।

পাপ ফিরতে গিয়ে কয়নী-এর চাপ লাগায় হৰ্ম বেজে উটেছিল। আতিকে ফিরে তাকিয়েছিল পুরা, শঙ্কনের মনে হয়েছিল অস্যহত্যা করা হয়ে গেল। পৃথু চাপা গলায় বলল, ‘কি হবে এখন?’

মনে মনে করলে সর বললেও কিছুই বলা হবে না। কিন্তু ওরা অবাক হয়ে দেখল যাকে একক্ষণ খুন বলে মনে হচ্ছিল সেই লোকটা নির্বাচিত ভয় পেয়েছে। পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসুন এদিকেই। আর একটু এলেই তাদের দেখতে পেয়ে যাবে লোকটা, শিছন ফিরিলেই। বজন বুকতে পারল না হল এনিএকে বাজা সহেও লোকটা উচ্চান্তদিকে তাকাছে কেন? কিন্তু এভাবে গাড়ির মধ্যে বসে থেকে লোকটার মুখেয়ুমি হওয়ায় কোনো মানে হয় না। সে পৃথকে চাপা গলায় বলল, ‘চলো নামি। ধৰা পড়তেই হবে।’

‘ধৰা পড়তে বাছু কেন? আমি কি কিছু করেছি?’ পৃথু প্রতিবাদ করল।

সদে সদে সোমকে অবাক হয়ে এনিবেলে তাকাতে দেখা গেল। মানুষের গলার স্বর প্রটো কর কানে পৌঁছেছে। এবং সেটা আর পেছের বুনো বোপ থেকে এ ব্যাপারে সহেব নেই। অথবা তাকে ফিরে কেলে নেই।

সোম খুব নার্ভাস গলার জিজ্ঞাসা করল, ‘কে, কে ওখানে?’

শঙ্কন পুরার দিকে তাকাল। লোকটার চেহারার মধ্যে কঢ়কতা ধাক্কালেও গলার স্বরে, হ্যাভাবে সেটা একদম নেই। সে গলা তুলল, ‘রিভলভারটা যেদেন দিন।’

সেম দুরুল তার সদেহ মিথ্যে নয়। এখন বীরত্ব দেখানো মানে বোকাই করা, সেটা তার জেনে দেশি কে জানে। সে ভিলভার মাটিতে ফেলে দিতেই বজন ঘোপের আড়াল থেকে হুক্ম করল, ‘গুনে ঘুনে আটা পা পিছিয়ে যান।’

অগভ্যা সোম অদেশ পালন করল। তাকে খুব অসহায় দেখাইল।

পৃথি অবকাহ হয়ে দেখছিল। এবার বলল, 'লোকটা খুনি নয়।'

সৱজন খুলে বের হচ্ছিল বজ্জন, 'কেন ?'

'খুনিটা এমন সূরাখ হয়া না।'

বজ্জন বেরে ক্ষমা মা বলে একদোড়ে বোপ থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতে পড়ে ধাকা বিভূতিভাবিটা তুলে নিয়ে সোনের দিশে তাকাল।

ঝীবনে এতে প্রতিষ্ঠান সোম কখনই হায়নি। বজ্জনকে তাল করে বেবাহ আশেই সে দেখে এক সুন্দরী ডক্টরী গোপ থেকে বেরিয়ে আসছে। এবা কখনই পুলিশ নয়। কেনও বাহিনী তাকে ঘিরে ধোরণি, মাঝ দুই অর্বরূপী ছেলেমেয়ে বেরো বানিয়েছে সেখে সে নিজের ওপর এমন রেগে পেল যে টিক্কার করে বলে উঠল, 'ধ্যাত !'

বিভূতিভাব হাতে বজ্জন হকচিকিয়ে গেল, 'তি হল ?'

'তোমরা কোরা ?' সোম প্রশ্ন করার সময়ে ভাবল লাফিয়ে পড়ে কিনা।

'ভূরভাবে কথা বলুন। আমাদের ভূমি বলার কোনও অধিকার আপনার নেই।'

'সরি ! আসলে পুলিশে চাকরি করে করে— !' সোম ধিতিয়ে গেল।

'আপনি পুলিশ ?' বজ্জন অবকাহ।

'হ্যাঁ, আজ বিকেল পর্ণষ্ঠ হায়িলাম। আপনারা এখানে কি করছেন ?'

বজ্জন পুরুষ দিকে তাকাল। যেয়েরা মানুষ চেনে হাজোর, এই লোকটা খুনি নাও হতে পারে। সে বলল, 'আমরা শহরে যাচ্ছিলাম। এখানে আমাদের গাড়ির ডেল ফুলিয়ে যাব। একটা চিঠা আমাদের আক্রমণ করে। ফলে বাধা হয়ে এই জায়গায় আটকে আছি।'

'ব্যাপারটা যদি গুর হয় তাহলে আপনাদের কপালে মুখ্য আছে।' বেশ পুলিশি গলায় ঘোষণা করল সোম।

'আমি একজন কান্তুর !'

'অচ্ছা ! গাড়িতে কোথায় ?'

বজ্জন বুনো ঘোপটিকে দেখাল। সোম বুরুতে পারছিল এদের থেকে ভয়ের কিছু নেই। তুম জিজ্ঞাসা করুল, 'বালের ভেতরে দিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ ! ওখনে একটি মানুষ মরে পড়ে আছে।'

'লোকটাকে চেনেন ?'

'কি করে চিনেন ? এই অকলে এর আগে আসিনি।'

'কিন্তু ওই লোকটাকে খুনের অভিযোগে আপনাকে ঘনি ধরা হয় ?'

'টিকবে না। লোকটা মারা গিয়েছে তিনিনিরে বেশি আগে। গত পরশুত ও আমি এখন থেকে ক্যোকেশে মাইল দূরে আগুরেশন করেছি।'

ইঠাঁ সোমের ঘেয়াল হল। 'আমি দেরি করা চাচ্ছি নয়। সি-পি যদি তাকে ধরার জন্যে ফোর্স সেবন দেখাল—সে কথা আহঙ্কাৰ কৰে আহঙ্কাৰ নাহি।' বজ্জন বলল, 'আপনি কে তা না জেনে এটা দেব না।'

'আমি পুলিশে আলিমেন্ট কমিশনার ছিলাম। ট্রাপে পড়ার আজ থেকে আমার চাকরি নেই। যার জন্যে এই দুর্ভাব তাকে খুঁজতে এখানে এসেছিলাম। লোকটাকে খুঁজে বের করতে না পারলে আমাকে বিনা দেবে শাস্তি দেতে হবে। বিন বিভূতিভাবিটা, আমাকে এখন থেকে এখনই চলে যেতে হবে।' হ্যাঁ বাড়ল সোম। এই সময় পৃথি

জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে খুঁজছেন আপনি ?'

'লোকে তাকেও চিঠা বলে ভাবে। সশ্রে বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের ক্ষমতা বদল করতে চায়। কিছুই তাকে ধরা যাচ্ছে না।' সোম এগিয়ে এসে বিভূতিভাবিটা নিয়ে পৃথির দিশে তাকাল, 'আপনারা খামীয়া !'

পৃথি বলল, 'যদি নাম হই তাকে আপনা কি এসে যাচ্ছে ?'

'অ !' নিজের গাড়িয়ে যেতে ইঠাঁ ধরকে গেল সোম। সোজা হিঁড়ে গেল বুনু ঘোপের কাছে। 'এসের পাড়িটাকে দেখতে পেল। পুলিশের গাড়ি নিয়ে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু এটাকে তো ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য যে অবস্থায় গাছের গাছে আটকে আছে—!

সে বহনকে ডাকল, 'হাত লাগান, গাড়িটাকে তুলি !'

ওরা গাড়িটাকে, হালকা গাড়ি বলোই, তুলতে পারল। নিজের গাড়ি থেকে একটা দড়ি নিয়ে এসে মারতিলির সামনের অংশে বেঁধে বলল, 'আগতত এখান থেকে চুন !'

বজ্জন নিজের গাড়িতে বদল, 'পৃথি উঠতে যাচ্ছিল তা আগে কিন্তু সোম ডাকল, 'ওয়ানে কষি করে বস্তে যাচ্ছেন কেন, এখনে চুনে আসুন !'

পৃথি জবাব না দিয়ে মারতিলি চুন। চামনের গাড়ির টানে এবার মারতি বালো ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বজ্জন বলল, 'লোকটা ডাকল, পেলোই পারলে !'

পৃথি বলল, 'আশ্চর্য ! লোকটাটো চিন না, যা বলছে তা সত্য কিনা কে জানে !'

গাড়িতে শব্দ হচ্ছে। দৰজাগুলোর অবস্থা কাহিন। ওরা জঙ্গলের পথে উঠে এল। পেছনে গাঢ়ি বাঁধা দাকলে বে-গতিতে গাঢ়ি চালাতে হয় তার চেয়ে তের জোরে চলেছে সোম। লোকটা ভাঁতারাঙ্ক অধৰা খুনি যাই হোক না কেন এই ভয়ঙ্কর বালো থেকে ওর কলামে বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্ব হচ্ছে, এটাই সত্যি !

প্রাইভেট লেনে বের হয়ে নীচের পিসেডে রাস্তায় পড়ে সোমকে ভান দিকে বেঁকে দেখল বজ্জন। অস্তর্য ! জানতিল কেন ? ওদিকে তো সম্ভলে যাওয়ার পথ। তাদের উঠতে হবে বাসিক দিয়ে, ওপরে। সে হর্ষ বাজল লোকটাকে ধামাকা জন্মে। কিন্তু সোম তা কানেই নিল না। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর সামনের গাড়ি থেকে দেলে বজ্জন ত্রুক চাপল। সোম নেমে এল গাড়ি থেকে। তার হাতে একটা সৰু পাইপ। বলল, 'আপনার গাড়ির চারিটা সিন তো ?'

'কেন ?'

'পেট্রল ক্যাপটা খুবুব। ওই গাড়ির পেট্রল এখানে চালান দেব।' সোম হাসল, 'পেট্রল পেটে পড়লেই তো ইনি চাল হবেন ?'

'হ্যাঁ তাই মনে হয়। কিন্তু পেট্রল ট্যাক লিঙ্ক হয়ে নিয়েছে আসার সময়।'

সোম মারতিলিকে দেখল। নিজের গাড়ি থেকে কিন্তু যাগ্রাপতি এবং সাবান বের করে মারতিলির সিটি সরিঙ্গি কাজে লেগে গেল। কিন্তুকুঞ্চ পরে সোম বলল, 'মনে হয় মানেজ করেছি, দেখা যাব !'

ওরা দেখল দুটো গাড়িকে পাশাপাশি দুই করিয়ে সোম খালিকটা মুখ দিয়ে টেনে এ গাড়ি থেকে ওই গাড়িতে পেট্রল যাওয়ার পথ তৈরি করে দিল।

বজ্জন জিজ্ঞাসা করল, 'কত তেল আছে আপনার গাড়িতে ?'

'সরকারি তেল, হিসেবে করে তো কেউ খরচ করে না।'

'বেথেনেন অ্যাপনারটা না একদম খালি হয়ে যায়।'

‘খলি করার জন্মেই তো এই ব্যবস্থা।’

বজ্জন প্রথমে কথাটোর মানে বুঝতে পারেনি। তেল যখন আর এল না তখন সোম বলল, ‘দেখুন তো আপনার গাড়ি ঠিক আছে কিনা।’

বজ্জন ইচ্ছিত চালু করে দেখল গাড়ি এত কড় সামলেও মোটামুটি ঠিকই আছে। এবার সোম তাকে তাকাল, ‘আমার নাম সোম। আপনার নামটা জানা হয়েনি।’

‘আমি ব্যবস্থা আর পৃথক।’

‘বাং ভাল নাম। আপনার আমার সঙ্গে হাত লাগিয়ে গাড়িটাকে ঠেলন।’ সোম নিজের গাড়ির স্টিয়ারিল ধোরাল। ওরা গাড়িটাকে ঠেলনেই সেটা বাক নিয়ে এগিয়ে চলমান হয়ে পড়েছে। বজ্জন চিকিৎসা করল, ‘সুবিনাশ, আপনার গাড়ি তো খাদে পড়ে যাবে।’

সোম মাথা নাড়ল, ‘আমি তাই ছাই।’

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটাকে নীচে চলে যেতে দেখল ওরা। অনেক নীচে গাছেদের মাধ্যমে আচ্ছে পড়েছে সোম ঘুরে দাঢ়াল, ‘আপনি আমার গাড়িতে ওঠেননি, আমাকে আপনাদের গাড়িতে উঠতে নিতেও কি আপনার আপত্তি আছে পৃথকদেবী?’

সাত

লোকটা মৃত্যু। এবং অতিবড় মৃত্যু না হলে কেউ ওই বালোয়া যায় না, যিন্মে টেলিফোন ধরে না। ভার্সিস বিড়বিড়ি করলেন। এখন মধ্যরাত। বিছুবত্তী শুয়ু অবস্থাতা পাওয়ামাত্র সোমের মৃত্যুকে মনে করলেন তিনি। লোকটোর আর বাঁচার পথ খোলা রইল না। কিন্তু তিনি চাননি ও এত চৰঙলালি ধূরা পড়ুক। অনেকসময় বেকারাও ফস্ত করে কিটাক কাজ করে দেলে। চিটাকটাকে যদি সোম ধরতে পারতে—! কিন্তু আর সেই করা উচিত হবে না। খবোটা বের্তের হোঁচাইবে। ভার্সিস তার বিজীয় সহকরী কমিশনারকে ফেনে কিংবা তিক এই মৃত্যুকে তুলি করাব।

সহকরী কমিশনারের সন্তুষ্ট হয়ে ঘূর্ণত হয়ে যান তার নিকে তাকাল, ‘ইয়ে, কিছু না স্যার।’

‘ওড়। বাবু বস্তুলালের বালেটার কথা মনে আছে? মাতাম যেখানে বিশ্রাম নিতে যান।’

‘হ্যাঁ স্যার।’

‘সেখানে সোম গিয়েছে। তোরের আশেই ওকে আ্যারেস্ট করে নিয়ে এসো।’ লাইন কেটে দিলেন ভার্সিস। একটা ব্যাপার তাকে বেশ বাস্তি দিছিল। তাঁর পেটেরেণ্ডিভাগ যে যথেষ্ট সঞ্চয় তা আর একবার প্রয়োগিত হল। নানা জায়গার চি মারতে মারতে ওয়া ওই বালোয়া ফেন করেছিল। একটা গলা পরে অথচ গলাটা অশিক্ষিত কেয়ারটোকের নয়। ওদেশ সহে হয়। বিছুবত্ত পরে তার অপরাধেরকে ফেন করে জানতে পারে সোম ওখানে আছে। এই মৃত্যু তাকে সরিয়ে সি পি হচে চেরেছিল। নিজের পরিচয় কেউ অপরাধেরকে দেয়!

ভার্সিসের খুব হচ্ছে হচ্ছিল সোমকে যে ধরা যাচ্ছে তা মিনিস্টারকে ফেন করে জানিয়ে দিতে। কিন্তু এত বাবে সেটা বুক্সিমানের কাজ হবে না। তাঁর ঘূর্ম অসম্ভিল না। কালকের দিনটা হাতে আছে। উপরা না ধৰালে তিনি সমস্ত শহরতাতে চিরন্মি-

করতেন। ভার্সিস বিছানা থেকে নেমে ওভারকেট পরে নিলেন। সার্ভিস মিল্ডভারটাকে একবার পরীক্ষ করে ইন্টারকমে হৃত্ম করলেন তিপ তৈরি রাখার জন্যে। তারপর জানলায় নিয়ে আসেন। ঘূর্মত শহরের অনেকটাই এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। অন্তর্ভুক্ত শাখা হয়ে আছে শহরটা। আসেন এটা ভাল। কয়েকবছরে অভ্যন্ত ওলি চলেছে, বসমসগুলোকে তিনি যেমন মেরেছেন তাঁর বাহিনীর লোকও কিছু মরেছে। এবার বেশ কিছুদিন ওর চূল্পাল। ওই আকাশলাল আর তার তার কাছে ফাস্টেল লটকালেই চিরকলের জন্যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ওদের লড়াইয়ের চেষ্টা। অপেক্ষ এই ছেষ্টি কাগজটাই করা যাচ্ছে না।

ভার্সিস চূর্ণট ধরালেন। ওরা শাসনব্যবস্থা প্লাটারে চায়। বোর্ড এবং তাঁদের নিয়োগ করা মণ্ডপৰিষেবারে ওপর ওদের অঙ্গ লেই। বৈজ্ঞানীর শস্ক বলে মনে করে জনগবিনিয়নের ডাক দিয়েছে ওরা। ভার্সিসের এসব কর্মকলাহল যেহেতু তিনি নিজেকে একজন বিষ্টত সৈনিক বলে মনে করেন। মাথে মাথে মনে প্রশ্ন আসে, কাহা প্রতি তিনি বিষ্টত? যারা ক্ষমতার আছে না এই দেশের প্রতি! উভয়টা বড় গোলমাদে।

ভার্সিস বেরিয়ে এলেন। ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় তাঁর জিপ সেপাহিদের স্নালুট অবজ্ঞা করে পথে নামল। এই মুহূর্মে ড্রাইভার গষ্টের জন্যে অপ্রয়া করছে বুরু তিনি আদেশ দিলেন, ‘বাঁধে ধীরে শহরের সব রাস্তায় পাক থাও। কোথাও দাঙ্ডা বেনা আমি না বলবো।’

জিপের পেছনে তাঁর দুর্ঘন দেহকলী অন্ত নিয়ে বসে। আর কাউকে সঙ্গে নেননি তিনি। মাধ্যরাতে এইকর্ম ঘূরে বেড়ানো পাগলামি হতে পারে কিন্তু তাঁর যে ঘূর্ম অসম্ভিল না। তাছাড়া কে বলতে পারে নির্জন রাজপথে ঘোরার সময় কোমেত হু তিনি পেয়েও যেতে পারেন।

ভার্সিস দেখলেন ফুটপাথে বেশ কিছু মানুষ মুড়ি দিয়ে ঘূরাচ্ছে। উৎসবের জন্যে আগে ভাগে এসে পড়েছে এরা। পকেটে টকা লেই যে হোটেলে থাকবে। এদের মধ্যে আকাশলাল যদি শুয়ু থাকে তাহলে তিনি ধরবেন কি করে! উৎসবটা আর হওয়ার সময় পেল না। তিনি ব’ দিকের ফুটপাথ হেসে গাড়ি দাঁড়ি করাতে বললেন। তিপ দাঢ়াল। ভার্সিস দেখকরীকে বললেন, ‘এই আটজন ঘূর্মত মানুষকে হুলে নিয়ে এসো এখানে।’

দেহকলীর কাঁচোরভাবে আদেশ পাবান কল। আচমল ঘূর ভাজা আটজন দেহকলি মানুষ কাঁপতে কাঁপতে জিপের পাশে এসে দাঢ়াল। এদের অনেকেই চাদর মুড়ি দিয়ে ধাকাব। ভার্সিস আদেশ করলেন সেগুলো খুলে ফেলতে। তারপর জানলালে উর্চের আলোয় একে একে মুগুলো পরীক্ষ করলেন। অটিন্দৰ লোকটার নজর তাঁর ভাল লাগল না। উর্চের আলো ওর মুখ থেকে না সরিয়ে ছিঁজাস করলেন, ‘তোর নাম?’

‘হ্যাঁবু।’

‘নাম বল?’

‘ফাগুলাল।’ চিটিক করে জবাব দিল লোকটা।

‘কোথায় থাকিস?’

‘ওড়েগোও।’

‘অকাশলাল তোর কে হয়?’

‘কৌন?’

‘অকাশলালের নাম ঘনিসনি?’

‘না। আমাদের প্রামে কেউ নেই।’

ভার্সিস দেহরক্ষীকে হয়তু করল আকশলালের ছবি দেখাতে। দেওয়ালে লেক্টরেনো পেস্টারটকে দেহরক্ষী খুলে নিয়ে এসে লোকটার সামনে ধরল। ভার্সিস জিজ্ঞাসা করলেন, ‘চিনিস ?’

বোকার মত মারা নাড়ল লোকটা, না।

দেহরক্ষীর উচ্চে অসতে ইশ্বরা করে চালককে জিপ চুড়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। এই এক ঘটনা সব জ্ঞানগ্রামে ঘটছে। কোনও শালা ওকে চেনে না। কথাটা যে যিন্দো তা শিশুতও বলে দেবে। কিন্তু যিন্দো প্রাণ করা যাচ্ছে না। জিপ চলছিল সাধারণ পথিতে এ পথ থেকে ও পথে। এত রানে কোনও গাড়ি নজরে পড়ছিল না। পাহাড়ি শহরে এই সময় গাড়ি চোলা কথাও নয়। ঘুরতে ঘুরতে তিনি চালি হিলসের রাস্তায় চলে এলেন। এবং তখনই তাঁর নজরে পড়ল ফুটপাথে এক বৃক্ষ চিকিরণ করে কাদছে। বৃক্ষের পাশে একটি শরীর শয়ে আছে। হাতো ওত কেউ মনে গেছে। এই ধরনের সাধারণ শোকের দৃশ্যে না যাওয়াই ভাল কিন্তু তাঁর কানে এল চিকিরণের মধ্যে পুলিশ শব্দটা সেখে কয়েকবার উচ্চারণ করল বৃক্ষ। পুলিশকে গালিগালারে করছে যেন। তিনি জিপ থামিয়ে নেমে পড়লেন। খনিকদূরে জনারেকে মাঝুম তুরু হয়ে বসে শোকে দেখছিল। পুলিশ দেখে তারা সরে পড়ার চেষ্টা করতেই ভার্সিস ধর্মকলেন, ‘কেতু বাবে না। পুড়িও !’

লোকগুলো নাচেরে গেল। একদম চোখে সামনে পুলিশ দেখে বৃক্ষ হকচিকিয়ে চুপ মেরে গেল। ভার্সিস তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কে মেরেছে ?’

‘কে মেরেছে বল তার শান্তি হবে।’

বৃক্ষ ভবাব না দিয়ে ফৌগতে লাগল।

‘কে মেরেছে বল তার শান্তি হবে।’

হাউডাই করে কানিদ বৃক্ষ, ‘পুলিশ মেরেছে।’

‘পুলিশ !’ এটা আশা করেননি ভার্সিস। তাঁর কাছে তেমন কোনও রিপোর্টও নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পুলিশ তোমার ছেলেকে কেন মারল ?’

‘ও টাকরা লেন্টে পুলিশের কাছে গিয়েছিল।’ পুলিশ ওকে খুব পিটল। তবু ছেলে হাঁটতে হাঁটতে হিঁকে এল। বললাম হসপাতালে যেতে। গেল না। বলল, হসপাতালে গেলে পুলিশ আবার মারবে। তারপর সহেকেয়াল শয়ে যেতে হাঁটাং খুব থেকে রক্ত তুলল। তুলতে তুলতে মরে গেল।’

‘করা কেকে ঢাকার লেন্ট দেখিয়েছিল ?’ ভার্সিস গাঙ্ক পেলেন।

‘জান ন হচ্ছে। বলেছিল পুলিশকে একটা খবর দিতে যেতে হবে।’

‘ওর খুব থেকে ঢাকার সরাও !’

বৃক্ষ কাঁপ্য হচ্ছে ঢাকার সরালে ভার্সিস টর্চের আলো ফেললেন। হ্যাঁ, এই লোক। এই লোকটাকে খুঁতে দেব করতে বলেছিলেন তিনি সোমকে। সোম শিয়ে বসে আছে বাবু বসস্তুলালের বাংলোয় আর এই লোকটা ফুটপাথে মরে পড়ে আছে। নিষ্কায় দোলাইয়ের সময় পেটের কিছু জ্বর হয়েছিল। এই লোকটার কাছ থেকে কোনও খবর পাওয়া যাবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ও মরে যাওয়ার পর কেউ দেখেত এসেছিল ?’

‘হচ্ছু, পুলিশের হাতে মর ঘেয়ে মরেছে শুনে কেউ কাছে আসে ?’

‘আঁ। পুলিশের হাতে মরেছে বলছ কেন ? ও তো দিয়ি হেঠে ঘেয়ে এসেছিল।

ঠিক আছে। আমার লোক আসছে। ওর মৃতদেহ ভাল করে সংরক্ষণ করে দেবে।’ ভার্সিস জিপের দিকে ফিরে চললেন। দেহরক্ষীরা দূরে দাঁড়িয়ে থাক লোকগুলোর ব্যাপেরে তাঁর মৃত আকর্ষণ করলে তিনি হৈরান্য আবে হেঁচে দিতে বললেন। তাঁর মনেজেজ খাল হয়ে যাচ্ছিল। একটা ভাল ঝুঁত হাতছাড়া হয়ে গেল। ঘোরলেন্সে তিনি মৃতদেহ সরাবার হচ্ছে জানিয়ে দিলেন।

ঘুমের ওষুধ থেকে শুয়ে শুয়ে থাক আকশলাল। এই মুটো গাত তার পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর্পূর্ণ। ভাঙ্গাৰ বলেছে কোনও রকমে টেনসনের মধ্যে থাক ওৱা বাহ্যের পক্ষে মারাত্মক হবে। কথাটা শুনে হেসেছিল সে। তারপর সহকর্মীদের অনুরোধে ঘুমের ওষুধ থেকে শুয়ে হচ্ছে হিল।

সকের পরেই খবৰটা এসেছিল। যে মানুষটিকে ডেভিড পুলিশ হেডেকোয়ার্টার্সে পাঠাইয়েছিল সে মারা নিয়েছে। লোকটা সাধারণ মানুষ, খুব গুরিব, ফুটপাথে বাস করত। কিন্তু তাকে যখন বাস হয়েছিল এটা আকশলালের কাজ তখন সে সদে সঙ্গে রাজি হয়েছিল যেটে। যদিও এসন্দেহে করবে কে টাকার স্লোটে অত্যবৃত্ত ঝুকি নিয়েছিল জানাতে যিয়ে জানাতে পারেন ডেভিড। মানুষটার টেনসন আরও বাবুরে। এবং হ্যাদার আলোচনা করেছিল এই অবস্থায় লোকটির দেহ কেন্দ্ৰ মৰ্মদণ্ড সংকৃত কৰা সম্ভব। তিক হয়েছিল ভোর রাতে কয়েকজন কৰ্মী যাবে শৰবাহু হিসেবে। কারণ মধ্যরাতে রাজপুর নিরাপদ নয়। অস্ত মারবারাতের পর খুবোঁটা এল। যথে পুলিশ কমিশনার লোকটির মৃতদেহ আবিষ্কার করেননে এবং তাঁর নির্দেশে পুলিশ সুৰক্ষারে ব্যবস্থা করেছে। পুতুলে পথের হতাশ হচ্ছে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন সি পি।

ডেভিড সিলেন্টের ধৰাল। এখন চক্রিল ঘৰ্টায় চার ঘৰ্টা ঘূমান্তে অভেস হয়ে গেছে। কয়েকবছর ধৰে এই জীবন। সে হ্যাদার আকশলালের অধ্যা যাবা মনে দেহে হিঁতিয়ে তাদের প্রত্যোকের জীবনে এই শাসকগোষ্ঠীর অভ্যাসের দগদগে থারের মত রস খরিয়েছে। এর বদলা দেবোর জন্মে ডেভিডে করে তারা তৈরি হয়েও শেষপর্যন্ত খুব পুরু পত্তে পত্তে ব্যাকুব। এইবাবে স্বেচ্ছা। মৃতদেহ দেখে সাধারণ মাঝুম যাতে স্বরক্ষের ওপর আরও ঝুক ন হচ্ছে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন সি পি।

টেলিফোনের ধৰাল। এখন চক্রিল ঘৰ্টায় চার ঘৰ্টা ঘূমান্তে অভেস হয়ে গেছে। কয়েকবছর ধৰে এই জীবন। সে হ্যাদার আকশলালের অধ্যা যাবা মনে দেহে হিঁতিয়ে তাদের প্রত্যোকের জীবনে এই শাসকগোষ্ঠীর অভ্যাসের দগদগে থারের মত রস খরিয়েছে। এর বদলা দেবোর জন্মে ডেভিডে করে তারা তৈরি হয়েও শেষপর্যন্ত খুব পুরু পত্তে পত্তে ব্যাকুব। এইবাবে স্বেচ্ছা। মৃতদেহ দেখে সাধারণ মাঝুম যাতে স্বরক্ষের ওপর আরও ঝুক ন হচ্ছে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন সি পি।

টেলিফোনের ধৰাল। এখন চক্রিল ঘৰ্টায় চার ঘৰ্টা ঘূমান্তে অভেস হয়ে গেছে। কয়েকবছর ধৰে এই জীবন। সে হ্যাদার আকশলালের অধ্যা যাবা মনে দেহে হিঁতিয়ে তাদের প্রত্যোকের জীবনে এই শাসকগোষ্ঠীর অভ্যাসের দগদগে থারের মত রস খরিয়েছে। এর বদলা দেবোর জন্মে ডেভিডে করে তারা তৈরি হয়েও শেষপর্যন্ত খুব পুরু পত্তে পত্তে ব্যাকুব। এইবাবে স্বেচ্ছা। নিজের কাছেও তো সে কোনও বৈক্ষিণ্য নিয়ে পারছে না।

টেলিফোনের ধৰাল। ডেভিড যাবার নিল কিছুটা। এই রাতে কেউ চৰ করে রিসিভার তোলে না। টেলিফোনটা সাতবার আওয়াজ করার পর সে রিসিভার তুলল, ‘হ্যালো !’

‘বিপ্র নীচৰজী হোক। তিনবাবুর চেকপোস্ট থেকে বলছি।’ এইমাত্র লাল মার্কতি চেকপোস্ট পার হয়ে গেল। ‘লোকটা ক্রত বলে ফেললে !’

‘এত রাতে এই আছে !’ রিসিভার নামিয়ে রাখল ডেভিড। সে ঘড়ির দিকে তাকাল। ‘আর অধ্য ঘটায় মধ্যে গাড়িটা শহরে চুক্কে।’ লোকটার সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব হ্যাদারের। ডেভিড উচ্চ। পাতের ঘরে হ্যাদারের লম্বা কোটি নিষিটে পুরুষে। আকশলালের একটা লাইন মনে পড়ল, ‘যুম, যুম আমার খুব শিয়ে, কিন্তু আমার হাতে সময় নেই তোমায় সঙ্গ দেবার।’ ডেভিড হ্যাদারকে তুলল। যষ্টই যুমে আছে থাকুক এক ডাকে উঠে পড়ার অভাস তৈরি হয়ে গেছে। ডেভিড তাকে টেলিফোনটার কথা

বলল। হ্যান্দাৰ ঘড়ি দেখল। এখন রাত সাঢ়ে তিনটো। ভোৱ হতে বেলি দেৱি নৈছ। তিন নম্বৰ চেকপোস্ট দিয়ে যখন আসছে তখন সহজেই ওদেৱ ঘূৰে নেওয়া যাব।

হ্যান্দাৰ বলল, 'লোকটোকে আমাদেৱ দৱকাৰ। এত রাত্ৰে শহৰে চুকলে পুলিশৰ হাতে পড়ৱে।'

ডেভিড মাথা নাড়ল, 'তা ঠিক, কিন্তু পুলিশ ওদেৱ কি কৰাৰে ?
'ওদেৱ মানে ?'

'তেমৰ মদে নেই, ওৱ সঙ্গে একজন মহিলা আছে। যদি স্বামী কী হয় তাহে এক দিক দিয়ে ভালই। পুলিশ বিস্তাৰ কৰে ওৱা নিৰীহ আগজ্ঞক।'

'ভাজুড়া ওদেৱ কাছে নিষ্পত্তি পৰিচয়পত্ৰ আছে। ওৱা এই রাজ্যেৰ নাগৰিক নয়। অতএব বিজু কৱাৰ আগে পুলিশ ভাৱবে কিন্তু আমি চাইছিলাম না ওৱা একটুও নাজেহল হোক। এইবৰ লোক বিগড়ি গেলে পথে কাজ কৰতে অনুৰিদ্ধে হৈয়।'

'কি কৰতে চাও ? ওকে তো জানাবে হৈছে কোৰায় ও যথ বুৰু কৰা হৈছে। নিষ্পত্তি সেখনেই উৎসবে এখন। আগমণীকাল লোগায়েৰে কৰলৈ হৈয়।'

'ঠিক তাই। কিন্তু তাৰ আগে দেখা দৱকাৰ ও সেই দৰে পৌছে দেখি কি না। আমি একটু ঘূৰে আসছি।' হ্যান্দাৰ জন্তু সজাবদল কৰতে বলল। মিনি তিনিলোকে মধ্যেই তাৰ চেহারা একজন দেহাতি মানুষ যে শহৰে উৎসব দেখতে এসেছে তেমন চেহারা নিয়ে নিল। ডেভিড আগতি কৰুল না। এ ব্যাপৰে তাৰ নিজেৰ ওপৰ আৰু না দাবলোও হ্যান্দাৰে ওপৰ তালভাৱে আছে।

এই বাড়িটা অচূত। নীচা পেটা তিনিকে ডিপার্টমেন্টল শপ। তাদেৱ পাশ দিয়ে ওপৰে ওঠাৰ মে সিঁড়ি তা নিয়ে দোতলায় পৌছালো যায়। সেখনে তিনিলোক বৃক্ষ বাজক ধাবলে। ঐৱ দেৱেন নড়চাপু কৰতে পাবেন না। চৰকৰি সব কাজ কৰে দেয়। মাথে মাখে জানলায় বাজকদেৱ দেখা যাব। দোতলায় পাটিটা ঘৰ। প্রতিশৈলীৱ কোহুতলী হয়ে প্ৰথম প্ৰথম এখনে এসেছিল। কিন্তু বৃক্ষদেৱ একহয়ে বিৱক্তিৰ কথাবাৰ্তাৰ আৱ এদিকে আসলৈ কৰা ভাৱেনি। এই তিনিলোক বৃক্ষ মানুষকে সামনে দেখে ডেভিডেৱ আপশৰ আশৰ। বাড়িটাৰ পেছন দিকে একটা যোৱানো সিডি দিয়ে যাতায়। ওদিনকে কাৰও নজৰ উপৰে দেই। কাৰণ সেখনে একটা সিমেন্স হুলুৰ বিশাল পাটিল হোৱে। এই তিন বৃক্ষ আকৰণকৰকে দেখে কৰুন, তাৰ অন্যে প্ৰাৰ্থনা জানাল কিন্তু একই বাড়িতে ধোকেও কথনও দেখা কৰুন না।

হ্যান্দাৰ রাতাৰ নেমে দেখে নিল দুলিক। পুলিশৰ গাড়িৰ কোনও চিহ্ন নেই। মাইনে কৰা লোকেৰা যতই তুল মালক শেৱাৰাতে হাই তুলবেই। সে হত পো চালাল। দোলা তাকে এই ঝিৰুৰ কৰনোৰে জন্মে অৱগোৱ বেলে ভোকে কেউ কেউ। শেৱাৰ্পার্স্ট সে সেই রাতাৰ পৌছল যথেন্দৰে মানুষজন ফুটপেছেই মুড়ি দিয়ে ঘূৰাচ্ছ। এখন চাৰপাশে বেলে কুলাল। দূৰে শিৰেৰ আলো দেখতে পেৱে সে চৰ কৰে ফুটপেছে অন্যান্যদেৱ পাশে দেখা পড়ল। ঝিপ্পিটা বুৰু ধীৰে ধীৰে আসে। এত ধীৰে যে দৱজা বুৰু ওঠা যাব। কুলাল ধাবায় আৱোহীনৰে দেখা যাচ্ছে না। যদিও অনুমান কৰতে কোনও অনুৰিদ্ধে হৰাব কৰা নয়। ঝিপ্পিটা বাদিবে বাক নিন্তে উপেক্ষা দিক ধোকে আৱা একটা গাড়িৰ আলো দেখা গোল। ঝিপ্পিটা সৱে এল মাঝ রাতৰাব।

গাড়িৰ ব্যাপৰস্যাপৰ সৰজনেৰ চেয়ে সোম ভাল জানেন, প্ৰথম দিকে এমনটা মনে হৈছিল। সৰজন গাঢ়ি চালাচ্ছিল সাৰাধৰণে। পাশে সোম বসে, পেছনে পুধা। গাড়িটা

শৰু কৰছে খুব কিন্তু অন্য কোনও কামেলা পাকাছে না। পেট্টিলোৱে গৰ্জ পাওয়া যাচ্ছিল না। যদিও দৱজোৰ চেহারা খুব হাসকৰ। সোম বিজাসা কৰল, 'আপনাৰা উৎসবৰ দেখতে যাচ্ছেন ?'

'উৎসব ? কিসেৰ উৎসব ?'

'ও ! আপনাৰা এমন সময়ে এখনে এসেছেন যে সময়টোৱ জন্মে পাহাড়েৰ মানুষ উন্মুখ হৈয়ে থাকে। ছোট ছোট গোকেও মানুষ ছুটে আসে শৰুৱে। দিনটা গুৰুত !'

'কেৱল খুমি বাণী ?'

'বাণীপুৰি ধৰেৰ মধ্যে সীমাবন্ধ নেই এখন।' সোম বজনকে ভাল কৰে দেখল, 'তাহে এলি আসা হৈছে ? তুইস্ট ?'

'হাঁ ! বেড়াতে এসে কাজ কৰা আমি একদম পছন্দ কৰি না।' পেছন দেখে পুধা বলল।

'ভাল। খুব ভাল। কিন্তু উঠবেন কোথায় তা ঠিক কৰোৱেন। এখন খুব ভিড় শৰুৱে।'

'ওা ঠিক কৰে মেখেছে।' সৰজন উত্তোল দিল।

'কৰা ?'

'হাসের আমাঙ্গলে আমি এসেছি।' সৰজন হাসল।

'আমোৰ সেখানে উত্তোল না। উঠলৈ ওৱা তোমাকে দিয়ে কাজ কৰাবে।' পুধা প্ৰচণ্ড আপত্তি জানল, 'আজি, আজি, জানালোৰা ভালো হৈলৈল আছে ?'

সোম হাসল, 'আমি বললে ওৱা নজানু হৈয়ে ঘৰ দেয়ে, পৰসা দেবে না।' 'কে কি ? কেন ?' পুধা অবৰুণ।

'এখনে পুলিশৰ বড়কৰতাৰ ভূমিকে স্বার্থি বাকতে চায়। অবশ্য আমি আৱ পুলিশৰ কোনও কৰতি নই। বৰকো পোৱে গোলে তাৰ পাতা দেবে না বলেই মনে হৈয়।'

সৰজন তাকাল, 'আলাপ হৰাব সময় এই কৰাটা একবাৰ বলেছিলৈন। ব্যাপারটা কি ?'

'আমেৰ সাসপণ্ট কৰা হৈয়েছে। এই সৰকাৰেৰ বিকলে একদম মানুষ সীমাবন্ধ ধৰে বিশোহ কৰতে চায়ে। অনেকে চোট সহজে তাৰেৰ নেৱাকে ধৰা যাচ্ছে না। পুৰু টাকা পুৰু ধৰা কৰা সহজে জনসাধারণ ভালে খৰিয়ে দিচ্ছে না। এই সোৱৰতাৰ পাতা ফালে পা দিয়ে আমি দেৱা বলেই বলে আমোৰ সাসপণ্ট কৰা হৈয়েছে। একদিনেৰ মধ্যে লোকটোকে ঘূৰে না কৰতে পাৱলৈ আমাৰ রঞ্জে নেই।' কৰলু হয়ে গোলে 'সোমেৰ গলামৰ স্বৰ।

'ফোটা কি তিল ?'

সোম অলকধৰা ধৰানটা বলল। শুধু নিজেৰ টাকার পতি লোডসদ গড়িয়ে গোল।

পুধা বলল,

'এডেৱ গলামৰ সুন্দৰ খৈজাৰ মত অবস্থা। আপনি কিসেৰ ভাকুল ?
'কৈন ?'

'এই যে বললেৰ কৰা আপনাকে নেমন্তৰ কৰে আনছে।' কথা বলতে বলতে নান্দ তালুন সোম, 'পেট্টিলোৱে গৰ্জ পাওছি। দাঙুন তো একটু !'

ভার্গিস একথায় কান দিলেন না। তাকে অনুসরণ করে সেপাইয়া বজনকে ভোর করে টেমে নিয়ে ঝিপে ভুলল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে ভার্গিস চিকিৎস করলেন, ‘এখান থেকে সোজা পাচ মিনিট এগিয়ে গেলেই ট্রুইট লজ দেখতে পাবেন। গুডনাইট।’

একটি সুন্দরী মহিলাকে এমন সময়ে রাত্তায় দৌড় করিয়ে যাওয়া ভার্গিসের পক্ষেই সম্ভব, হায়দার মনে মনে বলল। পুরুষ দূর্ঘাত সে দেখেছে আড়ল থেকে। দেখতে দেখতে যে দেশেটা মনে আসছিল তা শুধু ওই মহিলার উপস্থিতিতেই গোলাম হয়ে যাছিল। ডাক্তারের আসন্ন কথা এক। আর ওই গাড়িটা পিকে তাকলে শুধু আকসিস্টেট হয়েছে শুলে কিছুই শোনা হয় না। কোমও গাড়িকে এমন উত্তোল দেখের নিয়ে চুলত হ্যাদার কখনও দেখেনি। তাই ভার্গিস সদেছ করে ভুল করেনি।

পুরুষ চৃপাচ দাঁড়িয়ে ছিল। এমন একটা ঘটনা ঘটবে তা সে কর্ণনা করতে পারেনি। যে পুলিশ অফিসারকে ওরা মাঝেরাত্তা নামিয়েছিল তাকে দেখেই কেমন অবস্থি হয়েছিল। লোকটা তাদের সাথ্যে না করলে বালো থেকে বেব হওয়া মুশ্লিল হত বলেই উপেক্ষা করতে পারেনি। অভাবের রাত্তায় খুব খাবাপ, একই সঙ্গে এতজলো বিপদ তার কর্ণনার বাহিব। তো হাত আর দেরি নেই। পুরুষ তিনি কর্ণনা সে কোথাও যাবে না। এই ভার্গিস গাড়ির মধ্যে সে অনেক বুদ্ধিম বোধ করার জন্যে ফোটা পর্যবেক্ষণ। তারপর এখনকার পুর্ণিম-হেকেক্যাটার্নে যাবে বজনের খেজ নিনে। সে যখন শুটিং সিটের দিকে এগিয়ে তখনই লোকটাকে দেখতে পেল। খুবই সন্তুষ্ণে রাত্তার পাশের আড়ল থেকে বেরিয়ে আসছে।

পুরুষ হৃৎপিণ্ড মেল লাখিয়ে উঠল। লোকটা কে? নির্ভুল রাজপথে একটা উদ্দেশ্যেই এয়া এগিয়ে আসে। কিন্তু যেহেতু মানুষো একা সে সহজে আবসম্যপূর্ণ করবে না। গাড়ির ভেতরে পা বাড়াবার সময় তার কানে এল, ‘নমকার ম্যাডাম।’ আপনি আমাকে শুরু ভাববেন না।’

‘আপনি কে? প্রায় চিকিৎসার কামে উঠল পুরুষ।

‘আমি এই শহরেই থাকি। পুলিশের নির্ভোতের বিকেলে প্রতিবাদ করার জন্যে জনসমাজেরকে সংস্কৰণ করার চেষ্টা করে যাইছি। আপনার স্বামীকে কমিশনার সাহেবে হেতুে প্রেরণ করল, তা আমি দেখেছি। আপনি যে ভেতে পড়েছিনি তার জন্যে ধন্যবাদ।’ হ্যাদার বলল।

‘আপনার নাম?’

‘নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন না ম্যাডাম। আজহ, শুললাম আপনার স্বামী ডাক্তার। উনি কি এখানে কেনও কিম্বের কাজে আবস্থিত হয়ে এসেছেন, না যা বললেন, বেড়াতেই আসা।’

‘আমি জানতাম বেড়াতেই আসছি, কিন্তু—।

‘শেষ করুন।’

‘আজ রাত্তে জানতে পারলাম তুঁর কিছু কাজ এখানে।’

‘ট্রুইট লজে আপনাদের জন্যে ক্ষম কে বুক করেছিল?’

‘আমি জানি না।’

‘বেশ।’ আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, ডাক্তারসাহেবেকে আমরাই আমন্ত্রণ আনিয়েছি। কিন্তু তুঁর ব্যবস্থা এত অর্থ তা আমার জানা ছিল না। এখনই তোর হবে,

আপনি কি ট্রুইট লজে গিয়ে বিশ্বাস করবেন? এখানে কেন অপেক্ষা করবেন?’

‘অধিক সকাল হলে পুলিশ হেডকোর্পোর্টে থাব।’

‘নিষ্ঠায়ই থাবেন। কিন্তু সকাল নটর আগে সেখানে কেট কথা বলবে না। আপনি ট্রুইট লজে চুন।’ ডাক্তারসাহেবের মন করবে ওরা ঘৰ খুলে দেবে।’

পুরুষ গাড়িতে বসে স্টার্ট দেবের চেষ্টা করল। শব্দ করে কেবলে উঠল গাড়িটা, একটুও এগোল না। হ্যাঁ তেল শেষ হয়ে গেছে নয়তো!— প্রচণ্ড বিরুদ্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে পৃথা বলল, ‘এই গাড়িতে সমস্ত জিনিসপত্র পড়ে আছে—।’

‘দামি জিনিস কিন্তু থাকলে সদে দিয়ে যান।’ হ্যাদার বলল।

পৃথা হ্যাদারকে দেখল। এতক্ষণ কথা বলে তার মনে হয়েছে লোকটা আর যাই হোক চোর-ঝোড়াড় নয়। লোকটা তিক কি তা ন বুলতে পারলেও সে বাগান তুলে নিল। তাপুর জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি আমার সদে আসবেন?’

‘না ম্যাডাম। একক্ষণ বেশ খুব কিন্তু নিয়েছি আমি। এপুর প্রকাশ রাজপথে হেঠে গেলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু আপনি নিষ্ঠিতে থাল, কেনাও বিপদ হবে না।’

‘আপনারা কি বিদ্যুতী?’

‘আমরা আতঙ্গারিত। ও হ্যাঁ, অনুগ্রহ করে কমিশনারসাহেবেকে আমার কথা বলবেন না। তাতে আপনার স্বামীর বিপদ আরও মেড়ে যাবে।’ হ্যাদার ভুত খুপিয়ে চলে এল। পুরুষ ফেলার আসেই পুরুষ মনে হল হ্যাদারে গেল লোকটা।

একদিকে স্বজন অনাসিকে নিজের নির্বাপত্তির মুশ্লিষ্ট নিয়ে মিনিট পাঁচে হাঁটার পর ট্রুইট লজটাকে দেখতে পেল পুরুষ। এখনও রাত্তার আলো দেখতিনি। লজের দরজায় পৌছে বেল বাজাতেই পেটা খুলে নিল দারোয়ান গোছের একজন, ‘গুডমনিং ম্যাডাম।’

‘আমার বলা হয়েছে এখানে আমাদের জন্যে ঘৰ বুক্স আছে। আমার স্বামী ডাক্তার—।’

কথা শেষ করতে দিল না লোকটা, ‘আসুন ম্যাডাম। সাত নম্বর ঘর আপনাদের জন্যে তৈরি রাখ আছে। আমি এইবার টেলিফোনে জানতে পারলাম আপনি একই আসছেন।’

হ্যাঁ হয়ে গেল পুরুষ, ‘টেলিফোন করল কে?’

দারোয়ান হাসল, ‘এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনাকে ঘরে পৌছে দিয়ে আমি জিনিসপত্রগুলো গাড়ি দেকে নিয়ে আসে। আসুন।’

ঘৰটা সুন্দর। রাত্তার খালোই। দেওলার জানলার দাঁড়িয়ে ভোরের আকাশ দেখল পুরুষ। মু-একজন মানুষ এখন রাত্তায়। টুপ করে রাত্তায় আলো নিচে গেল। স্বজনকে ওরা কেন ধরে নিয়ে গেল? শুধু যদি তারা এখানে বেড়াতে আসত তাহলে কি এমনটা হত? পুরুষ মনে হল তার কাছে অনেক কিছু লুকিয়েছে স্বজন। ওই যন্মীর কথা-বলা লোকটা, ট্রুইট লজে পৌছেছেন আসেই তার সম্পর্ক ব্যব দিয়ে টেলিফোন আস।—এই সইই বহসময়। আর এই রাত্তের সঙ্গে স্বজন জড়িয়ে আছে। কক্ষনো এর বিদ্যুবিসর্গ সে জানত না। স্বজন তাকে কেন জানানো? আজ যদি ওর কেনাও বিপদ হয় তবে তার ফল তো তাবেই বইতে হবে। ওরা যদি স্বজনকে না ছাড়ে? হৃৎপিণ্ড মেল মুঢ়ে উঠে পুরুষ। না, সে একটুও ঘূর্মতে পারবে না। সকাল নটা পর্যবেক্ষ তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই শহর যতই সুন্দর হোক কেনাও দিকে তাকাবে না সে।

প্রজাতাৰ শব্দ হল। চমকে পেছন যিয়ে তাকিয়ে পুরুষ জিজ্ঞাসা করল, ‘কে?’

থবে আলো ছুলছে। দারোয়ান দরজা খুলে সুটকেসগুলো একপাশে নামিয়ে রাখল।
তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'চা এনে দেব ম্যাডাম ?'

'চা !' কি বলবে বুঝতে পারছিল না পুরুষ।

লোকটা মাথা নাড়ল। দরজার দিকে হেতে যেতে হাঁটাঁ ফিরে দোড়াল, 'আমি ঠিক
সময়ে পৌঁছে গিয়েছিলুম ম্যাডাম। নহিলে এগুলো আর পাওয়া যেত না।'

'বেন ?'

'ওগুলোকে নিয়ে যখন ফিরছি তখন আওয়াজ হতে ঘুরে দেখলাম কেউ অথবা কাজা
আপনাকের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ওপশের বাইকনিটে গেলে কিছুটা টের
পাবেন।' দারোয়ান চলে গেল।

তোর রাতে বিছানায় শোয়ে ভাগিনীর ঘূর আবাহিল না। একসময় তাঁর মনে হল
বেঁচে থাকলে এই জীবনে অনেক ঘূমানো যাবে। কিন্তু তাঁর হাতে এখন যে কয়েক ঘণ্টা
বেঁচে আছে তা ঘূরিয়ে নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। আকশ্মালকে তাঁর চাই।
একটা সূত্র দরকার। ইতিমধ্যে তিনি এই শহরের টেলিফোন সিস্টেমকে সর্বত্ত্ব করে
দিয়েছেন। কাল সকাল নাম্বা আকশ্মালে থেকেই তাঁকে টেলিফোন করলক না
মেন তাঁর বাহিনী সেখানে তিনি মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে। ওট শোর সুযোগ। এই
টেলিফোনটা কি কারণে তা তিনি বুঝতে পারেন না। লোকটা নিবেদন নয়। যে ব্যবস্থা
তিনি নিয়েছেন তা যে দেখেন নে লোকটা আজনা নয়। তাঁকে বিছানা ছেড়ে উঠে
বলে ভাগিনীর দৃঢ় বিশ্বাস হল লোকটা আগামীকালের উৎসবটাকে কাজে লাগাতে
চাইছে। কিন্তু কিভাবে কাজে লাগাবে, সেইটে জানা দরকার। যদি কোনও তাবে
আগামীকালে উৎসবটাকে বাস্তিল করে দেওয়া যেত। এ ক্ষমতা একমাত্র মিনিটারের
আছে। না, মিনিটারকেও বোর্ডের কাছে অনুমতি নিতে হবে। মিনিটারকে রাজি
করাতে পারেন ম্যাডাম। ভাগিনী ঘাড় দেখল। এখন যদি তিনি ম্যাডামকে টেলিফোন
করেন তাহে আর দেখতে হবে না।

টেলিফোন বাজল। হৈ মেনে রিসিভার তুললেন তিনি, 'হালো !'

'স্যার, যে কোনও অব্যাক্তিক ঘটনা ঘটলে আপনাকে জানাতে হত্ত্ব করেছেন বলে
বিশ্বাস করছি।' তেমনের অফিসেরের বিনোদ গলা কানে এল।

ভাগিনীর নাক ঘোঁ শব্দটা তৈরি করল, 'হলো, বলে দেবে না।'

'আজ শেষ রাতে যে গাড়িটাকে আপনি আটকেছিলেন সেটা আগুনে পুড়ছে।'

'তার ঘানে ?'

'আমরা অসমিকে নিয়ে চলে আসার পর গাড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'
'লোকটাৰ বউ ওখনে ছিল ?'

'না সার। তিনি ট্রাইস্ট লজের সাত নম্বর ঘরে আছেন। তাঁর জিনিসপত্রও
সেখানে। আমরা এইমাত্র সব চেক করে আপনাকে খবর বিলাম।'

'খবর দিলে। ইতিমধ্য। আগুনটা নেতৃত্বের কথা মাথায় চুকল না। নিশ্চয়ই ওই
গাড়িটো এমন কোনও দুঃ ছিল যা আমার হাতে পুতুল ওঁা চায় না। দমকল দিয়েছে ?'

'হ্যাঁ সার।'

রিসিভার রেখে দিলেন ভার্সিস। নিজেকে নিভাস্ত গর্দন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর।
নিশ্চয়ই এই ভাঙ্গার লোকটাৰ সঙ্গে ওদের ঘোগাযোগ আছে। গাড়ি থেকে প্রমাণ সরিয়ে
ফেলা সম্ভব নয় বলে ওরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ইস, তখন যদি একবার সন্দেহ হত।

৫৬

পোশাক পরতে পরতে ভাগিস ইটারকমে নির্দেশ দিলেন স্বজনকে তাঁর চেহারে নিয়ে
আসার জন্য। এখন তাঁকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। স্বজনকে জেরা করে খবর বের
করতে তাঁর একটুও অসুবিধে হবে না। কত ডেডিকেটেড পিপলীর বাবোটা তিনি জিজিয়ে
হেঁড়েছেন, এ তো এক বিদেশি ছেবো। নিজের চেহারে তুকে জানলুর বাবোই ভোরের
আকাশ দেখলেন ভার্সিস। আহা, মনে হচ্ছে তাঁর সহজ হচ্ছে।

নিজের চেয়ারে বসে স্বজনকে ঘরে ঢুকতে দেখিলেন তিনি। যারা ওকে এখনে
এনেছে তার দরজার বাইরে হুমকের অপেক্ষার মধ্যে। ভার্সিস লক করলেন।
হিমাছিমে এক সামান্য চেহারের যুক্ত। তাঁর হাতের একটা চড় মেলে অজ্ঞন হয়ে যাবে।
বিস্ত প্রথমেই তিনি শক্তি প্রয়োগ করবেন না বলে ঠিক করলেন, 'বসুন।'

বজন টেবিলের উপেন্টিনিকের চেয়ারে বসল, 'আমি তাঁর প্রতিবাদ করছি।'

'অমি হচ্ছে করতাম।' গঙ্গীর মুখে ভার্সিস জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা না কাফি ?'

'আমার কিছুই চাই না। আমাকে কেন ঘরে এনেনেন ?'

'নিষ্কার্য করল আছে। আপনি চা না খেলে আমি কি এক কাপ খেতে পারি ?'

'যা হচ্ছে করল আপনি। আমার কী কোথায় ?'

'তিনি এখন ট্রাইস্ট লজের সাত নম্বর ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন।'

'আমি কি করি করিবাস করব ?'

ভার্সিস ইটারকমে তা দিতে বললেন, এক কাপ। তারপর ট্রাইস্ট লজের সাত নম্বর
ঘরের সঙ্গে ঘোগাযোগ করিয়ে দিতে বললেন। তারপর স্বজনের মুখের দিকে তাকিয়ে
জিজ্ঞাসা করলেন, 'গাড়িতে কি ছিল ?'

'কি ছিল মানে ?'

'আমি সরল প্রয় করছি, গাড়িতে কি ছিল ?'

'যা থাকে। সুটকেন।'

'ওগুলো নাম্বারে নেওয়ার পরে তাহলে আগুন ধরিয়ে দিতে হল কেন ?'

'সে কি ?' চমকে উঠল স্বজন, 'আমার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ?'

'হ্যাঁ। কেন ?'

'কে ধরাল ?'

'প্রগ্রাম আপনাকে আমি করছি।'

'বিশ্বাস করুন আমি জানি না।' এই শহরে আমার কোনও শক্ত আছে বলে জান ছিল
না।

'কালটা শক্তৰা করেনি, আপনার বক্সুরাই করেছে।'

'বক্সুরা ?'

'হ্যাঁ। কোনও বিশেষ প্রমাণ লোপ করে দিয়ে তারা আপনাকে বাঁচাতে চায়।'

'বাঁচা কথা ! আমার গাড়িতে তেমন কিছুই ছিল না।'

এইসব টেলিফোন ঘোজল। ভার্সিস সাড়া দিলেন প্রথমে, তারপর বললেন, 'ম্যাডাম,
আপনার স্বামীকে বক্সুল আমরা আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি কি না !' রিসিভারটা
স্বজনের হাতে তুলে দিলেন তিনি।

রিসিভার কানে চেপে ধরে স্বজন বেশ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যালো, পৃথি ?'

'হ্যালো !' পৃথির গলা।

'কেবল আচ তুমি ? কোথায় আছ ?'

শরীরে বিক্রিতি আসে। বিজ্ঞান এখন সেই ক্ষেত্রগুলো শুধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। আমি ওই বিষয় নিয়েই কাজ করছি।'

ভার্গিস হতভঙ্গ। তাঁর মাথায় কুচক্ষিল না এখনে এমন চিকিৎসা করানোর জন্যে কে এই লোকটাকে আনন্দে পারে। টেলিফোন বাজল। চকিতে রিসিভার তুলে আওয়াজ করেই কুঁকড়ে পেল ভার্গিস। অত বড় শরীর থেকে ছিটীয় শব্দটা অস্পষ্ট। বের হল, 'হ্যেঁন !'

'আমি তো ভেবে পাঞ্চ না তুমি ওখানে কেন আছ ? তুমি জানো বাবু বসন্তলাল খুন হয়েছেন ?'

'হ্যাঁ স্যার। এইমাত্র জানলাম।'

'জেনেছ অথচ আমাকে জানাওনি ?'

'বে দের্কে আমি সোমের জন্যে পাঠিয়েছিলাম তাঁরা এইমাত্র ডেভডভি নিয়ে ফিরেছে।'

'তুমি ডেভডভি দেখেছ ?'

'না স্যার, এখনও—।'

'ভার্গিস। বোঝ তোমাকে আর বেশি সময় দেবে না। বাবু বসন্তলালের এখন বিদেশে ধাক্কার কথা। অবশ তিনি কয়েকদিন আগে খুন হয়ে তাঁরই বাসের পড়ে আছেন। তুমি কি মনে করেছ এত তোমার কৃতিত্ব বাঢ়বে ? তুমি ডেভডভি দেখে এখনই ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করে ব্যবরোধ দাও !'

'স্যার, আমি— ?'

'হ্যাঁ, তুমি !' মিনিস্টার লাইনটা বেটে দিলেন।

এই সত্যস্কলে ক্ষমতা মুখ মুছলেন ভার্গিস। হাঁটাং বজনের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হল এই লোকটা কাজে আসতে পারে। তিনি একটু কাছে এগিয়ে গেলেন, 'লুক ডাক্তার, আমি তোমাকে এখনই ছেড়ে দিচ্ছি।' কিন্তু আমার একটা অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে।'

'কি অনুরোধ ?'

'তোমার সঙ্গে যারা যখন কান্ট্রাক্ট করবে তাদের সব খবর আমাকে জানাবে।' একটা কাগজে কয়েকটা নম্বর লিখে সামনে রাখলেন ভার্গিস, 'এইটো আমার বাণিজ্যিক টেলিফোন নম্বর। আমি না ধাক্কালে খবরটা বেরকর্তে হয়ে থাকবে। কেউ জানতে পারবে না।'

'আপনি এমন অনুরোধ করছেন কেন ?'

'এই শব্দে কেনেও মনুসূল তোমাকে প্রোজেক্ট এটা ভাবতে অবাক লাগছে, তাই। আমরা আকাশগঙ্গালালে অনেকসমিন দেখিনি। সে কি অবস্থায় আছে তাও জানি না। কেবলতে পারে ওর জন্যেই হয়তো তোমাকে এখনে আমা হয়েছে।' বেল টিপ্পনেন ভার্গিস। তারপর বজনকে সেখানে বসিয়ে রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রাজার বাহিনী ছুটি আসা এক অফিসারের দেখে একটু দৌড়লেন, 'লোকটাকে রিলিজ করে দাও কিন্তু চারিশ ঘোষ কেউ যেন ওর সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকে।' আমি ওর সহস্র গতিগীছ জানতে চাই।'

হেতুক্ষেপাণে এই স্কালেই বেশ সংজ্ত ভাব। বাবু বসন্তলালের মৃত্যু মানে শাসকদের ওপর আকাশগঙ্গালালের আঘাত, এমন একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। আসিস্টেন্ট কমিশনারেরা ভার্গিসকে দেখে স্বাক্ষু করছেন। ভার্গিস গঁষ্ঠীর গলায় জিজ্ঞাসা

করলেন, 'আপনারা খবরটা পেয়েছেন মনে হচ্ছে ?'

একজন উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ স্যার।'

'হ্যাঁ ! এই ফোনে স্বার পরে আমাকেই খবর দেওয়া হয় দেখছি।'

'না স্যার, আপনি তখন মেলে নিষিদ্ধেন, তাই— !'

'ওই বালোতে ফোন নিয়ে বে শিরোয়েল ?'

ভূটীয়জন মাথা নাড়লেন, 'আমি স্যার !'

লেকেটার আনোপাস্ত জনেন ভার্গিস। প্রোশন দেওয়ার বিদ্যুমাত্র ইচ্ছে ছিল না তাঁর, শুধু মিনিস্টারের কথায় বাধা হয়ে সই করতে হয়েছে। ভার্গিস জিজ্ঞাসা করলেন, 'রিপোর্ট কোথায় ?'

'আমি ফিরে এসেই জিনিয়ে দিয়েছি স্যার। ওটা আপনার ডেকে আছে।'

'সোম কোথায় ?'

'শীর্ষিনি। আমরা বালোটা তত্ত্বাত্মক করে সুজেছি। আমরা যাওয়ার আগে সেখানে অস্তু সুটো মানুষ ছিল। তাঁর যাওয়ারাওয়া করেছে সেখানে। মনে হয় বিষ্ণুনাথ শুয়েছিল— !'

'আমি ডেক্রেশন স্টোরি শুনতে চাই না। কিভাবে মারা গেছেন বাবু বসন্তলাল ?'

'মৃতদেহ পোস্টমার্টেম না করলে কিছু বোধ যাবে না স্যার !'

'এখন থেকে বালোয় যাওয়ার রাজা একটাই। যদি কেনও মানুষ ওখানে তোমাদের অ্যান নিয়ে থাকে তাকে ধরতে পারলে না কেন ?'

'স্যার এই রাতে জসেন লুকীয়ে থাকলে কি করে সুজে বের করব। যাওয়ার পথে আমরা একটা ভাঙ্গারের গাড়িকে ওপরে উঠে আসতে দেখেছিলাম।'

'গাড়িটাকে ধামিয়েছিলে ?'

'না। কারণ ওর নেমেটেই আমাদের দেশের নয়।'

'হাতিয়া !' ভার্গিস আর দাঁড়ালেন না। হাটিতে হাটিতে তাঁর মনে হল এই ভাঙ্গার দপ্পতির সঙ্গে সামনে হয়তো যোগাযোগ হয়েছিল। ভাঙ্গার চেপে ধৰলে স্টো তিনি বের করতে পারতেন। কিন্তু না, শবি প্রয়োগ না করেও ওর কাছ থেকে ধরব বের করা যাবে বলে এখন ও তিনি বেরিয়ে থাকলেন।

কেন্দ্রীয় শ্বশারামের সামনে ভার্গিসের কন্ধত্য ধাম। স্বত্ত পায়ে তিনি ডেকে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে অব্রহাম বাত হয়ে দেবজনা খুল দিয়েছিল। সোজা চলে পেলেন সেই কফিনটার সামনে হেবানে বাবু বসন্তলালের মৃতদেহটা ওয়ে আছে। নাকে ক্ষমাল চেপে তিনি খুঁকে দেখলেন। হ্যাঁ, চিনতে কেনও তুল হয়নি। এখন যাই ফুল-চেইপে উঠে এই মানুষটি জীবিত অবস্থায় তাকে কম নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়নি। লোকটা মরে যাওয়ার তাঁর পুলি ইওয়ার কথা হতে পারছেন না। মরে গিয়ে লোকটা তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে তা একমাত্র শয়তান জানতে পারে। ভাল করে দেখলেন কেনও আঘাতের জন্য আছে কি না। না নেই। ওই বালোটাকে একজন কেয়ারটেকার হিঁ, তাঁর কথা কেউ বলেছে না। সন্তুষ্য গা ঢাকা দিয়েছে ব্যাট। ওটাকে ধরলেই হয়তো হত্যাক্ষয়ের আর রহস্য থাকবে না।'

বাহিরে বেরিয়ে এসে মিনিস্টারের আদেশ মনে করলেন ভার্গিস। খবরটা এখনই ম্যাডামের কাছে পৌছে দিতে হবে তাঁকে। অথচ বাবু বসন্তলালে ঝীঁকে আগে খবরটা জানানো দরকার ছিল। ভদ্রমহিলা নাকি খুব গোঁড়া, বাহিরে বেং না, ভার্গিস তাঁকে

কখনও দ্যাখেননি। কিন্তু আমীর মতু সংবাদ তো ছীর আগে পাওয়া উচিত। ঘোরালেসে হেডকোমার্টের খবর পাঠাবেন ভার্গিস, একজন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার এখনই মেন দাখিল্টা পালন করে।

শহরের সবচেয়ে সুরক্ষিত লোকটাকে তি আই পি পাড়া বলা হয়। ভার্গিসের কনভয় যে বাড়িটার সামনে থামল তার সামনেটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মেলেলি সাজগোড়ের দোকান। প্রাপ্তি প্রতিটি জিনিসই বিসেন্ট এবং চড়া দামে বিক্রি হয়। দোকানের পাশ দিয়ে গাহ্যতায় দেখা প্যাসেজ। বারি গাড়িগুলোকে রাতাত রেখে ভার্গিসের জিপ চুক্ল সেখানে। সুন্দর সদা দোকান বাড়ির সামনে গাঢ়ি থেকে নামতেই দারোয়ান ছুটে এল। ভার্গিস বলল, ‘ম্যাডামকে খবর দাও, জরুরি দরকার।’

দারোয়ান মাথা নিচু করল, ‘মাফ করবেন হত্তুর আপনি সেক্টোরি সাহেবের সঙ্গে কথা বলুন।’

‘কেন?’ ভার্গিস বিশ্বিত। ‘হত্তুর আছে সকল নটার আগে ওঁকে মেন বিক্রি করা না হয়।’

ভার্গিস ঘড়ি দেখলেন, এখনও পাঁয়ত্রিশ মিনিট বাকি। অগত্যা সিডি ভেঙে ওপরে উঠলেন। দারোয়ান আগে ছুটে গিয়ে সেক্টোরিরে খবর দিয়েছিল। মহিলাকে আগেও দেখেছেন ভার্গিস। পাঁচ ঘুট লক্ষ হাড়স্রোৰ চিমেস মুখের মহিলা কর্ম ও হাসেন বলে মনে হচ্ছে না। এই একটা ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে মিল থাকলেও বিবরণি আসে।

সেক্টোরি বললেন, ‘ইয়েস—।’

‘ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করা দরকার। জরুরি।’

‘মাঝে করবেন, আপনি নটার পরে আসুন।

‘আমি বেছেই ব্যাপারটা জরুরি।’

‘আমি আসেন মান করতে বাধ।’

‘টেলিফোনে কথা বলতে পারি? ব্যাপারটা ওঁরই প্রয়োজনে।’

সেক্টোরি একটু ইতৃষ্ণু করলেন, ‘ম্যাডাম এখন আসন করছেন। এইসময় কনসেন্ট্রেশন নষ্ট করতে তিনি পশ্চিম করেন না। তবু—।’

ইন্টারকমের বোতাম টিপে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সেক্টোরি বললেন, ‘ম্যাডাম, আমি অত্যন্ত দুর্বিত। কিন্তু কমিশনার আর পুলিশ খুব জরুরি ব্যাপারে নিজে কথা বলতে এসেছেন—। ইয়েস, ঠিক আছে ম্যাডাম।’ রিসিভার নথিয়ে রেখে সেক্টোরি বললেন, ‘আসুন।’

সাধারণত দোকানের পেছন দিকের অফিসেই কয়েকবার তাঁকে যেতে হয়েছে। ম্যাডামের খাসহজলে ঢোকার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সিডি দিয়ে ওপরে ওঁটার সময় মনে হল এই ভদ্রমহিলার কল্প আছে। কী চমৎকার সাজানো সব কিছু। নিন্তি একটি ঘরের বক্ষ দরজায় টোকা দিলেন সেক্টোরি। ভেতর থেকে আওয়াজ ভেসে এল, ‘কাম ইন, মিজ।’

সেক্টোরি ইঙ্গিত করতেই ভার্গিস সরজা টেলে ভেতরে চুক্লেন। ম্যাডাম বলে আছেন একটা কাটের চেয়ারে। তাঁর উর্দ্ধবাহি সদা তোয়ালে জড়ানো। নিমাসে ট্র্যাকসুট পোরে কিছু। কাছে যেতেই বললেন, ‘সুপ্রত্যক্ষ। বসন্ত মিস্টার ভার্গিস।’

বসন্ত ইচ্ছে না থাকলেও আশে পাশে তাবিদে কোনও চেয়ারে দেখতে পেলেন না ভার্গিস। একটা বেঁটে মোঢ়া সামনে রয়েছে। সেটাকেই টেনে নিতে হল। বেঁটে মনে

হল ভদ্রমহিলার অনেক নীচে তিনি, মুখ তুলে কথা বলতে হবে।

‘কি খাবেন? চা না কফি?’

‘ধন্যবাদ। এখন আমি খুবই দ্রুত—।’

‘স্বাভাবিক। সহশীলী পার হতে বেশি দেরি নেই।’

‘ম্যাডাম। আমি সবকম উপায়ে ঢেঁচি করছি। আগামী কাল সকালে লোকটাকে ঠিক গ্রেপ্তার করতে পারব।’

‘হঠাৎ এই আবাকিস পেলেন কি করে?’

‘আমি নিশ্চিত।’

‘বাঃ। তাহলে সবাই খুশি হবে। আমার এই লোকটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। ধরামাত্র যেন ওকে না দেয়ে দেলা হয়। ওর বিচার বাভাবিক নিয়মেই হওয়া উচিত। অবশ্য আমার যে কথা শুনতে হবে তার কোনও মানে নেই। আপনাদের মিনিস্টার আছেন—।’

‘আপনার নিশ্চেল আমার মনে থাকবে ম্যাডাম।’

‘এই সময় আমি করার সঙ্গে দেখা করি না।’ ম্যাডাম উঠলেন। ভার্গিসের মনে হল কে বলবে এই মহিলার ঘোবন চলে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। এখন মাঝ-শরীরের মুস্তকে আছেন। তিনি কখনও দ্যাখেননি।

‘আমি দুর্বিত ম্যাডাম।’

‘ঠিক আছে। আমি দেখা করলাম কাল আপনি বিয়ে করেননি।’

ভার্গিস হতভদ্ব। এই ব্যাপারটা যে তাঁ যোগায় হয়ে দাঢ়িয়ে আ কখনও ভাবেননি।

‘বিবাহিত পুরুষদের আমি যোগা করি। ওদের বাসার পের হয় না। কেন এসেছেন?’ শেষ শব্দ মুটে এত ক্ষত উচ্চারণ করলেন ম্যাডাম যে ভার্গিসের মাথায় চুক্ল না কেন তিনি এখানে এসেছেন। ম্যাডাম হাসলেন, ‘আপনি নিচ্ছাই আমার শরীর দেখতে এখানে আসেননি।’

এবার নড়েচড়ে বললেন ভার্গিস। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। আজ্ঞে না। ম্যাডাম একটা খারাপ খবর নিয়ে এখানে এসেছি।’

‘বলে দেবুন।’

‘ইয়েস, আমি খুবই দুর্বিত, বাবু বসন্তলাল আর জীবিত নেই।’

ম্যাডাম তাঁ সুন্দর মুটাট ওপরে ভুলেন, ‘তাই?’

প্রচণ্ড হতাশ হলেন ভার্গিস। তিনি ভেঙেছিলেন এই খবরটা ম্যাডামকে খুব আহত করবে। নিজেকে সামলে বললেন, ‘হ্যাঁ।’

গতরাতে তাঁর ঘৃতদেহ আবিষ্কার হয়েছে।

‘কোথায়?’

‘তাঁরই বালোর।’

‘বিস্ত তাঁর তো এখন বিদেশে থাকার কথা।’

‘তাঁর ইহসনের। এমনকি বালোর বাইরে তাঁর গাড়ি ছিল না।’

‘আর কে হিসেবেন?’

‘কেউ না! ভার্গিস বললেন, ‘তবে হত্যাকারী ধরা পড়বেই।’

‘কিরকম?’

‘ওর চৌকিদার উধাও হয়েছে। লোকটাকে ধরলেই রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে।’

‘লোকটাকে ধরা আপনার কর্তব্য।’

‘হ্যাঁ ম্যাডাম।’

‘কিন্তু আপনি কতগুলো কাজ একসঙ্গে করবেন? আকাশগালকে না ধরতে পারলে—’
‘জানি ম্যাডাম।’

‘কে ওর মতদেহ আবিকার করেছিল?’

‘এক ভাঙ্গার দশপতি ওখানে আঞ্চলের জন্যে গিয়ে প্রথম সকান পায়। পরে আমি ফেরে পারিবে তেওড়াভিতি নিয়ে আসি।’ খুব দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বললেন ভার্গিস।

‘ওর শ্রীকে জানানো হয়েছে?’

‘হ্যাঁ ম্যাডাম।’

‘তাহলে ওর শেষকাজ আজাই করে ফেলা হোক।’

‘একটু সময় লাগবে বোধহ্য।’

‘কেন?’

‘পোস্টমার্টেম করতে হবে। মৃত্যুর কারণ জানা দরকার।’

‘বাবু বসন্তলালের মৃত্যুর কারণ বিষ অথবা বুল্ট হলে সেটা জানার পর তো তার প্রাণ ছিল অসমে না। যিচিহ্নিই ওই শ্রীরাটাকে কটাছেড়া না করে শেবুক্তের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া যুক্তিসংস্কৃত নয় বি?’ ম্যাডাম ‘দু’প এগিয়ে এলেন।

ভার্গিস উঠে দাঁড়ালেন। তার শরীর শিল্পীর করেছিল। বললেন, ‘কিন্তু নিয়ম মানতে হচ্ছে—’

‘মিস্টার ভার্গিস, আপনি নিয়ম সবক্ষেত্রে মানেন?’

‘না, তবে—।’

‘আমির আমার কাছে যে কারণে এসেছেন সেই কারণেই পোস্টমার্টেম করবেন না।’

‘বেশ।’

‘এবার আসতে পারেন।’

ভারী পানে ভার্গিস বেরিয়ে এলেন। বাইরে সেক্টোরি অপেক্ষা করেছিল। সেই মহিলাই তাকে পথ দেখিয়ে নীচে নামিয়ে আনল। সিডিতে পা দেওয়ামাত্র ভার্গিস তনলেন সেক্টোরি তাকে ভাকছেন। তিনি কপালে ভাঁজ ফেলতেই মহিলা এগিয়ে এলেন, ‘ম্যাডাম ইঁটারেরমে—।’

‘অগত্যা আবার উঠে আসতে হবে। রিসিভার তুলে হালো বলতেই ভার্গিস ম্যাডামের গলা শুনতে পেলেন, ‘আপনাকে আমার মনে থাকবে।’ লাইন কেটে গেল।

হেডকোয়ার্টার্সের সামনে এসে দাঁড়াল বজ্রণ। একটা বীভৎস রাতের শেষ যে এত সহজে হবে তা সে ভাবেনি। এখন খুব ঝাপ্পি লাগছে। কিভাবে ট্রিভিন্ট লজে পৌছানো যায়? সামনের রাতা ধরে হাঁটতে শুরু করল সে। এই শহরে খুব বড় ধরনের গোলমাল হচ্ছে বা হবে এবং সে নিজের অজ্ঞে সেই সময়ে এসে পৌছেছে। হাঁটতে হাঁটতে সে পেস্টমার্টগুলো দেখতে পেল। আকাশগাল। দশ লক্ষ টাকার পুরুষকা দেওয়া হবে লোকটাকে ধরিয়ে দিতে পারলে। তার মানে ওই লোকটাই পুলিশের ঘূর্ম কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে এসেবের তো কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ এই শহরে ধর্কতে হলে পুলিশ কমিশনারের অন্যুৱো—কে রাখতেই হবে। শব্দটা অনুরোধ কিন্তু মানে হল অদেশ।

৬৪

হঠাৎ একটা ট্যাক্সি সামনে এসে দাঁড়াল, ‘সাব?’

‘খুশি হল বজ্রণ, ট্রিভিন্ট লজ যাবেন তাই?’

‘নিষ্ঠায়ই।’ দুজন খুলে দিল লোকটা। তারপর সামনের ছেটি আয়নায় পেছন দিয়ে তাকাল, ‘আপনাকে অনুসরণ করা হচ্ছে সার।’
‘তার মানে?’

ট্যাক্সি চলতে শুরু করল। ড্রাইভার বলল, ‘পুলিশের লোক, আমরা বুরতে প্যারি।’

বজ্রণ চলিতে পেছন দিয়ে তাকাল। স্বাভাবিক রাজা। কাউকেই সম্মেব করতে সে পরল না। ট্রিভিন্ট লজের সামনে ট্যাক্সি থামলে বজ্রণ নেমে দাঁড়াতেই ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে গেল। বজ্রণ অবাক। লোকটা ভাড়া নিল না কেন? তার মাধ্যমে কিছুই চুক্তিল না। ট্রিভিন্ট লজে চুক্তিই একটি যোরার গোছের লোক এগিয়ে এল, আপনি ডাক্তার?’

‘হ্যাঁ।’

‘সাত নম্বর ঘরে ঝ্যাল কাজ করছে না বলে আপনাদের আট নম্বর ঘর দেওয়া হয়েছে আসুন।’ লোকটি সামনে এগিয়ে চলল।

‘বেলা যত বাড়তে লাগল তত শহরের পথে মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল। এরা সবাই দেহাতি। পিতামহ পিতাদের অনুসরণ করে প্রতি রহম উৎসবের সময় দু’রাতের জন্মে শহরে আসে। এরা শহরে ঢেকার সময় তাদের তরফত করে সার্চ করা হয়েছে। সামান্য ছুটি অথবা ভোজালি থাকলে সেটা সরিয়ে ফেলেছে বল্কিরা। উৎসবের সম্মে শর্ম না জড়িয়া থাকলে এই অবস্থায় কেউ শহরে চুক্ত না। চুকে তটু হয়ে আছে। সরকারি টিভিতে এইবার মানুষদের দেখানো হচ্ছিল। ভাতাচারীলেন, ‘যুগ্ম যুগ্ম থেকে এ গাঁটের মানুষ উৎসবকে দেখে এসেছে ভালবাসীর জোখ দিয়ে। সব টান পেছনে দেখে প্রাণগ্রামাশূল থেকে সাধারণ অসাধারণ সবাই ছুটে আসেন অগামীকালেন অযোজনে সামিল হতে।’ অথচ কিন্তু দেশেছোই তাদের বিবাক নিঃশ্বাস ফেলে সমস্ত আনন্দ দূষিত করে দিতে চাইছে। এরা শুধু সরকারের শক্ত নয় এরা জনসাধারণের শক্ত। এই দেখুন, পদার্থ যে বুকে নাতির হাত ধরে হৈটে আসতে দেখেছেন দেশেছোইদের বি অধিকার আছে তার শাপি কেড়ে নেওয়ার। অতএব শাপি বজায় রাখতে আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।’ আকাশগাল অথবা তার সঙ্গিনের সকান পাওয়ায়াত্ম যে কোনও পুলিশ অফিসেরের জন্যে নেই।’ এর পরেই পার্স সাদা এবং শোকের বাজনা দেখে উঠল। তারপরই যোহকের কষ্ট শোনা দেখে, ‘আবার অত্যন্ত দুর্দের সঙ্গে আবাস্থি যে এদেশের পরম মিতি বাবু বসন্তলাল আর আমাদের মধ্যে নেই।’ গতরাতে তার মতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষভাবে প্রমাণিত, তিনি দেশেছোইদের হাতে নিহত হয়েছেন। দেশেছোই বা বাবু বসন্তলালকে রাকচালৈল করতে সক্ষম না হয়ে হত্যা করে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এ দেশের অর্থনীতি তার মৃত্যুতে বড় অ্যাতঙ্ক দেখে। তাঁর মাধ্যমে দেশ বিরাট পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত। দেশের এই সুস্থানের প্রতি শুচ্ছা জানান্তে ৬৫

আজ সর্বে জাতীয় পতাকা অর্ধনরিত থাকবে।' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পদর্শ ভেসে উঠেছিল বাবু বসন্তলালের যুক্ত বয়সের ছবি।

আকশ্মালাল সঙ্গীদের নিকে তাবাগল। সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড বলে উঠল, 'মিহো কথা।'

আকশ্মালাল হাত তুলল, 'প্রচার খুব বড় অস্ত্র। কিন্তু মনে হয় এটা বুমেরাং হয়ে যাবে।'

হ্যাদার জিঙ্গাসা করল, 'কিভাবে?'

'বাবু বসন্তলালকে সাধারণ মানুষ অত্যাচারীদের একজন বলেই মনে করত। তার মতু কেননও ভাববেগে তৈরি করবে না। কিন্তু প্রথ হল লোকটা মারা গেল কিভাবে?'

'সেটা এখনও আনা যায়নি। শুধু মারা গিয়েছে করেকেবিন আগে। ডেভিড একটা কফিনে ইচ্ছ বলে জননে প্রেরণে।' ডেভিড বলল।

'কে খুন বলুন তুম তুম?'

হ্যাদুর বলল, 'খুই যে হয়েছে তার তো প্রমাণ নেই। এমনি মরে হেতে পারে।'

'এমনি মরে নিয়ে কেউ কফিনে রুকে পড়ে না। যে জোকেয়ে সে সবাইকে না জানিয়ে চুপ করে থাকবে কেন? হভার দায় আমাদের কাঁধে চাপানো হয়েছে, কিন্তু হ্যাক্ষণী কে? বোর্ড চাইবে না ওকে মেরে ফেলতে। মার্ডম!—' আকশ্মালাল আমাকে কথা ধৰিয়ে চোখ বন্ধ করল। হ্যাদুর হাসল। এই একটা ব্যাপারে আকশ্মালাল তার সঙ্গে কথখন্তি কিন্তু হানিল। 'ওই মহিলা, যাকে মাঝাম বলা হয় তার কাছে একটা প্রেরণ এবং বোর্ডের দ্বন্দ্বিতা আছে। অথচ মিনিস্ট্রির এবং বোর্ড যে সর্বত্র প্রহরায় থাকেন মার্ডম ততটা অভাবে থাকেন না। তাকে ইলেক্সে পোর্ট করে বস্তুজে চাপ দেওয়া যেত, কিন্তু আকশ্মালাল রাজি হয়নি। আমি পর্যবৃত্ত কোনও নারীকে সে আদেশলালে জড়াতে রাজি হয়নি, তা পক্ষে বা বিপক্ষে, বাই হোক না কেন!

ডেভিড বলল, 'এর প্রতিবাদ করা দরকার। বাবু বসন্তলালের খুনের দায় আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা জননদার্শকে বেকাবাতে হবে।'

আকশ্মালাল হাত তুলল, 'জলে যেখানে হাঙ্গেরের সঙ্গে লড়াই সেখানে একটা কুমিরের মৃত্যু কেটে মারা আছে। লোকটাকে মারল কে? যাকেন, ভাস্তুর এবং তার জী কেনেন আছে?'

হ্যাদার বলল, 'ওরা খুব ঘাবড়ে শেষে। ভাসিস যে আচরণ করল তাতে ঘাবড়ে ঘাওয়া ঘাবিক।'

'কাল সকালের আগে আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ভেতাবেই হোক করতে হবে। আজ ট্যারিতে আমাদের লোক ওকে টুরিস্ট লজে পৌছে নিয়ে এসেছে। তখনই ওকে তুলে আনা যেত। কিন্তু ওর জী বিপদে পড়ত। মেরোটা ভাল।'

'হ্যাদুর, আমাদের কোনও ভাল মেয়েকে দরকার নেই। একজন ভাস্তুর প্রয়োজন। ওদের পেছনে কেউ জেনে থাকলে তাকে সরিয়ে আজাই এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করো।'

'এখানে না এনে যদি দু নম্বর ক্যাপ্সে নিয়ে যাই? ওখানে আমাদের ভাস্তুর আছেন?

'না। একে এখানেই দরকার।'

মেকানিপ নিয়ে নিজের ভোল বললালতে হ্যাদারের জু নেই। তার অনেকগুলো প্রিয় ছবিশেষের মধ্যে একটি হল পুরুষ অফিসারের মেকানিপ। টুপি পরলে সেটাই অনেকটা

আড়ালের কাজ করে। ড্রাইভারের পাশে বসে জিপে ঢেলে এই পোশাকে ঘাওয়ার সময় বেশ অ্যাবিসাস বেড়ে যায়। অথচ কখনও যদি সে কাউকে চৰম দৃশ্য করে তাহলে তাকে পুরুষ অফিসার হচ্ছেই হবে। দশ বছর বয়স থেকে সেই ঘৃণাটা তার বুকে সাপটে বসেছে।

অনেকটা পথ। পেছনে হাঁটলে মনে হবে শেষ নেই পথের। গ্রামটা ছিল শাশ। পাহাড়ি। মানুভগ্নে অভিবী। অভাব ধাকলেও অস্বী ছিল না। শীতকালে অভেল কলালেবু হত, ভুট্টার চাহ হত, আলু ফলত মাটিতে। তাই বিক্রি করে কোনও মতে সারা বছর দৈচে থাক। হ্যাদারের যখন দশ বছর বয়স তখন একটা পুরুশের দল এল গ্রাম। গ্রামের সবাই কৌতুহলী হয়ে যাবার নিম্নে পড়েছিল পুরুশে দেখতে। প্রত্যেকেরে হাতে বন্ধু, দুখ পাখিদের মত প্রতিকৃতি। ওদের অফিসার চিংকার করে বলল, 'একজন খুনি আসামি এই গ্রামে আস্তর নিয়েছে বলে খবর এসেছে। আমি চার ঘন্টার মধ্যে লোকটাকে চাই। তোমরা তাকে বের করে দাও।'

চিংকারটায়া এমন কিছু ছিল যে সবার মুখ শুকিয়ে গেলু। হ্যাদারের বাবা দু'পা এগিয়ে গোলেন, 'আমাদের গ্রামে কোনও খুন নেই অফিসার।'

অফিসার বলল, 'প্রতিবাদ করা আমি পছন্দ করি না।' দ্বিতীয়বার এই কথা দেন না তানি।

ওরা আমের ছেষ প্রাথমিক স্কুল বাঁচিয়া দখল করে বলল। একজন দেশেই এসে হকুম করল তার মদ এবং মাসে পাঠিয়ে দিতে। সবাই বুরু গিয়েছিল আদেশ মান্য করতে হবে। কিন্তু দূরে দাঢ়িয়ে তারা নিজেদের মধ্যে কাউকে খুন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারল না।

ঘাওয়া দাওয়ার পর হাঁটাং ওলির শব্দ শোনা গেল। বন্দুকটা আকাশের দিকে তুলে অফিসার এগিয়ে এল, 'খুন কেনোবা? আর কতক্ষণ বসে থাকব?'

গ্রামের যিনি প্রধান এবং বয়স মানুষ তিনি বললেন, 'হ্যাতু, কেমন কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

হাঁটাং অফিসার প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তার চোখ হ্যাদারের বাবার ওপর মুখৰ ঘূরে গেল, 'য়াওয়ি, এদিকে আয়, তোর নাম কি?'

'ফারকক।'

'তুই চল আমার সঙ্গে। তুই-ই খুনি।'

'সে কি? আমি কেন খুন হতে যাব?'

'চোপ! কেনাব কৰা নয়। এই, একে বৈধে ফ্যালো।' হকুম পাওয়ামাত্র সেপাইরা এসে সবার সামানে কারুকেরে হাত দীর্ঘে ফেলল।

দশ বছরের হ্যাদারের করল, 'তোমারা এই কি করছ? আমার বাবাকে বাঁধ কেন?' সে ছুটে গেল বাবার কাছে। সবে সঙ্গে একটা সেপাই তার শরীরে লাধি কাড়ল। ছিঁকে পড়ে গেল সে একপাশে। যন্ত্রণা পা অস্তর হয়ে যাইছিল।

গ্রাম-প্রধান বললেন, 'আমার ফারককে জিনি। সে কখনই খুন করেনি।'

'আমি বলেছি খুন করেছে, এর ওপরে কথা চলবে না। আজ বিকেলের মধ্যে একটা সবল খুনি আমি কোথায় পাব? সব তো বোঝা পটক। খুনি না নিয়ে গেলে চাকরি থাকবে না। হাঁ, কেটে যদি বাধা দিতে আসো, অথবা আপত্তি করে তাহলে—।' বিছীয়া বার গুলি চালাল লোকটা, 'আকশ্মে নয়, তোমাদের মাথায় নিয়ে ধিবে।'

হ্যামদারকে জড়িয়ে ধরে তার মা বসেছিল মাটিতে। বসে চুপচাপ কাঁদছিল। যন্ত্রণা সহেও হ্যামদার তাকে বলেছিল, 'আমু আবুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। আবু কিন্তু করেন। তুমি বাবা দাও।'

'মা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'কি করব বাবা, কি করে বাখা দেব।'

পরে, বাহিনী চলে যাওয়ার পরে গ্রামের মানুষের সিঙ্গুল নিল, হ্যামদা মদ্য পান করেছিল বলৈই অফিসারের মাথা ঠিক হল না। খবর এসেছে, ওরা পাঁচ মাইল দূরের জিমিদার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে আজ আরো। সেখানে পুলিশের একজন কর্তৃত আছেন। তার কাছে শিশু সব খবরে বলেন নিষ্পত্তি তিনি ফার্মেটকে হেঁচে দেনে।

হ্যামদার তখন ভাল করে হাতটে পরাহিল না। পাঁচ মাইল রাতে তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। অতএব গ্রাম-প্রধানের সঙ্গে তার মা ওপনা দিল। হ্যামদারের দুই কালো সঙ্গী হল। যতই যন্ত্রণা হোক বিজ্ঞান ঘেতে পারেনি হ্যামদার সেই রাতে। বাড়ির সামনে ট্রাউলিলিপটস গাছের মীচে ঢাউস পাথরটার ওপর বলে হিল চুপচাপ। অন্ধকার নামল। পাহাড়মুখ জেনাকিরা দুরে বেড়াতে লাগল মিঠমিঠো। ওরা ফিরে আসছিল না। এজ যখন তখন রাত দুরু। এল চোরের মত। গ্রামে ফিরে যে যার ঘরে চুক যাচ্ছিল। হ্যামদার দেখল বাবা তো নয় মা দলটায় নেই। সে চিকাক করে জিঞ্জাকা করেছিল, 'আমার মা কোথায়?' বাবা নয়, মারে কথাধী তার আগে মনে পড়েছিল। সেই কান্দাগুল শুনে খুন্দ মানুষের উচ্চ এবং বিজ্ঞান ছেঁছে। ভুঁচের মত মানুষগুলকে নিয়ে তারা যখন প্রশ্ন করে যাচ্ছিল তখনও হ্যামদার হাতিটে পারাছিল না দুই পায়ে। তবু ভিড় ঠোলে সে গ্রাম-প্রধানের সামনে পৌছে গিয়েছিল। তাকে দেখে ব্যক্ত মানুষটা হাতাহাতি সঙ্গোরে কেনে উঠল। এক কাকা বলল, 'ও বড় হোট, ওকে এসব বলার দরকার নেই।'

'গ্রাম-প্রধান মাথা নাড়লেন কাঁদতে কাঁদতে, 'না। ওকে বলা দরকার। এ আবুক।'

তারপর সে ঘটনাটা শুনেছিল। ওরা পাশের সেই জিমিদার বাড়িতে পৌছেছিল সঙ্গের আগেই। ওদের সব হাল হয়েছিল বাবাকে জিঞ্জাকা করার জন্মে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সন্তুষ্ট হওয়ার হেতু দেওয়া হবে। ওরা অপেক্ষায় বাইরে বেড়েছিল অনেকক্ষণ। তারপর গ্রাম-প্রধান সেই লড় অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। তাকে বলা হল দেখা করা যাবে না। ওরা কি করবে যখন বুঝতে পারছিল না তখন জিমিদারবাবু উদ্ভাবনের মত বেরিয়ে এলেন। ঘেতে ঘেতে হাতাহাতি দেখে ধমকে গেলেন। তারপর গ্রাম-প্রধানকে জিঞ্জাকা করলেন, কেন তারা ওখানে এসেছে? লোকটার যতই দুর্নীম ধৰ্মক, গ্রাম-প্রধানের মধ্যে হ্যামদার হাজার হোক চেনা মানুষ। তিনি নিজেদের দুলুমের কথা খুলে বলে সাহায্য চাইলেন। জিমিদারবাবু বললেন, 'অফিসার খুব কঢ়া কোর।' তিনি তোমাদের সঙ্গে দেখা করবেন না। অবশ্য একটা উপায় আছে।' লোকটা গোলা নামাল। 'ফার্মেটকের বউ যদি আবুরোগ করে তাহলে কাজ হতে পারে।'

গ্রাম-প্রধান বললেন, 'আমারা সবাই একসেদে যাব।'

'তাহলে আমে যিয়ে যাও। তাহাতা ওই পোশাকে গেলে অফিসার ফার্মেটকের বউকেই চুক্তে দেবে না। ওকে জিমিদার বাড়ির নেয়েদের পোশাক পরতে হবে।'

'কেন?' গ্রাম-প্রধানের মাথায় কিছু চুক্তিলি না।

'উনি, শুধু আমুর বাড়ির নেয়েদের সহ্য করেন। এখন ও যদি সেই পোশাকে ঘেতে চায় তাহলে আমি বাবুক করতে পারি।'

গ্রাম-প্রধানের ইচ্ছ ছিল না কিন্তু হ্যামদারের মা মরিয়া হয়ে গেলেন। যেভাবেই হোক বামীর মৃত্যুর জন্মে তিনি বড় অফিসারের কাছে পৌঁছে চাইলেন। জিমিদারবাবু তাকে নিয়ে গেলেন ভেতরে। তার কিছুক্ষণ পরে একজন সেপাই এসে হাসিমুরে বলল, 'তোমা গ্রামের মানুষের এক একটা বৃত্তি। বড় অফিসারের যুক্তি করার জন্মে জিমিদারবাবুর কাছে যেমনেরূপ চেয়েছিল। চাবাজুলো নয়, স্বাস্থ্য দের মেয়ে। তার মামে জিমিদারবাবুর বউ অফিসারের ভেত দিলেন।'

শুধু বছর বয়সে ভেট শব্দটার মানে টিকিটাক না বুঝলেও হ্যামদার বুঝেছিল, মারের একটা বড় রকমের ক্ষতি হয়ে পিয়েছে। গ্রাম-প্রধান বল্ছিলেন, 'আমরা অনেক চোটী করেও ভেতরে মেটে পরাবে না। সেগুলোয়া আমাদের চুক্তেকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পথেই ওকে গুলি করে নদীর জলে দিল দিয়ে পিয়েছে।' বড় অফিসারের কাছে বালি অপরাধের ঘরে নিয়ে যাওয়ার কুলি ওরা নিতে চায়নি।' জেনের সব জীব আমারা নদীর কাছে অনেকে খুঁজেছি। এই রাতে কিছুই ভল দেখা যাব না। কিন্তু মনে হচ্ছে জলে দিলে দিলে ফারককে খুঁজে পাওয়া যাবে না।' গ্রাম-প্রধান দুহাতে মৃত ঢাকলেন।

কেউ কেউ কৌন। বাকিরা মৃত বুক করে রইল অনেকক্ষণ। একজন গ্রামবুর্গ বলল, 'তোমা বটাটোকে ওখানে দিলে রেখে ঠেল এলে ?'

'কালের আগে ছাড়বে বলে মনে হয় না। বেরিয়ে এসে যখন শুনে ফারক সেইচে নেই—।'

'ছেলেটা তো শুনছে।'

এবারে সব সেই চোখ খুলে এল হ্যামদারের ওপর। সবাই দেখল পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, চোখ ঝুঁকে। শরীরের যন্ত্রণা অতিক্রম করে অনারকে আগুনে ঝুললে কেনও কেনও মানুষের চেহারা অনে হয়। একজন মহিলা তাকে ঘরে নিয়ে ঘেতে চাইলে হ্যামদার তাকে ঠোলে সরিয়ে নিয়ে চিকাক করে উঠেছিল, 'আমি ওদের ছাড়ব না। ওদের না মারা পর্যায় আমি থামব না।'

গ্রাম-প্রধান বললেন, 'চুপ কর বাবা, এসব কথা বলতে নেই।'

লেংচে লেংচে জলটা ঘেটে সরে এসেছিল হ্যামদার। তারপর ভেতর হবার আগে ওই শরীর নিয়ে হাতাহাতে শুরু করেছিল। গ্রামের কিছু লোক তার পেছন পেছন এসেছিল। কিন্তু জিমিদার বাড়ি পর্যাপ্ত ঘেতে হায়ি তাসের। নদীর ধারে রাতুর পাশে একটা গাছের জলে হ্যামদার তার মাথে ঝুলে ধাক্কে দেখেছিল। উঁ, কী দীর্ঘৎস! বাবাৰ মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাকে সৎকার করতে ও তার চোখে জল আসেনি। কামা তার চোখ থেকে উঠাও হয়ে নিয়েছিল চিয়াবিনের জন্মে।

অনেক অনেকদিন পরে, বিলুবী পরিবহন গঠন হবার পর সরকার যখন তাদের হনে হয়ে খুঁজে তখন তাদের সকালে হ্যামদার ঘিনে এসেছিল গ্রামে। সংগঠনের কাজে জড়িয়ে পড়ার তার নামও ওতদিনে দেরের মানুষ কিছুটা জেনেছে। গ্রাম-প্রধান তখনও ঠেটে, কিন্তু অশুর। হ্যামদারকে দেখে তিনি খুশ হলেও ওয়াল দেলেন, 'কেন এই ? যেবর পেছেই ওরা ছুটে আসেব। দৰকার ধাক্কে কাউকে দিয়ে জিনিয়ে দিলেই আমরা কাজটা করে ডিতাম।'

'আমি যে দৰকারে এসেছি তা না এলে হব না। তোমাকে আমার সঙ্গে ঘেতে

ঘর চিনিয়ে দিয়ে হোটেলের সেই লোকটি চলে গেলে দরজায় টেক্সি দিল হ্যান্ডার। তারপর ডেতে কুকল। ওরা দুজন চুচাপ দুটো চেয়ারে বসে ছিল। হ্যান্ডার বলল, 'আপনাদের এই হ্যান্ডার জন্ম দুর্ভিত। কিন্তু বিষ্ণু করার নেই। সরকার আপনাদের এখন থেকে বহিকৃত করবেন।'

'মানে?' বজ্জন উঠে দাঁড়াল।

'এখনই এই শহর থেকে আপনাদের ফিরে যেতে হবে।'

'ও ভজ্জন! বেঁচে গোলাম! পৃথি বলে উঠল।

'কিন্তু যারা আমাকে ডেকেছে—?' বজ্জনের তখনও বিধি।

'এখনই না গেলে দুজনকেই জেলে পাচতে হবে। আসুন।'

অতএব ওরা দুজন হ্যান্ডারের পেছন পেছন বেরিয়ে এল। বের হ্যান্ডার আগে বজ্জন একটা সুরক্ষা ভূলে নিল, পৃথি বিষ্ণীটা। ট্রাইল লজের সামনে তখন ট্যাক্সি এসে গেছে। পাশে করিম দাঁড়ায়। ওদের ট্যাক্সিতে ভূলে দিয়ে করিম বলল, 'মুকুলু খুব ভাল হচ্ছে সাম।'

হ্যান্ডার ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে ছেলেটা হাসল।

নিয়ের বাইকে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে যেতে ট্যাক্সিটা তাকে অনুসরণ করল।

ট্যাক্সিদের রাস্তার ওয়াশের সোকানে বয়ে থাকা একটা সোক দৃশ্যটা দেখে এমন হতভয় হয়ে পড়েছিল যে কি করবে বুরতে পারছিল না। তারপর খেয়াল হল একজন পুলিশ অফিসার ওদের নিয়ে গেলেও তার যথন হ্যান্ডার মত লেগে থাকার কথা তখন ঘটনাটা হেঠেক্যাটার্নে জানানো দরকার। সে যাকি উকির সুইচ অন করল, 'হ্যালো, হেডকোয়ার্টার্স, হ্যালো—হ্যালো— এস বি ফাইট বলছি—।'

এগারো

ক্রমশ ওরা শহরের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে চলে এল। এদিকটায় জনবসতি কম। মোটামুটি বার্ষিক মানুষেরা অনেকটা জাগুগ জুড়ে বাগানবেংগে বাড়িতে থাকেন। হ্যান্ডার ইশ্বরা করতেই ট্যাক্সি থামল। ড্রাইভার নিজে দৱজা খুলে সুরক্ষেশ দুটো নীচে নামিয়ে হাস্তিত করল নেমে আসতে। বজ্জন এবং পৃথি একটা কথাও বলেনি ট্রাইল লজ থেকে চলে আসর পর্যটুকুতে। বজ্জন এখন ডিজন্স করল, 'এখনে কেন?'

সামনে বাইক দাঁড় করিয়ে হ্যান্ডার ততক্ষণে কাকে এসে গোছে, 'এখনে একটু যেতে হবে আপনাদের। বিষ্ণু কমিন চেকআপ আছে তারপর—।' সে হাসল।

'ট্যাক্সি কেবে সুরক্ষেশ নামানো হল নাম?'

'ট্যাক্সিটা এও ওপারে যাওয়ার প্রারম্ভ দেই। আপনি নির্দিখ্য নামতে পারেন।' হ্যান্ডার আবার হাসল। অতএব বজ্জন এবং পৃথিকে নামতেই হল। পৃথি লক করছিল, ট্যাক্সির ড্রাইভার বারবারের দুপাশে তাকাচ্ছে। ওরা নেমেআসা মাত্র ওঠে পড়ল ট্যাক্সিতে। সেটোকে চুরুয়ে বেশ জোরেই ফিরে গেল শহরের দিকে। বজ্জন বলে উঠল, 'আবে! লোকটা ভাড়া নিল না।'

হ্যান্ডার মাথা নাড়ল, 'এখন তো দায়িত্ব আমাদের, ওটা নিনে চিন্তা করবেন না। আপনারা সুরক্ষেশ নিয়ে আমার পেছনে আসুন।' সে এগিয়ে নিয়ে বাইক চালু করে ৭২

পাশের প্রাইভেট লেখা রাস্তায় চুকে পড়ল। বজ্জন এবং পৃথি একটা করে সুরক্ষেশ তুলে নিল। বজ্জন বলল, 'আমার ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে ওরা আমাদের আটকে রাখতে যাচ্ছে।'

'ওদের কি লাভ আমাদের আটকে?' চাপা গলায় বলে উঠল পৃথি।

'জিনি না। তবে এই শহরে একটা পলিটিক্যাল গোলমাল চলছে। সেই এক পুরুষ-অফিসার কেউ সশ্রম পিলুর করে ক্ষমতা দখল করতে চায়। আজ এখনকার পুরুষ কমিশনারের বে চেহারা দেখলে তাতে অনন কিছু হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়।' হাঁটতে হাঁটতে কথা বলাল্লিল বজ্জন। তারে হ্যান্ডে সুরক্ষা দূরে হ্যান্ডার দীর গতিতে বাইক চালালিল। বাইকের আয়োজে কোনও কথা নাই যাওয়া সম্ভব নয়। দুপাশে গাঢ়-গাঢ়ালিল। পাখি ডাকছে। সামনে গাছের আঙুলে একটা দোতলা বাড়ির আভাস।

পৃথি বলল, 'আমার আর ভাল লাগছে না। তুমি এমন জায়গায় বেড়াতে এলে।'

বজ্জন অপরাধীর গলায় বলল, 'পৃথি, তেমনি কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। এরা আমার কাছে একটা পেশেটকে দেখাব প্রস্তা দিবেছিল। জয়গাটা পাহাড়ি বলেই ভেবেছিলাম সেইসেদে তোমাকে নিয়ে একটু বেঁচিয়ে যেতেও পারব। এখনকার গোলামালের কথা স্যার জানবেন নি বলে জিনি না বিজ্ঞ আবি বিস্মিল্স জানতাম না।'

'কারা তোমার প্রস্তা দিয়েছিল?'

'স্যারের মাধ্যমে প্রস্তা এসেছিল। বলেছিল ট্রাইল লজে আমার নামে ঘর বুক করা থাকবে। আমি এলেই ওরা যোগাযোগ করবে।' কথা ধারিয়ে দিল বজ্জন। হ্যান্ডার সেটিরবাইক থেকে নেমে পড়েছে। বাইকটা সামনে বাইক দাঁড় করিয়ে সে অপেক্ষা করল ওদের জন্যে। তারপর পৃথির দিকে হাত বাড়ল, 'এবার সুরক্ষেশ্টি আমাকে দিন।'

পৃথি মাথা নাড়ল, 'না। চিক আছে।'

ওরা সিডি ভেঙে ওপরে উঠে অসেষ্টই চাকরগোচরে একজন বেরিয়ে এল দরজা খুলে। হ্যান্ডার বজ্জনকে বলল, 'সুরক্ষেশ দুটো এখনেই রেখে দিন। কোনও চিন্তা নেই।'

ওরা যে ঘরে চুকল তার দুটো বড় জানালা। বজ্জন লক করল দুজন লোক দুই জানালার বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ডেতের থেকে তাদের সামনেটা দেখা না গেলেও ওদের হ্যাতে যে আপুনিক আয়োজ আছে তা কুরেতে অসুবিধে হ্যান্ডার কথা নয়। হ্যান্ডার সেই ঘরে দৈর্ঘ্যে দুটো নীচে একটা হল ঘর। পোটা চারকে মানুষ আয়োজ নিয়ে দাঁড়িয়ে। তারা হ্যান্ডারকে দেখে মাথা নাড়ল। বাইকের দেতেলার যাত্রার সিডি। সিডির নীচে একটা ঘরের দরজা খুলে হ্যান্ডার বলল, 'এখানে আপনারা বিশ্রাম করুন।'

'বিশ্রাম করব মানে?' বজ্জন অব্যক্তিতে পড়ল।

'আপনারাম থেকানে ছিলেন সেখানে বিশ্রাম করেন। এখনে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'আকর্ষণ্য!' আপনি তখন বললেন আমাদের শহর থেকে বাইরে চলে যেতে হবে।'

'ওকথা না বললে আপনাদের আনন্দে প্রারতাম না।' আপনি ডেতের যান, আমি একটু পরেই আসছি।' হ্যান্ডারের ডেতিতে এমন কিছু ছিল যে বজ্জন অন্যান্য করতে পারল না। ওরা ডেতের মোকামারু হ্যান্ডার বলে গেল দরজাটা ভেজিয়ে। ঘরটা বড়। দুটো সিঙ্গল

বিছানা, একটা টেবিল, টিপি এবং বাথরুমটা গয়েছে। এক কোণে দুটো সোফা রয়েছে।
পৃথা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বলো তো ?'

'মনে হচ্ছে আমাদের অ্যারেস্ট করা হচ্ছে।'

'আরেষ্ট করলে এমন সজানো ঘৰে রাখবে কেন ?'

'সৌত্রাও ঠিক। যে লোকটা নিয়ে এল সে পুলিশ অফিসার, বলল, কটিন চেক অপ
করলে, অবশ্য এখনে যারা অব নিয়ে ঘৰছে তাদের শরীরে পলিশের ইউনিফর্ম নেই।
যাকগে, যা হবার হবে।' দরজার টোকা পোকল। তারা জবাব দেবার আশেই দুটো সুটো
সেই চাকচাকের বোলতা দেখে গেল।

জুড়ে পরেই বোলতা একটা বিছুনার গুড়ে পড়ল, 'আমার ঘূম পাচ্ছে !'

'এই অবস্থাতেও তোমার ঘূম আসছে ?' ফোস করে উঠল পৃথা।

'এই অবস্থা মানে ?' কাত হল ব্রজন, 'অবস্থা তো চৰকৰাৰ। ভাল ঘৰ, আৱামদায়ক
বিছানা, এক কাপ কয়ি পেলে মদ হত না, যাবলো। বিনি পশমায় তোকা আছি।
শেনো, ঘূম থেকে উঠে তোমার সবে প্ৰেম কৰব। অতোৱা ঘূমিয়ে
নিনে।'

'পোরো। ঘূমি সত্যি পারো।' পৃথা কিছু কৰতে না পেৰে বাথকৰ কাম টায়েলটো চলে
এল। ধৰকৰক পৰিকৱার। টায়েলটা পৰিকৱা দেখলে যাদের মন নৰম হয় পৃথা তাদেৱ
একজন। সে আয়নায় নিৰেকে দেখল, পেছৰিৰ মতো দেখাচ্ছে। আয়না থেকে তাৰ
চোখ আৰ একটু ওপৰে উঠতোৱে আলো দেখতে পেল। কাচ হুইয়ে আলোৰে চুকছে ঘৰে।
তাৰ মনে হল ওখনে চোখ রাখলে বাইরেটা দেখা যৈত। তাদেৱ বন্দি কৰে রাখা
হচ্ছে।

এদেৱ বজৰৰ এতড়িয়ে এখন থেকে বেৰিয়ে যেতে হৈবে। বজৰনোৱে সে-ব্যাপারে
কোনও হিসেব নেই। মিহি বিছানায় তো পড়ল ! ওপৰে উঠোৱ কোনও সুযোগ নেই।
বাইরেটা দেখতে হলে এবং থেকে বৰেকত হবে। মুখে ভল দিয়ে ধৰখনে পৰিকৱাৰ
তোয়ালেটা ঢেপে ধৰে আৱাম পেল পৃথা। এবং সেই মুহূৰ্তে বজৰনোৱ কথাটা মনে
আসতেও নতুন কৰে ভাবনা এল। বজৰনোৱ নিয়েই সহশৰ বিপ্ৰিবৰী এখনে আমৰণ
কৰে এনেছে। নইলে পুলিশ তাদেৱ পেছনে এভাৱে লাগবে কেন ? সহশৰ বিপ্ৰ যাবা
কৰে তাৰে বজৰনোৱ মতো ডাঙলোৱ প্ৰয়োজন হবে কেন ? ব্রজন কি ব্যাপৰটা জেনেও
তাকে সব খুলে বলছে না ?

এই সহশৰ দৰজায় শব হল। সেই লোকটা ট্ৰৈ নিয়ে চুকল। তাতে কফি পট, কাপ
ডিস এবং একটা প্লেট অনেকগুৱা বিছুট। পৃথা বেৰিয়ে এল বাথকৰ কৰে দিয়ে
টেবিলেৰ ওপৰ ট্ৰৈ নামিয়ে লোকটা নীৱৰে চলে যাওয়াৰ সহশৰ দৰজাটা বক কৰে দিয়ে
গেল। পৃথা বুল দৰজা নেতৃত্বীভৱে ভেজালো, বাইৰে থেকে আটকে দেওয়া হয়ন। সে
দেখল বজৰ উপৰু হয়ে গৈছে আছে। ইতিমধোৱে ঘূমিয়ে পড়েছে কি না কে আনে।
কফিপটে ঢাকলা খুলে সে গৰ্ষ নিল। চৰকৰাৰ। সে দূৰে দাঁড়িয়েই ভালুক, 'কফি দিয়ে
গৈছে, থাকে ?'

সেইহেতুৰে শোইয়ে বজৰন জবাব দিল, 'হৈ !'

'ঘূমাতোনি তালুনে !' পৃথা কফি বানাতে লাগল।

'ঘূম আসছে না। অবচ ট্যার্মেড লাগছে। হাতু দুটো কেমন শিৰশিৰ কৰছে।' সে উঠে
বলল। পৃথা কফিৰ কাপ আৰ বিস্তুটি এগিয়ে দিতেই বজৰ হসল, 'বাঁ, বাবুৰা তো
৭৪

চমৎকাৰ। লাপ্টোপ মন হবে না মনে হচ্ছে।'

'তোমার এখনও রাস্তকৰ্তা আসছে ?' কিমিতে চুমুক মিল পৃথা।

'আজ্ঞা, ভেবে ভেবে টেলশন বাড়িয়ে কোনো লাভ হবে ? ব্রজন কথা শেষ কৰামাৰ
দৰজায় টোকা পড়ল কিমি কেউ চুকে পড়ল না ?' ব্রজন বলল, 'কম ইন।'

এবাব হায়দাৰকে দেখা গেল। তাৰ পৰনে পুলিশেৰ পোশাক নেই। লোকটাকে খুব
ৰাখাবিক বলে মনে হল পৃথাৰ। ঘৰে চুকে সোফায় দসে হায়দাৰ বলল, 'আপনাৰ সঙ্গে
কথা বলা যাব।'

'বজৰন গভীৰ হল।'

'আপনাকে এই শহৰে আমৰাই ইনভাইট কৰে এনেছি।'

'আপনাকাৰা মানে, পুলিশ ?'

'না। বাইৰে বেিয়োৱিলাম বলে বাধা হয়ে আমাকে ওই ইউনিফর্ম পড়তে হয়েছিল।
বজৰন শশনবাবহুৰ যাবা পৰিৱৰ্তন চায় আমি তাদেৱ একজন।'

'আচৰ্য ? আপনি তাৰ মিথৰে বলেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। না বললে আপনি আমাৰ কথা তাৰে বুৰাতে চাইতেন না।'

'এখনও যে বুৰা এমন ভাৱেছে কেন ?'

'এখন আপনাকে বোবাবাৰ অবকাশ পাৰ। চুৰিষ্ট লজে আপনাদেৱ ওপৰে পুলিশ কড়া
ওয়াচ ট্ৰেছিল। যা হৈক, আমাৰ ভেডেছিলাম যে চুৰিষ্ট লজে আপনি নিষিদ্ধ থাকতে
পাৰবেন। আগামীকাল যে উৎসৱ আছে তা ঘৰে দেখবোৱে এবং তাৰ পৰেৱে দিন যে
কাজেৱ জন্মে এসেছেন সেটি কৰে ফিৰে যেতে পাৰবেন। কিন্তু পুলিশ বিশিষ্ণৱৰ
ভাগিচৰে নজৰে পড়ে সব গোলমাল কৰে হেলেলেন আপনারা। ভাৰ্গিস আপনাকে জোৱা
কৰেছিল ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি বিশুই জৰুতাম না বলে উনি জানতে পাৰেননি।'

'আমি জৰুতাম আপনি একা আসছেন। যা হৈক, বে সমস্যাৰ আপনাদেৱ পড়তে
হল তাৰ জন্মে আমৰা দৃষ্টিত। এখনে আপনাকাৰা সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ !'

পৃথা কথা না বলে পাৱল না, 'আপনারা সৱকাৰৰ পাঁচাতে চাইছেন। বোৱাই যাচ্ছে
সৱকাৰৰ আপনাদেৱ ওপৰে সংষ্টুত নয়।' কিন্তু তাৰা আপনাদেৱ এভাৱে থাকতে আ্যালাট
কৰিসেৱে কি কৰে ?'

হসল হালু, 'মাভাম। যে গদি কেড়ে নিছে তাকে জামাই আসৰ কৰাৰ মত বোকা
শাসক পুৰিবীতে কোনও কালে ছিল কি ? ওৱা আমাদেৱ সৰকান পেলে ছিড়ে থাবে।
আমাদেৱ নেতৃত যাবাৰ দাম এখন লক লক টাকা। এই অবস্থাৰ মধ্যে আমাদেৱ কাজ
কৰে যেতে হচ্ছে।'

ব্রজন বলল, 'কিন্তু মনে হচ্ছে আপনারা প্ৰকাশেই আছেন।'

'না। আমাদেৱ একটা আড়ল আছে যা ওদেৱ সদেছৰে বাইৱে।'

বজৰ কফিৰ কাপ টেবিলে রাখতে উঠে দাঢ়াল, 'আপনাদেৱ সমস্যায় আমাকে টানলেন
কেন ?'

'কৰণ আমাদেৱ নেতৃত আপনাকে প্ৰয়োজন।'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ। আপনার চিকিৎসাবিদ্যাৰ জ্ঞানকে।'

'আপনারা আমাৰ চিকিৎসাবিদ্যাৰ ব্যাপারে সব জানেন ?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু আমি যদি চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে রাজি না হই, ?'

'আমনের সমস্যা হবে।'

'তা নিয়ে আমার ভাবনার কোনও কারণ নেই।'

'যেহেতু আমনের আছে তাই শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাব আপনাকে রাজি করতে।'

'আর্থর ! আমি রাজি না হল—।'

'আপনাকে রাজি হতেই হবে।'

'তাঁর মানে আপনারা জোর করবেন ?'

'অনুরোধ আর্থে হলে আমনের সমানে অন্য পথ খোলা নেই।'

'আপনি কোনোভাবে তাঁর দ্বারাছেন ?'

হ্যান্ডের মাথা নাড়ল, উচ্ছব ! এসব কথা আপনিই তুললেন। এখন আমনের পিঠ দেওয়ালে টেকে গিয়েছে। মরিয়া না হয়ে কোনও উপায় নেই। বছরের প্র বছর ধরে কয়েকজন স্বার্থস্বর্ব মানুষ শাসনযন্ত্রে দখল করে পরিব জনসাধারণকে ত্রীবাদ বানিয়ে শোষণ করে চলেছে। বাহিরে থেকে এই চরিত্র বেটু দুরাতে না। আমরা এই প্রতিবাদ করে কোঁৰিলাম। মানুনের মনে আজ অসংজ্ঞায় ফিকি করে ছলেছে। আমনের সংগ্রাম বাধ্যন্তা নিয়িরে আনন্দ সংঘর্ষে। আপনার ধৰাণে লাগলেও এটা সতি।'

'কিন্তু এর মধ্যে আমি কোনোভাবে কোথেকে ?'

হ্যান্ডের পকেট থেকে একটা ঘাম বের করল। সেটা বিছানার রেখে বলল, 'আমনের মেতার ছবি। ভাল করে স্টোড়ি করুন। উনি আজ সক্ষেপেলায় আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। আর হ্যাঁ, আপনাদের যা প্রয়োজন সব এখাইটো পাবেন। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে আপনাদের বাহিরে যেতে পিতে পরাছিন না। পিছ সেই চেষ্টা করবেন না।'

'কুকুলাম, কিন্তু সেই টারিয়ওলাটা কিন্তু দেখে দেছে কোথায় নেমেছি আমরা।'

'ও আমনের লোক !' হ্যান্ডের বেলিয়ে গেল দরজা ঢেউয়ে।

ওর চলে যাওয়া দেখল ব্রহ্ম। তারপর সোজা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলু। হ্যান্ডটা চুপচাপ ! সে বাহিরে পথ রাখতেই আড়াল থেকে একজন বেরিয়ে এল। তাঁর হাতে আয়োজন, সুরা, আপনি ভেতরে যান। যদি কোনও প্রয়োজন থাকে তাহলে বেল বাজিবেন।'

স্বজন জবাব না দিয়ে পৃথকে ভাকল, 'পৃথা ! চলে এসো। আমরা এখন থেকে বেরব।'

পৃথা সাড়া দেবার আপোই লোকটা যে ভাসিতে এগিয়ে এল তাতে স্বজন বাধা হল পেছনে হাঁটে। প্রায় জোর করেই ওকে ভেতরে চুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা। স্বজন দেখল এবার বাহিরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কান্তা চুপচাপ দেবছিল পৃথা। এবার বলল, 'তুমি পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া বাধাবি।'

'চক্রকর ! এরা অন্যায়ভাবে আমনের আটকে যেখেছে সেটা দেখছ না ?'

'দেখেছি। কিন্তু বুক্ষিমানো এমনভাবে ঝগড়া বাধায় না।'

স্বজন রাগী ভাসিতে যিয়ে এল বিছানায়, 'আমি করব না। ওরা যা বলবে তা করতে হবে এমন দাসত্ব লিখে দিনুনি আসন আগে। আর ওরা জানে না এটা একটা শ্রমিকের ৭৬

কাজ নয় যে কেউ করতে বাধ্য করতে পারে, অপারেশন টেবিলে গিয়ে আমি যা খুলি তাই করতে পারি !'

'সব ঠিক। এখন মাথাটাকে একটা ঠাঁঠান করো।' পৃথা বর্থাওলো বলে এগিয়ে গেল তিভিরে দিকে। বোতাম টিপে সেটাকে চালু করল। কোনও পথ্যত মানুষ মারা গিয়েছেন, তিভিতে তাঁর স্মরণে বলা হচ্ছে। বাবু বসন্তলাল কত বড় সমাজসেনার ছিলেন তাঁর বক্তনা দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'ঠাঁ প্রিয় জাহাঙ্গী ছিল পাহাড়ের ঝুক নিজের একটি বালো। সেখানে যেতে তিনি খুব ভালবাসতেন। তাই সেই বালো যখন তিনি শেষ নিখাস ত্যাগ করেন তখন আশা করল তাঁর আয়া শাস্তি পাবে। হৃদয়োগে আকাঙ্ক্ষ হয়ে বাবু বসন্তলাল মরলের পোপে চলে গেছে আমনের দেলে রেখে।' বাবু বসন্তলালের বালোর ছবি ঝুঁটে উঠাইটো ইঞ্জন চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে ! কি বলছে। ওই বালোতেই আমরা নিয়েছিলাম। লোকটাকে খুন করা হয়েছিল !'

কোনও খবর নেই। শহুর এবং শহুরের বাইরে সৰ্বত্র মাইনে করা লোক ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তবু এই অবস্থা। বাবু বসন্তলালের সকারের বাবুকা করে অসুর পরই প্রথম খবরটা এল। ওই ভাঙ্গার আর তাঁর বউকে চোথে আখার দায়িত্ব ধার ওপর দেওয়া হয়েছিল সে জানাচ্ছে, এক পুরুষ অভিযানের ট্যারিংতে তুলে ওদের কোথাও নিয়ে গিয়েছে। মিনিং পার্কের মধ্যে ভার্গিসের সামনে ঘৰাটীয় আসিস্টেন্ট কমিশনারুরা গভীর মুখে বসে বলে দিল। ভার্গিসের হাতের চুক্টাটা ভিলভারের মত ধৰা। ঘরে ওই মুক্তি কোনেও শব্দ নেই।'

ভার্গিস প্রথমজনের দিকে তাকালেন, 'অফিসরাটা কে ?'

'আমি বাজি রেখে বলতে পারি আমনের বাহিনীর কেউ নয়।' লোকটা মিনিম করল।

'তাহলে কে ?'

'স্মাৰ, এটা হ্যান্ডারের কাজ হতে পারে।'

'বাট ! চক্রকর ! এরপর হ্যান্ডের এই চেয়ারে বসে আপনাদের অভর্তি করবে এবং আপনারা তা মাথা ছিঁড় করে শুনে ধোনে যাবে। আকাশগালেরে ধাৰা যাবে না কাশে সে রাজুর বেচে হাঁচে না। এই কথায় তো এতদিন বলে আলহিলেন। হ্যান্ড অ্যাবাট্ট দিজ পিপল ? হ্যান্ডের, ডেভিড ? এরা তো নাকের ডগ দিয়ে সব কাজ হাস্তিল করে চলে যাবে। ওয়ার্ল্ডেশ ! আমার মনে ঠিকই সন্দেহ জেছিল, এই ভাঙ্গার ছেকুরাটা ওদের সদে জড়িত। আকাশগালেরে চিকিৎসার জন্যে ওকে নিয়ে আসা হয়েছে। সাড়ে করতে পারেন ঠিক শৌচে হেতাম।' হাতল ভাঙ্গিতে টেবিলে চুক্ট রাখলেন ভার্গিস।

একজন মিনিম করল, 'ভাঙ্গার সম্পর্কে শোঁ দেব স্মাৰ !'

'অভিয হেটে জানতে পারেন ওর প্রাপ্তানু কিরকম দারণ ছিল। শিয়ে দেখুন, ওর ঠিকাশলেও ছুটিস লজে জিজিটে দেনোট করা নেই। এখানে যখন ওকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল তখন নামহাম এছিঁ করা হয়েছে ?'

'না স্মাৰ ! মানে আপনার সঙ্গে অনেক কালে এলেছিল। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি ওকে এই ঘরে ভেকে পাঠিয়েছিলেন। মিনিং ক্লার্ক ডিউটিতে জয়েন করে ওকে পায়নি।'

অফশোলে তাঁর বিশাল মুখ্যটা কয়েকবার দুপাশে নাড়লেন ভার্গিস। তারপর ছির হয়ে

জিজ্ঞাসা করলেন, 'সোম সম্পর্কে কোনও বিপোর্ট আছে ?'

'আছে স্যার !' প্রথমজন এবার সেজা হয়ে বসল।

'আপোর্ট করা হয়েছে ?' চেষ্ট হৈত করলেন ভার্গিস।

'অভ্যর্জনে করা যায়নি। কিন্তু আজ বিকলের মধ্যে—।'

'এই আপনার রিপোর্ট ?' চিঠির করে উত্তোলন ভার্গিস।

'না স্যার !' লোকটা ঢেক পিলুল, 'কল রাতে শহরের বাইরে চেকপোস্ট থেকে এক মাইল দূরের একটা গ্রামে সোম আশ্রয়ের জন্যে দিয়েছিল। অত রাতে আমের সেকুজন দরজা খেলেনি প্রথমে। শেষে কেউ কেউ দেখিয়ে এলে সোম নিজেকে পুলিশ অফিসার বলে পরিচয় দেয়। ওর কপাল ঘারাপ, পুলিশ বলেই হয়তো কেউ তাকে আশ্রয় দিতে চায়নি। আমের লোকজন বলেছে সেই অকরকারেই সোম দণ্ডণ দিকে ছাটিতে শুরু করেছিল। দণ্ডণ দিক দিক তিনটো গ্রাম করে। আমাদের লোকজন সেই গ্রামওলোতে সচ করছে এখন। নিষ্ঠত বিদেশীর মাঝেই সোম ধরা পড়ে যাবে।'

'পুলিশ বলে আশ্রয় দিল না। কথাটা শুনতে আপনার খুব ভাল লাগল ? ওর গাড়ি ?'

'গাড়িটাকে খালে পাওয়া যায়েছে। একটাই ধীর। গাড়িটা বাবু বস্তুলালের বাংলো ছাঁড়িয়ে নীচে যাওয়ার রাস্তা থেকে নীচে পড়েছে। অথচ সোমকে দেখা গেছে উল্টো দিকে চেকপোস্টের কাছের গ্রামে। এতটা রাস্তা সোম কি করে যিবে এল— ?'

'সেটা যদি বুঝতে পারতেন তাহলে এই চেয়েরে আমি বসে থাকবো না। শুনু, আকাশগঙ্গার এবং তার সীরীর হিল, এবং তারের সঙ্গে একটা ভাঙ্গার জুটিই। আমার ধূর্ণা হিল আকাশগঙ্গার বাইরে কেনে বা পাহাড়ে পাহাড়ে আছে। ভাঙ্গার এখনে আসার পর আমি নিমনদেহে, সে এখনেই আমে। এই এতগুলো লোক আমাদের নাকের ডগায় আছে অবশ্য তারের খুঁজে বের করতে পাইব না। নে ? এটা আর দেশিদিন চলতে পারে না। আগামীকালের মধ্যে এরে খুঁজে পেতেই হবে। নইলে আপনাদের সম্পর্কে বোর্ট কি নিষ্কাট নেবে তা আপনারা কলনা করতে পারছেন না।'

ভার্গিস মিটিং ভেঙে দিলেন।

সবাই যখন গাঁথির মুখে ঘৰ হেঁড়ে দেখিয়ে গেল তখন তিনি ছুট ধরালেন সময় নিয়ে। তাঁগুর চেয়ার ঘূরিয়ে ভানদিকের দেওয়ালের পিকে তাকালো। সেখানে বিশাল মাঝে এক শহরের প্রতিটি রাস্তা আঁকা আছে। ছুটিতে খেতে খেতে আলাকায় এক লুকিয়ে চোখ বেলাতে সোজা হয়ে পড়েন। শহরের ঘনবস্তি এলাকায় এবং লুকিয়ে থাকবে এমন তো নাও হতে পারে। এতদিন তার কেলেলাই মনে হত জনসাধারণের সঙ্গে মিল দেখে এরা আপনেশন চালাচ্ছে। যদি উল্টোটা হয়। শহরের পশ্চিমাঞ্চলের দিকে নজর রাখলেন তিনি। মহাবিত্ত শেষীর কেউ ওখানে থাকার কথা ভাবতেই পারে না। বিশাল বাড়ি, বাগান, শাস্তি নির্ভর এলাকা। এদের সুরক্ষার জন্যে পুলিশ দিনবর্ত বড় রাস্তাগুলোতে উহুল দেয়, কিন্তু বাড়িগুলোর ভেতর কি হচ্ছে তা জানাব সুযোগ হ্যানি। বড়লোকদের আশ্রয়ে বলে থাকেই নেওয়া হয়েছিল, আকাশগঙ্গার সঙ্গে কেনও স্বরে নেই। এইব্যব বাড়ি সার্ট করা সুইচের পার্শ্বে। কিন্তু মনে যে সমস্যাটা এসেছে তা দূর করতে সেটা দরকার। অবশ্য একাই নি এত বড় ব্যাপারে অভ্যর্জন।

'স্যার ! আমি আপনাকে বলছিলাম কল সকা঳ে আমি লোকটাকে মুঠোয় পাব।

কিন্তু অক্ষগুণ দেখি করার প্রয়োজন নেই, যদি আপনার অনুমতি পাওয়া যায়।'

'কিরকম ?'

'আমাদের প্রয়েষ্ঠ সাইডের বাড়িগুলো সার্ট করার অনুমতি চাইছি স্যার।'

'আপনি সি পি, এটা পুলিশের আওতায় পড়ে, তাই না ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি যদি আমাকে ময়াল সাপোর্ট করেন তাহলে—।'

'ভার্গিস ! বাবু বস্তুলালের পোস্টমার্টেম হ্যানি কেন বোর্ড জানতে চেয়েছিল।'

'স্যার !' গলা শুবিয়ে গেল ভার্গিসের, 'ম্যাজাম !'

'বাবুবের ময়াল সাপোর্ট করা আমার পক্ষে সতর্ক নয়। কার নির্দেশে কেন কি করা হয়েছে 'তা আমাদের জ্ঞানের কথা নয়, শেষ পরিণতির জ্ঞানে' দায়ী করব পুলিশ কমিশনারকে !' লাইনটা কেটে গেল। ভার্গিসের দুই আঙুলে ধরা ছুট থেকে ক্ষীণ হোয়া পক্ষ থাইছিল শুন্যে।

বাবো

চেকপোস্টের আগে নেমে পড়ে নিজেকে বুর্দিমান বলে ভেবে শুধি হয়েছিল সোম। যেভাবে শহরের বাইরেও পুলিশগুলো ছুল দিলে তাতেও ওই মার্কতি গাড়িতে থাকলে এতক্ষণে মার্কির ভুল ঘরে চলাল হয়ে দেতে সে। চেকপোস্টে নিচ্যেই ভাল করে গাড়ির আরোহীদের জেরা করা হচ্ছে। সোম নেমে পড়েছিল থানিকটা আগে এবং রাস্তা হেঁড়ে উঠে এসে পাহাড়ে পাহাড়ে। সেখান থেকে রাস্তাটা পরিকল্পনা দেখা যায় কিন্তু রাস্তা থেকে কেটে তাতে দেখতে পাবে না।

তখন প্রায় শেষ রাত। বসে থাকতে থাকতে শুম এল। পাহাড়ি পাথের হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করতেই শুম দখল করল তাকে। যখন ঢোক শুল তখন আলো ফুটে পিয়েছে। এবং তখনই তার মনে হল শহরের বাইরে আমার তার জীবন দিয়ে দেখে বটে কিন্তু আকাশগঙ্গার অবধা সেই বর্ষ দিতে আসা লোকটাকে ধরা এখনে থেকে সতর্ক নয়। সে হেঁচে এসে পালিয়ে যেতে পারে শেষে থেকে কেন্দ্রের পুলিশ পৌছাতে পারবে না। কিন্তু ওই পালিয়ে থাকা জীবনে কেন্দ্রের সুব দেই। এখন শহরে চুক্তে দেলেই সে ব্যাপ পড়ে যাবে। আর বেনান বোকামিনে সে নেই অবশ্য তার পক্ষে শহরে ঢেকে খুবই জুরি।

খোলা আকাশের নীচে রাত কাটিয়ে অথবা টানটান না ঘুমানোর জন্যেই সোমের শরীর এখনও আলসা পছন্দ করছিল। সে দেখে নীচের রাস্তা দিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের গাড়ি চলতে শুরু করেছে। সাধারণত উৎসবের আগের বারে বিভিন্ন গ্রাম থেকে মনুভবজন দলবর্তী তাদের গ্রাম-দেবতাকে নিয়ে আসে শহরে। শহরের দেৰীকে পরিকল্পনা করে আমার পাশে যাও আমি। এইসব দেবতাকে চেহারার অনুভূত, অনেকের নামও নতুন ধরনের। রাতের ওই আর্যা মানুষের দলে চুক্ত পড়ে পারাতে শহরে পৌছানো সতর্ক হতে পারে। সারদিনের পরিষ্কারের পরে রাতের জনতাকে আর খুঁটে পরীক্ষা করার ক্ষমতা চেকপোস্টের পাহাড়াবারের না থাকারই কথা। কিন্তু সেই সুবেগে নিতে গেলে তাকে মধ্যরাত পর্যন্ত এখন বেস থাকতে হচ্ছে। সোম ধীরে ধীরে হাতীয়ে হাতীয়ে ভাঙ্গার আধা এখনে পড়ে থাকা অস্তর। সোম মনুভবজন করতে পারছিল না। সে উঠে পাহাড়ের দিকে তাকাল। এই পাহাড়ের বিভিন্ন দালে ছোট ছোট প্রাণ ছড়ানো। আকাশগঙ্গারে থোঁজে এইসব গ্রাম

পুলিশ বারংবার হানা দিয়েছে। এখনও পুলিশের লোক ছড়ানো আছে এখানে ও খানে। আমে তার পক্ষে খাওয়া বিপজ্জনক হবে।

এইসময় একটা লরি এসে দীঘাল নীচের রাস্তায়। লরিটা মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে। ভাইভারের পশের দরজাটা খুলে একটা মেসে লাল পিয়ে নীচে নামল। সেমে ঠিক্কার করল, 'ভালভাবে যাও।' লরিটা ওপরে উঠে গেলে মেসেটা চাকাল তাকাল। তারপর সরে এল পাহাড়ের দিকে যেয়ে সোম দাঁড়িয়ে আছে। মেসেটোর চেহারা অত্যন্ত সাধারণ, পেশে একেশীয়। সোম কর্মে সুরক্ষা করলে কিন্তু মেসেটোকে দেখতে পেল না। অর্থাৎ মেসেটা পাহাড়ে উঠেনি আরে নীচেও নেমে যায়নি। সেটা করতে হলে ওকে রাখা ডিক্টিয়ে যেতে হবে। এই সেয়ের পক্ষে তাকে চেনা সম্ভব নয়। একটু কৌতুহলী হয়েই সোম ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগল। নীচের রাস্তায় নামামাতে মেসেটিকে দেখতে পেল সে। রাস্তার ধারে একটা পাথরের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে চৃপচাপ। সোমকে দেখামাত্র তার ঢোক হুটি হয়ে গেল, মুখ সবেছ। সোম হাসতে সে হাসানে ঢে়া করল। একটু এগিয়ে এসে সোম জিজ্ঞাসা করল, 'কুমি শহরে যাচ্ছ না ?'

'উৎসব তো কাল, আজকে গিয়ে কি হবে ?' মেসেটোর কথা বলার ধরন বেশ ক্ষয়ক্ষতিপূর্ণ।

'তা অবশ্য !' বলামাত্রই একটা গাড়ির আওয়াজ কানে এল। ওটা যদি পুলিশের গাড়ি হয় তো এভাবে মুঠ দেখানো মানে নিজের সর্বনাশ ভেক আসা। সে চাকিতে পাথরের আড়ালে চলে এল। গাড়িটা যখন সামনের রাস্তায় পৌঁছাল তখন দেখা গেল সেমের সবেছ ভুল নয়। মেসেটোর দিকে নিরিষ্প ঢোকে তাকিয়ে বন্দুকধারী পুলিশ গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেল। মেসেটা এবার তার পেছনে দীঘালনো সোমকে দেখল। এই লোকটা যে পুলিশের ভয়ে ওখনে পিণে ঝুকিয়ে তাতে তার কেনার সবেছ দেই। লোকটা কে হতে পারে ? চেহারা দেখে ঢোক-ডোক বলে মনে হচ্ছে না। আবার পালিয়ে বেঢ়ানো বিহুবলীর কর্মসূলের মত চেহারা নয়। সে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে ?'

পাথরে আড়াল কেবল কেবলে এসে সোম হাসল, 'আমি ? একজন সাধারণ মানুষ।' 'সাধারণ মানুষ কেবলও পুলিশের মেমে ভুল পায় না !'

সোম বুকল তাকে একটা পরিচয় দিতে হবে। সে গুরু তৈরি করবার চেষ্টা করল কিন্তু তেমন জুস্তসই কিন্তু না পেয়ে বলল, 'আমি আমার ভাইয়ের বৈজে শহরে যেতে চাই।'

'ভাই ?'

'হ্যাঁ। ও শহরে থাকে। পুলিশ ওকে খুঁজছে।'

'পুলিশ ওকে খুঁজছে কেন ?'

'বি বলব ! ওর জন্যে আমাদের পরিবারের সবাই জেলে পিয়েছে। মানে পুলিশ সবাইকে খেরে নিয়ে পিয়েছে। আমি ইতিয়ার জিলাম বলে হেঁচে গেছি।'

'আপনি তাহলে ইতিয়ার থাকেন ?'

'হ্যাঁ !'

'আপনি পুলিশকে তার পাছেন কেন ?'

'ওই যে, বললাম তো, পুলিশ আমাকে পেলেও ধরবে। ভাইয়ের খবর নেবে। আমি ধরা না পড়ে ভাইয়ের কাছে পৌঁছাতে চাই।' সোম গল্পটা বানাতে পেরে খুশি হল।

'পুলিশ যেখানে আপনার ভাইকে খুঁজে পাওয়া না সেখানে আপনি কী করে পাবেন ?'

'আমি মুঠ-একজনকে চিনি যাবা ব্যবরতা দিতে পারে।'

'আপনি আগে এই শহরে থাকতেন ?'

'হ্যাঁ। বছৰ দশেক আগে আমি ইতিয়ার চলে গিয়েছিলাম।'

'আপনার ভাইয়ের নাম কি ?' মেসেটা সরাসরি তাকাল।

সোম বিপক্ষে পড়ল। তারপর সেটা কাটাতে পাটা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে ? তোমাকে আমি এতসব কথা বললাম কেন ? না, না, আমি আর কোনও কথা বলতে পারব না !'

মেসেটা এবার হাসল, 'আপনি যদি সত্যি কথা বলেন তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'কীবৰ ম ?' সোম এইব্রহ্ম কিন্তু শুনে বলে অশেখ করাইল।

'পুলিশের ঢোক এত্তো শহরে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারি।'

'বেশ ! বলছি। আগে তোমার ব্যাপারটা জানি।'

'জানি ?' মেসেটা পাথর খেতে নেমে দীঘাল, 'আমার নাম হোনা ?' তারপর দূরের পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ইতিয়ান আমাদের গ্রাম। শামে ধোয়া উঠে বলে আমি এখানে বসে আছি। ওটা সবচেত। আমে গোলমাল থাকলে আগুন হেলে আকাশে ঘোঁষ তোলা হয়।'

'ও কি ধরনের গোলমাল ?'

'ওখনে না দেলে বলতে পারব না !'

'জুমি কিভাবে আমাকে সাহায্য করবে ?'

'এখনও ভাবিনি। কিন্তু আপনার ভাইয়ের নামটা বলনেনি আপনি।'

মুখে এসেছিল আকাশকলাৰের নামটা কিন্তু শেষমুহূর্ত শামলে নিল। সে গত্তীর মুখে বলল, 'আমি জানি না তুমি আমার সঙ্গে বিস্মায়াকতকা করবে কি না !'

'আপনার সবচেই হওয়া ব্যাকবিকন !'

'আমার ভাইয়ের নাম জিজ্ঞবৰন !'

'ও !' মেসেটা বৃঢ় ঢোকে তাকাল।

'তুমি আমাকে ভাইকে চেনো ?'

'আমার ভাইকে কাছের লোকেরের নাম কে না জনেছে! কিন্তু শহরে গিয়ে আপনার ফেনেও লাভ হবে না। চিতা এবং নেকডেভেনের খবর ব্যবহ ভগবানও জানেন না !'

'কিন্তু আমাকে যেতে হবেই !'

'কেনে যাবেন ?'

'আমি ভেডে দেখলাম যেখানে আমার সব আয়ীয়জন ভেনে বন্দি সেখানে আবি ইতিয়ার বলে আরাম করছি এটা ঠিক নয়। আমি ভাইয়ের পাশে গিয়ে দীঘাল, সোম এমন আবেগে কথাগুলো বলল যে হেনা খুশি হল, 'বেশ, আসুন আমার সঙ্গে !'

'কোথায় ?'

'এখন্যে দাঁড়িয়ে পাকলে বারবরের পাথরের আড়ালে গিয়ে খুক্কোতে হবে আপনাকে।' হেনা তার প্রান্তের উন্টেন্ডিনিকে পাহাঙ্গড়ে উঠতে লাগল। সোম তেবে দেখল তার মাথায় ধূম বিছুর আসছে না তাম মেসেটোকে বিশ্বাস করাই একমাত্র পথ। মেসেটোর কথাবাবি থেকে সরাসরি না হলেও আভাসে সেখা গেছে যে বিশ্বাসীনের সঙ্গে ওর যোগাযোগে আছে। শহরে চুক্কে হলে ওর ওপর নির্ভর করেই হবে। পক্ষদ্বিতি পথ ধরে ওপরে উঠতে উঠতে মেসেটা হাঁঁ ধূরে দীঘাল, 'আপনি এখানে এলেন কীভাবে ?'

‘এক ডাক্তার ভদ্রলোকের গাড়িতে লিফট নিয়েছিলাম।’

হেনো চোয়াল শক্ত হল। সমস্ত থেকে পাহাড়ে উঠার পথে তার ডিউটি ছিল। এক বাক্সবাইর পানবিড়ির দেকানে বেসেছিল সামান। বিকেলের দিকে ডাক্তারের লাল মার্কিটিকে ওপরে উঠার দেখে সেই খবর পাঠিয়েছিল ওপরে। কিন্তু ডাক্তারের গাড়িতে তো একজন মহিলা ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, ‘কী গাড়ি?’

‘লাল মার্কিট। ইউভিয়ার গাড়ি।’ সোম সরল গলায় ঝোঁঝো দিল।

হেনো মাথা নড়ল। লোকটা ঠিক বলছে। তাহলে ওঠার সময় পেছনের সিটে লুকিয়েছিল লোকটা তাই দেকানে বসে দেখতে পায়নি সে। ত্রিভুবন আকাশগালের টিন প্রধানসঙ্গীর কেজন। সমস্ত দেশে কুকিয়ে থাকা কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দায়িত্ব ওর ওপরে। আর এই লোকটা যদি ত্রিভুবনের ভাই হয় তাহলে ওকে সাহায্য করা উচিত। ওরা হাঁটতে গুরু করল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সোম জিজ্ঞাসা করল, ‘আমরা কোথায় যাচ্ছি হেনা?’

‘বুই কেওঁ দূরে আমরাই এক বুক্স থাকে, তার কাছে।’

‘তোমার বুক্স?’

‘হ্যাঁ।’

‘মানো ব্যায়েক?’

হেনো শব্দ করে হাসল, ‘আঙুল মানেই হাতের আঙুল ? পায়ের হয় না ?’

‘তা অবশ্য।’

হাঁটা হেনো দিব্দিয়ে গেল। দূরের আকাশে তখন পুঁজ পুঁজ ঘোরা। সে মাথা নড়ল, ‘না। আর এগোনা যাবে না। ওখানেও গোলমাল শুন হয়েছে। উৎসবের আগে ওরা সম্ভবতেকে খালেমালে চলে আসছে। এতে অবশ্য ভার্সিসের বারোটা বাজতে দেরি হবে না।’

ভার্সিসের নামটা কানে দেখেই একটু শক্ত হল সোম, ‘তুমি ভার্সিসে দেখেছে ?’

‘কে না দেখেছে ওই বুলঙ্গকে ?’

অবস্থিতা অপ্রয়া বাঢ়ল। ভার্সিসকে দেখেছে আর তাকে স্যাদেখনি এমন কি হতে পারে। তার পজিশন ছিল দুন্দুন্দুরে। ওরা জানতে পারলে খুব করতে ঝিখ করবে না। একদিনকে ভার্সিস আর অনানিদে বিহুরী, সোম দিশেছেরা হয়ে পড়ছিল।

হেনো বলল, ‘আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। ওইদিনে চলুন। এখনে একটা ঝরনা আছে। চট করে কারও নজরে পড়বে না।’

ওরা ঝরনার দিকে এগোন্তেই আকাশে হেলিকপ্টারের শব্দ ডেসে এল। হেনো দৌড়তে লাগল, ‘আড়াড়াড়ি সোড়ান। দেখে দেখলে গুলি থাবেন।’

পরকাশ বছর বয়সে যতটা দোজনো সঙ্গে সোম ঠিক ততটাই দোজাল। জঙ্গলের আড়ালে চোকামাত্র বসে পড়ল সে। মাথার ওপর চকুর থাছে হেলিকপ্টার। ওগুলো তার চেনা। পাহিলো হয়তো এখনও সামনাসামনি দেখলে তাকে স্যালুট করবে। কিন্তু রেইজেনে সব যখন ওগুলো বাবহার করা হয় তখন নির্দেশ থাকে সন্দেহজনক কাউকে দেখবেই ওলি করার। ওলি না করে ওগুলো চলে গেল যখন তখন বোৱা যাবে ওদের চোখ এড়ানো গেছি। সোম উঠল। সামনেই হেনো, হাসছে। বলল, ‘আমান তো বেশ টেন্টিং আছে দেখছি !’

‘না, মানে, মনে হল।’ যেন বিড়বিড়ি করল।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটু এগোন্তে করনাটাকে দেখা গেল। পাহাড়ের বুক থেকে ৮২

নেমে ছায়াছায়া নির্জনে নিশ্চলে বয়ে যাচ্ছে। সোম বলল, ‘বাঃ, কী সুন্দর !’

‘আগনার খিদে পেয়েছে ?’

প্রগাটা সোনামাত্র খিদে পেয়ে গেল সোমের। কাল বিকেল থেকে কিছুই খাওয়া হচ্ছিল। সারাকপ টেনশনে থেকে খাওয়ার কথা মনেও আসেনি। এখন জল, নির্জনতা এবং ওই প্রেম মনে হল হেতে পেলে আর কিছুই চাইত না সে।

প্রগাটা করেই নিজেই উত্তর দিল হেনা, ‘পেলে কিছুই পারেন না এখানে। তবে !’ সে সোমের দিকে আকাল, ‘আগনার কাছে রিভলভার আছে ?’

অজাহৈই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেই মনে মনে ঘোপে গেল সোম নিজের ওপরে। রিভলভারের কথা স্থীকার করল কেন ? সাধারণ মনুবের সঙ্গে রিভলভার থাকে নাকি ! গুরুত্ব !

‘তাহলে একটা পথ আছে। ওই দেখুন, বেশ মোটাসোটা ভাঙ্ক। গুলি করে যদি মারতে পারেন, তাহলে আগুন হালে রেস্ট করে নিতে পারি ! হেনা হাসল।

সংকেত হাস্তিক সোমের রিভলভারটা বের করতে। সার্ভিস রিভলভারটাকে দেখলে হেনা কি দেখতে পারবে ?’ সে মুঠ আপত্তি করল, ‘গুলি ছুঁড়লে শব্দ হবে না ?’

‘হলে হবে। ওপামে খোয়ায়া, মাথার ওপর হেলিকপ্টার, কেট শুনলে তারবে পুলিশের গুলি। এদিকে আর অসমে না তাহালে !’ হেনা বলল।

সোম ভাঙ্কটাকে দেখল। কমসে কম এককেজি ওজন হবে। হেলিকপ্টারের আওয়াজে বোধহ্য একটু ভয় পেয়ে গেছে। সে হেনার দিকে আকাল। ঘীটোকাকে বড় বেশি মনে হচ্ছে এখন। যা হয় হবে আগে তো খেয়ে নিই, মনে মনে ভাবল সে।

সে রিভলভার বের করে তাগ করল। ভাঙ্কটা মুখ ফিরিয়ে এসিকে আকাশে। সোম প্রিমার দ্বিতীয়েই কানাটাকে আওয়াজ ছান। বিলু পাখি উভে গেল আকাশে শব্দ করে। আর ভাঙ্কটা মুখ দেড়ে পড়ে গেল যেখানে বসেছিল। হেনো বলল, ‘বাঃ, আগনার টিপ তো দার্শন !’ বলে দোড়ে গিয়ে ঝুঁড়িয়ে আনল পাখিটাকে। সোম খুশি হল। একসময় সে ফোর্মে বেঠে গুটাই ছিল।

আওয়াজটা শব্দন কানে লেগে ছিল। সেমন আকাশে নজর করল। হেলিকপ্টার আপত্তি নেই। কিন্তু কালোটা বেশ বোকার মতই করছে। পুলিশের পক্ষে ওটা গুলির শব্দ বুবুতে অসুবিধে হবে না।

‘নিন, হাড়ন। আমি আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করি।’ হেনে পাখিটাকে সোমের হাতে তুলে দিল।

এ বাপোরে সোমের কিঞ্চিৎ অভ্যন্ত ছিল ঘোবনের শুরুতে। সেটা মনে করে সে হাত লাগাল। যেহেতু হাতিয়ে শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আগুন জ্বালিয়েছে। ঘোয়া বের হচ্ছে। সেটা লাগ করে সোম বলল, ‘দূর থেকে দেখলে লোকে তারবে এখানেও গোলমাল হচ্ছে !’

‘কেন ?’ হেনা আকাল।

‘আগনার আগুন থেকে ঘোবো উঠেছে !’

‘ভালই তো। গুলির শব্দ আকাশে ঘোয়া, কেট এদিকে আসবে না।’

কিন্তু একটু ভয় হয়ে গেল। ওরা যখন ভাঙ্কটের স্কেবা মাঝে আরাম করে চিরোচে তখন জঙ্গলের মধ্যে চারজন মানুষ হিঁড়ে হয়ে দাঁড়িয়ে। মুঝনের হাতে আয়েয়া। হেনার ঠিক পেছনে গোছের আড়ালে ওরা। চোখ বুক করে গোবারের বাদ মা নিলে সোম আবার

কিছুটা দেখতে পেত। হেনা জিজ্ঞাসা করছিল, 'আপনি সবসময় রিভলভার নিয়ে ঘোরেন?'

'সবসময় নয়। এবারই আমার সময় মনে হল সঙ্গে রাখা ভাল।' সোম হাত চিবেছিল।

'এদেশে কোনও রকম আগ্রহের সঙ্গে রাখা অপরাধ, ধরা পড়লে দশ বছর জেল।'

'তুমি না ধরিয়ে দিলে পুলিশের সাথে নেই আমাকে ধরে।'

'আমাকে আপনি চেনেন না, একটু আগে আলাপ হল, হঠাতে এত বিশ্বাস হয়ে গেল কি করে?'

'কটিকে কটিকে প্রথম দেখেই এরকম মনে হয়।'

'আপনার রিভলভারটা একবার দেখব?'

'নিশ্চয়ই।' পাশে রাখা রিভলভারটা সোম তুলে দিল হেনার হাতে। হেনা ওটা নিয়ে উঠে দাঢ়ান্তে জঙ্গলে দাঢ়ান্তে সোমকে হেনার মুখ দেখতে পেরে ব্যক্তি গ্রেল। সোমকে বিশ্বিত করে ওরা বেরিয়ে এল সামনে। দেখামত সোম লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ব্যক্তি হেনা বলল, 'আপনার ডর পাওয়ার কিছু নেই। এবা আমার বক্স।'

সোমের মুখ শুধুমাত্র দিয়েছিল। তার রিভলভার এখন হেনার হাতে। অসহজে চোখে সে লোকগুলোকে দেখল। একজনের নিয়ে কিছুটা মূল সরে গেল। বাকিরা পাখরের মত দাঁড়ান্তে সামনে দাঁড়িয়ে। এখন থেকে পালাবার কোনও পথ নেই।'

যে লোকটা হেনার সঙ্গে কথা বললে সে উত্তেজিত, 'তুমি এখনে কেন?'

'গ্রামে যোঝ উঠেছিল বলে তোমার গ্রামে যাচ্ছিলাম। ওখানেও গোলমাল মনে হল।'

'হ্যাঁ। আজ সবজাগ্রামে পুলিশ হানা দিয়েছে। কিন্তু এই লোকটাকে কোথায় পেলে?'

'রাত্যাব আলাপ হল।'

'লোকটাকে তুমি চিনেছে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ও নিজেকে তিতুবেরে ভাই বলে পারিচয় দিয়েছে। ইতিয়ায় থাকে, তিতুবের সঙ্গে দেখা করতে চায়। পুলিশ দেখলে ওকে ধরবে বলে শহরে চুক্তি পারেছে না।'

'বাজে কথা, মিয়ে বাধা।' লোকটা গর্জে উঠল।

'আস্তে কথা বল। বাপগীরটা দে আমরা জানি তা ওকে বোধাবার দরকার নেই।'

'কি বলছ তুম? লোকটা আমাদের ওপর কি অভাবচর করেছে তা মনে নেই?'

'আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে কোনও গোলমাল হয়েছে ওর।'

'কিছুই হচ্ছিন। সব ভৌগোল। দাঁধে ও ছেঁছেন হয়তো পুলিশ আসছে।'

'না। সেটা হলে একক্ষণে টের পেতাম। আগে ওর সংস্কর্ক খবর জোগাড় করো। যদি কোনও গোলমাল না থাকে তাহলে বাবস্থা নিতে অসুবিধে হবে না।'

'অমি এখনই পাঠাই।' কিন্তু ততক্ষণ ও কোথায় থাকবে?'

'তোমাদের গ্রামে কি অবস্থা।'

'অল গ্রামে। পুলিশ চলে গিয়েছে।'

'সেখানেই চলো।'

হেনা কিমি এসে সোমের সামনে দাঢ়াল, 'আপনার রিভলভার দেখে আমার বক্সে খুব নার্জিস হয়ে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে থাকলে এটা প্রয়োজন আপনার হবে না।'

৪৮

সোম একটু মাটি গ্রেল যেন, ঘাড় না ডাল, 'ঠিক আছে।'

'এরাই আমার বক্স। ওদের গ্রাম এখন শাস্তি। আপনার গ্রাম শব্দ শুনে দেখতে এসেছিল। চলুন, ওদের আমে গিয়ে বিশ্বাস করা যাক।' হেনা এগোল সোমের সামনে অন্য কোনও পথ খোলা নেই। এবা তাকে কেন চিনতে পারে না তাই তার মধ্যেয় চুক্তিল না। আসিস্টেন্ট কমিশনার হিসেবে সে অনেক আকশনে নেতৃত্ব দিয়েছে, অনেক অনুষ্ঠানে উপস্থিতি দেখেছে। মনে হয় গ্রামের মানুষ বলৈ তাকে সাধারণ পেশেরে চিনতে পারে না। শব্দেরে লোক অকেনে বেশি চালাক হয়।

ওরা একটা পাহাড় গ্রামে চুক্তিলেই দুটো কুরুক ডেডে এল। একটা লোক ধমকে তাদের সরিয়ে দিল। আসন্নের সময় সোম লক্ষ করেছিল হঠাতে উদয় হওয়া চারজনের মধ্যে একজন তাদের সঙ্গে ফিরেছে না। কোথায় গেল লোকটা? জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়নি তার।

একটু আগে পুলিশ ঘুরে গিয়েছিল বলে গ্রামে উত্তেজনা ছিল। মানুষজন বাহিরে দিল্লিয়ে ওই বিষয়েই আজোচান করছিল। তারা এসের দেবতাতে পেল। হেনা মেরোদের দিকে হাত নাড়িল। হঠাতে একটি শ্রোঢ় চিকিৎসক করল, 'ওই যে ওই যে পুলিশ, আমার ছেলেকে মেরেছে, ওকে আমি ছাড়ব না, মার, মার, মার।' পাগলের মত লাঠি হাতে ডেকে এল লোকটা।

হেনার সঙ্গীরা লোকটাকে আটকাল, 'চাচা নিজেকে শাস্তি করো। আমরা ব্যাছি নই। বিনা বিচারে ওকে মারা ঠিক হবে না।'

কথটা কানে যেতেই সোমের মেরুদণ্ড কন্ধকন করে উঠল।

তরেো

দুপুরেই শহরটার অনেকখনি উৎসবে মোগ দিতে আসা মানুষে ভরে গেল। এবার শহরের সব রাস্তায় হেতে দেওয়া হচ্ছে না তাদের। বিশ্বাস কোকে যে মাটি সেখানেই, ভিড়টা বেশি। উৎসব শুরু হতে এখনও চারিশ ঘণ্টা বাকি। যতই চিতার পেস্টার পুলিশ ছড়িয়ে দিক, রাস্তানোক উত্তেজনার চেয়ে ধীরীয় আজোর-অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ গ্রামের মানুষের মনে প্রল। কোতুবেরের বাপাগাঁ হত শুশু বিশ্বের এক ধর্মের মানুষ নয়, উৎসবের আকর্ষণ অন্যান্য ধর্মাবলীয়দের কিছু কম নয়। অন্যান্য বছর এই উৎসবে প্রচৰ বিদেশিদের দেখা দেত। এছুক সেটা বক্স করা হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষদের ওপর নিমিদানেরা জারি হয়েছে আজ তোম কে।'

ডেভিডের পক্ষে পুলিশকে এড়িয়ে রাস্তায় হাঁটা মুশকিল। ওয়ারেট তালিকায় তার নাম তিন নথের। এখন সীঁদীনিন আবোলেন বিত্তিয়ে থাকবে। আকাশলাল যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা যদি সোম পর্যটক সবল হয় তাহলে অস্তত তিন মাস তাকে ঘরের ভেতর আটকে থাকতে হবে। এবা এই তিন মাস দেশের বাইরে সব মেটে হবে তাদের। পরিকল্পনা সফল হতে অবশ্যই পুলিশ আর কামোল বাবুর কাছে থাকবে। পুলিশ অস্তর হয়ে পড়লেই চূড়ান্ত আয়ত আস্তর হবে। এসব ব্যাপার সম্ভব হবে অবেদনগুলো যদি কিপ্পাটক ছলে। ডেভিডের মনে এই কারণেই ব্যক্তি নেই।' অবশ্য আকাশলালের বাব দিয়ে আবোলেনের কথা এই মুহূর্তে চিন্তা করা যাব না। কেউ অপরিহার্য নয় কথটা শেষ পর্যন্ত

সত্ত্ব হলেও সময়বিশেষে মনে দেওয়া যায় না। এটা সেই সময়।

গাছপালায় কিছু মানুষ তিনিটি পাথরে হাতি চাপিয়ে কিছু ফুটিয়ে নিছে। হাতিয়ে ছিটিয়ে বসে গল্প করছে কেউ কেউ। পুরুষদের সঙ্গে মারীচারও এসেছে। ডেভিড বসে গলে এই দলে। তার পোশাক এখন একজন দেহাতি খেতে খাটা মানুষের মতন।

যে লোকটির পাশে সে বসেছিল তার ক্ষেত্রে একটি শিশু ঘূর্মোছে। বাক্তাটির নিকে তাকিয়ে ডেভিড বলল, ‘বাবা, বুরু ভাগবান হচ্ছে তো।’

লোকটা অবাক হয়ে তাকাল, ‘কি দেখে ভাগবান মনে হল ?’

ডেভিড হাসল, ‘তোমার ছেলে লিচ্ছিটা ?’

‘অনের ছেলে কোনে নিয়ে অভিয বসে ধাক্ক নাকি। গ্রামে হলে এ দৃশ্য দেখতে পেতে না। শহরে এসে বটরের ভান গঁজিয়েছে, তাই একবন্দো একে সামলাতে হচ্ছে।’

‘ভানা গঁজিয়েছে মানে ?’

‘ওই যে ছুটির দোকান, যুলের দোকান, ওখানে সিয়েছে।’

‘তাই বলো। তোমার ছেলের ভুক দেখেছে ? জোড়া ভুক ! এ ছেলের কপালে অনেক হল আছে।’

‘আর যশ !’ লোকটা দৃশ্য ছুলে পোষাক দেখাল যেখানে আকাশলালের ছবির সঙ্গে পুরুষের যোথক রয়েছে, ‘ওই তো কত নাম হচ্ছে, কিছু কি হল ?’

ডেভিড হাসল, ‘তোমার ছেলে বড় হলে ওই বকম নাম করুক তা চাও না ?’

‘না। আমি চাইব পুলিশ যেন আমার ছেলেকে না মেনে কেলে !’

ডেভিড মাথা নাড়ল, ‘ঠিক ঠিক। তবে শুনিছি লোকটা নিজের জন্যে কিছুই করছে না।’

লোকটা সম্বেদের চোখে তাকাল, ‘তুমি কে হে ? একথা আজ সবাই জানে !’

বোকার অভিনয় করল ডেভিড। মাথা নাড়ল তাপমার উভি দের করে লোকটাকে একটা দিয়ে মিজেও ধৰাল। ক্লিটক গর্ব করে একসময় উভি পড়ল সে। এই হল জননাধারণ। সবাই আকাশলালকে পশ্চল এবং প্রান্ত করে, কিন্তু কেউ ও সরে পথে নেমে জীৱন বিপ্রম করতে চায় না। আকাশলাল নিজের জীৱন দিয়ে দার্শনীতা এনে দিলে ওরা সেটা আরাম করে ভোগ করবে, একস্বরূপ বাসন। গত কয়েকবছরে মাননিকতা একটুও পাল্লাল না। মাথে মাথে হতাশ হয় সে। আকাশলালকে একথা বলেছেও। আকাশ মাথা নেড়েছে, ‘এখন ওরা একথা বলছে বটে কিন্তু যখন সত্ত্বকারের লজাই শুরু হবে তখন দেবের এরা এইসব কথা ছুলে থাপিবে পড়েরে আমাদের সঙ্গে। অত্যাচার আমাদের যেমন কষ্ট দেয় ওদেরও তেমনি। তাই না ?’

কে কাকে দেখাবে ? এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার কোনও পথ নেই।

ডেভিড ডিছ কাটিয়ে ধীরে ধীরে চলে এল শব্দের একগলে। আজ জাতোর দু পা যেতেই পুলিশে পাহারা। করবখানা পেটে পুলিশ নেই বটে কিন্তু জাতোর প্রায়ই ঝিপ পাক থাছে। সে শৰীরটাকে একটু একটু করে দুর্যোগ নিল। এই মুহূর্তে তাকে দেখলে প্রতিবেক্ষী ছাড়া কিছু মনে হবে না। শৰীরটাকে বাঁকিয়ে ছুরিয়ে দে জাতোর যত্নে পড়ল। তাপমার এমন ভাবে গড়তে লাগল যাতে শ্পট মনে হবে একটি প্রতিবেক্ষী মানুষ প্রাণপনে ঢেটা করছে রাতা পার হতে। সেপাই ভর্তি জিপ যাইছিল সামনে নিয়ে। দেখে ওরে দয়া হল। জিপটা ধারল। মুটো সেপাই ডেভিডকে চাঁদেলো করে রাতা পার করে দিল। ডেভিড সেখানে পড়ে রইল, যতক্ষণ না জিপটা চেতের আড়ালে চলে যায়। সে

শুরে শুয়েই গালে হাত বোলাল। অফতে রাখা দাঢ়ির জঙ্গল তার মুখটাকে অচেনা রেখেছিল সেপাইদের কাছে।

আলেপাপে তাকিয়ে নিয়ে সে গভীরে গভীরেই জাতোর এপাশে চলে এল। তাপমার ধীরে ধীরে সোজা হয়ে নাড়িয়ে করবখানার পেটে চলে এল। আজও সেখানে রেজকার মত যুলের দেকানটা রয়েছে। যুল কিন্তু ডেভিড। তাপমার বিমর্শ মুখ চুকে পড়ল করবখানায়। লম্বা গাছগুলোর ঘাঁকে ঘাঁকে শূরু আছে এই শহরের কত মৃত ঘাঁকি। কোথাও অগাঞ্জ বেরিয়ে ঢেকে নিয়েছে শুভতিমেরি। ডেভিড চলে এল শেষ প্রাণে। এই জাগীরা অপেক্ষকৃত বেশি জঙ্গলে ভার। প্রথম স্মৃতিকলকে লেখ্য আছে সুরজলাল, জ্যা ১৯০৮, মৃত্যু ১৯৬০। পাশেরো সুরজলালের স্ত্রী। সুরজলালের ছেলে চুরুলাল শুধু আছে যানিকটা দুরু। তার পুরু মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনে করব দেওয়া যায়নি। এই করবগুলো অবসর, একটাৰ খেতে আৰে একটাৰ দুৰ্বল ডেভিডের মৃত্যু। সে পাশের খালি জমিটির দিকে তাকাল। চুরুলালের বংশধর আকাশলালের জন্যে ওই জমিটুনু বৰান্দ। ডেভিড সেখানে গিয়ে দৌড়াল। আলেপাপের ঘাস, জঙ্গল নিটোল রয়েছে। কোথাও বিকৃতি চিহ্নগুলি নেই। জমিটির গাছেই করবখানার পাঁচিল। শ্বাসওলামাৰা, অনেক পুরুনো। তারপৰেই বড় রাস্তা। জাতোর পোশে পূরনো দিনের কিন্তু আত্মসিদ্ধি।

‘ভিসেব !’

ডাক শুনে ডেভিড তাকাল। করবখানার বুড়ো চৌকিদার তার পিকে তাকিয়ে। একে সে দেন্তে আসছে বালককল থেকে। তার নিজের ঠাকুৰী, বাবা মা এবং বেনের মৃত্যুর সময় তাকে এখনে আসতে হয়েছে। মা, ঠিক হল না কঢ়াটা, বাবা মা এবং বেনের মৃতদেহ নিয়ে সে এখনে আসতে পারেনি। ভাগিসের কুনুরগুলো ওত ওত হিল তার জন্যে। তারা ভেবেছিল সে নিষ্কায়ি আসবে। ভাবাৰেবেগে জন একটা প্রতিটা জন নষ্ট কৰতে চায়নি বলেই সে আসেনি। তারপৰ যে কৰকে বাবা এখনে এসেছে, তার কোনও বাড়া সে ওদের কেবলে পে বাড়ায়নি। গত কৰকেমাসে যখনই এসেছে সে তখন গাজীর জন। এ অঞ্চলটা মানুষ নেই। বুড়ো চৌকিদারটা জোখে কৰ দেখে, তাই সেৱে পৰ নিজেৰ ঘৰ ছেড়ে তেহলে রেখ যান। এস খৰ অগাম পেরেছিল সে।

‘জি !’ এগিয়ে এল ডেভিড চৌকিদারের সমনে।

‘আপনার হাতে মুল কিন্তু এখনও আপনি কাউকে শৰ্কা জানালেন না !’ বুড়ো চৌকিদার দেহতি ভাষার ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল।

‘সঁজ হল ডেভিড, ‘হাঁ। কিন্তু কাকে দেন তা তেবে পাইছি না !’

চৌকিদার অবসর হল। তার ভাঙ্গপংড়া মুখে যোলা তো তথ্য ছিল, ‘আপনি মুল নিয়ে এসেছেন অথচ আপনার কোনেও প্রিজিন এখনে শুয়ে নেই ?’

‘ঠিক আ নয়। এখনে যোর শুয়ে আছেন তাকে যে যাই নিয়ন স্বত্যে দুৰ্ব পেয়ে পুর্ণবী ছেড়ে চলে নিয়েছেন তাকেই কুলুনা দেব তেবেছিলাম !’

চৌকিদার হাসল, ‘যারা চলে যাব তাদের তো দুখ থাকে না, যাবা আরও কিছুদিনের জন্যে পেকে যাব তারাই দুখখে ছলে পড়ে মৰে। আপনি যেখানে দাঢ়িয়েছিলেন সেখানে কৰাও কৰব নেই। কিন্তু আবার জানি বুরু শিপিৰ ওখানে একটা কৰব হৈড়া হবে। রোঁ সকালে উঠে আবি প্রাৰ্বন্ধ কৰি দিনাটা যেন আজকেৰ দিন না হয়।’

‘কার কৰব হৈড়া হবে ?’

‘ওই যে দেখুন, সুরক্ষাল, ওখানে চন্দ্রলাল শয়ে আছেন। চন্দ্রলালের হেলে আকাশলালকে ধরতে পারেন পুলিশ যে পুরস্কার ঘোষণা করছে তা আজ একটা শিক্ষণ জানে। এত টাকার লোভ মানুষ বিশিষ্ট সামাজিক পারবে না। আজ নয় কান সে ধরা পড়বেই। ধরা পড়লে ওকে মেরে ফেলা ছাড়া পুলিশের কেনেও উপায় নেই। তখন ওকে এখানে নিয়ে আসবে কবর দিতে।

‘ধরা পড়ার আগে আকাশলালোর যা করতে চাইছে তা যদি করে ফেলে! ’ প্রশ্নটা করে ডেভিড বুড়োর মৃৎ খুঁটিয়ে দেখল। সামান কি আলো ফুটল সেখানে? নিয়ের মধ্যে মাথা নেওয়ে বুজে হাতিতে লাগল সকল পথ দিয়ে। হাতো ও নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না কথটি।

বিশ্বাস তো ডেভিড নিজেও করতে পারছে না। সে আর একবার আকাশলালদের পারিবারিক জমি থেকে পাঁচিলের দূর্ঘাটা ভাস করে দেখে নিল। আকাশলালকে সে কথা দিয়েছে সব ঠিক আছে। হ্যাঁ, এখন পর্যবেক্ষণ সব ঠিকই আছে।

যদি পরিকল্পনা বৰ্ষ হয় তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে। আকাশলালকে হাতে পেলে তারের কঙ্গ করতে মেশিনেন দেবি হবে না। হায়দারকে বুঝতে পারে না ডেভিড। এত বেশি খুঁটি নিয়ে বাইরে যাওয়া তার সোটোই পহুঁচ নয়। কিন্তু হায়দার তার পরামর্শ কানে তুলেছে না। ভাঙ্গাটাকে তুলে নিয়ে একেবারে ভাল করে কিন্তু ডাঙাটাকে ভাঙ্গাটকে ভানার বি দরকার নেই। তারে তো ইতিয়ার পায়িতে নিয়েই হত। হাঁও এক ক্ষেত্রে আর সময় তার মনের মধ্যে আন এক ইচ্ছের সাথ ছেবল মারে। যদি শেষ পর্যবেক্ষণ সবই ভেত্তে যায় তাহলে এত খেটে মরা কেন? দেখেন বাধানীতা আবার বলে এই যে বালিয়ে পড়া এও তো একটা ভাবাবেগ খেকেই। আকাশলালকে হাজার বোকালেও সে বুঝবে না এখন। নইলে কোনও পাশ্চাত্য অমন কৃতি নেয়া না। তাহলে?

এখন চেকপয়েস্টে যতই বড় দা পাহাড়া ধাক হচ্ছে করলে সীমানা পেরিয়ে ডেভিড হয় ইতিয়া নামক ভূটানে চলে যাতে পারে। এই দুই দেশের জনভোকের মধ্যে মিশে গেলে বাকি ভীটানী কাটিয়ে দেওয়া এমন কোন অনুমতিয়ে যাবার নয়। কিন্তু যদি যেতে হয় তাহলে একেবারে খালি হচ্ছে যাবে কেন? আজ যদি সে টেলিফোন তুলে খবরের কাণ্ডারক ভাসিয়ে দেব আকাশলাল শেখাব আছে, তাহলে ভাসিস তাকে পুরস্কারের টাকা দিতে যাব।

কথটা তাবৎই সমর্প শীরে কাঁচি ফুটল ডেভিডের। পুর্বীয়া দুল উঠল। এলী ভাবছে সে। চোখ বক্ষ করে নিষ্পাস ফেলল জোরে। মনের ডেভ রফা তুলতে যাওয়া সাপ্তা ঝুকড়ে উঠিয়ে গেল আচমকা। ভাসিস তাকে টাকা দেবেই। কিন্তু সেই টাকা বাকি ঝীৰু ধরে তাকে অনেক দেবে। ডেভিড জোরে পাচ চালান। হাঁও খেয়াল হচ্ছে হাতের ফুলগুলো ঝুঁটে নিল দুরামে।

রাস্তার না নেমে যে ফুলগুলো পরে সারখানে পাঁচিলের পেছনে চলে গেল ডেভিড। তারপর দু-পয়েস্টে হাত ছাঁচিয়ে মানুষ নিচ করে হনহনিয়ে রাস্তাটা পার হল। সামনেই তিনিটাকাটে ওয়ুবুরের দোকান। এই ব্যাপারটা নিয়ে সে অনেক ডেবেছে। কবরখানার পেছনে কেন ওয়ুবুরের দোকান খুলেছিল সেকান্ডলে। অশেখাপাল নেই। সে ওয়ুবুরের দোকানগুলো পাশের গলিতে তুকে পড়ল। গলির মুখ্য যে সিগারেটের দোকানদার বসে আছে সে মাথা ঝাকাল। অথবা সব ঠিক আছে। দু-পা যেতেই দুজন ভবঘূরে মার্ক মানুষ ঝুঁপাপাথে বসে তাস খেলতে তার দিকে

তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। এরা সবাই পাহাড়ায় আছে। বাড়িটা তিনতলা। বছর দশক আগে এই বাড়ির বাড়িওয়ালা কাউকে বাড়িটা ফিরি করেছিল। সেই ক্রেতা এখানে এসে পাকাপাকি না থেকে ভাঙ্গা দিয়েছে— লোকে এমনটাই জানে। বেল বাজল ডেভিড। দুবার অনেকক্ষণ ধরে। তারপর দরজা খুলল। মোটাসোটা একজন প্রোঢ়া বিরুক্ত মুখ দরজা খুলে বললেন, ‘ও, তুমি!

ডেভের চুক্কে দরজা বক্ষ করে ডেভিড জিজ্ঞাসা করল, ‘কেনও অসুবিধা হচ্ছে মা তো? অব্যাহ হচ্ছে ও আর মাঝে মুটো দিয়েন।’

‘হচ্ছে না মানে? না কোথাও পা রাখতে পারাছি না। কেনও দ্যারের দরজা বক্ষ করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে বাড়িটা যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে।’ প্রোঢ়া গংগাগুঁজ করতে করতে একটা চেয়ারে নিয়ে বসলেন।

‘আর মুটো দিন। তারপর যদি বাড়িটা ভেঙে পড়ে পড়ুক।’

‘তা তো বলবেই। তোমার তো কোথাও বাস করো না। বাস করলে জানতে সেখানে একটা মায়া আপনা নেকে তৈরি হয়ে যায়। প্রথমে তিনতলায় হেতে পারতাম, জানলা খুলেই একটা পুরুষ চোখে পড়ত। একসময় সেটা বক্ষ হল। তারপর দোতলায় হেতে পারতাম, রাস্তাটা চোখে পড়ত অস্তু। তা সেটাও বক্ষ হল। এখন এই একটা ঘর আর বাথরুম ভর্তাবে।’

‘আমি জানি আপনি অনেকে কষ্ট করছেন। বললাম তো, আজ আর কাপ। আপনাকে কাল বিকেলেই এই বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে।’

‘আমাৰ কিন্তু কোথাও যাওয়ায় জায়গা নেই। এ পাড়ায় সবাই আছে আমার স্বামী প্রচুর টাকা রেখে শেষে বলে এত বড় বাড়ি ভাঙ্গা নিয়েছি, কিন্তু তিনি যে কিছুই রেখে যাননি তা আমার চেয়ে বেশি কে জানে?’

‘তামা ধাকব? আমি কিনে ভাল ধাকব কি আমাৰ ধাকবেন।’ ডেভিড বলল।

‘ভাল ধাকব? আমি কিনে ভাল ধাকব কি আমাৰ ধাকবেন?’

‘কেন? কেন? হচ্ছেন সঙ্গে আমারে কথা বলতে ভিজ না কেন?’

‘আপনি জানেন আপনার ছেলেকে পুলিশ ঘুঁজেছে। আপনি গেলে যদি আপনার পেছন পেছন পুলিশ হাজির হয় তাহলে তাকে আর বাঁচানো যাবে কৈ?’

‘কি? আমি পুলিশ সঙ্গে নিয়ে যাব?’ টিংকার করে উঠলেন প্রোঢ়া।

‘আমি ওক্তা একবারও বলিনি। কিন্তু পুলিশকে বিশ্বাস নেই। আপনি তো চান আকাশলাল সুল ধাকক। চান না?’

‘নিশ্চয়ই চাই। তা বলেছে বলেই এখানে পচে মরাছি। তাকে পেটে ধরিনি বটে কিন্তু আমারে তো সে মা বলে দেকেছে।’

‘বেশ। তাহলে কাল দুপুরেই আপনি রেডি থাকবেন।’ ডেভিড উঠে পড়ল। এই প্রোঢ়ার সঙ্গে কথা বলে মৌল ধূরিয়ে যেতে সময় লাগবে না।

গলি দিয়ে সে আরও ডিতের হাতিতে লাগল। বড় রাস্তা এড়িয়ে এভাবে অনেকটা যেতে পারবে সে। দুই পক্ষেই হাত, মুখ মাটির দিকে। দেখলে মনে হবে সেমসামীড়িত

সাধারণ মানুষ। এই বৃত্তিটার কাহে এলেই তার নিজের মাঝের কথা মনে পড়ে যায়। যখন পরিকল্পনা সেওয়া হয়েছিল এবং আকাশগাল ওকে অভিকরণ করে ওই বাড়িতে ভাড়াতে হিসেবে বসিয়েছিল তখনই ডেভিডের মনে হয়েছিল একধা। ওর বাবা ছিলেন সুলের হেডমাস্টার। বই আর ছাত্রদের পড়াশুনা ছাড়া কিছুই জানতেন না। সুলটা হিসেবে সরকারি এবং মাইনেপ্র ঠিক সময়ে পেতেন না। আর এই নিম্ন দৃষ্টিকোণ ছিল না মানুষত্ব। শসনের চালতেন না। তিনি ছিলেন অমনি মোটাস্টো ভালমানুষ। মাসের বেশ কয়েকটা দিন তাকে না দেখে ধর্কতে হত সবাইকে খাবার ভুগিয়ে। তবু তিনি রোগে হন। হাতের মোটা ধাবা একধরনের অসুবিধা ছিল তাঁর। বাবা ছাত্রদের বেঁচান্তে পুরিবারী সততভাবে গোনে বিকর নেই। আনন্দের প্রতিবাপ যে মানুষ করে না তার নিজেকে মানুষ বলে তারাবর কারণ নেই। কিছু ছাত্রের অভিভাবক এইসব কথাবার্তা শব্দে করল না। তার খুব সহজেই সরকারিমহলে জানিবে বিল হেডমাস্টার বিষয়ী তৈরি করতে শাহায় করে যাচ্ছেন। অব্যবস্থাপনা হেলেরে তিনি সরকার-বিবোর্ধী করে তুলছেন। ডেভিড তখন সুলের শেষ ধাপে। রবিবারে গির্জায়ায়, খাবার টেবিলে বসে যে কোনও খাবার পেটেই বিশুলেক উৎসর্গ করে তবে যাখি বাবামায়ের পাশে বসে। ওর বেলন জিজা ছিল জারী মিটি। পরে বছর বাসেই সুন্দরী হিসেবে পাড়ায় সে বেশ পরিচিত হয়ে পিণ্ডিয়ে। বাবার কাহে পাওয়া শিক্ষা ওই সেবার ডেভিডের চোখ খুল দিয়েছিল। পুরুষ শাসন ব্যবহৃত তাওয়া করে কৃতকৌশল মার্যাদাক তা সে এক্ষেত্রে আলাদা করে বুঝতে আরও কোরেছিল। আর এই সময় সমাজবানার কিছু মানবের সঙ্গে তার আলাপ হয়। এইসব মানুষ প্রতিবাদ করতে চায়। তখন তাবরণা হিল এইবাদ যে, প্রতিবাদটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারলেই যেন শাসনকেশী তাদের আচরণ পালন্তে ফেলে। এক বারে ডেভিড তার বাবার মুখোযুবি হয়। সে সোজাসুই বলে, ‘আপনি আমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা কি আমি জীবনের সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি?’

বাবা বলেছিলেন, ‘যা সত্য তা সবসময়ই সত্য। ক্ষেত্র বদল হলেও তার কোনও পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন যে কোন সে স্মৃতিগবেষণার্থী।’

তারপর আর সে খেমে থাকেন। আস্তেলেন যোগ দিয়েই তাকে বাড়ি থেকে পালাতে হয়েছিল। আর তখনই আকাশগালে সঙে আলাপ। আকাশ তখন ছিল একজন সাধারণ সৈকিক। কিন্তু ওপরকালের নেতৃত্বের সঙ্গে তার সম্পর্কট শুরু হয়ে গিয়েছিল। কোনও রকম আপস সে মেনে নিতে পারত না। আর সেই মানিককিটাই তাকে ধীরে ধীরে নেতৃত্বের শীর্ষবিস্তৃতে নিয়ে গেল। সেই সময় ঘটে গেল ব্যাপারটা।

এই শহরের অন্যতম ধরী বিদ্যা সুন্দরীকে সবাই ম্যাডাম বলে ডাকে। তিনি শাসনবাবের শর্করিক নন অর্থাৎ অঙ্গুলহেলেন এ রাজ্যে সর্বকিছু হয়ে যেতে পারে। মাধ্যামের নন অর্থাৎ আকাশগালের সঙ্গে পৌত্র তাঁর কাছেই মানুষ। কুণ্ডি বছরের একটা ছেলে যত কথকেরের উচ্চজ্ঞলুক সতত সবৰ্ত আয়ত্ত করেছিল। রোজ ওর নামে নিরাশ আসত। ধানের অভিযোগ করলে অফিসের ডায়েল লিখেন না। শব্দের মাঝে কোনও যথবের কথগুল এসে আপত্তি সাহস পেত না। যেহেতু দল তখন সবারিন কোনও বিবোর্ধী কাজকর্মে ব্যুৎ ছিল তাই গোত্তমকে নিয়ে চিত্তা করার সময় ছিল না। সেইসবাবে ডেভিড খবর পেল গোত্তম তার বোনকে জিপে করে তুলে নিয়ে দিয়েছে উত্তরের পাহাড়ে। সেখানে সরকারি বালো আছে বিলের ধারে। খবর পাওয়া মাত্র ডেভিড ছুটিল সুজন সৰী নিয়ে। গোত্তমের পক্ষে তখনও সন্তু হ্যানি বোনকে অধিকার করা। কিন্তু ডেভিড

ওর পাহাড়ারবাবের অভিক্ষম করতে পারেনি। মাঝরাত্রে লোকগুলো বোনের মৃতদেহ নিয়ে এসে ফেলে গেল বাইরে। ঠিককর করে বলে গেল, ‘এই হল মেদাদবির শাস্তি। ব্যাপারটা সবাই যেন মনে রাখে।’

অতিজা বরেছিল ডেভিড, গোত্তমকে ভ্যাস্ত সেখান থেকে ফিরতে দেবে না। কথা রেখেছিল সে। প্রবন্ধ যখন গৌত্তম এবং তার তিনি সুরীর গাড়ি ফিরেছিল তখন পাহাড়ে সোজাসুই লড়াইয়ে নেমেছিল তার।

গৌত্তমের মৃত্যু খবর পৌঁছানো মাত্র আঙুল ব্যাপার ঘটল। একজন অফিসারের নেপালে মৃত্যু খবর পৌঁছানো মাত্র আঙুল ব্যাপার ঘটল। বাবা এবং মায়ের মৃতদেহ বাড়ির সামনে শুয়ে দিয়ে আরা চলে গিয়েছিল। মাথা খাবাপ হয়ে গিয়েছিল ডেভিডের। আকাশগাল না থাকলে সেই সময় সে হ্যাতে আঘাতাত্তী করত। আকাশগাল তার কাঁধ ডাঙিয়ে ধোর বেলেছিল, ‘তরবারির ফলায় হ্যাত রাখলে কেটে যাব ডেভিড, ওকে কক্ষা করতে হলে তার হাতল ধরতে হয়। সেই সময় না আসা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ধরতে হবে আমাদের।’ তার আগে মাথা গরম করা মানে শুধু আঘাতাত্তী করা। নিজেকে সংবরণ করে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলেছিল সে। বাবা মা বোনের সমাধির সময় সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। আর তখন থেকেই সে সরকারের ওয়াটেড লিস্টের তিনি নব্যের রংয়ে গেছে।

চৌক

দুর্দলের খাবার খাবাপ ছিল না। স্বজন প্রথমে আপণি করেছিল, কিন্তু পৃথা তাকে বুঝিয়ে নামে তার শরীরই কষ্ট পাবে, কাজের কাজ কিছু হবে না। স্তৰী অববা নিকটতম বাচ্চীকে শুরুয়াতী সহজে নিজে কাজের কথা বলতে চান না। খামোকা বিষ্ণুত না করার ইচ্ছেই হ্যাতে কার কাম। কিন্তু সমস্যা যথম প্রবল হয়ে ওঠে, যখন পিণ্ডে পেছেন সেওয়ালে সেই তখন সে তাদের কাছেই নিজেকে মুক্ত করে।

পৃথা সব কথা চূপচাপ করেছিল। তাদের বলল, ‘আমি এখন যা-ই বলি না কেন, তা এই অবস্থায় বলা অবহুল।’

‘কি বলবে বলো না, হ্যাতো—।’ স্বজন থেমে গেল।

‘তুমি ভারতবর্ষ থেকে চলে এলে একজন পেশেটের তিকিখনা করতে অথচ তার নাম জানলে না, পেশা জিজ্ঞাসা করলে না? ’ পৃথা মুখ তুলল।

‘সতী ভুল হয়ে গেছে। আসলে তখন মাধ্যাম আসেনি। স্যার বললেন এমন করে যে রাজি ন হবে পারিনি।’

‘তুমি একটা বিদ্যু রাজে আসু, তোমার নিরাপত্তা, আমার নিরাপত্তা নিয়ে না ডেবেই চলে এলে? ’ পৃথার গলায় কাঁপ।

‘স্যার বলেছিলেন কোনও অনুবিধি হবে না। ওরা আমাদের জ্যেষ্ঠ ট্রাইনিট লাজে যথর ঠিক করে রেখেছে। যে কম্বুন কাজ করতে হবে পোরাই সব ব্যবস্থা করে, আর কাজের সেবে দেশটা ঘূরিয়ে দেখাবে। এটা গুনেই তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম।’

‘ওরা তোমাকে টাকা দেবে বলেছিল? ’

‘হাঁ। ওরা মানে স্যার আমাকে বলেছিলেন।’

‘তার মানে তোমার স্যার এ সবই জানতেন।’

‘আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। স্যারকে আমি অনেকে বাধে ধরে চিনি। ওর মধ্যে কোনও পার্টি নেই। এরা আমাদের বলি করে রাখতে জনসে উনি অসমত বলতেন না।’

পৃথি মাথা নাড়ল, ‘এখন এসব কথা বলব কোনও মানে হয় না।’

তখন প্রায় বিকেল। ঘরে আলো ঝালা রয়েছে। স্বজ্ঞন পৃথির কাছে এগিয়ে এল, ‘পৃথি, বে করেই হোক আমাদের এখন থেকে পলাতে হবে।’

পৃথি মাথা নাড়ল, ‘বিজ্ঞ দিনের আলোটে স্টো অসমত। রাত নামলেও তা কি করে যে সংকলন হতে তা বুবুতে পারছ এরা কোরা?’

‘অদেশের সরকার-বিদ্রোহী কোনও দল।’

‘ইয়েস। এদেশের পুলিশ কর্মসূলির আমাকে অভ্যন্তরে মতো ধরে নিয়ে গেলেও কোনও অশালীন ব্যাহুর করেনি। লোকটা আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল সকাল হতেই। এদের মতো ঘরের ভেতর জোর করে আটকে রাখেনি। তোমার মনে আছে ওই বালোয় আমি একটা ভেডভডি দেখেছিলাম। আমি নিশ্চিত, এরাই লোকটারে খুন করেছে। অথগ এই মনে হওয়ার কথা আমি পুলিশ কর্মসূলকে বলিনি। খুন ছুল করেছি।’

পৃথি স্থায়ির দিকে তাকাল, ‘মেই পুলিশ অফিসারের কথা বলেছ?’

‘হাঁ। ওর সাহায্যেই আমরা বালো থেকে বেরিয়ে এসেছি একথা বলেছিলাম।’

‘তা উনি বলেন নি?’

‘খুব খেপে দেলেন।’

‘তার মানে ওই লোকটাও এদের দলে?’

‘ঠিক তা নহ, বুলে। ব্যাপারটা গোলমেলে।’

‘শোনো, এদেশের ব্যাপারে আমাদের থাকার কোনও দরকার নেই। রাত হোক, তারপর একটা উপায় নেব করতেই হবে এখন থেকে প্রাপ্তব্য। তুমি যদি আগে আমাকে বলতে এখানে কাজ নিয়ে আসো, তা হলে আমি বিছুটেই রাজি হতাম না।’ পৃথি ঠোঁটি ফেরালাল। ব্রজ তাতে ছাড়িয়ে দেল, ‘সরি, আমি আর কথনও তোমার অবাধ হবো না। কোনও কথা তোমার কাছে ঝুকোব না।’

‘ছাই! খুব ফেরাল পৃথি।

‘মনে র দুহাতে কাছে টানল ব্রজন।

‘এখন বরষ, ফিরে গিয়ে দেই নিজের জগৎ পাবে সব তুলে যাবে।’

ওই অবস্থাতেও স্বজ্ঞনের মনে হল এই মেরেটাকে ভাল না বেসে এক সেকেন্ডও নিখাস নেবার কোনও মানে হয় না। সে খুব নামাছিল, এমন সময় দরজায় শব্দ হল। সদে সদে ছিটকে সদে দেল পৃথি। আর ব্রজনের গলা থেকে অসাড়ে একটী শব্দ বেরিয়ে এল, ‘শালা।’

ব্রজন দরজার দিকে তাকাল। ছিটীয়ব্যবর শব্দ হল। সে গলা তুলে প্রথ ছুড়ল, ‘আবার কি হল? দুরজ্ঞা তো ভেতর থেকে বক্ষ নেই।’

— দুরজ্ঞা খুলে দেল। একটি নতুন লোক, হাতে অশ্র, ঘরে চুকে খুব বিনোদ ভঙ্গিতে বলল, ‘আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।’

‘নিয়ে যেতে এসেছেন মানে?’ স্বজ্ঞন বিচিয়ে উঠল।

‘আমাদের নেতা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।’

‘তিনি কে ইতিবাস পাল মে নিয়ে মেতে বলেছে আমি যাব।’

‘তিনি আপনারের মহান, তাই আপনি তার সম্পর্কে শ্রাদ্ধ নিয়ে কথা বলবেন। উনি আপনার জনে অশ্রেক করেন।’ স্বেক্ষণ গলার ব্যবে পাটে গেল তাতে সংকলন রইল না যে সে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন।

পৃথি এবারে কথা বলল, ‘ভালই হয়েছে। আমরা ওদের নেতাকেই সরাসরি প্রথ করতে পারি কেন আমাদের এভাবে আটকে রাখা হয়েছে।’

কথাটা মনে ধরল ব্রজনের। সে উঠল, ‘চলো।’

পৃথি এগোছিল কিঞ্চ লোকাট বাধা দিল, ‘মাফ করবেন, আপনি এখানেই অশ্রেক করতেন।’

‘তার মানে?’ পৃথি অবাক।

‘শুধু ডাঙুর সাহেবকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমত হয়েছে।’

ব্রজন পৃথির দিকে তাকাল, ‘অসমত। এয়া ভেবেছে কী। যা হচ্ছে বলবে আর তাই আমাদের ক্ষমত হবে? তোমারে না মেতে নিয়ে আমি যাচ্ছি না।’

পৃথি জিজ্ঞাসা করল, ‘আমি গেলে অনুবিধি কোথায়?’

লোকটা মাথা নাড়ল, ‘আমাদের বলা হয়েছে শুধু ডাঙুর সাহেবকে নিয়ে যেতে।’

হচ্ছে পৃথি বসে পড়ল বিছানায়, ‘তুমি একাই যাও।’

ব্রজন হাঁস দিকে এগিয়ে এল, ‘মানে?’

‘পুরুষের যাওয়ার দখ ধরলে হয়তো নেতৃত্ব সঙ্গে কথা বলার সুযোগই পাওয়া যাবে না। আঙুরা তুমি ডাঙুর। পশেকটোর সঙ্গে যখন কথা বলো তখন সাক্ষি হিসেবে কি আমি উপর্যুক্তি দাবি? এটাকেও সেইরকম ভেবে নেব।’ পৃথি বলল।

কাথি কাঁকাল ব্রজন। কথাটায় মৃত্যি আছে। তাক্ষণ্য ক্ষত লোকটার দিকে এগিয়ে যেতেই সে দরজার বাইরে পৌছে ওপরের দিকে হাত দেখল। লোকটাকে অনুসরণ করে স্বজ্ঞন হলব্য পেরিয়ে দেখল দোতলায় যাওয়ার দুটো নিপিড়ি আছে। লোকটা তাকে কী দিকে নিপিড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হল এটা এ বাড়ির সামনের দিক হতে পারে না। বাড়িটা পেছনের দিকটাই এরা ব্যবহার করছে।

দেতলাল চৰজন মানুষ অব নিয়ে দাঁড়িয়ে। হ্যাদুরকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। হ্যাদুমিশে কাছে এসে হ্যাদুর বলল, ‘আমুন ডাঙুর, আকাশলাল আপনারের জন্যে অশ্রেক করছে। আপনারের সঙ্গে কথা কোন না হলে আমাদের ডাঙুর কেক ঘুমের ওয়ুধ দিতে পারে না। এদিকে আসুন।’ হ্যাদুর এগিয়ে ফাঁড়ি।

ঘুমের ওয়ুধ। আকাশলাল। প্রথমাটা থেকে বোধ যাচ্ছে অসুস্থ কেউ এখানে আছেন। আর আকাশলাল শৰ্পটোর সঙ্গে পোষ্টারের কলাণে হৃত্যুণ্ডে প্ররিচিত হয়ে পিণ্ডে।

ঘেরে অঞ্চলো। খাটে একটি মানুষ আধা শোওয়া অবস্থায় ছিল, তারা চুক্তেই উঠে দেশল। এই হল আকাশলাল। যার জন্যে লক্ষ লক্ষ টক্কি পুরুষার থোকা করা হয়েছে। ছবির চেহারার সঙ্গে দেখনও পার্শ্বজ দেখি, শুধু সামনের বসা মানুষটাকে বেশ গোঁফ দেল মনে হচ্ছে। ঘেরে আরও তিনজন মানুষ, যাদের একজন বৃক্ষ এবং গলায় দেখে দেখে প্রাপ্ত করে উনি একজন ডাঙুর। দু-হাত জড়ো করে আকাশলাল বলল, ‘আসুন, আসুন।’ নমস্কার। আপনাকে বিপাকে ফেলার জন্যে আমি ক্ষমপ্রাপ্তী। বসুন। আমার নাম

আকাশলাল !

স্বজন আকাশলালকে দেখল । এই মুখ পোস্টারে দেখেছে সে । তবে পোস্টারের থেকে এখন ওকে অনেক গোচা দেখাচ্ছে । চোখের কোল বসা । নাকটা বেশ এগিয়ে আছে । গাঁথের রং পাহাড়িদের মেমন হয় । লোকটার চোখ দৃষ্টো খুব উজ্জ্বল, দৃষ্ট ধারালো ।

‘আপনি অনুগ্রহ করে বসুন !’ আকাশলালের গলা শুনে সে চেয়ারটাৰ দিকে তাকাল । তাৰপৰ নেহাই বসতে হয় বলে বলে প্ৰথা কৰল, ‘আপনাদেৱে উদ্বেশ্য কি ?’

‘হ্যা ! সেটা নিয়ে আপোনাৰ কৰণ বলে আমোৱা এখনে সময়তে হচ্ছে !’ আকাশলাল সামান্য কাশল । সঙ্গে সঙ্গে ভুক্ত ভাঙ্গাৰ উঠে এল, ‘কি বাপোৱা ? কাণ্ঠিটা কখন শুরু হয়েছে ? এৰ আগে শুনিলো ?’

‘না ! এমন কিছু নয় । হঠাৎই হল ।’

‘এই সময় কশি হওয়া ভাল নয় ।’ বৃক্ষকে চিহ্নিত দেখল । সেটা উপেক্ষা কৰে আকাশলাল বলল, ‘আমি বুৰুতে পাৰিছি আপনি খুব টেনশনে আছেন । আসলে আজি পৰ্যাপ্ত আপনাৰ এমন অভিজ্ঞতা হৰাৰ কথা হিঁ না । আপনি সুসারি ছুটিস লজে উঠেৰেন, ঘূৰে বেড়াৰেন এবং প্ৰয়োজনেৰ সময় আমোৱা আপনাৰ সঙ্গে যোগাযোগ কৰব, এমনই হিৰ হিল । কিন্তু ঠিক সময়ে আপনি পৌছলেন না, সঙ্গে শৈকে নিয়ে এলোন, তাৰ উপৰ ভাসিসেৰ সঙ্গে আপনাৰ দেখা হয়ে যাওয়া—এ সব বাপোৱা পৰিকল্পনাটা পাটে দিল ।’

স্বজন জিজাসা কৰল, ‘আমাৰ সিনিয়াৰেৰ মাধ্যমে আপনাৰাই যোগাযোগ কৰেছিলেন ?’

‘হ্যা !’

‘আমাকে বলা হয়েছিল একজন পেশেন্টেৰ কথা, যিনি অসুস্থতাৰ কাৰণে এই শহুৰ ছেড়ে যেতে পাৰছেন না । তিনি কে ?’

‘আমি । এই মুহূৰ্তে আমি সম্পূৰ্ণ সূহ নই । আপনাৰ সঙ্গে আমাৰ ডাক্তাৰবাবুৰ আলাপ কৰিয়ে দিই । এই কথাই আপনাকে বলেছিলাম ।’ বৃক্ষ ডাক্তাৰকে শেষ সহলাপটি বলল আকাশলাল ।

ডাক্তাৰকে নথনৰ কৰণ স্বজন । তাৰপৰ আকাশলালকে বলল, ‘কিন্তু এই শহুৰেৰ যে কোনও রাজা বলে দেনে, পুলিশ আপনাকে চাইছে এবং ধৰিয়ে দিলে লক লক টাকা পূৰণকাৰী পাওয়া যাবে । পুলিশৰ চোখে আপনি ক্রিমিনাল ।’

‘হ্যা ! আপনি নিচ্ছাই আছনে অতিবাদ কৰলে বুৰোঁয়া শক্তি বি ভাবে রি-আস্ট কৰে ।’

এই প্ৰথম আবাদে আমাৰ পৰ স্বজনেৰ হাসি পেল, ‘সেই বি-অ্যাকশন শুধু বুৰোঁয়া শক্তি কৰে বলছেন কেন ? যারা সৰ্বহৃতাদেৱে নেতৃত্ব দেয় বলে দাবি কৰে তাৰাও তাদেৱে কাজৰ বিৰোধ কৰাব ও প্ৰতিবাদ হৰিম কৰতে পাৰে না । সঠিক হোৱে না ।’

‘আপনি হোতো তিকি বলেছো । কিন্তু ডাক্তাৰ, আমোৱা আপনাৰ সাহায্য চাই ।’

‘কিন্তু আমি যদি সাহায্য কৰতে রাখি না হৈ ?’

আকাশলালোৰ প্ৰায় রঞ্জন্য মুখ হঠাৎ খুব শক্ত হয়ে গেল । বোৱা গেল লেশ কষ কৰেই, নিজেকে সামলাচ্ছে সে । এই সবৰ হাদুৰৰ কথা বলল, ‘ডাক্তাৰ ! আপনাদেৱে ভাৰতবৰ্দ্ধ গণতান্ত্ৰিক দেশ । ভোটোৱা থাকে স্থানে আপনাৰা নিজেদেৱে মত বাত কৰতে পাৰেন । সৱৰকাৰ অত্যাচাৰী হৈল তাকে উৎখাত কৰতে পাৰেন ভোট না দিয়ে । কিন্তু

আমাদেৱে দেশে ভোট হয় না । একজন নাবালক রাজকে সামনে রেখে বোঢ় রাজত চালাচ্ছে । এই বোৰ্ডে হিসেবে এখনে কোমও কাজ হয় না । পুলিশ তাই এখনে প্ৰচণ্ড শক্তিমান । গৱিৰ নিৰবিত্ত মানুহেৱা দিবেৱে পৰ দিন অত্যাচাৰ সহী কৰতে বাধা হচ্ছে । আমোৱা এই অবস্থা পাপোতে চাই । আমোৱা চাই জনসাধারণৰ নিচ্ছিত সৱৰকাৰই দেশ শাসন কৰকু । আম সেটো চাই বলেই ওয়া আমাদেৱে উপৰ বাপিয়ে পড়েছে । আমাদেৱে শেষ কৰে দিয়ে চাইছে ।’

স্বজন বলল, ‘দেখুন, আমি একজন বিদেশি । আপনাৰা সৱকাৰৰ বিৱোধিতা কৰছেন । এই অস্থায়ী আপনাদেৱে সহায্য কৰা মানে এদেশৰে সৱকাৰৰ বিৱোধিতা কৰা ।’

‘এক সেকেন্ড !’ আকাশলাল হাত ঝুলল, ‘আপনি চিকিৎসক হিসেবে পেশেন্টকেই দেখেৰেন বলে আশা কৰল, তাৰ ব্যক্তিগত দেখাৰ বি প্ৰয়োজন আছে ?’

স্বজন আকাশলালোৰ দিকে তাকাল । হঠাৎ তাৰ মানে হল যাকে এখনকাৰ পুলিশ হয়ে হয়ে পুৰু দেখোৱা সে কি কৰে সহজেৰ মধ্যেই এমনভাৱে থাকতে পাৰে ? লক লক টাকাৰ লোক কেন ওৱা সঙ্গীৰে বিশ্বাসযোগ্যতাৰ কৰে দেও উদ্বৃত্ত কৰেনি ? নিচ্ছাই এই মানুষটাকাৰ যথা এমন কিছু আছে, যা কৰে আলোনা কৰেছে । সে হিঁচে না কৰেন এৱা তাকে বাধা কৰতে পাৰে না কাজ শুল কৰবে । হয়তো অত্যাচাৰ সহী কৰতে হবে । কিন্তু তাৰ হোৰোহুল হচ্ছিল । একজন অসুহু মানুষ, যাকে বিপ্ৰেৰে নেতা বলে সৰাই জানে তাৰ মদে কি উদ্বেগ ধাকতে পাৰে অত দূৰ দেখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেকে আনোৱ ?

স্বজন বলল, ‘বুনু, আমাকে কি কৰতে হবে ?’

আকাশলালোৰ গভীৰ মুখে ধীৰে ধীৰে হাসি ফুটল । দেখা গেল ঘৱেৰ অন্য মানুষৰাও কথাটা শুনে বাতি পেল । আকাশলাল বলল, ‘খ্যাল ডেউল ।’ আপনি কিছু বাবেন ? চা বা কৰি ?

‘না !’ মাথা নাড়ল স্বজন ।

‘দেখুন ডাক্তাৰ, এদেশৰ সব মানুষ আমাকে চেনে । আমাকে চেনে আমাৰ মুখ দেখে । পুলিশ ওয়াটেড পোস্টোৱে আমাৰ মুখৰ হৃষি হেসেছে । দীৰ্ঘৰেৰ দেওয়া এই মুখ নিয়ে আমি কৰনৈ প্ৰকাশৰে কাজ কৰতে পাৰিবো না । প্ৰকাশৰে কাজ কৰতে মা পাৰলৈ আমি বিলৰেৰ কোনো সহায্যে আসব না ।’ আমি ওভাৱে বেঢে থাকতে রাখি নই । আমি জানলৈ পড়েছি, বিজন মানুৰেৰ মুখৰে চেহাৰা একদম পাণ্টে নিতে পাৰছে । আপনাদেৱে দেশে আপনি ওই যোগাৰে একজন প্ৰথম শ্ৰেণী বিশেষজ্ঞ । এই কাৰণেই আপনার শৰণাপন হয়েছিল আমোৱা ।’ আকাশলাল হৃষত কথা বলছিল । ফলে স্বেৱৰ দিকে হাঁপাতে দেখা গেল তাকে ।

স্বজন মাথা নাড়ল, ‘কিন্তু ওই অপাৰেশনেৰ জন্যে হেসব যন্ত্ৰপাতি দৰকাৰ— !’

ত্ৰিভুবন বলল, ‘বৈশিঙ্গ ভাগী আমোৱা আপনাৰ সিনিয়াৰেৰ সঙ্গে কথা বলে আমিয়ে দিয়েছি । কিছু আপনাকে সেনে নিয়ে আসতে বলেছিলাম ।’

‘আছ, আমাৰ সিনিয়াৰেৰ কি এসে আসন্নি ?’

ত্ৰিভুবন মাথা নাড়ল, ‘তিনি জানতে চাননি ।’

‘আপনাকে দেখে অসুহু মনে হচ্ছে । অপাৰেশন শুধু ডাক্তাৰৰে অপৰ কৰল ।’

তিনি উত্তৰ দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আকাশলাল তাকে ইশারায় নিষেধ কৰল, ‘আমি ভাল

আছি। আমার শ্বীর নিয়ে কোনও দুচিত্তা নেই।'

বৃক্ষ ডাঙার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার অপারেশনের জন্যে এতি কানিশন কি রকম ধারা উচিত? কভটুকু খুলি নিতে পারেন?

'পেস্টেটের ইডুগুর একদম নর্মাল থাকবে। প্রেসারও।'

বৃক্ষ ডাঙা চিহ্নিত হলেন, 'প্রেসারটা—!'

'নর্মাল থাকবে।' আকাশলাল বলে উঠল, 'আমার ইডুগুর নেই, এবং রক্ত এখন পর্যবেক্ষণ সব নিক নিয়েই ঠিক আছে। কিন্তু অপারেশনের পর মুখে কোনও দাগ থাকবে না তো?

ব্রজন হেসে ফেলল, 'সেটা নির্ভর করবে অপারেশন-কি ধরনের হচ্ছে, তাঁর ওপরে। আপনি চাইছেন আপনার মুখের পরিবর্তন এমন ভাবে করতে যাতে কেউ দেখে আপনাকে চিনতে না পারে। তাই তো?

পনেরো

আকাশলাল হাসিমুখে মাথা নড়ল।

'আপনার নাক, ডোরের পথের সামনা পরিবর্তনেই সেটা সত্ত্ব। আর তার জন্যে মুখ কোনও দাগ হচ্ছে না। ব্যাপরটা কমন করতে হচ্ছে—' ব্রজন জিজ্ঞাসা করল।

'আরও দুটো দিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে ডাঙার।'

'তার মানে আরও দুটো দিন আমাদের ওই ভাবে বলি হয়ে থাকতে হবে?' ব্রজনের গলায় আগের অসম্ভোব ফিরে এল।

হ্যাদার বলল, 'আপনার ওপর কোনও রকম অত্যাচার করা হচ্ছে না। হাঁ, আপনার চলফেরা নির্যাতের পথে দেখলুম, এ ছাড়া আমরা সামনে অন্য কোনও পথ দেখলুম নেই। এই মুহূর্তে ভার্সিস সাহেবের চেয়ে আপনি পলাতক। সমস্ত শহর চেয়ে বেঙ্গলে পুলিশ আমাদেরকে ঝুঁজে দেব করতে। আপনি ধরা পড়লে আমাদের পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যেত। তা ছাড়া, আপনি এখন অনেক কিছু জেনে নিয়েছেন। আশা করি আমাদের সমস্যাটা আপনি বুঝতে পারছেন।' হ্যাদার ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল।

'হাঁ, বুঝতে পারছি। একটি মানুষকে তার বর্তমান পরিচয় পাস্তুতে সমাধা করতে হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, হাতে ছাঁক এক ধেকে যাবে। প্রতিপক্ষ মুক্তিদল হলে ধরা পড়তে পাইলে দেরি হবে না। ধরু গে। বিন্দু ব্যাপারটা কিরকম গোপন থাকছে?'

আকাশলাল বলল, 'এই ঘরের বাইরে আর একজন ঘটনাটা জানবে।' সে হ্যাদারের দিকে তাকাল, 'ডিটেক্টরে ফিরে আসো উচিত ছিল।'

হ্যাদার ঘড়ি দেখে মাথা নড়ল।

ব্রজন উঠে দাঁড়াল, 'আমি এবার যেতে পারি?

'অবশ্যই। ডাঙার, আপনার মন পরিষ্কার হয়েছে তো?

'না। এখনে আমরা পথে আমরা একটা নির্জন বাংলায় আশ্রয় নিতে থাক্ষ হয়েছিলাম। সেখানে মাটির নীচের ঘরে কবিনের মধ্যে একটি মৃতদেহ দেখে গো পাই।'

'বাবু বস্তুলালের মৃতদেহ।' হ্যাদার বলল।

'তাকে কি আপনারাই খুন করেছেন?

'এই প্রেরে উত্তর জেনে আপনার কি লাভ?' আকাশলাল গভীর হল।

'কাউকে খুন করে ওই ভাবে রেখে দেওয়া আমাকে পিছিত করেছে।'

'ও। না, আমরা খুন করিন। বিষের শুরু হলে হয়তো বাবু বস্তুলাল অক্রম হয়েন। এটা লোকটা নিজের বার্ষৰ জন্যে মঞ্জী এবং বোর্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এ দেশের অধীনিত বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। আমরা ওর বিচার করতাম। আমরা ভেবে পাইছি না কে ওকে খুন করল। জানি দায়াটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিলে ভার্সিসের সুবিধে হয়। আর কিছু?

ব্রজন আর দাঁড়াল না।

বৃক্ষ ডাঙার চলে গিয়েছিলেন। আকাশলালের সামনে হ্যাদার, ডেভিড এবং ত্রিভুবন বসে আছে। ত্রিভুবন জিজ্ঞাসা করল, 'সেমাকে নিয়ে কি করব?

হ্যাদার বলল, 'লোকটাকে ভার্সিস স্থুলে পেলে শেষ করে দেবে।'

ডেভিড বলল, 'তা হলে ওকে ভার্সিসের হাতে হুলে দেওয়াই ভাল।'

'কিন্তু এই মুহূর্তে সেম ভার্সিসের শক্ত! হ্যাদার বলল।

আকাশলাল এবার কথা করল, 'না। ভার্সিসের শক্ত হতে পারে কিন্তু আমাদের মিত্র ভাবার রাতারাম কারল। একটা লোক এত বছর ধরে যে 'অত্যাচার করে গোছে তা যাবারা' রাতারাম করলে বেতে পারি না। ও চাইবে ভার্সিসের ওপর প্রতিশেষ নিয়ে বোর্টের আহ্বা অর্জন করবলে। ত্রিভুবন, এই মুহূর্তে ভার্সিসের চেয়ে সেম আমাদের কাছে কম বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর যাকেই হোক, মেরুদণ্ডীহীন প্রাণীকে প্রশ্রয় দিলে নিজেদের সর্বনাশই ডেকে আনা হবে।'

এখন নিশ্চিত রাত। তবে আজকের রাতটার সঙ্গে বছরের অন্যান্য রাতের কোনও মিল নেই। আজ এই নগদের পথে পথে মাঠেরাটে অজরুর মানুষ জেনে আছে সকা঳ হওয়ার জন্য।

যাদের পকেটে পয়সা নেই, হোটেল বা ধর্মশালার চার দেওয়ালের মধ্যে যারা আশ্রয় নিতে পারেন তারা আগুন হেলে গোপনজীব করে যাচ্ছে খোলা আকাশের নীচে বসে। একটুই তো রাত আর রাত ফুরুলেই উৎসব।

পুলিশ প্রাণপন্থে শুধুমাত্র বজায় রাখে এবং এনও। কিছু রাতার্যে নো এন্টি করে দেওয়া হয়েছে, মুহূর্ত থেকে নীচে নামতে দেওয়া হচ্ছে না সর্বত। তবে এই জনতরসকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ কাজ নয়। ভালো ভালো উৎসবপূর্ব চুক্কে গোলে এবং শহর হেডে গেলে হাফ হেডে বাঁচে পুলিশ। ভার্সিসের নির্দেশ লিল এই মানুষের দস্তে আকাশলালদের পুঁজিতে হবে। সুকিন্তে পথে নেমে পঢ়ার এমন সুর্পিলিয়েগ আকাশলাল হ্যাদারে না, ভার্সিস এ ব্যাপারে সুনির্ণিত। কিন্তু এই হ্যাদার হ্যাজর মানুষের ডেতের সকাল-কাল চালানে যে অসুবিধে ব্যাপার তা কাকে নেমে দেখা যাচ্ছে। বরং আইন ভাঙ্গার ভয় দেখিয়ে গরিব মানুষগুলোর কাছে যা পাওয়া যাবে তাই হাতিয়ে নেওয়াই অনেক সহজ ব্যাপার বলে মনে করবে পুলিশ।

ত্রিভুবন চপ্পচাপ এই ডিটেক্টরে মিল গিয়েছিল। রাতটা যদি আজকের রাত না হত তাহলে তার পকে এমন নিষিটে হাঁটা সত্ত্ব ছিল না। আকাশলালের খুব কাছের লোকদের মধ্যে যে সে অন্যতম তা পুলিশ যেমন জানে নগদের সাধারণ মানুষেরও অজানে নেই। ত্রিভুবনের বাস অর এবং সে সুর্মণ। সুবেশে থাকলে ফিল্মস্টার বলে

ভুল হয়। সাধারণ মানুষ তাই তাকে সহজেই মনে রাখে। আকাশলালকে ধরে দিলে পূর্বসূর দেওয়া হবে, সরকারি এই ঘোষণার পর সে দিনের বেলায় রাস্তায় বেরনো বক্ষ করেছে, কিন্তু সংগঠনও অন্যান্য কাজ চালাতে তাকে রাতের পর রাত জেনে থাকতে হয়। অগামী কাল একটা চূড়ান্ত ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। হায়দরাব কিংবা ডেভিডের যতই আগ্রহি ব্যক্তি, তিনিদের মনে হয় চৃপচাপ স্থূলের মত লুকিয়ে থাকার চেয়ে এখন মরিয়া হওয়া চের ভাল।

চারক্ষের কাছে এসে দেখল ফুটপাতের মানুষজন চৃপচাপ আর রাস্তা দিয়ে একটার পর একটা পুলিশের লাই যাচ্ছে। লরিভর্ট পুলিশের ব্যক্তি আয়োজন উভয়ের ধরা। ওরা যতক্ষণ যাইছিল ততক্ষণ অগামী মানুষব্যাপ কথা বলেনি, তবে যাওয়া মাত্র যে শুনেন শুন্দি হল তাতে স্পষ্ট বোকা গেল পুলিশদের এমন উল্ল দেওয়া কেটে পছন্দ করছেন।

দূরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঢাক বাজছে। যিছিল আসছে এক একটা প্রাম ধেকে। তিনিদের নিশ্চিত আজ ঢেকপোস্টের পাহাড়দারী হাল হেড়ে দেবে। শহরে ঢেকার সময় এতক্ষণ পর্যন্ত যে কড়াকড়ি ওরা করে যাইছিল তা পরিষ্কার হবেই। ছেট-ছেট, পিছিলগুলোর ভক্ত মানুষদের অটকেকে ওরা সাহস পাবে বা। তাই সে নির্বৰ্ণ পাঠিয়েছিল সোমকে দিয়ে ওইক্রমক একটা যিছিল যিশে শহরে হৃতে পড়ে। চারক্ষের পাশে ফেরাবার কাছে সে অপেক্ষা করবে, তা হোরার জ্ঞান আছে। ওসের বেন তা সে বৃত্তে পরাহিল না। তিনিদের ঘড়ি দেবেন। রাত একটা। ফেরাবার আজ আরও ঝুঁতি নিয়ে আকাশে জল ছুঁচে। ওর গায়ে আলো পড়ার দুষ্টাটা চমৎকার। নিজের গায়ে হাত বেলান সে। দাঢ়ি গোফের অঙ্গে সুন্দর মুঠাটকে আভাল করে রেখেছে অনেকদিন হল। কিন্তু গায়ের রং আর ঢোক মাঝে মাঝেই বিবাস্যাতক্তা করে যেতে। অগামী কাল ঘটনাটা ঘটে গেল তার্গিস সাহেবের বিপিনে যাবেন চূড়ান্ত জয় হবে গেল ভেবে। তার কিছুদিন পরে শুরু হবে আসন দেল। শুরীনের শেরিফেল রং সক্রিয় ধারণেতে সেই বেলায় সে শুরু মেনে না। বারো বছু বয়সে দেওয়া প্রতিজ্ঞাটা আজও আসে মাঝে উচ্চাদ করে তোলে। পাঁচ লিঙ্গমিতৰ রাস্তা হেটে শহরে পড়তে আসে ওরা। গ্রাম ধেকে বেরিয়ে পাকদণ্ডি দিয়ে পাঠান্তের রাস্তা হেটে শহরের স্বৰূপে স্থায়ৈই পৌছে যেত। কুলাটা ছিল গরিব ছেলেমেয়েদেরে জন্মে। কথাটা সেই সময়েই ওরা শুনেছিল। তিনিদের ভাবত বাবা মা গরিব হলে তাদের ছেলেমেয়েকে গরিব বলা হ্যাঁ কেন? গরিব হওয়া যদি দেখের হ্য তাহলে ছেলেমেয়েরা বেন মেরী হ্যে হ্য? পঢ়াশুন্য ভাল হিল সে, কিন্তু দেখতে ভাল হিল অনেক বেশি। সবাই তার দিকে প্রশংসনৰ ঢোকে আকাত আর সেটা উপভোগ করতে তার মদ লাগত না।

তিনিদের বাবা ছিলেন সাধারণ একজন চাবি। ছুটা এবং কফি চাব করে কোনও মতই সেবন করত না। বলে একটা দেখান খুলেছিলেন গ্রামে। মা বসবেন সেই দেখানে। ধার দিয়ে দিয়ে দেখান দেখানটাকে ফুর্কা করে ফেলেছিলেন বাবা। আর যাই হোক ব্যবসা করার বুরু তাঁর ছিল না। বরং ও ব্যাপারে ম ছিলেন অনেকে আঁটাস্টো। দেখান খোলার পরই মা বাবার মধ্যে ঝুঁড়া হতে দেখেছে সে। একবার শহরে মাল কিনতে গিয়ে বাবা আর ফিরে এলেন না। অনেকে চেষ্টা করেও তার খোজ পাওয়া গেল না। হাল হেড়ে দেখনি মা। নিজেই দেখান চালাতেন, লোক দিয়ে চায করাতেন। তার মা সুন্দরী ছিলেন কিন্তু এক হ্যে যাওয়ার পরেও কেনও পুরুষকে কাছে হেসেতে দিতেন না। একবার পুরুশ বাহিনী গ্রামে এল। ওরা গ্রামে এলেই যে যার ঘরের দরজা

বন্ধ করে দিত। শুধু গ্রামপ্রধানকে হাতজোড় করে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। বাহিনীর ক্যাটেন গ্রামপ্রধানের কাছে থাবার দ্বারা চাইল। তার ব্যবস্থা হল। তখন তার নজর পড়ল মায়ের মুদির দেখানের ওপর। সরাসরি এসে লোকটা মায়ের কাছে মাথ কিনতে চাইল।

মা খুঁটি বিনীত ভদ্রিতে জানিয়ে দিল যে তিনি মাথ বিক্রি করেন না।

লোকটা যু হ্য হ্যে হাসল, পাহাড়ে মুদির দেখান অথচ লুকিয়ে মদ বিক্রি করে না বন্দুক দিয়ে ছবি আকর মতো ব্যাপার। ওসের গপ্পে হেড়ে হোতল বের করো।

গ্রামপ্রধান মায়ের হ্যে বলতে এসে প্রচন্ড ধরক ছেল। শেষ পর্যট অসহায় হ্যে যা প্রাপ্তের দায়ে গ্রামে যেসব ঘরে তোলাই হ্য তাদের বাবার হ্যে হলেন। কিন্তু মাদ জোগাড় করে ক্যাটেনকে দিয়ে বললেন, ‘এর বেশি কিন্তু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

ক্যাটেন লোকটা আর বেশি এগোয়নি। কিন্তু দলটা চলে যাওয়ায়ার প্রামের লোকজন গোলমাল পকানে শুনে করল। মা একজন মেয়ে হ্যে পুলিশকে মদ খাইয়েছে, এটা যে ক্ষেত্রে বড় সামাজিক অপরাধ তা সবাই মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল। বাধ্য হ্যে গ্রামপ্রধান যাইতের আসন বসাল। তাতে রায় দেওয়া হ্য হ্যে গ্রামের স্বাইকে এবং বেলা ভদ্রপেট যাইতে দিয়ে হ্যে হেবে। ব্যাপারটা মারের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ওটা করতে গেলে দেখানে আর একটা কলাও থাকবে না। তিনুন তখন হেট। তার প্রতিবাদ করার শক্তি ও হ্যনি। ব্যাপারটা নিয়ে ব্যখন কদিন ধরে গ্রামে বেল হইত্তী হ্য হ্যে তখন বিহীন পুলিশবাহিনী এল। মানুষজন যে যার ঘরের দরজা বন্ধ করলেও মা তাঁর দেখানে চৃপচাপ বসে হিলেন। এই দলের ক্যাটেন লোকটা নিন্তুর চেহারার। গ্রামপ্রধানকে ডেকে বললেন, ‘এই সুন্দরী দেখোঠা একা দেখান চালাব নাকি?’

গ্রামপ্রধান মাথা নেড়ে বলল, ‘হ্য। ওর খামী হারিয়ে দেছে।’

‘বাঁ! এখন কার সদে আছে?’

‘ওর হেলে সদে থাকে।’

‘খুঁ ভাল কথা। ওকে বলো আজ রাবে আমরা এই গ্রামে ধাবিছি আর আমি ওর অতিভিত হ্য। যেন ভাল করে যত করে। নইলে তোমাদের গ্রাম ধেকে জনা-দশকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।’

তখন জোর করে বোয়ান ছেলেদের ধরে নিয়ে গ্রামিয়সায় সরকারি কাজ করানো হত। কাজ শেষ করে যাবা ফিরে আসত তারা বাবি জীবনটা সোজা হ্যে দাঁড়াতে পারত না। দরজা বন্ধ রাখা সংস্কে ধরে ঘরে আসত হচ্ছিয়ে পড়ল। গ্রামপ্রধান বিস মুখ মায়ের কাছে এলে মা চিংকার করে বললেন ‘আমি কি রাস্তার মেয়ে যে যাকে

গ্রামপ্রধান করে বলল, ‘তুমি শুধু একটা যত্ন করো, তোমাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা মাপ করে দেওয়া হবে। কাউকে থাওয়াতে হবে না।’

ক্যাটেন কথাটা শুনতে পেয়েছিল, ‘বাঁ, এর ওপর শাস্তিগাণিষ্ঠ চাপানো হচ্ছে দেখেছি। এত সুন্দর মেয়েকে কেনে শাস্তি দেয়, আঁ? কাউকে থাওয়াতে হবে না, শুধু আমার থাওয়ালেই চলবে।’ লোকটা কথা বলতে বলতে দেখানে উঠে মায়ের কাছে হাত হাতে যেতে হচ্ছে মা ওকে প্রচন্ড জোরে ধাকা মারলেন। লোকটা টাল সামলাতে না পেরে তিন হ্যে পড়ে নিয়ে আচমকা ছিল হ্যে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বন পুলিশের ছুটে গেল দেখানে। ক্যাটেনকে ধরাধরি করে তুলতেই

দেখা গেল তার পিঠ থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে আর সেখানে একটা বাঁটির ফলা অনেকটা বিদে রয়েছে। ক্ষাণ্টের সহকারী বটপট মাকে চুল ধরে টেনে নীচে নামাতেই ত্ত্বিলুবন আঢ়াল থেকে বেরিয়ে বাঁশিপুর প্লক্ট, 'মারছ কেন?' আমার মাকে মারছ কেন তোমার? মা তো কিছু করেনি। ওই মোটা ইচ্ছা মাকে মারতে নিয়েছিল। হেঁড়ে নাও!'

ওরা ত্ত্বিলুবনকে তুলে একপাশে ঝুঁটে ফেলে দিল। আবাহ্য যাওয়ামাত্র ত্ত্বিলুবনের মনে হল পূর্বিমূর্তি অস্কৃত হয়ে গেছে। যখন জান ফিরল তখন পুলিশেরা আমে নেই। উঠে বসে সে শুনতে পেল ক্ষাণ্টের মৃতদেহের সঙে ওরা তার মাকের ধরে নিয়ে গেছে। সে শূন্য দোকানটার দিকে অবস্থ ঢোকে তাকাল। আর তখনই কানে এল গ্রাহের মানুষ বলবালি করছে যে ওরা আঞ্জই মাকে মেরে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে সাড় ফিরে এল। উচ্চতে উচ্চতে সে তোড়তে লাগল পাকদণ্ডির গথ ধরে। পুলিশগুলো যদি শহরে ফিরে যায় তাহলে এগথেই তাদের পাওয়া যাবে। কিন্তু শহরের মুখ্যটার পৌছেও সে পুলিশ মাহিনীর দেখা পেল না। তখন খেয়াল হল ওদের সঙ্গে যদি গাড়ি থাকে তাহলে ওরা ঝুঁপে একেবারে ত্ত্বিলুবনে শহরে ঝুক নিয়েছে।

অঙ্গুষ্ঠ ডিঙ্গা না করে সে ইচ্ছাতে ইচ্ছাতে যখন দুর্ঘর মতো হেতকেয়াটিরের সামনে পৌছাল, তখন দিন ঘৰে এসেছে। হেতকেয়াটিরের মূল গেটেই সেপাইয়া তাকে বাধা দিল। অনেক আকৃতি মিনতি করা সুরেও ওরা তাকে ভেতরে কুকেতে দিতে নারাজ। তিক দেই সময় একটা জিপ ডেভে থেকে বেরোতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। জিপের সামনে ব্যাস অফিসার সেপাইয়েরে কিংজুমা করল গোলমাল কিসের?

সেপাইয়া ত্ত্বিলুবনকে ধরে নিয়ে গেল অফিসারের সামনে, ত্ত্বিলুবন উত্তেজিত হয়ে কথাবাবে বলতে বলতে কেবে ফেলল।

অফিসার চুপচাপ শুনল। 'যে ক্ষাণ্টেন আমে নিয়েছিল তার নাম জানো?'

'না। আমার মায়ের দেশেও দোষ নেই। ওরা অন্যান্য করে ধরে নিয়ে গেছে মেরে কথোপে বললে।'

'কথোপ মা কেমন দেখতে?'

ত্ত্বিলুবন দোক শিল। মা কেমন দেখতে? মায়ের চেয়ে দেখতে ভাল এমন কাউকে সে এখনও দায়িত্বে। কিন্তু বাবো বৰু বয়সেই সে শুধু নিয়েছিল ওই প্রাহ্লাদ মানে কি? সে নাতে দাঁত চেপে জৰুর দিয়েছিল, 'ভাল।'

'তুমি জিপে উঠে বোসো। দেখি তুমা কোথায়?'

হাতাহাতি আশীর আলো দেখতে পেল যেন। জিপে যেতে যেতে অফিসার জিজাসা করল, 'জোমেরে আম কেনেনে?'

বাঁটা জিজিয়ে দিল ত্ত্বিলুবন। অফিসার বী হাতে তার গাল টিপে ধৰল। 'তুমি শুধু মিটি দেখতে। অত ভয় পাচ্ছ কেন? আমার সঙ্গে থাকলে তোমার কোনও ভয় নেই।'

কোনও মতে নিজেকে হাতিয়ে নিল ত্ত্বিলুবন। ওই বয়সেই সে আমের কিছু লোকের আমার কৰার ভাসি থেকে বুরে নিয়েছিল কোনও কোনও পুরুষ কেন এমন আদর করে। তার মন বলল এই অফিসার লোকটা যারাপ, শুধু যারাপ। কিন্তু ঝুঁট যাওয়া জিপ থেকে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। আর নেমে গেলে মায়ের স্বকান পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে।

সকে নেমে আসছে কৃত। নির্ভুল পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটাঁ পুলিশের বড় ভান্টাটকে আসতে দেখা গেল। মুখোযুধি দিঙ্গিয়ে জিপ ধারেছে ভ্যান্টাও ধামল। ত্ত্বিলুবন দেখল ১০০

ক্ষাণ্টেনের সেই সহকারীটা এগিয়ে এসে অফিসারকে স্যালুট করল। 'স্নার। একটা ধারাপ থবর আছে।'

অফিসার জিজাসা করল, 'মেরেটা কৈথায়?'

ক্ষাণ্টেনের সহকারী হকচিকিত্বে পেল। খবটা এত আড়াতাড়ি কি করে প্রগতলায় পৌছে গেল তাই বেশখে বুরতে চেটা করলিল। সে কিংব কিংব করে জৰাপ, দিয়েছিল, আমরা ধরে নিয়ে এসেছিলাম। মার্জির চৰ্জ স্যার। গাড়ি অনেকে নীচে হিঁ। হেঁটে আসুন পথে বাধকৰণ পেছেয়ে বলায় ওকে একলা হেঁড়ে এগুল সবে এসেছিলাম ভজতা করে। সেই স্বুজেনে নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।'

'মারে পেছে?'

'এব্যাপ মহেনি।'

'কৈথায়?'

'জানেই আছে।'

অফিসার গাড়ি থেকে নেমে ভ্যান্টেনের পেছনের দিকে হেঁটেই ত্ত্বিলুবন ঝুঁটল সঙ্গে। মা বাঁশিয়ে পড়েছিল কেন? প্রাহ্ল তার হেঁট বুটাটার উত্তল হয় উত্তোছিল। ভ্যান্টেনের দেজা সেপাইয়া ঝুল দিয়েই অফিসারের মৃতদেহটা দেখা গেল। হিঁ হয়ে আছে আছে। তার পাশে রক্তাত্ত্ব মার্জি তার মা? অফিসারের নির্দেশে শৰীরটা নামানো হল। মায়ের গালের মাঝে খুলে খুলে তুলে দেওয়া হয়েছে যেন। মায়ের পথে চামড়ার ধৰ্তে চিহ্ন পাই। সুটো পা রক্তাত্ত্ব। অফিসার বলল, 'ই। চমৎকার আছড়ে ছিলে তোমার। ওকে আমার জিপে তোল।'

মায়ের চেহারা এমন ভীতিকর হয়ে গেছে যে গলা দিয়ে স্বর বেকছিল না ত্ত্বিলুবনের। অফিসারের জিপ সোজা চলে এল শহরের হাসপাতালে। মাকে ভর্তি করে দেওয়া হল সেবানে। ভাঙ্গারা বলল বাঁটা বাঁচানের চেষ্টা করবে। অফিসার বলল, 'যাক, কাজ শৈল। আজ তারে চলা, আমার কাছে থাকবে।'

সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে দিল ত্ত্বিলুবন। অফিসার কিছু বেয়ে আগেই একটা গলির মধ্যে ধূকে পড়েছিল। তাপর শহরের এ গলি ও পালিয়ে সময় সহজে আবার বিলে নিয়েছিল হাসপাতালে মধ্যারাতে। তিক তানেই ক্ষাণ্টেনের সহকারীকে সে দেখতে পেল হাসপাতালে ধূকেতে। সঙ্গৰ্ণে একজন আল্টেনেটেক ডেকে কিছু বলে টাকা দিল লোকটা। আল্টেনেটেক মাথা নেড়ে ভেতরে চলে গেল। মিনিট পমের বাবে ফিরে এসে সে সহকারীকে জানল, 'কাজ হয়ে গেছে।'

লোকটা খুলি মুখে দিয়ে দেল। তোর হবর পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করল গতরাতে মা হার্টাফেল করে মারা গেছেন।

বোল বৰ্ষ আগের এই ঘটনার কথা মনে এলেই এখনও শৰীর শক্ত হয়ে যাব। মনে হয় যেন আঞ্জই ঘটে এগুল এগুল। সেই সহকারী ক্ষাণ্টেনকে সে নিজের হাতে খুন করেছে বৰু তিমেক হল, তুবু ঝালা মেটেনি। সেই অফিসারটি এখন তারে লক্ষ। অনেকে নীচে থেকে ভালমানুনের মুখের পরে শপে আজ পুলিশ কমিশনার হয়ে গেছে লোকটা। নিষ্কাটই ওর মনে নেই বোল বৰু আগে জিপে বসে যার গাল টিপেছিল সে আজ শক্তদের অন্যত্ব।

'ওয়ে নিয়ে এসেছি।'

গোটা কানে যাওয়ামাত্র চমকে ফিরে তাকাল ত্ত্বিলুবন। তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে

হো। দূরে গাছের তলায় আরও দুজন মানুষ দাঢ়িয়ে। তিউবন জিজ্ঞাসা করল, 'কেমনও ধামেলা হ্যান তো ?' হেন কাছে এগিয়ে আসতে মাথা নেড়ে না বলল।

'ও কি তোমার পরিয়ে জেনেছে ?'

'না। তেমন শহতে ঢেকার পর আর আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইছে না। চেকপোস্টে ওকে আড়াল করে আমরা নিয়ে এসেছি। তুমি কথা বলবে ?'

'না। আমরা চাই না ও কালকের সকালটা দেখুক।'

'ও। এটা আগে জানলে সুবিধে হত !'

দিক্ষাণ্ড একটু আগে নেওয়া হয়েছে।' কথটা বলে তিউবন হাঁটতে লাগল। রাত আর বেশি নেই। এখন যেটুকু সময় পাওয়া যাবে একটু শয়ে নেওয়া দরকার।

বোলো

এই একটা পথ আসার সময়ে তার মধ্যে অনেকবার সদেহ এসেছে। সোম দেখছিল মেয়েটাকে। কিন্তু ওদের সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে শীরের ঢেকা সন্তুষ্ট হত না। প্রায় বাধ্য হয়েই সে এদের কথা মেনে চলেছে। বিষ্ট শহতে ঢেকার পর তার মাথায় হিতীয় তিটা এসেছিল। এবের সঙ্গে যদি আকশলালদের সরাসরি যোগাযোগ থাকে, তাহলে এদের সুর খরেই সে লোকটার কাছে পৌঁছে পেতে পারবে। আর একবার সেটা সন্তুষ্ট হলে ভাস্তুরের ওপর চর্মকার টেক্টা দেওয়া যাবে। যদিও এর মধ্যে দু-দুবার হেনাকে বলেছে সে একবার দেখে যেতে চায় সেটা তার মনে ইচ্ছে নয়। না বলল এবের মনে প্রের জাগরণ বলেই বলেছে। দূরে শেষাব্দীর কাছে দাঁড়ানো লোকটার সঙ্গে হেন বখন কথা বলছিল তখন সে চেনার টেক্টা করেছে। লোকটার মুখে দাঢ়ি আছে। সে ঠিক চিনতে পারেনি। নিজে অঙ্ককরে দাঁড়িয়ে থাকায় কিছুটা আবশ্য আছে। এবার নিচ্ছাই হেন তাকে আকশলালদের কাছে নিয়ে যাবে। দাঢ়িওয়ালা লোকটাকে চলে যেতে দেখল দেখি।

কাছে এসে হেন মিটি হাসল, 'আজকের রাতটা কোথায় কাটানো যাব বলুন তো ?'

সোম বলল, 'থাকার জাগ্গা ঠিক না থাকবে এখন কোথাও পাবে না। এমনিতেই মানুষ ঝাঁকায় শুরে আছে। আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি ?'

হেন বলল, 'বীর্জন, একটু ভেবে দেখি !' আগুন পিতীয় পুরুষকে ইশারার থিনিকটা সরিয়ে নিয়ে এসে বলল, 'আমরা কবরখানার দিকে যাচ্ছি, ওকে সরাতে হবে। তুম এমন ভাবে ফলো করো যাতে ও সদেহ না করে !'

লোকটা মাথা নেড়ে ডিঙের মধ্যে মিশে যেতে হেন দিয়ে এল সোমের কাছে, 'ওকে কাটিয়ে দিলাম। যত থাক্কালা !' ওর বলার মধ্যে এমন একটা সূর ছিল যা সোমকে বিস্তৃত এবং প্রকৃতিক করল। মেয়েটা, নাতানো সুবৰ্ণী নয়, ধারালো রক্ষণা ওর ব্যাকে। তার নিজের যথেষ্ট বসন হওয়া সময়ে এখন মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকা যাবে না। এবং তাকে প্রত্যেক পরে কিছুটা প্রশঞ্চের ইচ্ছিত পাওয়া যাবে।

হেন বলল, 'আমরা এখনে সাগরাত দাঁড়িয়ে থাকব নাকি ?'

'নিচ্ছাই না, নিচ্ছাই ন। কিন্তু কোথায় যাওয়া যাব ?' সোম বিড় বিড় করল।

'আঙ্গু, এখনকার কবরখানাটা কুন্নে ?'

'বকরখানা ! কেন বলো তো ?'

'আমার এক মামা পাকে ওখানে। একলা মানুষ, বিরাট বাঢ়ি। গেলে ঘূশি হবে। যাবেন ?'

'যাওয়া যেতে পারে !' হেনর শেষ পেছন হাঁটা শুরু করল সোম। এই মামাটি আকশলাল নয় তো ? সে কি করবে ? আগে থেকে ভাগিনিক খবর পাঠালে বোকা বনান কতক্ষণ। আকশলাল তাকে দেখেলৈ চিনে পারবে। আর তানই একটা হেতুনেষ করতে হবে। এখন অনেক রাত। মেয়েটা কি এত গোরে আকশলালকে আগামি ? নামি তোর অবস্থি একসময়ে তারপর মাথার কাছে নিয়ে যাবে। মামা ! চমৎকার অভিনন্দন করছে মেয়েটো। কিন্তু দেয়ালোর পাশে দাঁড়ানো লোকটার সঙ্গে দেখা করার পর থেকেই ওর ব্যাকটা বদলে গেল। এইটাই সদেহহনক। যেতে যেতে হেন হাসল শব্দ করে, 'আপনার কি হাঁটতে অস্বীকৃত হচ্ছে ?'

'না, কেন বলো তো ?'

'বিছিন্নে পড়ছেন। দেখে তো মনে হয় এখনও ঘূর্ক আছেন !'

'ও তাই ? এই দ্যাবো পাশে এসে দোষি ! এবার বা নিকে যেতে হবে !'

'পুরীশ ভান আসেন, দাঁড়িয়ে পড়ন ধাম্পটাৰ আভালৈ !'

সোম ভান একটা নান খুব ধীরে ধীরে বাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসেছে। ওরা দেখেলৈ চিনতে পারেব এবং তাহলে রক্ষা দেই। সে খামাটোর পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। হেনও। হেন বলল, 'যদি কিছু জিজ্ঞাস করে আমি কথা বলব। বলব আপনি আমার থামী ! বলতে পারি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ !' সোম নিখাস ফেলল।

'অবশ্য আমার কোনও থামী নেই। মনে বিয়েই হ্যানি। প্রেমিকও জোটেনি। এমন কপল। অচ্ছ অপনার কোনও প্রেমিকা আছে ?' চাপা হাসল হনো।

গলা শুবিয়ে কাঠ। আনটা হাত কয়েক দূরে এসে পড়েছে। সোম নিখাসে মাথা নেড়ে না বলল।

হেন ফিসফস করল, 'আপনার বুকে আওয়াজ হচ্ছে কেন ?'

'কাই ! না তো !'

'হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি !' হেন ঘনিষ্ঠ হল।

ড্যান্টা দাঁড়িয়ে পড়েছে থিনিকটা গিয়ে। এখনও কেউ লাফিয়ে নামেনি ওটা থেকে। একদিন আগেও ভ্যানগুলো তার হিস্তিতে চলাক্রেতা করত। আর আজ — ! সোম মাথা নাড়ল, এই তো জীবন। অঙ্ককার ঘূর্টিপাতে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে মেয়েটোর শরীরের শ্রেষ্ঠ পাছিল। কিন্তু আরামাটা উপভোগের সময় এখন নয়।

হেন বলল, 'আপনার বুকে জ্বার বাজছে। দেখব ? বলে একটা হাত সোমের জামার মধ্যে কচিয়ে দিল। গেজির ওপর দিয়ে সাপের মতো হাঁটা বুকের কাছে উঠ আসছিল। হ্যাঁ, এটা যদি রাজপুর না হত এবং ওই ড্যান্টা যদি ওখানে দাঁড়িয়ে না থাকত। সোমের সমস্ত শরীরে কাটা ফুল !' সে চেং বষ করল। এবং তথ্যাই তার বুকের ওপরে পিপড়ে কামড়ানোর মত একটা যষ্টা টোর পেল। মেয়েটা সঙ্গে দেখল তার হাত সরিয়ে নিয়েছে। নিজের বুকটা চেপে ধরল সোম। যষ্টাটা আর পিপড়ের কামড়ের মতো নেই। তার বুক মুচ্ছে উঠেছে। নিখাস নিতে কঠ হচ্ছে। মুখ থেকে একটা গোজনি ছিটকে উঠতেই সে আপসা চোখে দেখল হো। যষ্টাটা আর পিপড়ের কামড়ের পারে ? প্রচণ্ড

চিন্কার করে সোম টলতে টলতে রাতায় আছাড় দেয়ে পড়ল।

ভ্যান্টা তথ্য আবার এগোতে যাইছিল। সাধনে বলা একজন সার্জেন্ট চিংকারটা শুনে পেছনে আসল। তার নির্মিশে দুজন সেপাই ক্ষত নেমে গেল সোমের শরীরের দিকে। একজন ছিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ‘সার, এ সি সাহেবে—’।

‘এ সি সাহেবে?’ সার্জেন্ট লাফ দিয়ে নামল। কাহে গিয়ে সে উচ্চের আলো ফেলতেই সোমের ঝুটাকে ঠিকনে পালন। দিনবরাত সাল্ট দিতে হত এই লোকটাকে। এখন তাদের পেশ হৃত্ম ছিল ঘুঁজে বের করার। লোকটাকে মারল কে ? অশেপাশে কাউকে সে দেখতে পাইয়ে না। শরীরে রক্তপাতে পেশ দিল নেই। নীচে, রাতায়, ঝুটপাথে সার্জেন্ট উচ্চের আলো ফেলল। এবং তখনই একটা কিছু কচকচ করে উঠতেই সে ঝুকে পড়ল। হেঁহে, অধিক ইচ্ছা কাচের সিরিপ। মৃদে আরও হোঁ সৃষ্ট লাগানো। রুমালে বক্সাটকে তুলে নিয়ে সে ভাণের কাছে চলে এসে ওয়ারলেস চালু করল।

‘হেডকোয়ার্টার্স’ হয়েল। কলিং ফ্রেম নাথুর টোয়েন্টি ওয়ার। সি পি’র সঙ্গে কথা বলতে চাই। খুব জলবারি। অর্জেন্ট। সার্জেন্ট অবৈধে হয়ে পড়লিল। মিনিট খানেক বাদে সে সোজ হয়ে দাঁড়াল, ‘হয়েল স্যার। আই আমা সি’র স্যার। একটু আগে তিনমাসের রাতায় আমাদের এক্ষ এ সি মিটার সোম মার গিয়েছেন। মনে হচ্ছে তুর শরীরে কুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। না স্যার, একটা সিরিপ। উনি অবশ্য অবহৃতো করে থাকতে পারেন। আই। ও ? ঠিক আছে স্যার। ও কে ?’

বিসিভার রেখে দিয়ে রুমাল ধেকে সিরিপের অবশিষ্টাখ রাতায় হলে ঝুতো দিয়ে মাড়িয়ে ঝুঁড়ে করে ফেলল সার্জেন্ট। তারপর রাতের নির্জনতাকে থান থান করে ওলি করল মৃত সোমের শরীরে। শরীরটা একটু কাঁপল মাত। সে সেপাইকে হৃত্ম করল, ‘ডেডেড তুল নিয়ে এসো। সি পি বলেছেন ওকে আকশেলালোর শুলি করে দেরেছে। মনে রেখো বুজুর।

আজ রাতে আবর করেকজন মানুর নির্মু ছিল।

থবথবে খেতোপথেরে এই ঘোঁটার একটা দিকে কাচের দেওয়াল থার ভেতর দিয়ে রাতের আকশ্টকে স্পষ্ট দেখা যায়। অনেক তারা সেখানে। ঘরে হালকা নীল আলো ঝুলছিল। পশাপাশি বসে থাকা তিনজন মানুনের মুখ স্পষ্ট দেখা যাইছিল না। তাদের উপরে দিকে সুনুবে এক প্রোট, কিছুটা নাভাস ভদ্বিতে কথা বলছিলেন। বলতে বলতে তিনি বুরতে পারছিলেন, তার সাধনে বলা তিনজন শ্রোতার কানে তেমনভাবে হৃকেছে না। এটা বেঁধামাত্র তাঁর গলায় স্বর নিচ্ছে নামল।

‘মুটো প্রদেশের জবাব আশ্মান কাছে চাই মিনিটার।’ প্রোট কথা শেষ করা মাত্র শ্রেতারে একজন পরিকার গলায় কলেন, ‘বাবু বস্তুলালের হত্যাকারীকে এখনও কেন ধরা হয়নি ?’

মিনিটার অথবা প্রোট লোকটি জবাব দিলেন, “সি পি বলেছেন বাবু বস্তুলালকে আকশেলালীয়ে থুন করেছে। এটা করে ও আমাদের শাসনাতে চেয়েছে।”

‘আসিস্টেন্ট কমিশনার সেমাকে কে হত্যা করেছে ?’

‘একেরেও হত্যাকারী আকশেলাল।’

‘আমরা প্রায় চাই।’

‘স্বার্য প্রায় খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। একজন বহুমুরে বাংলোয় কফিনে পড়েছিলেন আর একজনকে মাঝবারারে রাজপথে শুলিবিক অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।’

১০৮

শ্রোতাদের তিতীয়জন গলা পরিষ্কার করে নিলেন, ‘আমরা কোন মূর্খদের নিয়ে বাস করছি। সোমকে খুঁজে বের করতে নির্দেশ দেওয়া হতে আপনি বলেছিলেন প্রথম স্থূয়েগেই সে শহরের বাইরে চলে গিয়েছে। শহরের কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাহলে ওর শরীর শহরের রাতায় পাওয়া গেল কি করে ?’

‘এটা আমিও বুবুতে পারিছি না। মনে হচ্ছে কমিশনারের গোড়েবিভাগ ঠিকঠাক কাজ করেছে। আমাকে একটু সময় দিন।’ মিনিটার কাজের বাইরে করলেন।

এবার ড্রাইবিঙ্গ প্রশ্ন বকলেন, একটা লোক নিজেকে ডাক্তার পরিষেব দিয়ে একজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে শহরে ঝুকেছিল। এই লোকটাই বাবু বস্তুলালের বাংলতে গিয়েছিল। কমিশনার ওকে তুলে নেওয়ার পর ওর গাড়ি কে জ্বালাল ? কমিশনার যে কারণে ওকে ছেড়ে দিয়েছিল তা কোনও কাজেই লাগেনি। ওরা ট্রাইলিং লজ থেকে কোথায় উঠার হয়ে গিয়েছে তা কি জানা গোে ?’

‘একজন পলিশ অফিসার ওদের নিয়ে রিপোর্ট হয়েছে।

‘বাবে বুধা ?’ আমাদের পলিশবিহীনীতে যদি এমন কোনও বিশ্বাসযাত্ক ধারে তাহলে তাকে বাচাবে রাখার প্রয়োজন আপনার ওদের খুঁজে বের করতে পারেছেন না। ওয়ার্পলেশ !’

‘স্যার। উৎসে উপলক্ষে শহরে এত মানুষ চুকে পড়েছে যে এই মুরুরে কাউকে খুঁজে বের করা অসম্ভব হয়ে দায়িত্বেছে। তবে আগামী পরশুর মধ্যে শহর খালি করে সিংডেশ দিয়োগ্য আমি। তখন প্রতিটি লোককে খুঁটিয়ে দেশে ছাঢ়া হবে। ততক্ষণ—।’

‘না। আগামীকাল বিকেলেই ভার্সিসে প্রেস্টার করবেন। ওকে যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছে তা বেশি আর দেওয়া সম্ভব নয়। ওর বিকেলে চার্জ আনবেন জনবিরোধী কার্যকর্ম করার। সেই অভিযোগটা হবে অপরাধীয়ে। আর আঢ়াল করতে বাবু বস্তুলালের মৃতদেহ ময়নাতন্ত্বে ছাড়াই স্বীকৃত প্রক্রিয়াতে দিয়েছে সে।’

‘কিন্তু স্যার, কমিশনার রিপোর্ট দিয়েছে যাজড়ের নির্দেশ মেনেই—।’

‘আপনি এবার যেতে পারেন।’

মিনিটার একটা আটাটি কেস তুলে ধীরে ধীরে দৰজার বাইরে চলে এলেন। তাঁর নির্বাপত্তারকীরা সোজা হয়ে দাঁড়াল। অবেদনিন হয়ে গেল তিনি মঞ্চিতে আসে। বোর্ড টাইচে বৰেছে আছেন। কিন্তু এখন বাতাসে বিপদ্মে গোঁ পাছেন তিনি। যেভাবে আগামীকাল ভার্সিসকে প্রেস্টা কর্য হবে সেইভাবেই তাঁকেও সরিয়ে দেওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার।

মনে মনে প্রচণ্ড খেপে গেলেন তিনি ভার্সিসের ওপর। লোকটা সাতিকারের অপদার্থ। যেসব পুরুষের মহিলাদের ওপর বিদ্যুমার আস্তি থাকে না, তাদের মতিক কখনই প্রাণবন্ধক হয় না। বোর্ড তাকে দেবৰ প্রশ্ন করেছে তার একটারও জবাব তিনি নিতে পারেননি ওই অপসারিত জনে। এবং অস্বীকৃত ব্যাপার, বোর্ড আজ তাকে আকশেলালকে নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি। করলে তাকে বলতে হত কমিশনার আশা করাইন আগামীকালই স্বল্প হবেন। মিনিটার তাঁর ‘সচিবের জিজ্ঞাসা করলেন,

‘উনি নীচে অপেক্ষা করছেন।’

‘চলে যেতে বল। ওর মুখ আমি দেখতে চাই না।’

সঙ্গে সঙ্গে সচিব ঝুঁটে গেল খবরটা জানতে। ধীরেসুন্দে নামলেন মিনিটার। এই

১০৫

বাড়িতে সরসময় যুক্তিকালীন তৎপরতা দেখা যায়। একটা মাছিয়ে পথেও এখানে বিনা অনুমতিতে ঢেকে অস্ত্রব। মিনিস্টার ঘড়ি দেখলেন।

মিনিস্টার ক্ষিণের বাবে তাঁর গাড়ী একটা কনভে নিয়ে রাজপথ দিয়ে ছুটে যাইলেন। সহিংসন বাজিরে একজন বাপ্তা রাতা বাড়ির কানে ছুটিল আগে আগে। যদিও এত সাথে রাতার মানুষ নেই কিন্তু ফুটক উপরে পড়া এগাঙ্গুক খ্যালফ্যান্স চোরে মৃশ্চিটা দেখে। বিশেষ একটা বাড়ির সামনে গাড়িকে পৌছে যাওয়া মাঝ নিরাপত্তাবন্ধীরা পরিশন নিয়ে নিল। মিনিস্টার মালেন। সিডির গুপ্তে মে মহিলাটি দাঙ্ডিয়েছিলেন তিনি বিনোদ গলায় বললেন, ‘আসুন স্ন্যার। ম্যাডাম আপনার জনে অপেক্ষা করছেন।’

মিনিস্টার হাস্যে চেচ্চি করলেন। মহিলার পেছন পেছন পেছন পিছি ভেঙে বাড়ির ভেতরে চুকে পরেন তিনি। বাইরে প্রহরীরা সংজ্ঞা হয়ে পাহাড়ে দিতে লাগল।

সরকার পর্যন্ত পৌছে দিয়ে মহিলা দাঙ্ডিয়ে গেলে মিনিস্টার পর্যন্ত সরিয়ে ভেতরে পা দিয়ে উন্নতে পেলেন, ‘স্বপ্নভাব !’

‘প্রভাত ও প্রভাতের তো এখনও অনেকে দেরি !’

ইয়েরেজি মতে প্রভাত শুরু হয়ে গেছে। জানেই তো, বিদেশে থাকায় আমার অনেকে কিছু আলাদা !’

মিনিস্টার এগিয়ে গেলেন। দুধের চেয়ে সদা এক মিশ্রীয় পোশাক পরে ম্যাডাম আগমনিক হয়ে আছেন বালিনে হেলন দিয়ে। বৃক্ষ দুটিতে কাকালেন তিনি। ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর আলাপ বিদেশে। এদেশের একজন দলী বাসবাসীর প্রী হিসেবে যতটুকু বিদ্যুতী হওয়া সম্ভব ততটুকু। মন ভরাবে সৌন্দর্য হয়তো এন্দেশি কিন্তু কাকালে চোখ ধোয়িয়ে যায়। বারবার তাকাতে হয়। এক শিরশিলের খণ্ডনের রক্ষণ সম্ভব রঁ চোখ টোকের ভদিতে দুলে দুলে ছোবল মারতে চায়। বিদেশ থেকে স্বামীকে নিয়ে ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গে ম্যাডামের ঘনিষ্ঠতা। এখনকারা ওপরহুলের সঙ্গে তিনি ধুন্দের আলাপ করিয়ে দেবার কিছুদিনের মধ্যে স্বামী মারা যান। কিন্তু তাতে বিদ্যুত্যার দম যাননি প্রস্তুত। উঠতে উঠতে এ রাজোর অন্যতম মানুষের ছুটিয়ে পৌছে নিয়েছেন। মিনিস্টার আজের ম্যাডাম অকৃতক নন। তাঁর আজকের যা কিছু উন্নতি তা এই প্রস্তুতিহাসের জন্মে।

এককালের ঘনিষ্ঠতা এখনও তাঁকে এই বাড়িতে অসম অধিকার দিচ্ছে। কিন্তু তিনি জানেন সম্পর্কটা আর সেই আয়গায়া আটকে নেই। ম্যাডামকে তাঁর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। এ রাজোর যাবতীয় ব্যবসাবিভিজি ম্যাডামের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া পরিচালিত হচ্ছে পারে না অব্যর্থ সেবন ব্যবসা বিদেশেক্ষিক এবং সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যাপার। সেগুলো ম্যাডামকে আঝালে ম্যাডাম টেন পাসেন্ট বলে ডাকে। ওই তেজ না দিলে এই রাজো থেকে কোন বৈদেশিক বাণিজ্য করা সম্ভব নয়। তাঁর সঙ্গে এখন ওঁর সম্পর্ক কি ধরনে ? মিনিস্টার নিয়েই ঠিক বোবেন না।

‘বুর সমস্যার ন পড়লে এতারে এখানে অসমে না !’

‘হ্যা ! সমস্যা বুরই ! তারিস আমারে ডোবাল !’

‘যারা আমরা এবং পুলিশের ওপর নির্ভর করে প্রশংসন চালায় তাদের পরিষিক্তি জানা !’

‘মাখালাম। কিন্তু এ ছাড়া আমার সামনে কোন পথ খোলা ছিল ? তোমার কথামতো তারিস বাবু বস্তুলালের দেহ মহান্তদন্ত করায়নি বলে বোর্ড খুলি নয়।’

১০৬

‘বুর স্বাভাবিক। মহান্তদন্ত করাটা আইনসমত্ব ব্যাপার। করলে জানা হেত ওকে তালিবিক করার আগে, কৃত্তা দুমের ওধু দেওয়া হয়েছিল।’ ম্যাডাম স্বাভাবিক গলায় বললেন।

‘দুমের ওধু দেওয়া হয়েছিল ?’ মিনিস্টার হতভব, ‘তুমি কি করে জানলে ?’

‘আমি তোমার মতো কান দিয়ে দেবি না ?’

‘তাই তুমি চাপলি পোর্টফোলি হৈক। হলে ব্যাপারটা জানা হেত। খবরটা গোপন রেখে তোমার বিল কাল কী ? আমি তোমাকে বিলুপ্ত কুরাতে পারি না।’

ম্যাডাম হাসলেন, ‘আমি পারি না। তোমার সেই সমস্যাটি কি ?’

মিনিস্টার এক মুক্তি ভাবলেন। তাঁকে এখনও বস্তুত বলেননি ম্যাডাম। অথচ কয়েক বছর আগে তাঁর প্রগতি অধিকার ছিল ওই বিশ্বাস। তিনি বললেন, ‘আমি তোমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি। তুমি আমাকে পথ বলে দাও।’

‘বিলের পথ ?’

‘আমি মুক্তি পেতে চাই। সমস্যামে, আমাকে ছুড়ে ফেলার আগে আমি চলে যেতে চাই।’

‘সে কী ? এত ক্ষমতা তোমার ! এ রাজ্যের শিশুজ্ঞাও তোমার কথা ভয়ে দেয়ে শোনে—।’

‘বিজি ! এই পুরুলের চুম্বিকা আমার সহ্য হচ্ছে না।। বোর্ডের কোনও কাজই আমি ঠিকঠাক করাতে পারিছি না।। আজ ভার্সিস আছে বলে সব দয় তার ওপর চাপছে। অগ্রামীকাল বিকেলে তারিস চলে গেলে বন্দুকের নল আমার দিয়ে তূর আসবে।’

‘তোমার বন্দলে যতক্ষণ আর একটা কাটাক লোককে না পাওয়া যাবে ততক্ষণ তুমি নিরাপদ ! আর সেই সময়ের বন্দন হাতে পাশ তখন তার সং ব্যবহার করো !’

‘অসমর ! প্রথম কথা, আমারের অর্থনৈতিক কাঠামো বর্তে এখন কিছুই নেই। বাবু বস্তুলাল আমাকে ত্বৰিতব্য দিত। পুরো দেশটা বৈদেশিক ধারের ওপর দাঙ্ডিয়ে আছে। এই মুক্তির যদি আমরের দুই শেখ তাদের সব ডলার ফ্রেট চায় তাহলে আমরা কোথায় দাঁড়াব ? আর আমি যত ধীর দেওয়া করানোর প্রতা পিছি তত বোর্ড সেটকে বাসিতে করতে। দেশের মনুষকে যদি অবাধ বিভিজ্য করার অধিকার না দেওয়া হয়, যদি ক্ষুণ্ণ শিলে উৎসাহ না দেওয়া হয় তাহলে রাজ্যাদির মতো কোনও ভিনিস ই ধারকে না আমারের হচ্ছে। ছিটু রং, আকাশলাল। ক্রমে আমার মনে একটা ধূমা তৈরি হচ্ছে যে আমারের মধ্যে কেউ সেটাটাকে সেটার দিচ্ছে। যে দিনে, সে আমারের দেশকেও শক্তিমান। এখনও পর্যন্ত আমি ওই সেটাটকে সব কাজকর্ম রক্ষ রাখতে বাধা করেছি কিছু যে কোনও মুক্তিরেই তো বিফেরণ হচ্ছে পারে !’

‘আকাশলাল ধূম পড়লে তোমার এই চিপ্তা দ্রু হবে ?’

‘ধূম পড়ুক ? হ্যাঁ। আমি ওই আকাশী কথা বোর্ডকে বলে এলাম। আগামীকাল সেটাকে নাকি ভার্সিসে কোন করবে ? ভার্সিস বাহিনীকে আলার্ট করেছে কোন ক্ষার মাঝ দেশে তোকিপেরের কাছে মেন পোছে যাব লোক। কিন্তু আকাশলাল কেন কোন করবে ? তা মাধামেটার জানে না আগামীকাল উৎসব। লক্ষ লক্ষ মানুষের ডিগ্রের দিনটাকে কেন ও বেছে নিল গেন করার জন্মে ?’

‘হ্যা ! এটা একটা পয়েন্ট। কিন্তু তুমি কি করবে তচ তাও ?’

‘আগামীকাল বিকেলে আবি পদজ্ঞাপণের দেব। তুমি বোর্ডকে দিয়ে সেটা আয়ুক্ত

‘করিয়ে দেবে। অবশ্য তার আগেই আমি—’ মিনিস্টার থেমে গোলেন।

‘কোথাও পালিয়ে নিয়ে তুমি নিতার পাবে না।’ ম্যাজার নেমে দাঁড়ান্তে বিছনা থেকে, ‘বোর্ড যা চাইছে তাই মন দিয়ে করা ছাড়া তোমার কোনও উপযোগ নেই।’

‘ম্যাজার, আমি তোমার কাছে সাহায্য চাইছি।’

ম্যাজার হাঙ্গেন, ‘আমি দুঃখিত।’ এই সুন্দর ছেট পাহাড়ি শহরটাকে আমি বড় ভালবেসে মেলেছি। দেখেছ না, ইউরোপ আমেরিকা ছেড়ে এখানে আমি পড়ে আছি। লোকে বলত আমি আমার স্বামীর টানে এসেছি এখানে। কিন্তু তিনি তো জানেই গোলেন। বাবু বস্তুলালকে আমি পৃথিবীমূলক হিসেবে খুব পছন্দ করতাম। টাঙ্ক হিল বাটে লোকটার, কিন্তু গতিও হিল। কিন্তু দেখ তার মনে হল এই মেশিন থেকে তিনি কিছুই পাবেন না আমি তাঁকে চলে যেতে হল। তোমার সঙ্গেও আমি ঘনিষ্ঠ হিলাম। কিন্তু এখন পোর্ড যা ছাইছে সেটাই আমার হচ্ছে।’

‘তার মানে?’ মিনিস্টার চিকিৎসক করে উঠলেন।

‘এখনও পর্যন্ত সব কিছু তোমার অধিকারে আছে। রাত অনেক হয়েছে। এবার ফিরে নিয়ে বিশ্বাস নাও।’ ম্যাজার ধীরে ধীরে পশের দরজা দিয়ে ডেকে চলে গোলেন।

মিনিস্টার কয়েকমুকুর্ত ছুঁচাচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্পর্ক প্রাপ্তিতে প্রাপ্তিতে যথম শীতল থেকে শীতলতর হয়ে যাব তখন যে পক্ষ দুর্দশ পায় সে কি দুর্দশ?

সতেরো

গতরাতে বিছনায় শয়ে ধাককতে পারেনি ভার্সিস। অক্ষকার ধাককতেই উঠে এসে বসেছিল নিজের চেয়ারে। এখন ভোর। এখন এই বিশাল পুলিশ-হেডকোয়ার্টার্স শৱ্যাচীন। এত বড় অফিস-বারে তিনি এক। জানলার বাইরে পৃথিবীটা ধীরে ধীরে রং পার্টেল।

একটা দিন আসছে। হয়তো শেষ দিন তার ক্ষেত্রে। এই দিনটার মোকবিলা তিনি বিদ্যুত করবেন সেটাই খুব করতে হবে। আজ যদি আভাসলালকে ধূম সংগ্রহ না হয় তাহলে তাঁকে চলে যেতে হবে। মিনিস্টার তার পক্ষে কথা বলবেন না। এই চলে যাওয়া মাত্রে সোমেন যে কৃতিত্বে যাওয়ার কথা ছিল সেই মাটির তলায় নিসিসিত হওয়া। ভার্সিস নড়েচড়ে বসেলেন। পায়ের তলায় শিরশিরি করে উঠলেও তিনি চোয়াল শক্ত করবেন। না, ছুঁচাচাপ তিনি দুর্ভাগ্যকে মেনে নেবেন না। এককাল যে বিশ্বস্ততাৰ সঙ্গে কর্তৃত্ব কৰে গোছেন তার মূল্য কেউ যদি এভাবে দেয় তা মানতে পারেন না তিনি।

গতরাতে মুট্টা ঘটনা ঘটেছে। সোমেন মৃত্যু হবে পারে গিয়েছে। যে সর্জিট তাঁকে খবর দিয়েছিল সে তারাই নির্ণয়ে গুলি করবেৰে সোমেন মৃত্যুবেৰে। তিনি নির্ণয়ে তার দেহ নেও কৈকীর্ণ নেই। মৃত্যুবেৰে আসা মাত্র পোস্টমর্টেম করতে পাঠিয়েছেন তিনি। তার রিপোর্ট আজ সকল হাঁটায় পাওয়াৰ বলগা। এই পোস্টমর্টেম কৰার আদেশ ওই সার্জেণ্ট জানে না। জানে না তার কাৰণ প্ৰায় তথাই লোকটাকে ভাল সমেত পাঠিয়েছেন বাবু বস্তুলালকে বাংলোয়। পোস্টমর্টেম যদি জানা যাব গুলি ছেঁড়া হয়েছিল অনুকূলভাবে, সোমেন মৃত্যুৰ পৰে, তাহলে সার্জেণ্টটাৰ বাবোটা চিৰকালেৰ অন্বে যাবে। মাত্রে মাত্রে তিনি যে কোন দৈবিক ক্ষমতায় ভবিষ্যৎ দেবেতে পান তা-

মিজেই জানেন না। সোম বিশ্ববীদেৱ গুলিতে নিহত হয়েছে, এমন একটা প্ৰচাৰ কৰাৰ কথা ভেড়েছিলেন। একেতে পোস্টমর্টেম কৰানোৰ কেৱল বাসনাই হিল না। তিক তখনই বিতীয় খৰোটা এল।

বাবু বস্তুলালকে বাংলোৰ টৌকিদারকে পাওয়া দেছে। লোকটা নাকি খাত্তাবিক নেই। ঘটনার পৰেই দে ইতিয়া পালিয়ে গিয়েছিল নিৰ্দেশমতো। বিশ্ব বিবেকদণ্ডনোৰ কাৰণে সে আৰুৰ ফিরে এসেছে। শহৰে কুকুৰে চোহেৰে মাজারেৰ সঙ্গে দেখা কৰবে বলো। লোকটারে চেক পোস্টেৱ আগেই বাস থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভার্সিস সোমেৱ মৃত্যুবেৰে আভিকাৰৰ সাৰ্জেণ্টেৱে পাঠিয়েছেন লোকটাকে জেৱা কৰাৰ জন্মে। ওকে যেন বাবু বস্তুলালকে বাংলোতে নিয়ে দিয়ে জেৱা কৰা হয়, এমন নিৰ্দেশ দিয়েছেন। লোকটাৰ বাবু বস্তুলালকে মৃত্যুৰ হালিম সিদ্ধ পৰাবৰে। এই অধিবি কৈ হিল। ম্যাজারেৱ সঙ্গে দেখা কৰাৰ পাগলামোৰ ভার্সিসকে সৰ্কত কৰোৱিল। খুব দুট একটা সাপ বোলা থেকে দিয়েৰে আসবে এবং তিনি সেই সাপকে ঠিকঠাক বাবহৰ কৰতে পাবেন, তাহলে তাৰ বিৰক্তে এগিয়ে আসা অঞ্চলগুৰোৰ সোকাবিলা কৰা সহজ হয়ে যাবে। বাপুৰটাকে যথেষ্ট পোপনে রাখাৰ চেষ্টা কৰাৰেন ভার্সিস। মিনিস্টারকেও তিনি জানাবিনি। যদি কোনও সাপ সত্ত্বাৰে হয় তাৰে সেটা বেৱ কৰাৰ দায় চাপবে ওই সাৰ্জেণ্টেৱ ওপৰ। লোকটাৰ নাম সহজেই খৰচৰে খাত্তায় উঠে যাবে।

ঘড়ি দেখলেন তিনি। সকল নষ্ট বাজতে এবিং অনেক সেৱি। সাৰ্জেণ্ট গভীৰ রাতে চলে যাওয়াৰ পৰ আৰ রিপোর্ট কৰোনি। এই রিপোর্ট পাওয়া খুব ভাৱৰি।

টিক কৰিয়া কাটিয়া হাঁটায় একটা প্ৰাথমিক পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পৰেলেন তিনি। সোমেৱ শৱীৰে ত্বকৰে একটা বিৰু পাওয়া গিয়েছে যা তাৰ খাসমুক্ত পেকে হুলি কৰা হয়েছিল তাৰ কিউ পেকেই। আৰু বিস্তৃতি রিপোর্ট পাওয়া যাবে পৰে রিপোর্ট। এইচাইডুই দৰকাৰৰ হিল। বিশ্বে টেলিফোন ভুলেনোৰ ভার্সিস। সাজ পেতেই তাৰ কঠোৰ আপনা থেকেই নেমে গোল। ‘স্যার! কলা রাতে সোমেৱ মৃত্যু গুলিতে হয়নি।’

‘হ্যাতাই?’ মিনিস্টারেৱ চিকিৎসক কৰাবে অৱৰ।

‘পোস্টমর্টেম বলতে, ওৱ শৰীৰে বিষ পাওয়া গোছে। ওলি পৰে কৰা হয়েছে।’
‘আপনার আৰুচি কৰোৱা কী? সাৰ্জেণ্ট বলেছিল গুলিতে মারা সিয়েছে?’
‘আজে হ্যাঁ। ওৱ বিভূতিভাৰী আৰু পেলোৱে দোকা বাধে ও সেটা বাবহৰ কৰাৰে কৰি না। হয়তো বৃত্তি দেবাৰ নেলোৱ মৃত্যুদে ওলি কৰে খৰোটা নিয়েছে।’

‘কিন্তু কি বলেৰে ও গুলিতে মারা সিয়েছে সোম?’

‘না, তা বলেনি।’
‘তাহলে বৃত্তি নিষেক কৰে কৰে লোকটাকে এখনই ভাকুন। যদি আপনার অনুমান সত্ত্বাৰে হয় তাহলে মিন্দেয়ান্টিকে তচম শাস্তি দিন।’

‘ঠিক আছে স্যার। ও একোয়াৰি ধৰে ফিরে এলোই বাবহৰ নিষিই।’

‘ভার্সিস! হাঁটা মিনিস্টারেৱ গলা বদলে গোল।

‘ইউ হিল সামৰণি!

‘আকাশলালকে আজ ধৰাতেই হবে। আমি তোমকে বাঁচাতে পাৰে না ভার্সিস। আজকেৰ নিনটাই তোমাৰ শেষ সুযোগ।’ লাইনটা কেটে গোল।

ঠিক সাড়ে হাঁটা ভার্সিস জানতে পাৰলেন সেই সার্জেণ্ট তিন নংৰ চেকপোস্ট থেকে তাৰ সঙ্গে কথা বলতে চায়। এক মুহূৰ্ত সেৱি কৰলেন না তিনি। একটা ভ্ৰাইতানকে সঙ্গে

নিয়ে জিপ ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন কাউকে কিন্তু না জানিয়ে।

তোর ফেকেই রাত্তায় ভিড়। শহর গেরোতে গাড়ির গতি শুধু করতে হচ্ছিল বলে ভার্সিসের মেজাজ চিঠ্ঠে যাইছিল। মিনিট কুড়ির মধ্যে তিনি তিনি নবর চেকপোস্টে পৌছাতে পরলেন। সেখানে তান শহরে ঢেকার জন্যে মানুষের বিশাল লাইন পড়ে দেছে। তারা ভার্সিসের সভায় দেখিয়ে। চেকপোস্টের দেশপাই স্লার্ট করে তার পথ তৈরি করে দেখিয়ে আসে। তানের দরজা খুলে কালকের সেই সার্জেন্টের নেমেই। তিনি ভানটাকে দেখেতে পেলেন। ভানের দরজা খুলে কালকের সেই সার্জেন্টের নেমেই। কোনওভাবে হাত খুলে কপালে টেকাল সার্জেন্টের দেখে মনে হচ্ছিল ভূত ভরেছে। কোনওভাবে হাত খুলে কপালে টেকাল সার্জেন্টের দেখে মনে হচ্ছিল ভূত ভরেছে।

ভার্সিস ওয়ে পাশে জিপ দাঁড়ি করাতে বলে সার্জেন্টকে উঠে আসতে নির্দেশ দিল। সার্জেন্ট চূপচাপ নিয়ের পানার করতে তিনি ড্রাইভারকে জিপ ঢালাতে বললেন। মিনিট তিনেরের মধ্যে পাহাড়ের দল একটা নির্ভীন জ্বালায় পৌছে গেলেন ওঁর। সার্জেন্টকে নিয়ে ভার্সিস দেখে এলেন জিপ দেকে। একটা ধাদের ধারে দাঁড়িয়ে তিনি সোকটার নিকে ডাকালেন, 'কি হয়েছে ?'

'সার !' সার্জেন্টের গলা খুবই নিচুতে।

'ইয়েস মাঝি বয়।

'সার আমি কি করব বুঝতে পারছি না !'

'আমি বুঝিব নেই। সোকটাকে পেশোছ ?'

'হ্যাঁ সার ! প্রথমে মনে হয়েছিল ও মাথা ঠিক নেই। কিন্তু তেই ওকে দিয়ে কথা বলাটে পারছিয়া না। ভোরবেলায় ও বলে হেলুল।' কেবলে উঠল সার্জেন্ট।

'কি বলল ?'

'যা বলল তা আমি বিবাস করতে পারছি না স্যার। আর এই কথাটা যদি আমি বিপোর্ট করি তাহলে আমার কি হবে তাও ধারণা করতে পারছি না !'

'ওঁরি আমার কাবে রিপোর্ট করছ ? আমি তোমাকে শেষ্টার দেব। ইন ফ্যাক্ট তোমাকে আমি ইতিমধ্যে শেষ্টার দিয়েছি।' ভার্সিস হাসলেন।

'কথাটা বুঝিব না স্যার !'

'লেগের বকি পেশেমেন্টের করে বোকা গোছে ওর মৃচ্ছা কোনও একটা বিষে হয়েছিল। গুলি লেগেছে তার পরে। আর গুলিটা পলিশের রিভলভারের। এবং তোমাকে গুলি ছুড়তে দেখেছে কয়েকজন দেশাই। একটা ডেডভারিকে তুমি কেন গুলি করবে তা মিনিস্টার বুঝতে পারছেন না। রহস্যাটা উনি উভার করতে বলেছেন।' ভার্সিস আবার হাসলেন।

সার্জেন্ট চিৎকাৰ কৰে উঠল, 'সার ! আপনি এ কি কথা বলেছে ?'

'মিনিস্টার আমাকে বলেছেন। কিন্তু তোমার নাভাস হবার দৰকার নেই। ওকে যা দেৱাবাবৰ আমি বুঝিবেছি ? আমার কথা যারা শেনে তাদের আমি বিপদে ফেলি না। এখন বল, সোকটা কি বলেছে ?' ভার্সিস পকেটে থেকে ছুটে বের কৰলেন।

'বাবু বকলালকে খুন কৰা হয়েছে। কোগ গলায় বলল সার্জেন্ট।

'ধৰারা তুমি কি আগো জানতে না ?' চুক্টি ধৰালেন ভার্সিস।

'কিন্তু কুন কৰেছে জানেন ?'

'কে ?'

'ওই টোকিদারটা !'

'বীকার কৰেছে ?'

'হ্যাঁ। বিবেকের কামড়ে অঙ্গুর হয়ে যাইছিল সোকটা।'

'ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে যাইছিল কেন ?'

'স্যার, ও বলছে, ম্যাডাম ওকে বাধা কৰেছেন বাবু বস্তুলালকে.... !' সার্জেন্ট বাক্য শেষ কৰতে পারেন না।

ভার্সিস অনুভব কৰলেন তার স্বার শব্দীয় মনে অঙ্গুর কদম্বমূল ঝুঁটে উঠল। এই রকম একটা অস্ত্র কথা করলেন বাহিরিলেন তিনি। চট করে সামলে নিয়ে বললেম, 'ওঁরি যা বলছ তা নিয়েই দায়িত্ব নিয়ে বলছ ! নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছ ?'

'স্যার !' সোকটা কবিয়ে উঠল।

'ঠিক আছে। আর কে কে জেনেছে ব্যাপারটা ?'

'আর কেউ না। কাউকে বলিনি। ওকে আলাদা জেরা কৰেছিলাম।'

'সোকটা এখন কোথায় ?'

'ভানে বাসে আছে।'

'ওই বালোয়ে কোনও পাহাড়া আছে ?'

'না স্যার।'

'ওঁরি সোকটাকে নিয়ে একা ওই বালোয়ে ফিরে যাও। আর কাউকে বলে যাওয়াত দৰকার নেই।' টোকিদারটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তোমাকে যে কি কৰেই হোক, নইলে তোমাকে আমি বাঁচাব পৰাব না। ও দেন না পালিয়ে অথবা মারা না যাব। কেউ যেন তোমার না দেখে। ঠিক সময়ে আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ কৰব। গুড লাক।' ভার্সিস জিপে দিকে এগিয়ে গোলেন।

ঠিক নটি বালোয়ে কয়েক মিনিট আগে ভার্সিস নিজের চেয়ারে আরাম কৰে বসে চুরুট খাইলেন। একটু পরেই টেলিফোনটা বাজাব কথা। আর এখন তার লোক শহরের সঁরি এই ফোনটা কোথাকে আসেছে তা ধৰাৰ জনো উদ্বোধী।

সকলৰ স্বতন্ত্ৰ চৰকণৰ। বকলবৰে একটা আত্ম বোনে দিনের শুরুটা হেমন সুন্দৰ তেমনি একটুমৰ মতো মেঘেদেৱ দখলে ধীৰ আকাশ নিয়ে আসা সকলাটো ও আকাশলালোৱ একটু বকল লাগে। খাজাৰ হোক সকলৰ মানে একটা পোতা রাজতে পৰে।

অন্তলৰ দুঃখিতে নাক টেনে বুক বাতাস ভৱল আৰু আকাশলালু। এবং সেটা কৰতে একটু চিনিটো বাধা তৈরি হয়ে আসে আসে মিলিয়ে গোল। টোক গিলল সে। ভাঙ্গাৰ বলছে এখন কোনওৰকম চাপ বুকে দেওয়া জলবে না। তাৰ বুকৰ ভেড়াটোয় অপোৱেৰ্দেন পৰে প্ৰকৃতিক নিয়মগুলোকে বৰ্বৰ কৰা হয়েছে। যা ছিল না, কৰণও থাকে না বসন্তো হয়েছে।

এই সকলোই আকাশলালোৱ আন এং দাঢ়ি কামানো শেষ। এখন শব্দীয়াটা আবাৰ বেশ চাঙা লাগছে। অপোৱেৰেৰ পৰে একটা কখনও জোখ হয়নি। ইৱেৰক ধন্বন্তৰ, অস্তু অজীকৰ দিনে তিনি এইচুক্তি অনুগ্ৰহ কৰলেন। ইৱেৰে অবিস্ময় নেই আকাশলালোৱ কিংবা তাকে অবৰুদ্ধন সে কৰে না। এই কাৰণে বাল্যকালে গুৰুতন্ত্ৰে সঙ্গে তাৰ বিশেষ হত। গিয়াৰ্জি ধীৰে প্ৰাৰ্বন্ন না কৰলে ইৱেৰ বৰনতে পাণেন না বলে হীৱা যাবে কৰেন তারা ইৱেৰেৰ ক্ষমতাকে হোত কৰে দেখেন। আমি একজন মূলমান অথবা প্ৰিস্টান কিংবা দিনু হৃষে পাবি জন্মসূত্ৰে, কিন্তু ইৱেৰেৰ কোনও জাত নেই। তিনি যদি সৰ্বশক্তিমান এবং পৰমহকুমায় হন তা হলে তাকে কোনও বাঁধনে বৈধে রাখা যাব।

এসব কথার প্রতিবাদ কেউ করত না কিন্তু শুনতে ভালও বাসত না। নিজেকে একটি মানুষ বলে ভাবাটাই আকশলালের পছন্দ। আর এই কারণেই মুসলমান অধিবাসীদের সঙ্গে যিশে হেতে কোনও কালৈই তার অসুবিধে হত না।

এই জাগী যে কোনও মানুষের পেছনে একটা কাহিনী আছে। হয় সেটা তোরাওয়াদি করে আব্দুর্রাকিন, নব অত্যাচারী নব মানুষের পছন্দ হ্যায় পূর্ব ক্ষয়ের। ফিল্ড শ্রেণীর মানুষেরাই যখন শক্তকর নিমানুষের পছন্দ হ্যায় পূর্ব ক্ষয়ের বৃক্ষে দাঢ়ি দাঢ়ি করে তুলতে। অনেকটা এগিয়েও সে এখনও সহজ হ্যানি, তার কারণ সাধারণ মানুষের ভ্যাঙ্গিনিত মানসিক জড়ত্বার জন্মে। তারা তাকে দেখলে উদ্বৃক্ষ হ্যায়। তার কথা শুনতে চায়। এই মুরুর্তে যদি মেশে পেশেন বালাটো সেই নেওয়া হ্যায় তা হলে আকশলালের বাকাবাকাই কেউ অসমে পারেন না। কথাটা শাসকক্ষের জানে বলেই তাকে ধরার জন্মে এত ব্যস্ততা। ঘোরের হাতে থেকে বাঁচার জন্মে নিজেকে লক্ষণে রাখা মানে আর এক ধরনের আব্দুর্রাকিন। প্রের পর্যন্ত একটু ঝুঁকি নিলে চলেছে সে। প্রয়োজন মানুষের একমাত্র মরে মেতে হ্যায়, মূর্ত্ত্যা যদি আসে তা হ্যায় সেই মৃত্ত্যাটা না হ্যায় এবারাই হ্যায়। জানলা থেকে সের অসমেই সে দেখল হ্যানাদার ঘরে ঝুঁকে।

‘সুপ্রত্যাত হ্যানাদার, নতুন কোনও খবর?’

‘সুপ্রত্যাত ? না, নতুন খবর নয়। ভার্সিস ইতিমধ্যে যোগায করে দিয়েছে আমাদের হ্যানেই সেম মারা দিয়েছে। তবে কীভাবে মেরেছে তা বলেনি। তুমি তো তৈরি হয়ে দোঁ !’

হ্যানাদার খুব সজ্জন হ্যে থাপাগুলো বলল না।

‘হ্যাঁ। আমি তৈরি। ডাকুর কোথায় ?’

‘আমাদের হাতে এখনও অনেক সময় আছে।’

আকশলাল ঘৃঢ়ি দেলন। সঙ্গী তাই। সে চেয়ারে বসল। তারপর জিজাসা করল, ‘ডেভিড এবং ত্রিভুবনের কেথারা ? আমার কিছু আলোচনা আছে।’

বলতে না বলতেই ওই মুহূর্মে ঘরে ঝুকল। আকশলাল ওদের দেখল। তারপর ত্রিভুবনের জিজাসা করল, ‘হ্যাঁ কি ত্রে যিদে গেছে ?’

ত্রিভুবন মাথা নাড়ল, ‘না। আজ ও এখনেই থেকে আপনাকে সাহায্য করবে।’

‘ওকে আমার হ্যে বন্ধনাদার দিয়ো। নতুন কোনও খবর ?’

ডেভিড জ্বরের পিল, ‘কাল যে সার্জেন্ট সোমের মৃত্যুদেহে ওলি ঝুঁড়েছিল তাকে মারেই শহুরের বাক্সে পার্টিসে ভার্সিস। আজ সকাল পর্যন্ত সে যিনে আসেনি। আর একটা ইটারেসিং খবর হল, ভার্সিসের একটু আগে খুব ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে শহুরের বাক্সে যেতে দেখা গেছে। আমাদের বুক্স নজর রাখছে।’

‘খুব ড্রাইভারকে নিয়ে ? এত বড় ঝুঁকি নেওয়ার কারণ ?’ আকশলালকে চিহ্নিত দেখল।

‘সেইটাই বোকা যাচ্ছে না।’

‘খবর নাও। আজ ভার্সিস টেলিফোনের সামনে থেকে বিছুটাই নড়ে নে। অস্তু ওর মত মানুষের নড় উচ্চিত নয়। সেটা না করে ও যখন শহুরের বাক্সে যিন্নেছে তখন নিষ্কাশ আরও জরুরি কোনও ঘটনা ঘটেছে।’

আকশলাল, নিষ্কাশ পিল, একটু তাড়াতাড়ি ঝুঁকা বললে ঝুকে চাপ বোধ হ্যায়। একটু

সময় নিয়ে সে বলল, ‘আমার চিন্তা হচ্ছে। নটার সময় ভার্সিস না থাকলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হ্যে যাবে। না, যেখানেই যাক লোকটা, নটার আগে স্থির করিবে অসমে। ওকে অসমেই হবে। কিন্তু মেঝেরা যেতে পারে অজ্ঞানে দিনে।’

তিনজন কথা বলল না। উত্তরটা তাদেরও অজ্ঞান। ডেভিড বলল, ‘ওই হ্যায়, আজ তোমের আমি আপনার কাকার কাছে নিয়েছিস্থান।’

‘ই ?’ আকশলালকে চিহ্নিত দেখল।

‘আমি ওকে খুব থেকে তুলে আপনার কথা জিজাসা করলাম।’

‘কিন্তু বলেন ?’

‘বললেন গত তিন বছরে তিনবোধের পুলিশকে জৰাব দিয়ে দিয়ে তিনি ক্রান্ত তাই নতুন কিছু বলতে পারবেন না। আপনার সঙ্গে তাঁর পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই।’

‘ভাল। তারপর ?’

‘তখন আমি জিজাসা করলাম আজ যদি আকশলাল মার যায় তা হলে আপনাদের পরিবারের জিমিতে তাঁকে ক্বর দিতে আপনি হ্যে কিমি। কপটা শুনে উনি আমার উপর খুব খেপে গেলেন। বললেন, একটা ঝুলাজাপ্ত মানুষকে ক্ষেপে লোকেল বেলন ও অধিকরণ আমার নেই। আমি বললাম সাধারণে ক্ষেত্ৰে তুলে কৈ এবং জৰাব জানতে চাইছি। তিনি একটু তেবে মাথা নেড়ে বললেন, তার বাবা যেহেতু তাকে খুব ভালবাসত তাই তার কাছে ওকে শুতে দিতেই হ্যে।’

‘ধ্যানবাদ। অনেক ধন্যবাদ !’ আকশলাল হ্যাসল। ত্রিভুবনের মুখেও হাসি ঝুঁকল, ‘আপনার কাকা আর একটু পরিষম বাঁচিয়ে দিলেন।’

এবার আকশলাল মুঠো হ্যাত এক করে একটু ভাল, ‘শোন। তোমরা তিনজন এখনে আছ। আমি জিজি সংযোগে ক্ষেত্ৰে তোমদের তুলনা নেই এবং তোমাদের দেখা পেছোচো বলে আমি গবিত। আমি যে ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তাতে ক্ষেত্ৰে নিশ্চাহি ঝুঁকি আছে। কেন এই ঝুঁকি নিষ্কি তা অনেকবার তোমাদের বলেছি। এমন তো হচ্ছেই পারে বিজ্ঞান ব্যাখ্য হল, ভার্সিসের ত্বরণতা আরও বেড়ে যাওয়ার তোমদের পক্ষে কাজ কৰা সৰ্বত্ব হ্যে না এবং আমি আমি ধীরে এলাম না। এসে যোৱা যুক্তি ব্যাক্তি আলোচনা পথে দেখে কেউ কেউ নি দিয়ে রহ এবং নি ভিত্তে গভৰণে পৌছে যাব কাষে বৃষ্টিটা তখন নামেনি। বিষ্ণ বৃষ্টি নামতে পারে তেওঁে নেওয়াই বৃক্ষিমনের কাজ। আমি না থাকলে তোমাকে কে কী করবে তা কি নিজেকে ভেবে ?’ আকশলাল পরিষেবা তাকাল।

তিনজনকে দেখে বোকা যাচ্ছিল এমন অস্তিত্বের পুরুষেশ্বৰী হতে তারা চাইছে না। কিন্তু অব্য আকশলাল যখন থাদের ঘারে পৌছে এক পা পাড়িয়ে দিয়েছে তখন তার কথা বলতে বাধা। হ্যানাদার বলল প্রথমে, ‘তোমাকে জাড়া কাজকৰ্ম চালাবো কঠিন হচ্ছে।’

ডেভিড বলল, ‘আমি মনে করি কঠিন নয়, অস্তরণ হ্যে।’

ত্রিভুবন কথা বলল না, মাথা নেড়ে সাম পিল ডেভিডের মন্তব্যে।

সোজা উঠে দ্বিতীয় আকশলাল, ‘আমি তোমাদের কাছে এককম কথা আশা কৰিনি। আমার খুব খারাপ লাগছে এই ভেবে যে এতিমন একসময়ে কাজ করেও আমি তোমাদের মনে সেই বিশ্বাস তৈরি হ্যে তাকে সাহায্য কৰিন যাতে তোমরা বৰ্তো পৰতে লাভাইটা ব্যক্তিগত নয়, জনসাধারণের। আমি যেভাবে অভ্যাচারিত হ্যেই তোমারও সেইভাবে অভ্যাচের সংশ কৰেছে। লাভাইটে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব প্রত্যেকের।’

ত্রিভুবন বলল, 'কিন্তু সাধারণ মানুষ আপনার মুখ চেয়ে—'

'মুখ ! এই মুখ যদি পাওয়া যাবে তা হলে মানুষ আমার পাশে থাকবে না । না, আমি এই কথা বিশ্বাস করি না । পৃথিবীতে কোনও মানুষ অপরিহার্য নয় । একজন চলে গেলে যদি সেপ্পালী অসেলাল দেখে যাবে তা হলে সেই অসেলাল শুরু করাই অন্যায় হয়েছিল । আমি না থাকলে আমার জঙগা নেবে তোমরা । তোমাদের মধ্যে একজন নেতৃত্ব দেবে । একজন আকাশলাল মরে গেলে যে ওরা নিষিদ্ধ ঘূমোতে যাবে এ মেন না হই । তা হলে কথিন শুরেও আমি শারী পৰ্ব না ।' উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বলেই হেসে ফেলল আকাশলাল, 'অবশ্য মদে হাওয়ার পর শাস্তির কী দরকার, যদি সরাসীর্বন্দৰিই অ্যাণ্ডিতে কাটে !'

চূঁচাপ ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ হাঁটুল আকাশলাল । তারপর ঘূরে দীড়াল, 'কে নেতৃত্ব দেবে তা টিক করবে সময় পরিস্থিতির ওপর যে মেশি নিয়ন্ত্ৰণ রাখতে পারবে তার ওপর । কিন্তু তোমাদের তৈরি থাকা উচিত এখন থেবেই । আভাই আমার শেষ দিন যে হবে না তার নিশ্চয়তা নেই ।'

এবাপ হাওয়ার কথা বলল, 'চুমি এ বাপারে দৃষ্টিকা কোনো না ।'

'আকাশলাল হাসল, 'গুড় । আমি এই কথাটাই শুনতে চেয়েছি । এখন কোটা বাজে ? ওঁ, সবুজ কাটতেই চাইছে না । অনন্দিন লায়িয়ে লাফিয়ে ঘড়ির কোটা চলে । ডেভিড, সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো ?'

ডেভিড এতক্ষণে সহজ হল, 'হ্যা । পরিকল্পনামাত্মিক এখনও পর্যন্ত চতুর্বৰ্তীর কাজ হয়েছে । শেবুব আমি শিল্পে নিয়েই ই ।'

ত্রিভুবন, টিক দশটায় মিহিল শুরু হচ্ছে ?'

'হ্যা । কিন্তু এর মধ্যেই মেলা মাঠে পা রাখা হচ্ছে না ।'

'ব্রহ্মা জৰুৰীয়ালকে জানাই কীভাবে ?'

'প্রথমে তেবেলাম মাইক ব্যাহুর করব । কিন্তু পুলিশের পকে আকেশন নেওয়া সহজ হবে তাতে । গোটা মনেৰো গ্যাসবেলুন রেডি রাখা হয়েছে । ব্যৱৰ্তী তার গায়ে লিখে উভিয়ে দেওয়া হবে । লক লক লোক একসদৰ্দে দেখতে পাবে ।'

'পুলিশ যদি গুলি করে বেলুন চূঁচপে দেয় ?'

'আমাৰ বিশ্বাস স্টেটোৱে চেয়ে কৃত কুলৰে ব্যৱৰ্তী । মুকুটৰ মধ্যে সৰ্বত্র ছড়িয়ে যাবে ।' ত্রিভুবন সহযোগিদের দিকে তাকাল, 'অন কোনও উপায় মনে এলে বলতে পাবেন ।'

হাওয়ার যাবা নাড়ুল, 'বেলুন টিক আছে । কিন্তু বেলুন ওড়ালৰ আগে মাঝিকে যদি ঘোষণা কৰা হয় তা হলে মন কী ? পুলিশ এসে মাইক দখল কৰে নিয়ে যাবে । নিক না । পুলিশ আসে দেখলে যাইক্যাম্যান ডিউর মধ্যে যিলে যাবে ।'

আকাশলালকে এখন অবেদনটা নিষিদ্ধ দেখছিল । সে এগিয়ে গেল টেবিলের কাছে । ড্রুগৰ টেনে একটা মোটা ডায়োলি বেৰ কৰল । স্টেটো হাতে তুলে সে বেলুল, 'যদি আমি সতি; মারা যাই তা হলে এই ডায়োলিত যা লেখা আছে তা তোমৰা অনুভূত কৰে গড়ে দেখো ।' কিন্তু কেনেও অবহৃতেই যেন এই ডায়োলি পুলিশের হাতে না পৌছাব । পূজাৰ পৰ মনে রাখবে আমি যেৱেকম শাস্তি আছি সেই রকম তোমাদের থাকতে হবে ।' আৱার ডায়োলিটকে ড্রুগৰে রেখে দিল সে ।

আগে দেকেই টিক হয়ে আছে বেলুল মাঠে আকাশলালকে যদি যেতে হয় তা হলে

ওৱ সঙ্গে হায়দার যাবে । সদে কিন্তু পাশে নয় । যাকি দুজন তাদেৰ জন্মে নির্দিষ্ট কাজের জায়গায় থাকবে । কোনও রকম গোলামাল হলৈ হায়দার তাদেৰ ব্যব দেবে । সদে সঙ্গে গা ঢাকা দেবে সবাই । সেই সব গোপন আস্তানা এখন থেকেই ঠিক কৰা আছে ।

আঠারো

সকাল আটটায় বৃক্ষ ডাক্তারকে এই ঘৰে নিয়ে আসা হল । ভগ্নলোককে দেখেই মনে হল তিনি গত রাতে এক ফেটো ঘূমোতে পারেননি । আকাশলাল বলল, 'সুপ্ৰভাত ডাক্তাৰ !'

'সুপ্ৰভাত !' ভগ্নলোক এক পৃষ্ঠিতে আকাশলালকে দেখছিলেন ।

'আপনি কি সুহৃ মন ডাক্তাৰ ?'

'অসুহ ? আমি ? হ্য ডাক্তাবন ! কে কাকে বলছে । আপনি কেমন আছেন ?'

'আজ আমি বুৰু ভাল আছি । একদম তাজা ।'

'শো পতুন !'

অত্যন্ত আকাশলালকে শুভে হল । বৃক্ষ যখন তাকে পৰীক্ষা কৰাছিলোন তখন তার মনে হল মনুষত কৰে যে একটা একটু কৰে বেলুলে গোলেন সে নিয়েই বুৰুতে পারেনি । যখন ওঁকে প্রাৰ্থ কৰে নিয়ে আসা হয়েছিল তখন যে চেহোৱা তার সঙ্গে এখন কোনও দেখ নেই । ওঁ কৰে এক পদ্ধতি কৰি এই যে প্রায় বদি জীবন যাপন কৰতে বাধা হচ্ছেন তা কি কোনও ইতিহাসে দেখা পাবে ? আৰ এখনে নিয়ে আসা ভোঁ টট কৰে হয়নি । দিনেৰ পৰ দিন লোক পাঠিয়ে ওঁকে একটা বাপাগৰে আগ্ৰহী কৰে ভুলতে হৈছিল আকাশলালকে ।

'প্ৰেসৱ নৰ্মল দেই । থাকাৰ কথাও নয় । বুকেৱ চাগটা কী রকম আছে ?'

'নেই ।'

'মিথ্যে কথা বলবেন না ।'

'বৃক্ষে দেখাস্ব নিলে সামান্য লাগে ।'

বৃক্ষ ডাক্তাৰ সামান্য সঙ্গে একটা চেয়াৱে বেলুলে পক্ষে চুলে আঙুল বোলালোন, 'যে জনেৰ এত সব তা আৰকেকে দিবলোৱ জনে, না ?'

'হ্যা, ডাক্তাৰ । আপনি আৰকেকে কাজ কৰেছেন বাকিটাৱ জনে আমি আপনার ওপৰ নিৰ্ভৱশীল । সব কিছু ঠিকঠাক চৰলোৱে আগন্তৰ হাতেই আমাৰ ফিৰে আস নিৰ্ভৱ কৰছে ।' আকাশলাল বৃক্ষ হাসল, 'ডাক্তাৰ । আমি যা কৰেছি এবং কৰে তাৰ ওপৰ আমাৰ কোনও হাত নেই । আমি আপনাকে অনেকবাৰ বলেছি এটা এমন একটা এক্সপ্ৰেসিমেট যাৰ মূল হলৈ জীবন । আমি দেখে দেখ ব্যৱ আগে হালো এবং আমি এই প্ৰতাবে রাজি হতাম না । কিন্তু আমি কি এখনও রাজি ? আপনি আবাবে বাধা কৰছেন কাজটা কৰতে ।'

আকাশলাল বৃক্ষল, 'ডাক্তাৰ । আপনি সেইসৰ ধৰণীদেৱ গৱ শুনেছেন ?'

'কাদেৱ গৱ ?'

'যাদেৱ প্ৰচুৰ টাকা অথচ মৃত্যু নিষিদ্ধ । যে অস্বীকৃত তাৰা ভুগছে তাৰ কোনও ওয়াখ এখনকাৰ বিজ্ঞান আবিষ্কাৰ কৰতে পারেনি । মৃত্যু অবশ্যান্তীয়ী জোনে নিজেৰ শৰীৱকে

বাঁচিয়ে রেখেছে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে টাইম ক্যাপসুলে। মৃতপ্রায় শয়ে আছে মাটির নীচের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে। যদি কখনও বিজ্ঞান সেই গোণের ওয়েথ রের করতে পারে তা হলে—।'

ডাক্তার হাত তুলে আকাশলালকে ধামালেন, 'আপনি গুরু বললেন, এখনও আমি এটাকে গুরু বললে খুঁত হতাম। বিজ্ঞান সব করতে পারে। এখন যা পারছে না আগামী কাল পারবে। বিজ্ঞ ধরা যাব, আশি বছর পরে এই শরীরকে বের করে এনে রিভার্স প্রক্রিয়া তার প্রাণপ্রদন জ্ঞানত করে এই নতুন ওয়েথ প্রয়োগ করে যদি রোগমুক্ত করা সম্ভব হয় তা হলে লাভ কী? ওই মানুষটি তখন কার জনে কী জন্মে বাঁচে? আর কভিন সেই বাঁচা সে উপভোগ করবে। পাগল। তবু আপনার ক্ষেত্রে আমি রাজি হয়ে গেলোম অনন্ত করাপে।'

'কী কারণে ডাক্তার?'

'এভিন কর্তৃ চিকিৎসা করতাম প্রদগ্ধত উপায়ে। যা শিখেছি, অভিজ্ঞতা আমাকে যা দিয়েছে তাই প্রয়োগ করতাম। মানুষের কষ্ট যাতে দূর হয় তার জন্মে ওয়েথ দিতাম অথবা অন্ত ধরতাম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মেডিসিন ইচ্ছ সি মার্শার অফ সি সায়েলেস। কেন জানেন, চিকিৎসাকর্মের ইন্টার্নেস হল মানুষের শরীরে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যাবে এই প্রক্ষেপনের লোকগুলো হল সেই সংস্কৰণ মানুষ, যারা ধৰ্ম এবং রাজনৈতি বাদ দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পথে চিকিৎসা করে। আমিও তাদের একজন হিলাম এই যাত্র। বিজ্ঞ পৃথিবীর সরকারের বড় পৰিষ্য হল মানুষের শরীর। কী নেই এখানে? আমরা তার কঠো তৈরি করতে সক্ষম? ধূরণ রঞ্জ? এখনও বিজ্ঞান রঞ্জ তৈরি করতে পারল না। পচিশ বছর নিশ্চিয় হাজার মিলিয়ন বছর আর পঞ্চাশ হাজার মিলিয়ন হোয়াইট প্রসেলিন। আর এই সব সেলগুলো দে তুল পৰার্থে থাকে তার নাম প্রাচ্যম। সব জানা সহজে তে তৈরি করা গোল না। এসে নিয়ে যাবে মধ্যে ভাবতাম। মানুষের শরীরের হেসের ধৰ্মনী দিয়ে রঞ্জ চলাচল হয় তা যোগ করলে পৃথিবীর যে-কোনও বেশেপথ অনেকে ছেট হয়ে যাবে। আমি যোটা করলাম সেটা সামান্য একটা এক্সেপ্রিমেন্ট। ফ্যান ঠিক ঠিক চলাতে একটা রেণ্ডেল্টোর লাগে। সেটাকে এড়িয়েও তো ফ্যান চালানো যায়। বিজ্ঞ এইসব পিণ্ড থাকে আর ঝুকিও। আপনার ক্ষেত্রে সেই ঝুকিটা নিয়েছি।' ডাক্তারকে খুব চিন্তিত দেখছিল।

'অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার।'

'বিজ্ঞ আপনি কেন থামোকা এই কাঙ্গাটা আমাকে দিয়ে করালেন তা এখনও বললেন না। আপনার যদি মরা হচ্ছে থাকে তা হলে পুলিশের কাছে গোলৈই সেটা সজ্জ হত।'

'যেহেতু আমি মরতে চাই না তাই আপনার সাহায্য নিয়েছি।'

'কিন্তু এভাবে কেন?'

'ঠিক সময়ে আপনাকে আমি বলব ডাক্তার।' আকাশলাল ঝড়ি দেখল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দোড়াল, 'আপনি ওয়েথটা এনেছেন নিশ্চয়ই!'

'হ্যা। আমাকে আনতে হয়েছে। কিন্তু আমি আবার আপনাকে সন্তর্ক করাই।'

'করুন।'

'এই খাপসুল খাওয়ার তিন ঘণ্টা পরে আপনার হাঁট বক্ষ হয়ে যাবে।'

'ঠিক তিন ঘণ্টা বা আপনে পরেও হতে পারে।'

'ওড়।'

'কিন্তু মনে রাখবেন, হাঁট কাজ করা মাঝেই মৃত্যু-দরজায় পৌছে যাওয়া।'

'সাধারণ অবস্থায় সেই দরজাটায় কুকে পড়তে কত সময় লাগে?'

'সেটা শরীরের ওপর নির্ভর করে। হাঁট বক্ষ হবার পর মন্তিকোষ তিন ঘণ্টার বেশি সাধারণে সঞ্চিত থাকতে পারে না।'

'আমার ক্ষেত্রে সেটা চাবিল ঘন্টা ধরবে।'

'আমি তাই আশা করছি।'

'ডাক্তার, আমি চাবিল ঘন্টার মধ্যেই আপনার কাছে উপস্থিত হব।'

'আপনি যা করছেন তেমে তিনে করছেন?'

'হ্যা। এ ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

'তা হলে একটা অনুরোধ করব। আপনার যদি হিনে আসা স্তরে না হয় তা হলে এদের বলে যান আমাকে ঝুঁকি দিতে। আমি সহজে পৃথিবীর লোককে জানাব যে আমি ই আপনার হাতে আবহার অর তুলে দিয়েছি।'

আকাশলাল এগিয়ে দিয়ে ডাক্তারকে ঝড়িয়ে দূরে। দূরেন আলিঙ্গনাবন্ধ থাকল বেশ ক্ষুঙ্খল। তারপর আকাশলাল ফিসফিস করে বলল, 'ডাক্তার, আমার বাবাকে আমি শেষ বার হ্যান আলিঙ্গন করেছিলাম ঝুঁকি বছর আগে, তখন জানতাম না সেই একই অনুভূতি কথমত ও আমার হবে। আজ হল।'

হাঁদারো চূপচাপ বলেলি। আকাশলাল সরে এলে ত্রিভুবন জিঞ্চাসা করল, 'এই ক্যাপসুলটা আপনি কীভাবে নিয়ে যাবেন?'

ক্যাপসুলটাকে দেখল আকাশলাল। ছেট নিরীহ দেখতে। রক্তে মিলে যাওয়ামাত্র মৃত্যুবাগ ছুঁড়ে শুরু করবে যা তিন ঘণ্টায় কার্যকর হবে। সে ডাক্তারকে বলল, 'আমি এটা মুখে রাখতে চাই।'

'হচ্ছে। মুখের ভেতরের তাপ অথবা লালায় এটি গলবে না।' আপনাকে দাঁত দিয়ে মেশ জোরে চাপতে হবে ডাক্তার জন্মে। আপনার ডান দিকের কবরে দাঁতের একটা নেই। ওটা ওখানে রেখে দেবোর চেষ্টা করুন।' ডাক্তার বললেন।

ক্যাপসুলকে ঝুঁকি টোটে নিল আকাশলাল। তার শরীরে আত্মত ঢোকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আকাশলালের মনে হল যদি এই মুরুর্জে ডাক্তারের কথা মিথ্যে হয়ে যায় তাহলে তারিখের সঙ্গে কথা বলতে পারব না সে সকলে নচার। ধীরে ধীরে সে মুখের ভেতরে নিয়ে গেল ক্যাপসুলটাকে। না, গলাছে না এক্ষণ্টও। অস্ত জিন্তে আবা কেনও স্বাদ আসছে না। সে কর দাঁতের পাশে জিভ দিয়ে ক্যাপসুলটাকে ঢেকাতে সেটা চমৎকার আটকে গেল। তবে ইচ্ছে করলেই সেটাকে বের করে নিয়ে আসা যায় দুই দাঁতের দেওয়াল থেকে। আকাশলাল বলল, 'ধন্যবাদ ডাক্তার।'

সবজার শব হতেই ত্রিভুবন বেরিয়ে গেল। হ্যানের বলল, 'ডাক্তার, আপনি কি এখন বিস্ময় করতে যাবেন?'

'অসম্ভব।' এই অবহায় কেউ বিশ্রাম করতে যেতে পারে না। তবে, আমি এই ঘরে থাকলে যদি আপনাদের কথা বলতে অসুবিধে হয়—।'

আকাশলাল মাথা নাড়ল, 'নাঃ।' আপনি ধাক্কেতে পারেন।'

ত্রিভুবন ফিরে এল, 'একটু আগে ভাগিসকে হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে আসতে দেখ নিয়েছে। সে আর তার স্বার্গীভূত হিঁজে।'

'কোথায় গিয়েছে? কার সঙ্গে দেখা করেছিল?' আকাশলাল জিঞ্চাসা করল।

'এখনও জানা যায়নি।'

'সেই সার্ভিস্টার থবর পেলে ?'

'না।'

'উই ! আমার মনে হচ্ছে ওই সার্ভিস্টার সদে ডাগিসের কিছু একটা হয়েছে ! হয়তো লোকটাকে সে মেরেই ফেলেছে। ত্বক্ষূবন, তুমি নিজে দাখো কোন চেকপোস্টে ওদের দেখা গেছে !'

ত্বক্ষূবন মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল।

আকশ্মালু ঘড়ি দেখল। নটী বাজতে আর পনের মিনিট বাকি। সে বলল, 'ক্যাস্টেটা মাও !'

হায়দার ক্যাস্টেট নিল। মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল থার থেকে। মিনিট পাঁচকে পরে আধ-কিলোমিটার দূরে একটা প্রাণবিল টেলিফোন বুরের সামনে হায়দার বাইক থেকে নামল। বুরের সামনে তাদের লোক পারায় ছিল। মাথা নেড়ে বুরের ভেতর ঝুকে টেপেরেকর্জারা বের করল হায়দার। ইতিমধ্যেই ওর মধ্যে ক্যাস্টেট গোকানো হয়ে গেছে। সে টিক নটীয় ভার্সিসের নববরগলো যোরাতে লাগল।

বাধেক মুর্ছু ! বিঃ হচ্ছে ভার্সিসের হস্তর শোনা গেল, 'হ্যালো !'

রেকর্ডারে বেতান টিপল হায়দার। সদে সঙ্গে আকশ্মালুরের গলা শোনা গেল, 'ভার্সি !' আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আজ ঠিক বারোটার সময় মেলার মাঠের মাঝখানে আমার জন্মে তুমি অপেক্ষা করবে। আমি অস্ত্রহীন হয়ে থাব। তোমার লোক যদি আলোচনার আগে আমাকে গুলি করে তাহলে আমার লোকও তোমাকে তৎক্ষণাত্মে মেরে ফেলবে। আমি আয়সমর্পণ করবই এবং স্টো বৃক্ষতাবেই হোক। আকশ্মালু !'

উনিশ

বিসিভারাটা যেন কানের ওপর স্টেট হিল। সফিত হিলহৈ স্টোকে সরিয়ে নিয়ে কিছুটা নমে গলায় ভার্সিস বললেন, 'হ্যালো !' এক দূর তিন সেকেন্ড যেতে না যেতে ভার্সিস বুরাতে পারালেন লাইনটা ভেত হয়ে গেছে। 'আমি আয়সমর্পণ করবই এবং স্টো বৃক্ষতাবেই হোক !' ধীরে ধীরে বিসিভারাটা নামিয়ে রেখে দু'হাতে মৃত্যু ঢাকলেন ভার্সিস। গলাটা সত্য আকশ্মালুর তো। কোনও রকম কথা বলা সুযোগ না দিয়ে একটানা বলে লাইন দেখে দিল লোকটা। বেহুর অনুমান করেইছিল, কোথেকে টেলিফোন করা হচ্ছে তা তিনি ধরতে চাইবেন। তৃষ্ণিমান, কিন্তু ওইসূত্র সময়ই তাঁর লোকের কাছে যাগ্রে !

এই সময় আবার টেলিফোন বাজল। ডেক্সের সার্ভিস্ট আনাচ্ছে আট নবার রাস্তার একটি নির্জন টেলিফোন বুর থেকে ফেনাটা করা হচ্ছিল এবং সেখানে ইতিমধ্যেই পুলিশ পৌছে নিয়েছে। কিন্তু মুখের বিষয় সেখানে একটি সতরার টেপেরেকর্জার ছাড়া কাউকে পাওয়া যায়নি। ভার্সিস গর্জে উঠলেন, 'টেপেরেকর্জার !'

সার্ভিস্ট মিউনিগ গলায় বলল, 'হ্যাঁ স্যার ! স্টো নিয়ে আসা হচ্ছে !'

বিসিভারাটা দড়িম করে রেখে দিলেন ভার্সিস। তার মানে তিনি আকশ্মালুরের রেকর্ড

করা ব্যাপ শুনেছেন। ওঁ, কি আহ্মদক ! একবারও বেয়াল করেননি রেকর্ড বলৈ কেনও বাড়িত সাংগৃণ বলেনি লোকটা। আর এর একমাত্র কারণ আকশ্মালু তাঁর চেয়ে বৃক্ষিমান। নিজে না এসে রেকর্ড করা গুল পাঠিয়েছে। এমন কি টেপেরেকর্জার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্ম ওর লোক দিলিপ থাবেনি।

লোকটার আস্পৰ্মা এত যে তাঁকে ভার্সিস এবং তুমি বলে গেছে। আর বলার ধরনে প্রভৃতি পরিকল্প। সে যা বললে ভার্সিসকে দেন তা শুনতে হবে। অসম্ভব ! দাতে দ্বিতীয় ঘৰেলুন ভার্সিস। একটা ক্রিমিনাল, দেশদেশীয়েক তিনি তাঁর সঙ্গে ও ভারায় কথা বলতে দিতে পারেন না। আলোচনা করতে চাই। বিসের আলোচনা ? কোথেক বুলি ধরে যে লোকটা তাঁর দুম্প কেড়ে নিয়েছে যেকে না ধরতে পারলে তাঁর চেয়ার আজ বিকেলে থাকবে না, তার সঙ্গে আলোচনার প্রাচী ওই তেই না। বেলা, বারোটায় মেলার মাঠে ওর জন্মে অপেক্ষা করতে হুমক করেছেন উনি। আস্পৰ্মা !

এই সময় একজন অফিসার টেপেরেকর্জার নিয়ে ভার্সিসের ঘরে ঢুকলেন। সন্তা জিনিস। অবহেলায় আঙুল তুলে তিনি রেখে দিতে বললেন টেবিলে। অফিসার বেরিয়ে যেতে দ্বিতীয় তুলুক বোজাতা টিপপে কেনাও আওয়াজ হল না। ফিল্টেকের পূর্বিয়ে নিয়ে আবার বোতাম টেপের কিম্বুক বাণে গলা শোনা গেল, 'ভার্সি !' আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আজ ঠিক বারোটার স্বাক্ষরে মেলার মাঠেরে আমার জন্মে তুমি অপেক্ষা করবে !' ধাপটা দেনে যাইতে বেশ করে আবেগে উঠলেন উত্তেজিত ভার্সিস, ইডিয়ট। নিজেকে একটা আস্ত ইডিয়ট বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। লোকটা বেছজ্য ধরা দিতে চাইছে আর তিনি কি সব উল্টোপাটা ভাবছেন। ওর নিচ্ছিই আর কোনও উপায় নেই, কোনও রাতা নেই তাই ধরা দিতে বাধা হচ্ছে। যাই হোক না কেন ধরা দিলে তিনি নিজে হাতকড়া পরাবেন। আর এই জন্মে এখন যত ইচ্ছে তাঁর নাম ধরে ধূকুর অথবা তুমি বুকু কি এসে যাব ? আবাবেন নিষ্কৃত ছাড়লেন ভার্সিস। তাঁর হাত চলে গেল টেলিফোনের দিকে। মিনিটোরে খবরটা জানাবে সরবার। সমস্ত মুক্তির আজ অবসান হচ্ছে, ঠিকভাবে আলো পুরুলে নিনি হচ্ছে বারোটায়। কিন্তু তাঁর পরাই অন্য ভাবনা মাথায় এল। যদি লোকটা সেব মুরুকে মত পাপ্টাবি ! যদি মেলার মাঠে না আসে ! বেইজ্জত হয়ে যাবেন তিনি আরও একবার। আপে থেকে গান না দেয়ে ধরব পারেই, কথা বলা ভাল। কিন্তু এত জ্ঞান্যা ধাকতে মেলার মাঠের মাঝখানে কেন ? ননসেল ! ওই হাজার হাজার মানুষের ভিত্তে রয়ে গুলিশের কাছে ধরা দিলে ওর স্বামী ধর্মকরে ? ওসব না করে সেজা এই হেডকোয়ার্টারসে চলে আসতে পারত ? অথবা কোনও নির্জন জাহাগীয় তাঁকে যেতে বললেও চলত। নিজে আসবে অস্ত্রহীন হয়ে আধ সঙ্গীদের সঙ্গে বক্স থাকবে ? ওকে গুলি করলে তোমার তাঁকে গুলি করবেন ! কোর্সি ! নিজে যদি না যান মেলার মাঠে না হয়ে নিজেই আপত্তি করবেন। ভার্সিস ইজ নট এ কাওয়ার্ড ! তিনি যাবেন। গুলি করবেন না। ধরার পর কয়েকদিন রেখে ইলেক্ট্রিক চেম্বারে বসিয়ে সুইচ টিপ দেবেন।

প্রস্তা মুখে ছুটে ধৰাতে সিয়েও ধর্মকে গেলেন ভার্সিস। হোয়াই ইন মেলার মাঠে ? নিজের মানসম্মানের কথা না ভেবে জ্যাগাটাকে বেছে নিল কেন লোকটা ? প্রাণবিল খেপাবার ধাপা নাকি ? বেউ কেউ বলে জনতা লোকটাকে ভালবাসে। বাসতৈই পারে। আজ ওরা যাকে ভালবাসে কাল তাবে ছুড়ে মেলে দিতে দেবিও করে না। ও নিয়ে ভাবনা মেই। কিন্তু আজ আকশ্মালুকে দেখতে পেলে জনতা নিশ্চয়ই উত্তেজ হয়ে

উঠবে। এত লোককে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা তার পুলিশের নেই। সেকেতে গুলি চালাতে হবে। গুলি চালে জনতা ডয় পেতে পারে আবার বিস্তৃত ফল হতে পারে। ভার্মিসের নেই হল কোণ্ঠস্থা হয়ে পড়ুন্ধ আকশলাল এই চালাটা চলেছে। সে জনতাকে একসমস্ত হাতে কাছে পেয়ে তারের পুলিশের বিস্তৃত লেলিয়ে দিতে চায়।

এখন মেলার মাঠ লোকারণ। জোর করে তার সবটা খালি করে দেওয়া অসম্ভব। অথচ সহজে বাধিল গুলি চালাতে হচ্ছে। ভার্মিস উঠে দাঢ়ানেন। তারপর সমস্ত অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারদের জরুরি তলব করলেন।

মিনিট পেন্নের মধ্যে অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারীর তার টেবিলের উটেন্টিসিকে চলে এল। এরের সঙ্গে সোম্পণ ও অসূত, আজ তার শরীর মর্মসী। লোকগুলোর মুখ গভীর। ভার্মিস গল পরিষ্কার করলেন অবশ্য কেবল, প্রথমে আমি আমারের সহকর্মী সোমের জন্যে দুর্দশক্রান্ত করছি। অপনারা কেউ এ ব্যাপারে কোথা বলবেন?

কেউ শারীর কলালেন। 'হ্যাঁ, অপনারা জানেন ওপর মহল থেকে আমার ঘূর্ণ প্রচে চাপ আসছে আকশলালকে প্রেরণ করার জন্যে।' যে কোনও কারণেই হোক সোটা একনেও প্রয়োজন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমার কাছে যে খবর আছে তাতে তাকে আজ আমরা ধরতে পারি।' ভার্মিস দেখলেন প্রতোকের মুখ কোঠুন্ধ হৃষ্টে উঠল।

ভার্মিসের পেছনের দেওয়ালে এই শহরের ম্যাপ টাঙানো ছিল। তিনি উঠে সেই ম্যাপের সামনে দাঢ়ানেন, 'আজ আমারের উৎসবের দিন। লক্ষের ওপর মানুষ আজ এই শহরের জুড়ে হচ্ছে।' উৎসব হয় শহরের এই জ্যাগটার্যা যাকে মেলোর মাঠ বলা হচ্ছে থাকে। 'ভার্মিস তাঁর মাঝে আঙুল ম্যাপের একটি জ্যাগলায় রাখলেন, 'এই মাঠে পক্ষাশ হাজর মানুষ বসছে থেকে যায়।' কিন্তু তেকোর রাস্তা চারটা। চারটোই চড়া। একটি রাস্তা, এটা, আমরা নো একটি করে দেখেছি। আমারের বাহিনী এবং তি আই সিনা হাত্তা কেউ ইঁজ রাস্তা যাবে না।' বাবি তিনিটো রাস্তা হাঁটা যাবে না মানুষের ভিত্তে। এখন মেলার মাঠ থেকে কেউ যদি এই তিনি রাস্তা দিয়ে পালাতে চায় তাকে প্রতি পায়ে বাধা পেতে হবে। জোনে বা জুত যেতে পারবে না। অপনারেন তিনিজন এই তিনিটি পথ নজরে রাখবেন। আমি কাউকে পালাতে দিতে রাখি নই।' ভার্মিস হাত তুললেন, 'কেনও প্রয় আছে?'

প্রবীণ একজন আসিস্টেন্ট কমিশনার, যার কোনও দিন প্রয়োশন পাওয়ার সুযোগ নেই, উঠে দাঢ়ানেন, 'ওরা মাঠে আসবে কেন?' উঠে দাঢ়ানেন, 'ওই তিনিটো রাস্তা পালাবার জন্যে ব্যবহার করতে হলৈ প্রথমে মাঠে ছুক্তে হবে। ব্যাপারটা আমি বুক্তে পারছি না।'

'না বোঝার তো কিছু নেই। মাঠে ওরা চুকবে। আকশলাল এবং তার সঙ্গীর। আর ওরের তেকোর সময়ে আমরা কোনও বাধা দেব না।' কিন্তু পালাবার সময় দেব।' ভার্মিস মেন বুক সুর ব্যাপার বুকিয়ে দিলেন।

কিন্তু আসিস্টেন্ট কমিশনার উঠে দাঢ়ানেন, 'ওরা মাঠে আসবে কেন?'

'হ্যাঁ। এটা ভাল প্রশ্ন। বাস্তব বেড়ে গেলে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমার কাছে খবর আছে আকশলাল মাঠে আসবে।' টেলিফোনের কথা বেমালুম চেপে দেলেন ভার্মিস। এরের বললে মিনিটোরকেও জানাতে হচ্ছে।

কিন্তু অত মানুষের ভিত্তে তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

'সম্ভব। আমি এখন একটা টোপ দিয়েছি যাতে সে কাছে আসবে। সে এলেও তার

সঙ্গীরা আসবে না। তারা থাকবে জনতার সঙ্গে মিশে। আমি তাদের পালাতে দিতে চাই না।' 'আভারস্ট্যান্ড?' আর যদি আকশলাল না আসে তো কি করা যাবে। এটা একটা চাল। হ্যাঁ, মাঠের এ জ্যাগটাই এখনই যিনে ফেলা দরকার যাতে জনতার কাছ থেকে বিছিন্ন হয়। যেরা জ্যাগ থেকে একটা পথ যাবে ওই মো-এন্টি করা রাস্তায়। এক ঘটনার মধ্যে কাজটা শেষ করে আমাকে রিপোর্ট দিন। ও-কে-ই! কাষ ঝাকালেন ভার্মিস যার অর্থ মিটিং শেষ হবে গো, এবার যার খালি করে দিন।

অফিসের ঘর থেকে বেরিয়ে দেলে এক কাপ কালো কফির হুম দিলেন ভার্মিস। আজ শেষ আসাম লাগছে। যদিও টেকেরভোরে মাধ্যমে আকশলালের কথা বলা তিনি পছন্দ করেননি। লোকটা অভ্যন্ত হৃষ্ট। তিনি যি তিন্তা করেন তা যেন আশে থেকে তেবে ফেলে। ভাবুক। এখন আর কোনও উপর নেই বলে আহ্বাসমর্পণ করছে।

কথি খেতে গিয়ে ভার্মিসের মনে হল যদি আহ্বাসমর্পণ ভান হয়। কাষকাছি না এলে ওকে সৰ্ব করা যাবে না। ও যদি হাত দশকে তফাতে এসে সোনা তাঁর বুক লক্ষ করে গুলি চালায় তা হলে কিছুই করতে পারবেন না তিনি। হ্যাতা গুলি করার পর লোকটাকে জ্যাস্ত ফিরে যেতে দেবে না তাঁর বাহিনীর লোকজন কিংবু তাতে কি লাভ হবে। যে লোকটা জানে এমিনিটেই মরতে হবে তার পক্ষে তো প্রধান শর্করকে মেরে মরাই বাড়াবিক।

কথিটাকে বিখান লাগল। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। সরাসরি সামনে না থেকে দূরে গাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করেন নিশ্চিয় আকশলাল প্রকাশে আসবে না। বুলটপুর জ্যাকেট থাকলেও মুখ মাথা কি করে আড়াল করবেন? ভার্মিস মনে মনে একটা পরিকল্পনা এঁটে দিলেন। যদি দেখেন আকশলাল গুলি করতে হাত তুলছে তা হলে এই পরিকল্পনাটা কাণে লাগবে।

টেলিফোনের বাজিল। অবহেলায় রিসিভারটা ঝুললেন ভার্মিস, 'হ্যাঁ।'

'আজকের জন্মো তুমি তৈরি ভার্মিস?' মিনিস্টারের গলা।

'সেইট পাসেই!'

'উত্তোলের জন্মতা নিয়মজ্ঞে থাকবে?'

'কেন বছর সোটা না দেখেকেবে?'

ভার্মিসের পাণ্টা প্রেমে ওপালে কিছুটা সময় চুপচাপ কাটল। ভার্মিস সোটা বুকলেন, কিছু বললেন না। যা হবার তা তো হবেই।

'তুমি ত হলে নিশ্চিয় আজ কিম্বের মধ্যেই আকশলালকে ধরতে পারবে?'

'আমি তো আপনাকে বলেছি।'

'জেন করেছিল সে?'

এবর একটু অবস্থি হল। যে গলার কথা বলছিলেন ভার্মিস তা পাল্টে গেল, হ্যাঁ, 'হেমে কথা হচ্ছে।' লোকটা বারোটার সময় আহ্বাসমর্পণ করবে।' 'হ্যোগট? আহ্বাসমর্পণ? অসমত?'

'ওর নাইশিস উঠে গেছে।' আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না। আমিই ওকে উপদেশ দিলাম আহ্বাসমর্পণ করতে। আপনি সাড়ে বারোটায় ওর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন।'

'জেন লোকেট করেছিল?'

'হ্যাঁ।' কিন্তু একটু দেরি হয়ে যাওয়াই। 'টেপবেকর্তারের কথা বলতে একটুও ভাল লাগল না ভার্মিসের।

মিনিটার বললেন, 'ব্যাপারটা বিশ্বস করতে আমার অসুবিধে হচ্ছে ভার্সিস।' মনে হচ্ছে এর পেছনে কোনও মতলব আছে। থাকলে, ডায়গ তোমার পক্ষে খুবুক। আর হাঁ, বাবু বসন্তলালের বাবেরের কেয়ারটেকারের ব্যাপারটা তোমার কাছ থেকে এখনও শব্দতে পাইনি।'

ধূঃ করে উঠল ভাসিসের খুক। এরা সব টিকটাক জানতে পেরে যায় কি করে। উভয় একটা দিতে হবে। 'ভার্সিস বলল, 'ওঁহে! আমি আজই খবরটা পেলাম। লোকটা নাকি পাগল হয়ে গিয়েছে।' সামান্য একটা কেয়ারটেকার তাৎ ও পাগল, তার কথা বলে আপনাকে বিতর করতে চাইল।'

'ওই কেয়ারটেকারটাকে খুঁজে বের করো। পাওয়ায়ার আমার সঙে যোগাযোগ করবে।'

'বেশ। কিন্তু আমার মনে হয় ওর সঙে বাবু বসন্তলালের হত্যার কোনও যোগাযোগ নেই। লোকটা ডায়গ পেরে পালিয়ে গিয়েছিল। দেহাতি মনুব।' ভার্সিস অভিনয় করলেন।

'লোকটাকে দরকার।' মিনিটার লাইন কেটে দিল।

মিনিটার মাঝিয়ে রেখে ভাসিস মনে মনে বললেন, 'আর বোকায়ি নয়।'

আজ শহরের প্রতিটি ঘোলা জায়গায় মানুষজন বিক বিক করছে। মিনটা শুরু হয়েছিল ঢকংকারাবাদে, আকাশে মেঘের চিহ্ন দেখে কোথাও। হালকা ফুরুয়ুরে রোদে ওই উৎসবের মেঝেজ যেন আরও খুলে গিয়েছিল। টেলা বাড়তেই সবার গন্ধগুহ্য হয়ে দাঁড়িল মেলোর মাঝ এবং তার নিকে যা বায়োর রাতাঙ্গুল। ঢাক চোরে তেলে পেঁপু বাজাই সর্বজি, উড়ে বেলুন। এই উৎসবে হয়তো কেনওকাসে বিশেষ এক ধরণের মানুষবের প্রয়োজনে শুরু হয়েছিল। সে সেখানে দীর্ঘ আচারমূলক প্রস্তুত না হয়ে ওঠায় উৎসবের আনন্দে অশ্রে নিতে অন্য ধর্মের মানুষেরা আপত্তি করেনি। মেলায় ঘুরে বেড়েলো কেনেকটা করতে কোনও বিশেষ ঘর্ষণের ছাড়পত্র লাগে না। সাধারণ মানুষ চিরকাল এই অঞ্চলেই খুশি।

আকাশলাল তৈরি হয়ে থামে ছিল। একটু আগে বিজনকে তার কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। আকাশলাল টিক কি চার তা সে বিজনকে খুবিংহাতে বলেছে। লোকটা সম্পর্কে বজের কৌতুর একটু একটু করে বাড়িলু। এখন প্রত্যাশা বাসন আর পর মনে হল চালেগাঁটা সে ধূশ করবে। সে 'আপনি' হয়ে আমার ওপর নির্ভর করছেন তখন দায়িত্ব আমি নিন্তি। তবে একটা কথা জানবেন, ওধু মুখ নয়, শরীরের সর্বত্র হেসের চিহ্ন এই মুহূর্তে আপনার পরিচয় হিসেবে রয়েছে সেভলেকে আমি রাখতে চাই না।'

আকাশলাল হাসল, 'ডাক্তার, এ ব্যাপারে আপনার সম্পূর্ণ সাধীনতা রাইল।'

'আমি কোথায় কাজ করব?'

'ডেভিড আপনাকাম সাধারণ করবে।'

ঠিক শোনে এগারটা হায়দরাবারা ফিরে এল। তারাও তৈরি। আকাশলাল জিজ্ঞাসা করল, 'আমার সঙে কে কে যাচ্ছে?'

হায়দরের বলল, 'চারজনকে আয়োজ এর মধ্যেই মেলোর মাঝে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ব্যবর এসেছে ভার্সিস মাস্টার ঠিক একটা ধারে কিছুটা জায়গা পিয়ে ফেলেছে বাঁশ দিয়ে। পাবলিককে ওখানে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। যেৱা জ্যাগাটাৰ পেছনেৰ গাঁথা ওৱা নো ১২২

এন্টি করে রেখেছে। ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।'

'হাতো আমাকে অভ্যর্থনা জ্ঞানতে ওটা করবে ভার্সিস।'

'কিন্তু যেকোন যাত্রাগুলোতে পুলিসের সেক ছড়িয়ে আছে।'

'শুধুই ব্যাবিলি। তুমি হলেও তাই রাখতে।' আকাশলাল বজনের দিকে হাত বাড়ল, 'ডডবাই ডডবাই। তোমাকে মেলায় যাওয়ার অনুমতি দিতে পারছি না বলে দুর্বিশ। ভার্সিস তোমাকে পেলে এই মুহূর্তে ছাড়ে না। তবে কাজ হয়ে যাওয়ার পর তুমি যাতে ইতিমায় ফিরে যেতে পার তার ব্যবহাৰ আমাৰ ব্যুঝাৰ কৰবে। তুমি এবং তোম কীৰ্তি কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

আকাশলালকে দিয়ে ওৱা বৈয়াড়ে এল। ধীৰে ধীৰে নিড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল ওৱা। হলঘরে ব্যৱেজাল পাহাড়ীসে ঢোকে আকাশলালকে দেখছিল। প্রয়োজনের হাত কপালে চলে যেতেই আকাশলাল তামের নমস্কাৰ কৰল।

এই বাড়ি থেকে ব্রেকবার যে পথটা বজন জেনেছে সেই পথ দিয়ে গেল না আকাশলাল। বজন দেখে বীদিকের একটা দুরজার সামান পৌছে আকাশলাল শব্দ কৰল। একটু বাদেই একজন সে দুরজাটা ভেতত থেকে খুল। চেহারায় সম্পূর্ণ বাড়ির কাজের দিয়ে বেঁচে মেল হচ্ছে। বজন শুনল আকাশলাল বলছে, 'আমি খবৰ পাঠিয়েছিলাম, তুমি যদি কামকে প্রমিলা সময় আমাকে দেন।'

পুলিসে মানুষটাকে সে হাত দেখেছে তত বিষয় বাঢ়ছে। যার জন্যে সরকার এত লক্ষ লক্ষ টাকা পুরুষক যোৰ্কা করেছে তাৰ ব্যবহাৰ, কঢ়াবার্তা এমন মার্জিত ভৱ হবে কে জানত। কাজের মেয়েটি আকাশলালকে দিয়ে ভেততে চলে গেল। ওৱা সহযোগীৰা বাহিরে অপেক্ষা কৰছে। বজন বুজতে পারছিল না যে কাজের দায়িত্ব তাকে নিয়ে গেল আকাশলাল তা কি কৰে কৰা সম্ভৱ? এই যে লোকটা সবার কাছ থেকে বিদা নিয়ে পুলিসের হাতে ধূম দিতে যাবে তা পরিচয় মৃত্যু ছাড়া আমি কিছুই হটে পারে না। যুক্ত মানুষের ওপর সে কথনও অন্ত-প্রয়োগ কৰেনি। প্রযোজন হয়ে না কৰাব।

পথে থেকে দুটো হাতী থেকে কৰল বজন। প্রেস্টকার্ড ছিল বৰি। আকাশলালের মুখের দুটো দিক। যুক্ত সম্পর্কিক ছিল না হলেও ও যুক্ত মেলন পাল্টায়িনি। নাকের পাশে একটা ছোট আঁচিল আছে। এত ছোট যে তিল বলে ভুল হবে। ঠোটের দু কোণ থেকে যে ভাঁজটা সেটা সুলাই— বজন মাথা মাড়ল। না সে চাবিলে ঘন্টা সময় পাচে। একটা লোক তার দেশের জন্যে এভাবে নিজেকে খৰচ কৰতে কৰতে শেষ সীমায় পৌছেছে, নিজে রাজনীতি না কৰলেও আশ্রামী না হয়ে পারা যায় না। ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভাবতে হবে।

আকাশলাল ধীৰে ধীৰে নিড়ি ভেততে ওপরে উঠল কাজের মেয়েটিৰ সঙে। তার বুকে ঢাপ পড়াজুল বলে গতি কৰছিল। মেয়েটি একটু অবক হয়েই ব্যৱহাৰৰ পেছনে তাকাইল। আকাশলাল তার কাছেও বিশ্বায়। মালিক তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা কৰিয়েছেন বলে সে এ-বাড়ির অন্য প্রাণে যাব না, কাৰণও সঙে কথাৰ বলে না। কিন্তু তার মনে হল লোকটা বুক অসুস্থ। যুক্ত হী কৰে বাতাস নিয়ে।

ওপৰে গুঠিৰ পৰ আকাশলাল একটু দাঁড়াল। মনে হল সে সহজ হয়েছে। বলল, 'আজকাল একটুটো ক্ষেত্ৰে তিক আছে ধৰ্মে। চাবিলে চাবিলে—'

বিশেষ একটি সোফায় হেলন দিয়ে যে বৃক্ষ বসেছিলেন তার মাথায় একটি কালো চুল নৈই। দুটো হাত যেন হাতজড়ানো শিবাদের ভিত্তি। যুক্ত কুঁচকে গিয়েছে। কাজের

କଥା ବାତାଳେ ଆଗେ ହୋଇଲା । ଯୁକ୍ତିଶଳୀଙ୍କ ଆଜ ମେଲାର ମାଟେ ଭାରିସିଲା କାହାର ଧରା
ଦେବେ ଏମନ ଖରର ଚାତି ହେଉଥା ଯାଇ ଦେଇ ଏହି ଶହରେ ମାନ୍ୟଦେଶ ନିର୍ମାଣ ଭାରି କରେ
ପ୍ରତିଲିପି । ଯାକେ ଧରିତ ସରକାର କରକମେ ଅଭିଭାବିତ ଚାଲିଯାଇଲେ, ସଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଟାକାର ପୁରୁଷଙ୍କର
ଯୋଗୀଙ୍କ କରେଲେ କିନ୍ତୁ କୋନାକିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଲେ ନେଇ ମାନ୍ୟାବିତ ଆଜ ବେଶ୍ୟାର ଧରା ନିତେ ଆସିବେ
ଏମନ ବିଶ୍ୱାସ କରା ବାତାଳେର ପାଇଁ ହେଲା କବିତି ।

বিজ্ঞ মানুষ বিশ্বাস না করলেও কৌতুহলী হয়। আর সেই কারণেই মেলার মাঠ বিকাশিকে জনতায় ভরে পেল। দেহাতি থেকে শহরের মানুষদের মনে একই চিন্তা। এমন কি ব্যাপার ঘটল যাতে আকাশগাল ব্যা নিষ্টে ? যারা নির্বিবাদে খাকড়ে চার, পুলিশের সঙ্গে বামেল এক্সে চলে তারাও আকাশগাল সংস্পর্শে একধরনের সহানুভূতি রয়ে। আবার মেটে ফেলে মনে করে বিজ্ঞানী নিজেদের স্বর্গে আকাশগালের অভিযন্ত প্রচরণ করে। আসল আকাশগাল অনেকদিন আগেই মারা নিয়েছে। বোর্ডের যা ক্ষমতা তাতে এদেশে থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখ অসম্ভব। অপর পুলিশ মানুষদের ধরতে পারছে না। যে নেই তাকে ধরবে কি করে।

আজ যখন ব্যবরটা চাউর হল তখন কারণও কারণেও বুল টপ টম করে উলি। ওই
মানুষটার আকসমণীয় মানে একেশ থেকে বিজেরে শেষ সতরণনা মুছে ফেলা। নিজেরা যে
কলৈ থেকে জীৱনটাকে কালৈ দিয়েছে কোথা বাজাগুলো ভোজনে যে আরোমে ধাকবে
তাৰ কোনও সভাবনাই কালৈ না। কইকটা পরিবার সভাবের আৰণে ধনী কৰকেত কৰকেত
একক্ষম দেশটোকেই হাতো বিক কৰে দেবে। যাৰা দেশটোকে নিজেৰ সম্পত্তি ভাবে তাৰা
তো বজ্জলেই সেটা কৰতে পারে : আকশণলালেৰ সিঙ্কাস্তে সহৰ্ণন কৰাতে পাৰাছিল না
অনেকেই। অবশ্য তাৰা নিজেজোঁ ও জানে শুভৃতা না কৰলৈও আকশণলালেৰ পাশে দাঁড়িয়ে
বোৰ্ডে বিকেন্দ্ৰ সংগ্ৰহে কৰ্ম কৰে নামেনি। একটো পৰ একটা সংহৰ্ষে যখন আকশণলালেৰ
দল ক্ৰমশ ছোঁ হয়ে এসেছে তখনও ডয়ে শীৱৰ দশকি থেকে গৈছে। কিন্তু আজ
আকশণলালেৰ আকসমণীয়কে তাৰা মানতে পাৰাছিল ন কিছুতোই। সেই দুঃখে নিজেই জ্ঞা
হয়েছিল দেলৰ মাঝে।

କିନ୍ତୁ ଅନେକୋଇ ମନେ କରସାହି ଆଜି ଏକଟା ଚମ୍ପକାର ନାଟିଗି ହେଁ । ଅକ୍ଷେତ୍ରଶଳମ କଥନାରେ ଇହାର ଦିଲେ ଆମଦିଲେ ପାରେ ନା । ଏତ ବହୁ ଧରେ ଯେ ଭାରିସିଙ୍ଗରେ ବୋକା ବାନିଯୋହେ ମେ ଖେରଟା ରଚିତିତେ ଦିଲେ ମଜା ଦେଖିବେ । ମନେ ଏକଟା ବେଳେ ବୋରୀଟାହି ହେଁ ଯେ ଭାରିସିଙ୍ଗର ମେ ଚଂଗେ ଥାଏ । ସେଇ ମଜା ଦେଖିବେଟି ଅନେକଙ୍କ ଚଳେ ଏବେବେ ।

ଦେବୀ ଉପଲକେ ବାହିରେ କିନ୍ତୁ ସାଂବାଦିକରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟିଆର୍ ସାଂବାଦିକରେ ଥୁବେ
ବେଡ଼ିଛି । ଏତବ୍ରଦ୍ଧ ଏକଟା ସର କାଳେ ଯାଓୟା ମାତ୍ର ତାରାଓ ଛୁଟି ଏମେହେବେ ବୀଶ ଦିନେ ଦେବୀ
ଜ୍ଞାନପାଠୀୟ, ଯେଥାନେ ନାରୀ ଆସମର୍ମଣେ ଘଟନାଟୀ ଘଟିବେ । ଏମି ବି ପରିଵର୍ତ୍ତି ହୁଲ ଯାର
କାରଣେ ଏହିକମ ଶିକ୍ଷଣ ନିତେ ହୁଲ ତା ନିତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳିଛି ସାଂବାଦିକରେ ୫୦୯୯ ।
ପୁଣିଶ ଯେମନ ଆକାଶଲାକେ ଖୈଜର ଢୋଟି କରେ ଦେହେ ଏବଂ ସମ୍ବଲ ହୁଅନି ସାଂବାଦିକରେ ଓ
ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି । ଆକାଶଲାକେ ଝୁଙ୍ଗେ ବେଳ କରେ ଏକଟା ଜଣେଶ୍ ହିଟାରିଭିତ୍ତି ନିତେ
ପାରାଳ କାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଚାର ହୁଇ କରେ ବେଡ଼େ ଯେତ । କିନ୍ତୁ ଲୋକଟାର କୋନାର ହସିମାଇ ବେଟ
ପର୍ଯ୍ୟାନି ।

যাঁ পদিক্ষনের মুক্তি এবং শীঘ্ৰতা সুবাদ দৃষ্টি আকৰ্ষণ বৰচিল। মেঘেটি সন্দৰ্ভী তে

বটেই, কিন্তু ওর পরনে জিমস আর সার্ট। চুল ছেঁট করে ছাঁটা। কাধে ব্যাগ। মেমোরি স্টেশন্স রফতান বেগা দিয়ে ঘোরা। কেন মতেই পেলেন অথবা কোম্ল-নয়। বাঁশের ডেকার ওপাশে ভার্মিসের রিপ এসে দীর্ঘান্বো মাঝে সাংবাদিকরা তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেপাইজা এগারো দিন পিছিল না হাদের। এদেশীয় সাংবাদিকরা অবশ্য সেই ঢেক্ষা করছিল না। সরকার ব্রিত্ত হতে পারে এখন লেখা তারা লিখতে পারে না। এখানকার সাংবাদিকদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন যদি সরকার বিয়োবী কোনও নিরাপত্তাজনিত করবে না। আর তারে সব জ্ঞানগুল যেটে দেওয়া হবে না এবং এদের পাঠানো রিপোর্টে প্রতিবাস করতে সরকার সবসময়ই বাস্ত থাকে। 'জিমে বসেই ভার্মিস দেখালেন সাংবাদিকদের। তাঁর মনে হল এই লোকগুলোকে এখান থেকে সরাসরি দূরকর। এই দেশের দুটো পিকারার সাংবাদিকরা এখন তাঁর ভাবেদের বিস্তু বাইরে থেকে আসা লোকগুলো বেআদম। চেকপয়সেই এদের আটকে দেওয়া উচিত হিল অনে অভ্যহতে। ভার্মিসের ঢোক পড়ল মেমোরির ওপরে। সেপাইজের সঙ্গে তর্ক করছে বাঁশের ডেকার ওপাশে নাড়িরে। চোখ চীমার মতো ধারণো মেঝে। এট সাংবাদিক নাকি। ইউরোপ আমেরিকার মত ইভিয়াতেও তাহলে মেঝেয়ে সাংবাদিকতর মাটে নেমে পড়েছে। ভার্মিস চোখ ধোলেন। তাবরুর একজন অভিযন্তারকে জেকে গুলাম কৃত বৰজন।

অফিসৰ এগিয়ে পেলেন জটালটির দিকে। তাৰপৰ গলা তুলে বললেন, “দি পি আপনাদেৱ সঙ্গে আলাদা দেখা কৰতে চান। এখানে জনতাৰ সামনে কোনও রকম ইচ্ছাভিত্তি নহয়। আপনাৰা হেডকোয়ার্টাৰে গিয়ে অপেক্ষা কৰুন।”

এই সময় মেয়েটি প্রশ্ন করল, ‘আকাশলাল কি আসছেই ?’

অফিসার মাথা নাড়লেন, ‘হ্যাঁ, তাই তো জানি।

ତା ହଲେ ସେଇ ଆସାର ମୁହଁଟିକେ ଧରେ ରାଖାର ଜନ୍ୟେ ଆମାଦେର ଏଥାନେ ପୋକା ଦରକାର ।
କିମ୍ବା ସି ଲି ଟାଇଛେ—'

‘বারবার সি পি সি পি করবেন না তো ? ভস্তুলোককে বলুন গাড়ি থেকে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে ! আমরা ওকে প্রশ্ন করতে চাই ! ’ যেয়েটির গলায় কর্তৃত ছি ।

অফিসার সামান্য দুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ম্যাডামের নাম

‘আমি ইতিয়া থেকে এসেছি। কাঙ্গের নাম দৰবৰত।’
 অফিসা হিয়ে যিয়ে ভার্পিলক বললেন সব। ভার্পিল লোকটাকে দেখলেন, “ওয়ার্ল্ডেন! তোমাকে বলেলেই ওদের ইচ্ছিয়ে নিতে। যাকগে, ওদের বলো সামনে
 থেকে শুনে এসে ওই নো-এন্টি কুরা রাজায় ফাঁকায় ফাঁকায় দাঢ়াতে। কাজ হয়ে গেল
 তখন কথা বলুৱ। আৰ জানিন্দে দেৱে যেহেতু আমি সাবিকিৰণেৰ দৰীভৱতা বিলৈ
 কৰি তাই জনতাৰ টেলাটেলিৰ মধ্যে না রেখে ফোকা জাপানিয়া যাওৱাৰ অনৰ্মতি দিলাম।’

ইচ্ছ হোক বা না হোক সেপাইরু সাব্যাকিদের নো এনটি করা গার্জটার মুখ নিয়ে
লে। সেখানে অব্যাধি আরামই দাঙ্ডনো যাচ্ছে এবং যেরা আয়াটা পরিকার, ঢেখের
সামনে। যেমেটি বাপ খেতে কামোদো বের করে ছবি তুলতে আরুপ করতেই একজন
অফিসার এগিয়ে আসে, যামাদ, আমাদের দেশে আরুপ অব্যাধি কেনও পলিশ
অফিসারের ছবি তোলা নিষিদ্ধ।” যেমেটি মাথা নাড়ল বিষ্ট কামোদো বাপের চুম্বিতে
কেলেন না। ওদিনে তাকে কান্ডাকান্ডা সহানুভব এবং মানুষের গলা বেকে হিটেরে গঠা
শব্দাবির মিমেশিলে এক জমজমে পরিবেশ গড়ে তুলেছিল মেলার মাঠে। পাহাড়ি

ପ୍ରାମଣ୍ଡଲୋ ଥିକେ ଭାରୀଙ୍କ ଦେଖିଦେର ମାଧ୍ୟମ ନିଯମ ଛଟେ ଆସା ଦଳଗୁଲୋ ଏକର ପର ଏକ ମେଲାର ମାଠେ ଝୁକେ ପଡ଼ିଛି । ତାଦେର ଉତ୍ସାହ ଦିହିଲ ମମରେ ଜନନ୍ତା ।

ଜିପେର ଭେତର ସବେ ଭାରୀଙ୍କ ଘର୍ତ୍ତି ଦେଖିଛିଲେ । ଯଦି ଆକାଶଲାଲ ମିଥ୍ୟେ କଥା ବଳେ ତା ହଲେ କିମ୍ବକୁରେ ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ତର ପରିକଳନା କରନ୍ତେ ହେବ ତାକେ । ଯେ ଲୋକଟା କରନ୍ତେ ତାର ସନ୍ଦେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଗ ବାଜିରେ ମିଥ୍ୟେ ବଲତେ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏତେ ତୋ ଠିକ୍, ଲୋକଟାର ଆୟସମର୍ପଣ କରାର ହିଁଛେ ବୋକମିର ଚର୍ଚେ ଓ ଖାର୍ପ ବ୍ୟାପର । ସେଠା ଆକାଶଲାଲରେ ଚେଯେ ତାଲ କେତେ ଜାନେ ନା । ଯଦି ସତି ହାତେ ଆସେ ଲୋକଟା, ଭାରୀଙ୍କ ଚୋଥ ସବୁ କରିଲେ, ଏତାଦିନେର ସବ ଅପମାନରେ ପ୍ରତିକିଶ୍ୟ ତିନି ଏମନତାରେ ନେବେନ ଯା ହିଂଟ୍ଯାର ହେବ ସଥକବେ ।

ବିନ୍ଦୁ ଯେବେଳେ ଭାରୀଙ୍କ ବସେଛିଲେ ତାର ଶାମନେ ଚାରଜନ ଦେଖାଇକେ ତିନି ଏମନତାରେ ଦୌଡ଼ କରିଲେ ରେଖେଛିଲେନ ଯାତେ ଦୁଇ ବ୍ୟାହତ ନା ହେବ ଅଥବା କେତେ ତାହେ ଲକ୍ଷ୍ୟବନ୍ଦ କରନ୍ତେ ପାରବେ ନା । ଆଜ କେବଳ ଝୁକି ନିତେ ଚାନ ନା ତିନି । ମରିଯା ଲୋକଦେର କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ୍ୟା ତିନି ଜାନେନ । ଆଜ ଯଦି ଆକାଶଲାଲରେ ସବ ପଥ ସବୁ ହେବ ଯାଏ ତାହେ ଆୟସମର୍ପଣରେ ନାମେ ସୋଜା ଏଗିଯେ ଏମେ ତାକେ ଗୁଲି କରନ୍ତେ ପାରେ । ଲୋକଟାକେ ସାର୍ତ୍ତ କରାର ଆଗେ କୋନ ଓ ଝୁକି ନର ।

ଭାରୀଙ୍କରେ ଜିପଟା ଦୌଡ଼ିଯିଛିଲି ମାଟେର ଏକପାଶେ ଘୋର ଜୀବଗଟାଯା । ତାଢ଼ାହୁଡ଼ୀର ବୀଶ ଦିନେ ଯୋଗ ହେଲୁଛି ଭାରୀଙ୍କର ନିର୍ମିଶେ ଏବଂ ଡିଲ୍ଫର୍ ଚାପ ପଡ଼େଇ ବୀଶର ଓପର । ଦୂରେ ଏକଟାର ଏବଂ ଏକଟା ଦେଖିଦେର ଆଗମନ ଘଟିଛେ । ଲୋକଗୁଲେ ଏତ କଟି କରେ ମାଥାର ତୁଳେ କେମ ଯେ ସଦେ ନିଯମ ଆସେ ତା ଭାରୀଙ୍କ ଆଜାନ ଓ ବୁଦ୍ଧତି ପାରେନ ନା । ଏକଜନ ଦେବତା ଏଥାନେ ବାସ କରେନ ଆର ବଜରେର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଦିନେ ତାହେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତେ ଦେଖିଦେଇ ନିଯମ ଆସା ହେବ । ଏକଜନ ପୁରୁଷ ଆର ଅନେକ ମହିଳା । ଶୌରାଣିକ ଦିନଗୁଲେ ବେଶ ତାଲ ଛି । ଭାରୀଙ୍କରେ ନିର୍ବାକ ପଡ଼ିଲ, ନିଜରେ ଜୀବନେ ଯେମେଯାବୁନ୍ଦେ ନିଯମ କହନ୍ତି ହାତ୍ଯା ମାଥା ଘାମାନନ୍ତି ।

'ଭାରୀଙ୍କର ମାଠେ ଉଠିଲେ । ମାହିକେ କେ ତାର ନାମ ଧରେ ଡାକଛେ ।

'ମିଟାର ଭାରୀଙ୍କ, ଆମି ଆକାଶଲାଲ । ଆପଣି ଆମର ମାଧ୍ୟମ ଦାମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟାକା ଦେଖିବେ ଏଦେଶର ଜନନ୍ୟଧାରକେ ବିଶ୍ସମାତକ କରନ୍ତେ ପାରେନନି ।' ଗଲାଟା ଗମନ କରେ ଉଠାନ୍ତେ ମେଲାନ ସଂକଟ ଆୟାଜ ଦେଖେ ପେଣ ।

'ବଜରେ ପର ବଜର ଏଦେଶର ଗରିବ ମାନୁଦେବର ଓପର ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଆପଣାର ଯେ ଅଭ୍ୟାରା ଚାଲିଯାଇଛେ ଆମି ତା ବିଜନ୍ଦ ପ୍ରତିକଳ କରନ୍ତେ ଚେଯାଇଲାମ । ଆପଣି ଆମାକେ କୋନ ଓ ନିଯିତ ଧରନ୍ତେ ପାରେନ୍ତି ନା । କିନ୍ତୁ ସବନ ଆମି ଜାନନ୍ତେ ପାରିଲାମ ଆମାକେ ନା ପେଣେ ଆପଣି ଆମର ଦୈନ୍ୟ ପ୍ରାମ ଝାଲିଯେ ଦେବନ ତଥନ ବାସ୍ୟ ହାଇଁ ଆୟସମର୍ପ କରନ୍ତେ ।'

ହାତ୍ଯା ଏକଟା ଠିକରା'ଶୋନ ଗେ, 'ନା, ନା, କଷନ୍ତେ ନା ।'

'ଆକାଶଲାଲ ଯୁଗ ଯୁଗ ଯୁଗ ଯୁଗ ।'

ମୁହଁର୍ତ୍ତୀ ମୋଗନ୍ଦିନେ ଛିଡିଯେ ପଡ଼ିଲ ମୁୟ ମୁୟ । ଶାଧାରମ ଦର୍ଶକମେର ମଧ୍ୟେ ଉତ୍ୟାନା ଛାଲ । ଆକାଶେ ହାତ ଝୁଡିତେ ଲାଗି ତାର । ଭାରୀଙ୍କ ମାଦା ନାଡିଲେ, ଆବାର ଟେପ ବାଜିଯେ ପାରିଲିକ ତାତାନେ ହାଇଁ । ଏବାର ଯଦି ଏତେ ଜନନ୍ତା ତାର ଦିନେ ଛାଟେ ଆସେ ତାହେ ପେଣ୍ଟରେ ନୋ-ଏନଟି କରା ବାଟା ହାତ୍ତା ପାଲାବାର କୋନ ଓ ପଥ ନେଇ । ତିନି ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ କାଉକି ଆୟାଜ କରେ ଦେଖି ସମସ୍ତରେ । ଜିପେର ଆଶେପାଶେ ଯେବ ଦେଖିବା ଯ ଅଭିନାର ହିଁ ତାର ବସୁନ୍ଦୁ ଉଠିଯି ଥରଲ ।

୧୨୪

'ଭାରୀଙ୍କ । ଓଦେର ବଳେ ବସୁନ୍ଦୁ ନାମାତେ । ଆମର ଗାୟେ ଗୁଲି ଲାଗଲେ ବସୁନ୍ଦୁ ତୋମାକେ ଜିପସମେତ ହେନେ ଝୁଡି ଉଡ଼ିଯେ ଦେବ ପରମୁହୁର୍ତ୍ତେ ।'

ଭାରୀଙ୍କ ଚମକେ ଉଠିଲେ । ଯେବେ ଚାର ଦେଶାତି ଦେଖାଇଲା ତାକେ ଗୁଲି ଥେବେ ବାଚାତେ ପାରେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେନେଲ ଡେଫେନ୍ ଡେଫେନ୍ ହେବ । ତିନି ହର୍ମୁ ଦିବେନେ, 'ଖାତାର କରବେନ ନା ।'

ଏବଂ ତଥାନେ ତିନି ଲୋକଟାକେ ଦେଖିତେ ପେଲେନ । ଜନନତ ଫାଁକା କରେ ଦେଖାଇଲା ଜୀଗପାତାର ହାତ ତିରିଶକେ ଦୂରେ ଥେ ଏବେ ଦୌଡ଼ିଯେଛେ ମେ-ଇ ଆକାଶଲାଲ । ସ୍ଵର୍ଗ ରୋଗ ଲାଗିଲେ । ଦାବ କରିଲେ ତୋ ହେବ ନା, ପ୍ରମାଣ ଦିଲେ ହେବ । 'ହେ ଆମର ଦେଶବାସୀ ବସୁନ୍ଦୁ । ଆଜ ଆକାଶଲାଲରେ କରନ୍ତେ ତାର ଜୀବ ଯେବେ ଯାଇଁ । ଆପଣାର ଆମର ଓପର ଯିବିମ୍ବାରେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାହ ମାନୁଷଙ୍କ ମରତେ ଦିଲେ ପାରି ନା । ଆମି ଜନି ପୁଲିଶ ଆମାଦେ ପେଲେ କରନ୍ତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ଉପର୍ଯ୍ୟ ନେଇ । ତବେ ଆଶା କରନ୍ତେ ଓତା ଆମର ବିଚାର କରନ୍ତେ । ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୋଧାର ସମୟ ଦେବେ । ଆର ଯଦି ଓତା ଆମାକେ କାଗୁରରେ ମତ ମେରେ ଫେଲେ, ହେ ଆମର ବସୁନ୍ଦୁ, ଆପଣାର ତାର ବଳେ ନେବେନ । ଭାରୀଙ୍କ, ତୁମି ଜିପ ଥେବେ ନେବେ ଦୌଡ଼ାଏ, ଆମି ଏଗୋଛି । ଆମର କାହେ କୋନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତେ ନେଇ ଏବଂ ଆପଣାର ସବାଇ ହେବି ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚେନ, ଆମି ସୃଜ୍ଞ ମୃଦୁଷ ।' ଆକାଶଲାଲ ଆର ଓ ଏକଟି ଏଗିଯେ ଏବଂ । ଭାରୀଙ୍କ ତାକେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିଲେ ।

ଆକାଶଲାଲ ଆମର ମାଠକେ ଯୋଗା କରଲ, 'ହେ ଆମର ଦେଶବାସୀ ବସୁନ୍ଦୁ, ଆମର ସନ୍ଦେ ପୁଲିଶକିମିଶାରେ ହୁତି ହେବେ ଯେ ମେ ଆମାକେ ବିନା ବିଚାରେ ହତା କରବେ ନା । ଆମି ଆପଣାମନେ ନେଇ ଝୁଟିମତ ଆୟସମର୍ପ କରାଇ ।'

ହାତ୍ବ ଜନନତ ଥିବକାର କରନ୍ତେ ଆରଙ୍କ କରନ୍ତେ । ଭାରୀଙ୍କର ମନେ ହଜିଲ ତିନି ବସିବ ହେବେ ଯାଇଁ । ଏହି ଜନନତ ଯଦି ତାର ଦିକ୍ କିନ୍ତୁ ଆସେ ତାହେ ପାରିବ ପଥ ପାରେନ ନା । ଆକାଶଲାଲର ମନେ ହଜେ ହେବେ ମତଲବ କରିବ କାହାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଯାନୁର ତାକେ ପଥ କରେ ଦେଖି ସମସ୍ତମାନେ । ନିଜ ହେବେ ବେଡା ପେରିଯେ ଆକାଶଲାଲ ଏକବାର ହାତ ହୁଲେ ଜନନତାକେ ଅଭିବାଦନ ଜାନାଲ । ସଦେ ଦେବ ଗର୍ଭନ୍ତା ଆକାଶ ମୃଦୁଷ କରନ୍ତେ ।

'ଆକାଶଲାଲ ଭାରୀଙ୍କରେ ମାନମେ ଏମେ ଦୌଡ଼ା, 'ଆମି ଆକାଶଲାଲ ।'

ଭାରୀଙ୍କ ଭାଲ କରେ ଦେଖିଲେ । ବେଶ ଶୀଘ୍ର ତେହାର ହଲେବେ ଲୋକଟା ଯେ ଆକାଶଲାଲ ତା କୋନ ଓ ଶିଥି ଓ ବେଳେ ଦେବେ । ତିନି କାହିଁ ବାକିଦେଇ ବଲେଲେ, 'ଏକମକ ଏକଟା ନାଟିକ କରାର କି ନରକାର ଛିଲ ? ସୋଜା ହେତ୍ କୋଟିଟେ ଚାଲେଇ ତୋ ହତ ।'

'ତାର ମନେ ?'

'ଆମି ଚାଇଛି ଆମକେ ଧରେ ଦେବର ପୁରସ୍କାରୀ ବୋର୍ଡ ତୋମାକେଇ ଦିଲ ।' ଆଜ ହାତାର ହାତର ମାନ୍ୟ ନାକୀ ଧାକା ଟାଟାର । 'ସ୍ଵ ସ୍ଵରିର ସନ୍ଦେ ବଲେଲ ଆକାଶଲାଲ ।'

ଲୋକଟା ତାକେ ହଜିଲେ ତୁମି ବଲାଜ, ଭାବରତିକେ ଶୁରୁଜନ ଗୁରୁଜନ ଭାବ । ମତଲବଟା କି ? ଏଇନ୍ଦ୍ରିଯା ନୋ ଏନ୍ଦ୍ରି କରା ରାତ୍ୟା ଧାକ୍ତାନୋ ନାୟକାନ୍ଦିକା ଭଲେଲ ଆସେ ତେବେର ଜନ୍ମ ଛେତରେ ତେବେର କରନ୍ତେ ଯିବାର କାହାର । ତାଦେର ଅଭିକାରେ ଦେଖିଲା, ଆପଣି କେ ବିଲିବରେ ଆଶା ହେବେ ଦେଖେନେ ?' ପୁଲିଶ ଓଦେର ଆଟିକେ ରାଖିଲି କିନ୍ତୁ

୧୨୫

মেয়েটিকে পারল না । একটা কাক পেয়ে সে দৌড়ে চলে এল এদের সামনে, 'মিন্টার আকাশশালী, আবহাও না আয়সমর্পণ কি ভাবে এই ঘটনাটা আপনি ধরতে চাইবেন ?'

আকাশশালী খুব অবাক হয়ে গেল, 'আপনি ?'

'আমি একজন সাংবিধিক আগজের নাম দরবার । কিন্তু সেটা বিষয় নয় । এই কাজের জন্য আপনি দেশের মানবকে কি কৈবিয়ৎ দেবেন ?'

সেই অফিসারটি দুরে মাঝামানে এসে দাঁড়ালেন, 'নো । এখনে নয় । যদি কিছু প্রথ থাকে হেডকোয়ার্টার্সে আসুন । সি পি'র অনুমতি নিয়ে ওখনে কথা বলবেন । মিটিংর আকাশশালী, আপনি আসুন ।'

একজন সেগাহই এসে আকাশশালীর হাত ধরে বিড়ীয় জিপে তুলল । সঙ্গে সঙ্গে ভার্সিং পেপি বেরিয়ে গেল নো-এটি করা রাজত্ব । তার পেছনে বিড়ীয় জিপে আকাশশালী এবং পোতা ঠিকে ভ্যান, ফেনুল রাস্তায় অপেক্ষা করছিল । সমস্ত মেলাজুড়ে তখন বিশ্বাসৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে । বাঁশের ডেড়া ডেড়ে গেছে । মানুজন পাগলের মতো ছোটছুটি করছে । আরীগ বিশ্বাসৃষ্টি নিয়ে যারা এসেছিল তারা কেন্দ্রে মতে সেগুলোকে বীচাতে বাষ্প !

দুর্ঘ মিনিট পরে হেডকোয়ার্টার্সে নিজের চেহারে বাসে ভার্সিং মিনিস্টারকে ফোন করলেন, 'সার ! তিতাকে রাখায় বলি করেছি ।'

'অভিনন্দন ভার্সিং ! অনেক অভিনন্দন !' মিনিস্টারের গলার বর আজ অন্যরকম শোনা গেল, 'লোকটাকে এখন কোথায় রেখেছ ?'

'দেওতার একটা দেখে ।'

'ওঁ অনেকদিন পরে আজ একটু নিশ্চেষ্ট ঘূমাতে পারব । কিন্তু তুম নিসদেহ তো যে লোকটা সত্যিকারের আকাশশালী ?'

'হ্যাঁ স্যার ! কেনও সদেহ নেই ।'

'ধন্যবাদ । অনেক ধন্যবাদ ।'

'তাহলে আপনি বোর্ডেক আমার কথা বলবেন ।'

'অবশ্যই ! তবে ওই লোকটাকে আমার চাই ।'

'কাকে স্যার ?'

'ওই ক্যোরাটেকারকে । জীবিত অথবা মৃত । মাডাম আমাকে একটু আগেও টেলিফোন করেছিলেন । ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।'

'আমি দেখছি স্যার !'

'আকাশশালীলেজ জিজ্ঞাসাবাদ করো । ওর কাছ থেকে এই তদাকথিত অন্দোলনের সব ধরণ বের করে একটা রিপোর্ট দেবে । তাঙ্গুড়ে করার দরকার নেই । তিন-চার দিন সময় নাও । অথবা দুটী দিন ভর্তুল করো । রেসপন্স না করলে ব্যবহা নিয়ে ।'

'ধন্যবাদ স্যার । বিশেষ সামরিকীকরণ ও সব সবে কথা ব্রুক্স দেখে ।'

'জিজ্ঞাসাবাদ শেষ না করে আলোচনা কোরো না । আমি ও সুবিধাদীরে যে করেই হোক খুঁজে বের করো । গাছ উপড়ে ফেললেও সুটির তলায় থাকা ছেড়া শেকড় থেকে নতুন গাছ মাছা চাড়া দিতে পারে ।' মিনিস্টার হোম রেখে দিলেন ।

চুরুট ধরালেন ভার্সিং । 'আঁ আরাম । ফেন বাজল । ধূর শুনে গঢ়ার হয়ে একটু তাবলেন, 'টেক অ্যাকশন !'

শহরের বিশেষ রাস্তায় গোলমাল শুরু হয়ে গেছে । সাধারণ মানুষ নিজে থেকেই

প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে । এরই মধ্যে করেক্টা সরকারি গাড়ি ঝালিয়ে দিয়েছে, এসব বরদান্ত করবেন না তিনি । একজন আলিমস্টেটে কমিশনার তাঁর ঘরে চুকে স্যালুট করল, 'স্যার ! মেলার মাঠের বিশ্বাসৃষ্টি থাকলে আকাশন নেওয়া একটু অনুরিধে হতে পারে । কি করব ?'

'ওগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলুন ।'

'আপনি যদি একটা অভরি দেন, মানে, এমনিতে প্রথা অনুযায়ী ওদের সঙ্গে পর্যন্ত ওখনে থাকে কবা !'

'পরিবর্তিত পরিষ্কারিতে আজ চারটে থেকে শহরে কারফিউ জারি করা হচ্ছে । অতএব সব বিশ্ব যেন তার আগে নিজের নিজের গ্রামে ফিরে যায় । বিকেল চারটে থেকে আগমনী কাল ভোর ছাঁ পর্যন্ত কারফিউ । 'আন্ডালু করে দিন !' ভার্সিং হচ্ছে দেওয়ায়া আলিমস্টেটে কমিশনার স্যালুট করে দিলেন গেল ।

চুরুট টান দিলেন ভার্সিং । এলিমিনে হাতের মুঠো পেয়েছেন লোকটাকে । উঁ, কম ঝালিয়েছে । মিনিস্টার যাই বুক জিজ্ঞাসাবাদের ধার ধারেন না তিনি । লোকটার শরীর থেকে চামড়া তুলে নিলে মুক্তি দিয়ে দিতে হবে । আজকের দিননটা এইভাবেই কাটুক । রাত্রে একটা লোক ঘুম দিয়ে সকাল থেকে কাজ শুরু করবেন । আজ বিকেল পর্যন্ত তাঁকে সময় দেওয়া হয়েছিল । এখন বোর্ড তাঁকে নিয়ে কি ভাবছে ? হঠাতে মেজাজ থারাপ হতে লাগল ভার্সিসে । আকাশশালী যদি দেখেছে ধ্যা না দিত তাহলে এইভাবে পা নাড়তে তিনি পারতেন না । ওই লোকটাই তাঁর ভাগ্য ফিরিয়ে দিল । অর্থাৎ ওর কাছেই তাঁর কৃত্তি ধারা উচিত ন আস্তর্বল । আজ না হোক কাল তিনি লোকটাকে ধরতেনই । দিনটা আজ না হলে তিনি নিশ্চয়ই বিপাকে পড়তেন । কিন্তু কটাটা ? একটা অস্ত তো তাঁর হাতে ইতিমধ্যে এসে দিয়েছে ।

টেলিকোনের দিকে তাকালেন । সার্জেন্ট ছেঁড়িটা ক্যোরাটেকারটাকে টিকাটাক রেখেছে তো ! সব বিকু নির্ভর করবে লোকটার ওপরে । যতক্ষণ কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে ততক্ষণ তিনিও ভাল থাকবেন । কিন্তু করতিন ! ভার্সিসের মনে পড়ল মিনিস্টার আজঙ্গই ক্যোরাটেকারকে খুঁজে বের করতে ভাল হবে নির্দেশেন । মামর বাড়ি ! বাংলাতে টেলিকোন আছে কিন্তু নাথারটা তাঁর জানা নেই । অপেক্ষার্তীরের জিজ্ঞাসা করা নিরাপদ না । বোর্ড এবং মিনিস্টার কোথায় কাকে টাকা থাকিয়ে রেখেছে তা টের পাওয়া অসম্ভব । ভার্সিস একটা টেলিফোন গাইত চেয়ে পাঠালেন ।

গাইতের পাতায় বাংলোর নাথারটা পেয়ে মনে মনে গৈঁথে ফেললেন । না, কোথাও লিখে রাখা ও বৃক্ষিমানের কাজ হবে না । আরপর নিজের টেলিকোনের সেই নৃরক্ত টিপলেন । রিঃ হচ্ছে । দশবার রিঃ হচ্ছে কিন্তু কেউ মিসিভার তুলল না । সার্জেন্ট কি করবে ? আর তখনই যেখানে আলোচনা হচ্ছে । সার্জেন্টের পক্ষে টেলিফোন না ধরাটাই খাতরিক । ওকে বলা হয়েছে লুকিয়ে থাকে । সার্জেন্টের ক্ষেত্রে দিলেন ভার্সিস । কিন্তু তাঁর অবস্থা শুরু হল । লোকটা তিক ওখনে আছে তো ? যদি না থাকে ? এই ক্ষেত্রে জানার কেন্দ্রে উপায় নেই । তাঁর খুবই হচ্ছে করছিল অখনই, জিপ নিয়ে বাংলো চলে যেতে । নিজের চোখে না দেবালে, কানে না শুনলে আজকাল কিছুই বিশ্বাস হয় না ।

এইসময় তাঁর বিশেষ টেলিফোনটা বেজে উঠল । ভার্সিস কথা বললেন, 'ইয়েস !'

'মিনিস্টার ভার্সিস !'

'ইয়েস ম্যাডাম !'

‘অভিনবন !’

‘ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ !’

‘খুব বাস্ত !’

‘একটু, তবে কোনও ক্ষয় থাকলে !’

‘আমি অস্বীকৃত করছি ! ম্যাডাম লাইন কেটে দিলেন !

সোজা হয়ে বসলেন ভার্গিস। টুপিটা টেমে নিয়ে জুত বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একজন আসিস্টেন্ট কমিশনারকে এগিয়ে আসতে দেখেও থামলেন না। লোকটার হতভঙ্গ মূলের সামনে দিয়ে বুক নিলেন।

নিচে কিসের জটলা ? ভার্গিসের সেনিকে তাকাবার সময় নেই। একজন অফিসার ছুটে এল তার কাছে, ‘স্যার, সার্বিকারা বলতে আপনি নাকি কথা দিয়েছেন ?’

নিচের জিপে উঠে বসেন্তে ভার্গিস, ‘অপেক্ষা করতে বলুন, ‘দে হ্যাত অল দ্য টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ?’ নির্দেশ পেতেই ড্রাইভার জিপ চালু করল। প্রথমাত পেছনে দুজন সহকারী সেপাই উঠে বসেছে। ভার্গিসের জিপ হেডকোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে রাতায় পড়ল। তখন বিলেন।

ম্যাডামকে আজ দার্শন সুন্দর দেখছে। ভদ্রমহিলার বয়স তাঁর মুখচোখ চামড়া এবং ফিগারের কাছে হার মেনেছে। আজ ম্যাডাম নিজের হাতে দুরজা খুলেন, ‘ওয়েলকাম !’

ভার্গিসের পা বিমর্শ করে উঠল। ম্যাডাম এই গলায় এবং ভাঁজিতে কথনই কথা বলেননি। দুজনে মুহূর্মুখি সোফায় বসার পর ম্যাডাম জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কফি না ডেবল ?’

‘ধন্যবাদ। কিছু লাগবে না !’ কৃতৃপক্ষ গলায় বললেন ভার্গিস।

‘আমি একটা ভদ্রক নেব !’ ম্যাডাম হাততালি দিতেই একটা কাজের লেক ঢুকল, ‘একটা টেল ভদ্রক, অনেকটা বরে দিয়ো টেবিলের ওপর রাখা শোল বাসের ঢাকনা খুলেন তিনি। ভার্গিস দেখলেন সেখানে সিগারেট শুল্কে বাজনার তালে তালে ঘূরছে। একটা তুলে নিতেই ভার্গিস শীর্ষ হবার চেষ্টা করবে। লাইটার ছেলে এগিয়ে দিয়ে সপ্তদিন সঙ্গে ধরিয়ে দিলেন। ম্যাডাম বললেন, ‘ধোক হাউ !’

চোখ বাজ করে যখন ম্যাডাম দোষ উপভোগ করছেন তখন ভার্গিস এক খুলক দেখে নিলেন ওকে। যে কোনও বয়সের পুরুষ ওকে পেলে ধন্য হ্যাঁ যবে। রূপের সঙ্গে অক্ষর না মিশলে মেয়েরা সত্তিকারের সুন্দরী হয় না। নিজের জন্য মাঝে মাঝে কষ্ট হয় ভার্গিসে। পৃথিবীর কোনও মেয়ের জন্য তিনি আকর্ষণ বোধ করেন না। করতে পারেন না।

‘ভার্গিস ! আপনি আকাশলালকে কি টোপ দিয়েছেন জানতে পারি ?’

টোপ ! ভার্গিস চমকে উঠলেন।

ম্যাডাম হাসলেন, ‘নইলে লোকটা এই বোকামি করত না। আগনি হাতো জানেন না মিনিস্টার আজকে প্রত্যাগ করে বাহির চলে যেতে চেয়েছিল। ‘আগনার ঘটনা সব পাল্টে দিল। কিন্তু এরকম লোক সম্পর্কে আমাদের চিহ্ন করতে হচ্ছে।’

‘আমাকে আমি এমর্ভভাবে আকাশলালকে পেয়ে ধরিলাম যে—’

আমাকে মিথ্যে বললেন না, প্রিয় ! ম্যাডাম অনুযোগ করলেন, ‘ঠিক আছে, পরে শুল্কে চলবে। আছু ভার্গিস, আপনাকে যদি বোর্ড মিনিস্টার হিসেবে মনোনীত করে তাহলে কেমন হয় ? আপনার বয়স কম, দার্শণ এফিসিয়েন্ট। এই কাজটার জন্য যদি ১৩২

কোনও প্রকার দেওয়া হয় তাহলে তো এমনই করা যেতে পারে !

ভার্গিসের গলার ঘর কুক হয়ে গেল, ‘আমি ! মিনিস্টার !’

‘হোয়াই নট ! ২ আপনার আপত্তি আছে ?’

‘আমি কি বলব ! ম্যাডাম, আপনি যা বলবেন তাই হবে !’ ভার্গিস বিগলিত।

শেষ। আপনি জানেন মিনিস্টারের সঙ্গ আমার এককালে বন্ধু ছিল। আমি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সেই বন্ধুরের মৃত্যু ওকে দিয়েছি। তাঙুড়া লোকটা নিতেই আমাকে বলেছে পদত্যাগ করতে চায়। অতএব আমার কোনও দায়িত্ব নেই। এখন কথা হল, আপনি কি করবেন ?’

ম্যাডাম উঠে দৌড়লেন, ‘তা হলে আগামী কাল থেকে আপনি মিনিস্টার হচ্ছেন।’

ভার্গিস আবেগে আতঙ্গ হলেন। সোবা থেকে উঠে একটা হাঁটু মুড়ে ম্যাডামের সামনে দৌড়িয়ে শুক্রা জানাতেই ম্যাডাম তাঁ বা হাতে এগিয়ে ধরলেন। এবং এই প্রথম ভার্গিস কোনও দ্বীপাকের হাতের চামড়ায় সজ্জনে চুন্বন করলেন।

‘ভার্গিস !’

‘ইয়েস মাডাম !’

‘বাবু বসস্তুলোর বাংলোর কেয়ারটেকারকে কাল শবকালের মধ্যে আমার চাই !’

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে নড়ে গেলেন ভার্গিস। কি উত্তর দেবেন তিনি ? কোনও করকে মাথা নেতে হাঁ বললেন ভার্গিস।

ম্যাডাম বললেন, ‘আপনি এবার যেতে পারেন !’

ম্যাডামের বাড়ি থেকে জিপে বসে ভার্গিস ঠিক করলেন মিনিস্টার হতে পারলে তাঁর আর কিছু চাওয়ার নেই। কেবারটেকারকে আজই আনিয়ে নেবেন বাংলো থেকে। ফালতু খামেলা করে কোনও লাভ নেই। এইসময় তাঁর গাড়ির বেতারযথে হেডকোয়ার্টার্স থেকে পাঠানো একটা খবর বেজে উঠতেই ভার্গিস ঠিকাক করে উঠলেন, ‘ওঁ, নো !’

তখন শহরের পথে পথে কারফিউ-এর ভয়ে ঘরে ফেরা মানুষের ব্যাপ্তা। বাইরে থেকে আসা মানুষেরা যত তাড়াতাড়ি হোক চেকপোস্টের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে। এদের ঢালাও ছেড়ে দেবার আদেশ না আসায় ভিড় জমে রাতা জামাজমাট। ভার্গিসের জিপের যখন উড়ে যাওয়ার কথা তখন সেটা সাধারণ গতিতেও এগোতে পারছিল না। জিপের সামনের সিটে বসে হিলেন বা হাতে নিজের চুল থামে ধরে। এই রকমই তাঁর জীবনে বারংবার হয়। নিন্তে কোন সুন্দর সময় আসে তখনই ইন্দুর নির্ময় হয়ে ওঠে। এই যে একটু আগে ম্যাডাম তাঁরে মিনিস্টার হবার প্রস্তাব দিলেন, আগামী কাল সকালেই যাব যোগান স্বাক্ষৰ স্বতন্ত্র পেত তা যেন একটু একটু করে সূর্যে যাবে। যে কোরেই হোক বেলুনের ঝুঁটো চাপা দিয়ে হাওয়া দেব হওয়া বাক করতে হবে। ভার্গিস চাপা গলায় হাতের ছাঁচলেন, ‘ড্রাইভার, জলনি !’

দোলার বক্ষ ঘরে বসে আকাশলাল ঘড়ি দেখছিল। এখন বেলা তিনটে। সেই যে তাকে ধরে এনে হাতকাড়ি খুলে এই ঘরে ছেকিয়ে দুরজা বক্ষ করে দিয়ে গেছে তারপর ১৩৩

থেকে সে একা। মাথারি সাইজের এই ঘরে কোনও জানলা নেই। মাথার অনেক ওপরে একটা বড় ফুটো আছে বাতাস দেকার জন্মে। ঘরে একটা চেয়ার ছাড়া কোনও অসবাব নেই।

এতক্ষণ পর্যন্ত সব কিছু ভালভাগ হল। তব ছিল তাকে সেখানত এয়া শুনি করতে পারে কিন্তু করেনি। সাবেদিকরা তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল এয়া কুকি নেয়ানি। ভার্সিসে সে যতটা ঘেনে তাতে মনে হয় ওরা সেই সুযোগ কখনই পাবে না। ক্যাপসুলটাকে জিতের ডগায় নিয়ে এল আকশলাল। খুব কর্তৃত অবগত। সাধারণ ক্যাপসুল হলে মূলের ভেতরের তাপে এতক্ষণে গলে যেত। এটাকে সৰ্ব দিয়ে ভাঙলেই কাটো শুরু হচ্ছে যাবে। তিনফুটির মধ্যে তার হস্তযন্ত্র বিকল হচ্ছে। চোখ ব্যক্ত করল আকশলাল। হস্তযন্ত্র লেবল হলে দেখে শরীরের মাঝে ঝাঁক হচ্ছে। চোখ ব্যক্ত করল আকশলাল। হস্তযন্ত্র দেখে ঘেনে সে বাহির ঘেনে দেয়। ঘটাটোকে না ভাঙলে ভার্সিস তাকে আজ না হলে আগামী কল দিচ্ছিল শোবেই। আকশলাল চোখ ব্যক্ত করল।

ওর করের দাঁতগুলোর মাঝখানে এখন ক্যাপসুলটা। ধীরে ধীরে চাপ পড়ছে তাতে। খোলাটা বেশ শক্ত। প্রথমবারে ভাঙল না। ধীরীয়ার চেষ্টা করল আকশলাল। আরও জোরে চাপ দিয়ে দিতে একসময় অনুভব করল খোলাটা ভেঙে গেছে এবং নরম বাহীয়ের একটা কিছু জিঁজে ভজিলে গেল। হঠাৎ তার মনে পড়ল ভাঙলের বেলিল ক্যাপসুলটার খোলাটাকে পাকিয়ে মুকুটের ঘেনে ঘেনে সে বাহির ঘেনে দেয়। ঘটাটোকে শিলে ফেললে কখনই হজম করতে পারবেন না।

পাঁচ মিনিটেও একটা সুরাহা করতে পারল না আকশলাল। ফেলতে হলে ভাঙা খোলাটাকে ঘৰেই ফেলতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচার হয়ে যাবে আকশলাল অধ্যহত্যা করেছে। হাতে ভার্সিস খোলাটকে সাবেদিকদের দেখাবে। আকশলাল ভাল, শিলে ফেললে বিকাশ পাবে হজম। একটা দুরকার কি: সেইসব ফুটোটা দিকে চোখ পড়ল। অনেকটা ওপরে কিংবা ওপারে ছুঁড়ে দেখা যায় না? মুখ দিকে বক্সটি বের করল আকশলাল। ভেতরে যা ছিল তা একত্বে শরীরে মিশে গেছে। খোলাটা ফুটোটা দিকে ছুঁড়ে দিতেই ধাকা ঘেনে হিঁড়ে এল। নাঃ, তার লক্ষ মৌটেই ভাল নন। শেবপর্যন্ত এটাই একটা খেলা হয়ে আছে ভাঙল। যতক্ষণ খোলাটা ছেড়ে ততকার দেওয়ালের গায়ে ধাকা থায়। ফুটোটা খুব কাছে একবারও পৌঁছেছিল। যেহেতু অনুভূলীনে ফল পাওয়া যায় তাই একসময় ওটা আর দিয়ে এল না। ফুটোটা মধ্যে চুক্র ঘেনে জানতে পারার পরই ওর মনে হল নির্বাস কেমন ভারী হয়ে যাবে। হাতে হোঁড়ার সময় শরীরে আসেবাসন হওয়ায় এসন্টাই হতে পারে। ঘরের ভেতরে একটু হাঁচুকে বলে বোঝ হল। আকশলাল অবার চেয়ারে ঘেনে গেল। নাঃ, এটা মনের ছুল। ভাঙলের বেলেছে তিনি ঘটাটা আগে তার হস্তযন্ত্র ব্যক্ত হচ্ছে না। তিনফুটা অনেক সময়। এখন ওরা যদি তাকে সাবেদিকদের সামনে দিয়ে যাব তা হলে সে বকলে অনেক বক্ষ বলতে পারবে। পোটা পুরুষী জানবে তাকে সুষ্ঠু অবস্থায় এখনে ঘেনে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তার কিছুক্ষণ বাদেই সে মরে গেছে। এই মরে যাওয়ার ব্যবর্তামানে এবং বিমে যে প্রতিক্রিয়া হবে তা বোর্ড পছন্দ করবেন না। ভার্সিস এর অন্যে বড় দাম নিতে হবে।

একক্ষণ্ণ পরে সমস্ত শরীরে অস্তু বিমুনি এবং বুকের বা দিকে চিনচিনে বাধা শুরু হল। বাধাটা বাঢ়ছে। বা দিকের বুকের ঠিক তলায় ওজন বাঢ়ছে। আকশলাল চোখ ১৩৪

বক্ষ করল। ছাতাবন্ধু তার কেটেছিল ইন্ডিয়ায়ে। তখন একবার বেড়াতে গিয়েছিল শাস্তিনিকেতনে এক বাঞ্ছলি বহুর সঙ্গে। সেখানে ঘূরতে ঘূরতে এক বাউলের সঙ্গে ঘূর আলাপ হয়ে পিয়েছিল। জোলিটার গানের সুর চমৎকার কিন্তু কথার মানে দুর্বলে অসমিলে হত। এন্দৰিসি বাঞ্ছলি বক্ষতে ঠিক বুরতে পারত না। বাউলিই গানের শেষে বাধা করে বুঝিয়ে দিত। একটা গান এখনও মনে আছে। আট কুটুঁটি নদী দৱজ কোনখানে তলা নেই। আর সেই ঘর তিনতলা। আট কুটুঁটি হল শরীরের আটটা এগু। পিয়াটোরি, পাইকাস, ধাইকেডে, পরাপ্রিম, পার্শ্বক্রিয়াস এবং টেস্টিস অধ্যা ও ডেক্সিস। এই শরীরটা সেটে আছে এই আটটা প্রাণীর মধ্যে দিয়ে হৰ্মেন পিয়িক্যোলেনে জুন্যে। আর এই প্রাণীটা প্রাণের সঙ্গে শরীরের মাঝারী ঝাঁক মুক্ত। তিনতলা হল, মুক্তক, কোমর থেকে শরীরের উর্ভবভাগ এবং সিম্পলস। নাক কান চোখ মুক্ত ইয়াসিন্টা দ্বারা এই তিনতলায় ছড়িয়ে আবক্ষ, যা সামুক্তির জাহান নিয়মিত করা যায়। বাউল বলেছিল এই দেহ রহস্যময়। পুরুষীর যাবতীয় রহস্য এর কাছে হার মেনে যায়। সেই রহস্যকে ব্যবহার করার সাথ্য কারও নেই। কিন্তু তাকে নিয়ে একটু লুক্কোরি করার চেষ্টা করলে দেখ কি।

এখন থেকে তার আট কুটুঁটিলে তালা পড়ার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে, আকশলালের শরীরের মন্তিকে আনিয়ে নিলিখ। ইতিমধ্যে মন্তিক বুরতে পারাহে তার প্রাপ্য অর্জিজেনে টান ধৰেছে। শরীরে যত অর্জিজেন বৰাদ তার শক্তকরা বিশ্বাস মন্তিক নিয়ে নেয়ে। প্রতি মিনিটে সেটু পাঁচটি রক্ত মন্তিকে সঞ্চালিত হওয়া প্রয়োজন। যদি মন্তিকের কোথগুলো তাদের প্রাপ্য ধেকে পাঁচ মিনিটের জন্যে বক্ষিত হয় তা হলে তারা মারে যায়। অকশলাল জানে সব টিকাকাট চলে তার মন্তিক অস্তু আগামী চকিল্যমুক্তা প্রাপ্য অর্জিজেন আছে, মন্তিক করে যাবে না। কিন্তু আনিং ছাঁচা তারের সজীবতা বেঁকে সংস্কৃত নয়। এখন এই শরীরটা একটু করে আর নিয়ে রাখেছে না।

প্রচও ঘাম হলিল। সেইসব বুরু ঘামে ঘেনে দেছে যাছিল। আর তখনই দৱজ খুলে গেল। দূরুন সশ্রেষ্ঠ প্রহৃষ্টী দৱজার দাঁড়িয়ে। একজন এগিয়ে এসে আকশলালকে বিছু বলল। কি বলল? আকশলাল শোনার চেষ্টা করল। ওরা জিজ্ঞাসা করেছে তার কোনও কিছুর প্রয়োজন আছে কি না! মাথা নড়তে নিয়ে আকশলাল টের পেল ওটা নড়ানো যাচ্ছে না। আর তখনই অনুমন করল আগস্করা। সঙ্গ সঙ্গে ইতাই পড়ে গেল। স্ট্রিচের শুইয়ে আকশলালকে নিয়ে যাওয়া হল মেডিক্যাল রুমে। ঘৰের পৌছে গেল পার্সিসের ভিত্তে।

আকশলালের সঙ্গে একটা ইটারভিউ যে কেনিও কাগজের পক্ষে বিবর হিসেবে চমৎকার। মেলোর মাঝ ধেকে চলে এসে সাংবেদিকরা ডিউ করেছিল হেডকেয়ার্টার্সে। কিন্তু 'সরবার' কাগজের লিপোটারি অনীকা কিং এনের সঙ্গে আসেনি। ভার্সিস সাহেবের যদি শেষ পর্যন্ত আকশলালকে সাংবেদিকদের সঙ্গে কথা বলতে দেয় না তা হলে সেই কথা সব কাগজের লিপোটারি একসেবে শুনবে। আজ পরে ওদের কাহার ওকাবে জেনে নিলেই হবে আকশলাল কে বলল। সোলারে সে মেলোর মাঝেই বক্ষতে পারত যদি ভার্সিস আপে থাকতে তাদের নো-এন্টি করা রাস্তায় না পাঠিয়ে দিত।

মানুবজন জলশ্রেতের মত ঝুঁকে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। সবাই শহর হেঢ়ে চলে যাচ্ছে। এবার উৎসেরের কাজ নমো নমো করে সারা হল। ঝুঁটপাত্রের ওপর কোমরে হাত রেখে

অনীকা বিষয় খুজছিল। এরমধ্যে সে তিনি চারজনকে প্রথ করতে চেয়েছে কিন্তু কারও জবাব দেবার মত সময় হাতে নেই। চারটোর সময় কারফিউ; তার আপেই চেকপোস্ট পর হতে হবে।

বিপ্লবীদের হিসেবে সে এখনও কিছুই করতে পারেনি। দরবার কাগজের শুরুলেশন তার কিংবু তার চারটি পাকা করাতে গোল্ডেন কাজ দেবাতে হবে। নিউটন এভিটুর তাকে এখনো পাঠানোর সময় বলেছিল, যাই উৎসব কৃতার করতে কিন্তু তোমার কাছে বিপ্লবীদের স্মৃত্যে থবর চাই। ওরা আনৌ কোনও দিন কিছু করতে পারবে কি না জেনে এগো। তবে হ্যাঁ, এখন কিছু লিখে মা যাতে ওদের সরকার বলতে পারে বিদেশি রাষ্ট্রের কাগজ বিপ্লবীদের মধ্যে দিছো। সিনিয়র সাব্বিদিকা বলেছিল কাঠামোর অমসূর। যাওয়া আসল সীর হবে।

অসম সরকার এখনে পেরো প্রথমে টুইলস্ট লজে পিয়েছিল অনীকা। সে বিশ্বিত হয়ে জানতে পেরেছিল একটি ঘর থালি আছে। সেখানে আঙুনা পেড়ে শহরে বেরতেই আকাশগালোর পোস্টার দেখেছিল সুর্জ। লোকটা দেখতে মন নয়। আর মুখের দিকে তাকালেই মন হল লোকটা এখন পর্যাপ্ত প্রেম করেনি। টিপ্পুকের ওপুন দুটা হালকা সৰ্পচ না থাকবেই তাল হল। এই লোকটাকে ঘূঁষে পাশে যাচ্ছে না। এ দেশের সরকারের বিষয়ে এই লোকটাকে কেবল করে বিশেষ দানা বিধে উচ্চে।

তারপর একের পর এক চমৎকার মধ্যে দুর্ঘাটন হোল পেল। অনীকার কেবলই মন হচ্ছিল, বিশেষ করে আকাশগালোকে দেখার পর, মানুষো বোকা এবং কাপুরুষ নয়। এই যে বেছায় পুলিশের হাতে ধরা নিতে এল এর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে।

বাগ থেকে ক্যামেরা বের করে ছবি তুলছিল অনীকা। মানুষ পালাচ্ছে। খনিকটা এগোতে দুর্ঘন নারীগুরুত্বে দেখল হেঁটে যেতে। ফুলপাথ দিয়ে হাতির সময় ওজা একবারও রাজায় হাঁটুত ঘূর্ণতা দিলে তাকে না। লোকটির পোশাক বিকিত ভুজন্তের মত, মাথায় পাহাড়ি পুরু, যেমনেই কিন্তু আলো শহরে নয়। দূর থেকেই সেনে অনীকার মনে হল ওরা এই শহরে থাকে অবশ এখনকার উত্তেজনা ওদের মধ্যে নেই। সে দূর থেকেই কয়েকবার ছবি তুলল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে ক্যামেরা তাগ করাই বী হাত বাড়িয়ে সেটাকে দিয়ে নিল লোকটা। ছিনিয়ে নিল বিক্ষ হাত ধামাল না। হতভুর ভাবটা কাটিয়ে অনীকা দৌড়াল। এই যে, এটা কী করলেন? ক্যামেরা ছিনিয়ে নিলেন কেন না!

হাঁটুতে হাঁটুতে লোকটা অবাব দিল, ‘আমি চাই না আমার ছবি কেউ তুলুক।’

‘অসমৰ্থ! আমি আস্তর ছবি তুলাই।’

লোকটা কোনও জবাব দিল না। সঙ্গে মেয়েটি চপ্চাপ হাঁটাচিল।

অনীকা বলল, ‘দেখুন আমি একজন সাব্বিদিক। আস্তর ছবি তোলার অধিকার আমার আছে।’

‘নিচ্ছাই আছে মিস। ক্যামেরাটা আপনাকে ফিরিয়ে দিছি কিন্তু ফিল্মের ঝোলটা আমি খুলে দেব। এক মিনিট।’ লোকটা এবর দাঁড়াল।

আজকে উল্ল অনীকা, ‘আরে আরে খুলবেন না। ওখানে দারুণ দারুণ ছবি আছে। আজ আকাশগালো থখন আকাশমৰ্মণ করেছি তার ছবিও আছে ওখানে।’

‘আজ্ঞ! আপনি কোথায় উঠেছেন?’

১৩৬

‘কেন?’

‘সেখানেই আজ রাতে আপনার ক্যামেরা আর আমার ছবি বাদ দেওয়া ফিল্মটা ঠিকঠাক অবস্থায় পৌছে যাবে।’ আমার সময় নেই মিস, টিকানাটা বলুন।’

‘আমি অনীকা নিঃ, দরবার পত্তিকার বিপ্লবীর। ট্রাইন্ট লজে উচ্চেই।’ অনীকার কথা শেষ হওয়ামাত্র ওরা পাশে গলিতে চুকে গেল ক্যামেরা নিয়ে। কয়েক মুর্জি চপ্চাপ কাঠাল অনীকা। এরা কারা? এমন হস্তের ব্যবে কথা বলল কেন? সাধারণ গুড়া বদমস অথবা পুরিস যে নয় তা বোবাই যাচ্ছে। লোকটা নিচ্ছাই কাঠকে দিয়ে ভারকর্ম দিয়ে গিয়ে নিজের ছবি বল দিয়ে তারপর সব ফেরত পাঠাবে। আর ফেরত যে পাঠাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই অবিধি। আসল কথা হল লোকটা কাঠকে ছবি তুলতে দিতে রাজি নয়। কেন? ও কি বিপ্লবীদের একজন? যদি তাই হয় তা হলে নীচের দিকের কেউ নয়। অনীকা ঠেটি কামড়াতে লাগল, কথাটা যদি একবারও আগে মাথায় আসে ত।

সে গাঁজার দিকে তাকাল। দু-পা হাঁটিল। ইতিমধ্যেই সেকানপাট বৰ্ক হতে তুল হয়েছে। কিন্তু ওরা গেল কোথায়। গলির ভেতরে কয়েক পা হাঁটল সে। গলি বেশি দূরে দিয়ে শেষ হয়নি। তা হলে আশপাশের কেনও বাড়িতেই গিয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

অনীকা বড় রাঙ্গাল চলে এল। খানিকটা এগিয়ে সে একটা ল্যাপ্টপেস্টের সামনে দিয়ে চপ্চাপ সঁড়াল। চারটো বাজতে বেশি দেরি নেই। তার মধ্যে যদি লোকটা আবার দেবিয়ে আসে তা হল সে ওকে অনুসৃত করবে। দরবার হলে সরাসরি ইটারভিউ চাইবে। মিনি দশকে দাঁড়ানোর পর অনীকা দেখল সেই মেয়েটি একটি গলি থেকে বেরিয়ে এ দিক ও কলে দিয়ে নিয়ে তান দিল সেই হাঁটতে অনুসৃত করল। মেয়েটি কেন অনুসৃত করে এবং কানে ও লাগ করে এবং কেন তাকে যাবে না যাবে, বাস্তিত হয়ে গেলে তো আর সেই প্রে উঠেবে না। অনীকা নিজে দেয়ে কিন্তু মেয়ের সঙ্গে তার কিছিতেই বুকুর জামে না। কিন্তু এর কাছ থেকে একটা সূত্র প্রাপ্তা গেলেও যেতে পারে। সে বেশ কিছুটা সূরার রেখে হাঁটতে আরম্ভ করল।

ক্রমশ খনিকটা নিজিন পথে চলে এল সে। মেয়েটি এবাব একটা কবরখনার পেটে পৌছে তেজের চুলে গেল। অনীকা কি করবে বুঝে পারিল না। তার পুরু অঙ্গতি হচ্ছিল। একে অচেনা শহর তার ওপুর সে দিবেশিনা। তুম কোনো হৃষে প্রবল হওয়ায় সে এগিয়ে গেল। মেয়েটি গেটের সামনে নেই। মুক্তি একটা অফিসের। সেখানে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। সে দেতেক চুকল। অনেকটা জায়গা জুড়ে গাছপালার মধ্যে এই কবরখনা। অনেকদুরে সেই মেয়েটিকে হাঁটতে দেখল অনীকা। নিজেকে বাটটা সংস্কর আড়ালে রেখে সে এগিয়ে গেল। তার মনে হচ্ছিল বিপ্লবীদের কেউ এখনে চুক্তিয়ে আছে। চুক্তিয়ে থাকব পক্ষে জায়গাটা চৰকৰে।

গাছের আড়ালে থেকে মেয়েটিরে দেখা যাচ্ছিল। পাঁচটোর কাছকাছি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে চপ্চাপ পাঁচ। একজন বৃক্ষের অস্তিত্বে আসলে দেখল অনীকা। মেয়েটি জুনের সবুজ কথা বলল। বৃক্ষ আবুল শুল মাটিতে বিস্তু ক্ষেপণ। মেয়েটি মাথা দেড়ে ফিরে আসছে এবাব। ওকে যেতে হবে অনীকার পাশ দিয়েই। গাছের আড়ালে চপ্চাপ দাঁড়িয়ে রইল অনীকা। মেয়েটি ক্রমশ গেটের দিকে চলে গেলে সে আড়াল ছেড়ে হল। বৃক্ষ তখন আস্তর পাশে বেড়ে গুঠা আগাছ পরিকার করছে। অথব মানুষটি

কবরখানার কর্মচারী।

অনীকাকে এগিয়ে আসতে দেখে বৃক্ষ সোজা হয়ে দাঁড়াল। অরূপ সময়ের মধ্যে দুজন ঘূর্ণটীকে বৃক্ষ বেগমহয় কবরখানায় কোনদিন দাখেনি। অনীকা হাসল, 'নমস্কার। অপনাদের এই কবরখানার পরিবেশ খুব সুন্দর।'

বৃক্ষ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। এখানে যাতা আছেন তাঁরা শাস্তিতেই আছেন।'

'আমি এই শহরে নতুন। একজন এখানে আসতে বলেছিল—!'

'তিনি কি মহিলা ?'

'হ্যাঁ !'

'একটু আগে চলে গেলেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'ও ! কি বলল অপানকে ? '

বৃক্ষ হাত ওঠাতেন, 'এখানে এসে মানুষ উৎপেক্ষণ্টা প্রশ্ন করে।' মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ওখানে নতুন করব রেঁড়া হলে ঠিক কোন জায়গাটা আমি পছন্দ করব, আসলে আরিই তো জায়গা ঠিক করে দিই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওই পরিবারে কেউ মারা গিয়েছে নাকি ? তিনি বললেন তেমন সন্তানবন্ধন আছে। ভাবুন ! সন্তানবন্ধন আছে এই দেরে কেটে কবরের জায়গা খুঁজতে আসে ?'

অনীকা হাসল, 'আমার বাকারীর মাথা ঠিক নেই।'

'তাই মনে হল !' বৃক্ষ এগোল।

'কোন জায়গাটা খুঁজলিল ?'

'ওই তো। এখনও তিনজন পাশাপাশি শয়ে আছে মাটির নীচে। আমাদের সরকার যাকে খুঁতে বেড়াবে তাদের পৈতৃক জায়গা ওটা।'

'অপানি কি অকাশলালোর বৰ্ধা বলছেন ? তিনি তো ধরা দিয়েছেন আজ।'

'সেকি ? সত্তি ? যাঁ, হচ্ছে গেল। আমি কেনাও খবরই পাই না, কেউ বলেও না।'

এখনও কবরায় লোকে আমাকেই স্মরণে দেলে ভেঁচে নিয়েছে।' বৃক্ষ দেলে গেল।

জায়গাটির কবর কেনে তাকাইতে, অনীকার শরীরে বিদ্যুৎ বেগে পেল। মেরোটা কেন আকাশলালোর পারিবারিক করেরে জাহানাটা দেখতে এল ? ওরা বি ধরে নিয়েছে পুলিশ অকাশলালোকে মেরে ফেলবে। পুরিবার যে কোন দেশের পলিশের পক্ষেই অব্যাহ সেটা সহজ। সে ধীরে ধীরে জনিতার ওপর হাঁটতে লাগল। এখন সক্ষে হয়ে আসছে।

পারিবার দল রঁধে ফিরে আসছে কবরখানার গাছে গাছে। তাদের ঠিক্কারে কান ঠিক রাখ দায়। হাঁটাং পারেও তলায় একটা কাপুনি অনুভব করেন অনীকা। যে ঢুমিক্ষে হচ্ছে।

অথব অশেপাপের গাছগুলা সবকিছুই স্বাভাবিক। কৃত একটু সরে যেতেও কাপুনিটা বৃক্ষ হচ্ছে। অথব কাপুনি হচ্ছে বিদেশে একটি জাহানাটা। মাটির নীচে যাতা শুরে আছে তারা কি নড়েচড়ে বসে ? অনীকা কৃত কবরখানা থেকে নেরিয়ে এল। পরিবেশে এমন একটা চাপ তৈরি করে যে অবাস্তবকেও বাস্তব বলে আবলতে মানুষ বাধ্য হয়, কিন্তুক্ষণের জন্যেও।

বাইশ

বৃক্ষের মত মেডিকাল ঝর্মে চুকেছিলেন ভার্মিস। ততক্ষণে দুজন ডাঙ্কার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ভার্মিস বিছুক্ষণ আকাশলালোকে দেখলেন। এখনও প্রাণ আছে তো শরীরে ?

ভার্মিসকে দেখে একজন ডাঙ্কার এগিয়ে গেলেন, 'মারাঘুক ধরনের হাঁট আঠার হয়েছে। একটু আগে সেটা বৰ হয়ে গেল। আমরা চেষ্টা করেছি কিন্ত— !'

'মাই গড !' ভার্মিস বিড়বিড় করলেন। ভার্মিস আবেদন করলেন, 'ভট্টর ! সেভ হিম ! ওকে বাচান। লোকটার বেঁচে থাকার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।' 'সরি স্বার্য। আমাদের আর কিছু করার নেই।'

'ভার্মিস সিলের ?'

'হ্যাঁ। হাঁট অনেকক্ষণ বৰ্ষ হয়ে গেছে। পালস পাওয়া যাচ্ছে না।'

ঝড়ের মঠ এসেছিলেন। এবার যেন পা সরতে চাইছিল না। অকাশলালোকের দিকে তাকাতে নিজের জ্বরে কষ্ট হল। লোকটা মরে শিয়েস্ত তাকে হাতিয়ে দিল। এখন চোখের পাতা বৰ্ধ, নিমসোড় শুরু আছে। ধীরে ধীরে বাইশের বেঁচেতে নিয়ে ধূমকে দৌড়ালেন ভার্মিস, 'ডাঙ্কার, আমি না কলা পর্যন্ত কেউ যেন এই খবরটা জানতে না পাব।'

'আমরা আরও কিছুক্ষণ ওয়াচ করব। তারপর— !'

'ওয়াচ করবেন মানে ? মারা যাওয়ার পর ওয়াচ করে কী লাভ ?' ভার্মিস দুরে দৌড়ালেন।

'একটা সর্করতা। হাঁট আঠারকড় কেনে কখনও কখনও নির্যাক্ষল হয়।'

'ওে, প্রে ডক্টর !'

'হ্যাঁ, এখন ওর জন্যে প্রার্থনা করা ছাড়া কোনও পথ নেই।'

'ওর জন্যে নহ, আমার জন্যে !' ভার্মিস দেখিয়ে গেলেন।

নিজের ঘরে পৌঁছাতে অনেকসময় লেগে গেল যেন। ধপ করে শরীরটাকে চেয়ারে ছেড়ে দিলেন। খবরটা জানানো দরকার। কাকে জানাবেন ? মাডাম না মিনিস্টার। আইমাইক চললে মিনিস্টারকেই জানানো দরকার। যে লোকটাকে কাল সকালে তিনি উৎবৃত্ত করতেন এখন তাঁকেই সব নিবেদন করতে হবে। না। মাডাম তাঁর প্রতি অনেক অনুগ্রহ দেখিয়েছেন।

ভার্মিস নিয়াম টেলিফোনের নম্বর ঘোরালেন। কয়েক মুহূর্ত। তাবপর টেলিফোন বাজল। কয়েক মুহূর্ত। যে ধরন সে জানাল মাডাম এখন যোগা করছেন। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ভার্মিস। 'আশৰ্য ! ভদ্রমহিলার ব্যাপার স্যাপোর দেখে মুগ্ধ না হয়ে পার যায় না। এবার তাঁর নিজের টেলিফোনে নেজে উঠতেই ভার্মিসের হাত এগিয়ে গেল, হ্যাঁনে !'

'ভার্মিস !'

'ইচেস স্বার ?'

'ইট ইডিউষ্ট, তুমি অকাশলালোকে মেরে বেঁকলে ?' মিনিস্টার চিংকার করলেন।

'আমি ? আমি মেরে ফেলেলি ?' ভার্মিস হতত্ত্ব।

'ই টেলিল বিলিত ইট ? পুলিশ কাস্টডিতে কেউ মারা গেল লোকে তাই ভাববে। তুমি

এত ক্ষেয়ারসেস যে লোকটাকে মনে হেতে আবার করলে ?

‘স্যার ! কারও হার্ট আটকড় হলে —।’

‘বললাগ তো, লোকে বিশ্বাস করবে না । লোকটা সুহৃদীয়ে কয়েকফটা আগে সবার সামনে দিয়ে হৈছে এসে ধরা দিল । বিসেপি সাংবাদিকরাও দেখেছে । খবরটা প্রচারিত হওয়ামাত সীমিয়াকশন হবে চিতা করেছ ?’

‘না স্যার, এখনও সময় পাইছি !’

‘তা পাবে দেখে ? তকে আসেও করে বাইরে ঘুরে ভেড়াছ ।’ মিনিস্টার বাস্ত করামাত্র ভাসিসের শরীর সোজা হল । সেখনটা জানে নাকি সব খবর ?

‘শোন আপিসি, ঘোষণা বলে থাইটিং বলেছে । আকাশগ্নালকে ধরার জন্যে আমি তোমার প্রশংসন করে নোর্চ-এর কাছে কিছু সুযোগিতা করেছিলাম । কিন্তু এখন যে পরিস্থিতি সীড়াল তার জন্যে তোমাকে জ্বরবাদিহি সিংতে হবে । আকাশগ্নালকে বিচার করে শাস্তি দিলে জনসাধারণ কিছু বলতে পারত না । এখন তো বিস্রোহে ফেটে পড়তে পারে । তাহাড়া আমাদের বৃহু বাট্টগুলো কাজাতা পছন্দ করবে না । কি করতে চাও ?’

‘বুলতে পারবি না । প্রেস্টের্মেট করে মৃত্যু করলে জেনে জনসাধারণকে জানালে কেমন হয় ?’ ভার্সিসের প্রত্যেক উত্তর দিলেন না মিনিস্টার । লাইন লেটে দিলেন ।

ভার্সিস অপারেটারকে হস্ত করলেন মেডিকাল ইউনিটের ডাক্তারকে ধরতে । ডাক্তার লাইনে আপোরেটারকে নিনি প্রশ্ন করলেন, ‘কেনও চাল আছে ?’

‘আকাশগ্নাল মারা গেছে । তবে —।’

‘তারে কী ?’

‘কিন্তুদিন আগে ওর বুকে অপারেশন হয়েছিল । হয়তো মাইন্স কিছু কিন্তু ভদ্রলোক সৃষ্টি হিলেন না এটা পরিকার !’

‘সৃষ্টি হিলেন না । কি ভাস্তুর করো, আঁ ! অত লোকের সামনে মেজাজে হৈটে এল , দে তাকে অবৃহু বলছ ? ওর তেবে সার্টিফিকেট পারিয়ে দাও !’

ভার্সিস এবার আসিস্টেন্ট কমিশনারদের মিটিং-এ ঢাকলেন । সবাই বসন্তে তিনি ক্লুট ধরালেন, এবং আকাশগ্নাল জানেন আমি আকাশগ্নালের পেঞ্চার করেছি । অবৃহি এ রাজে ! আর তোম খালেম হবে না । কিংবত লোকটা এই ধরা সমস্তালে না পেরে হাঁট ফেল করে মারা গিয়েছে । মিনিস্টার মনে করছেন এবং রিজার্ভশন সুন্দর ঘোষণ হবে । আপনারা কী মনে করেন ?’

অঙ্গেকে কথা খুঁজতে লাগল যেন । ভার্সিস কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অসহিত্ব গলায় বললেন, ‘বুলুন, বুলুন, আমি আপনাদের মতামত চাই ।’

শিনিম আসিস্টেন্ট কমিশনার বললেন, ‘ওরে ধরার জন্যে অজ গোলমাল হয়েছে । প্রাবলিক তাৎক্ষণ্যে আমরা মনে হচ্ছেছি । গোলমাল বাড়বেই ।’

‘প্রাবলিক যদি না জানে ?’

সবাই চমকে উঠল । ভার্সিস আবার বলল, ‘ডেডবেডি লুকিয়ে দেলা হেতে পারে । অবৃহি সাংবাদিকের হিঁড়ে থাবে আমাকে । কিন্তু প্রাবলিকের হাতে ডেডবেডি সিংতে চাইছি না আমি । ওতে আগেও আরও বেঁধে যাবে ।’

কবিন্ত একজন আসিস্টেন্ট কমিশনার বললেন, ‘ওর এক কাকা বৈঁচে আছে । তাকে ডেকে এনে কারাফিত থাকাকালীন সময়ে যদি কবর দেওয়া যায় —।’

ভার্সিস বললেন, ‘শুভ আইডিয়া । হিন্দু হলে চিতা হালাতে হত । এটা আজ চুপচাপ

সেরে ফেলা যাবে । লোক পাঠাও, ওর কাকাকে ডেকে আনো ।’

তরুণ আসিস্টেন্ট কমিশনার বলল, ‘স্যার ! দিনের আলো ফেটোর আগেই কাজটা করা উচিত এবং কালকের ফেটোরেও কারাফিত রাখুন ।’

‘গুড় !’

প্রীতি বললেন, ‘কিন্তু জনসাধারণকে খবরটা একটু একটু করে দিলে ভাল হয় ।’

‘হেমন ?’

‘আমি তিতিতে অ্যানাউল করা যেতে পারে আকাশগ্নালের হার্ট আটকড় হয়েছে । অবস্থা তাল নয় । ইন্টেলিজ কেয়ার ইন্টিনিটে রাখা হয়েছে তুকে !’

‘ম্যাট্র স্পেসন্ডিভি । তাই হবে । মিটিং শেষে ।’

ট্রাইস্ট লজের ঘরে বসে ক্রত রিপোর্ট টাইপ করছিল অনীকা তার হোটে টাইপারাইটারে । ফিরে এসে ও করেক্ষন সাংবাদিকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে জেনেসিল হেক্সেকোয়ার্টার্সে পিয়ে কেনাও কাজ হয়নি । ভার্সিস আকাশগ্নালের সঙ্গে সাংবাদিকদের মেখে করতে দেখেনি । অস্থাসম্পর্কের ষাটন্টার নাস্টিকীয় বৰ্ণনা দেখে করে সে জানলায় উঠে গেল । রাজা সুন্দরসন । কারাফিত জারি হওয়ার রাতের রাজপথে এখন একটা কুরুক্ষে পর্যট্টে দেখি । খবরটা ‘দরবার’ অফিসে পৌছেতে পেশি সূরু হেতে হবে না কাকে । ট্রাইস্ট লজের একজন কর্মচারী জানিয়েছে পাশেই একজনের যাত্রা মেশিন আছে । লোকটার হাতে দিলে সে ওখান থেকে পাঠিয়ে দেবে । ট্রাইস্ট খুলু অনীকা সিনেমা দেখানো হচ্ছে । ইন্ডেজি ছবি । হাঁটাং ছবি বৰ্ক হল । যোধক জানাল, ‘আমরা অত্যাশ উভেশ্বরের সঙ্গে জানাই যে বিস্রোহী নেতা আকাশগ্নালের শরীর গুরুতর অস্থু । তার হৃদযন্ত্রে গোলমাল দেখা দিয়েছে । ডাক্তারের ক্লিনিকে করছেন । তাকে ইন্টেলিজ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ।’

অনীকার কপালে ভাঁজ পড়ল । যে মেয়েটি আকাশগ্নালদের পারিস্থিতিক করবাধানায় পিলোচিন সে জানত এককমাত্র হবে । সজ্ঞাবনার কথা সে বৃক্ষকে শুনিয়ে এসেছিল । কেউ অস্থু হবার আগে করবের জরি যখন মেখতে যাওয়া হয়, তখন, তখন যাপারটা সাজানো নয় তো ?

শহুর থেকে মালিল দশের দূরে একটি ছেঁটি আমারবাড়ির সামনে মধ্যরাতে যে জিপ্পি থামল তা থেকে নেমে এল একজন পুলিশ অফিসার । তখন ঘড়িতে রাত বারোটা বেজে কুড়ি । চারবার সুন্দরসন । ছেঁটি পাহাড়ি গ্রামটিতে কুরুরেয়ে ও ডাকে না । বিশেষ একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অফিসার চাপালে তাকিয়ে নিয়ে দরজায় শব্দ করল । তৃতীয় বারে ডেকত থেকে সাড়া এলে সে দেখেনা করল, ‘দরজা সুন্দুন, পুলিশ !’

দরজা খুলুন । এক বৃক্ষ হ্যারিস্টেল হতে ঝর্নু ঝর্নু হচ্ছিল । বোঝাই যায় একটু আগেও ঘূমাইছিলেন । অফিসার জিজ্ঞাসা করল, ‘কৰ্তা কোথায় ?’

‘ঘূমাইছে । শরীরটা তাল নেই । আবার কী হল ?’ বৃক্ষের কঠিত্বে ভয় ।

‘তেকে দুরুন । জরুরি দরজার না থাকলে আপনার চপ্পেল যাওয়া মুশ দেখতে আমি এত রাতে আসতাম না । যান, টাপ্পট ডেকে তুলুন । কোমও রকম বাহনার করার চেষ্টা করবেন না !’

অফিসার যে গলায় কথা বলল তাৎপর বৃক্ষের সাহস ছিল না দাঁড়িয়ে থাকার । ঠিক তিলিশ সেকেত বাদে বৃক্ষকে দেখা পেল হ্যারিস্টেল হচ্ছে । পরেন ঘূমাবার পোশাক । খুব

ভার্গিৎ গলায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে ?'

'আপনার ভাইপ্রের নাম আকাশলাল ?'

'এই দুর্ঘটনার কথা তো সবাই জানে ?'

'হ্ম ! আপনারে আমার সঙ্গে যেতে হবে !'

সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের গলা ডেসে এল প্রেমেন থেকে, 'সে কী ! আমরা নিখিতভাবে ভার্গিস সাহেবকে জানিয়ে দিয়েছি আকাশলালের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই ।' যদি তার কোনও থবর পাই সঙ্গে সঙ্গে এখানকার ধানায় জানিয়ে দেব । মুশ্কিল হল, মৃচ্ছা ছুলে ও এদিকে আসে না । তা হলে ঠুকে অপানার সঙ্গে যেতে হবে কেন ?

'প্রয়োগের আছে বলৈ হলেই হবে !' অপানার ঘোষণা করল ।

মিনিট প্রয়োগের মধ্যে বৃক্ষকে হাজির করল অফিসার ভার্গিসের শামনে । ভার্গিস চপচাপ চুক্তি থাছিলেন । বৃক্ষকে দেখে গঙ্গীর গলায় বললেন, 'ঘাক, আপনি বাড়িতে ছিলেন মেরুছি । শুনুন, আপনার ভাইপ্রে মারা গিয়েছে ।'

বৃক্ষ চমকে উঠলেন, 'সে কী !'

'কেন ? দুর্ঘটনালৈ উঠেছে নাকি ?'

'আজেও তা নয় । ওর তো অনেক আগেই মারা ঘাওয়া উঠিত ছিল । তাই ।'

'হ্ম ! মানি বুক সেয়ানা । অমি লঙ্ঘ করেছি বুকে হলেই মানুষ থুব সেয়ানা এবং স্বার্থপর হয়ে যাব । যাবকে । অপানি ভাইলো ছাঁচে ফেল করবে । আমরা মারিনি । ওকে প্রশংসন করিনি । লোকটা বিয়ে-বা করেনি । আরীয়া বলতে আপনি । এখন বলুন, আপনি কি পেস্টমর্টেম করাতে চান ? চুক্তি থেতে থেতে ভার্গিস প্রশ্ন করল ।

'কেন ? পেস্টমর্টেম তো সঙ্গেজনক ক্ষেত্রে করা হয় বলে শেনেছি ।'

'আপনি মনে করতে পারেন আমরা ওকে বিষ থাকিয়ে মেরুছি ।'

'ঠিক । একথা মনে আসার আগে আমার মরণ ভাল । বিচার করলৈ ওর যথন মৃত্যুদণ্ড হবে তখন খামোকি বিষ দিতে যাবেন কেন ? না, না, পেস্টমর্টেম করার কোনও দরকার নেই । ওঁ এতদিনে মৃত্যুন্মুক্ত হলাম !'

ভার্গিস বৃক্ষের দিকে তাকালেন, 'তুমি একটি ঘটন বুড়ো ।'

'আজে হ্যাঁ । তবে বেশি জায়গা অবশিষ্ট নেই ।'

'স্টোর অফিসের সমস্যা । যে জায়গ আছে সেখানেই আকাশলালকে করব দিতে হবে । বেক্টর চাহিদে পার্কিং জানার আগেই কাটাটা হয়ে যাব । কিন্তু যদি আপনার এই ব্যাপারে কোনও অপাপতি থাকে তা হলে বুকে করতে পারেন—'

'বিষ্মার অপাপতি নেই । স্টেল্টা বিছু লেকেক কে খেপেছিল । তারা জানতে পারলে গোলমাল পাকাবে । এ সব আমার একক মহসুস হয়ে যাব । আপনারা বেশি সেবা করবেন না । যদি সম্ভব হয় আজ রাতেই ওকে করব দেওয়ার ব্যবস্থা করুন ।'

ভার্গিস অফিসারকে বললেন বৃক্ষকে বাইরে নিয়ে যেতে । এবং সেই সময় তার ব্যক্তিগত টেলিফোন বেজে উঠল । একটু শক্তি হাতে রিসিভার তুললেন ভার্গিস, 'হ্যালো । ভার্গিস বলছি ।'

'মিনিটোর ফেনে করেছিল ?' ম্যাডামের গলা ।

ভার্গিস 'সোজা হয়ে বসবেন, 'না ম্যাডাম ।'

'ও কাল সকালে ফেন করুন । একটু আগে বোর্ডের মিটিং হয়ে গেছে । বের্ত মনে করুন টেষ্ট করলে আকাশলালকে বাচানো যেত । মিনিটোর দিক্ষু আপনার পক্ষে সওয়াল করবেননি ।'

'এটা হাত অ্যাটিক । আমি একেতে অসহ্য ।'

'আমি সেটা বলেছি । এখন কারফিউ চলছে বলে পার্লিক ওপিনিয়ন পাওয়া যাচ্ছে না । কিন্তু বোর্ড মনে করছে আগামী কাল শহরে গোলমাল হবেই । আপনি কিভাবে ব্যাপ্তিগত সোকারিলা করেন তার ওপর বোর্ড আপনার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে ।' ম্যাডাম বললেন ।

'ম্যাডাম ?'

'আপনি এখন পর্যন্ত কী স্টেপ নিয়েছেন ?'

'আগামী কাল সারাদিন কারফিউ জারি করেছি যাতে কেউ রাস্তায় না নামতে পারে । আকাশলালের একমাত্র আয়ীয়া, ওর কাকাকে, তুলে এনেছি হেডকোয়ার্টার্সে । তিনি চান না পোস্টমর্টেম হোক এবং অবিলেখে শেষ কাজ করার পক্ষপাতা ।' ভার্গিস সত্য ঘটনাটা জানলেন ।

'ঘাঁ । চিভিতে বলুন লোকটাকে ইন্টারভিউ করতে । ও যদি ওদের কাছে একই কথা বলে তা হলে সেটা বারংবার টেলিকাস্ট করতে বলুন । তাতে পার্লিক হয়তো কিছুটা শাস্ত হবে । আপনি বুরুতে পারছেন ?'

'ইয়েস ম্যাডাম ।'

'আকাশলালকে কোথায় রেখেছেন ?'

'মাণে নিয়ে যেতে চাইনি । এখনকার ঠাণ্ডা ঘোষেই আছে ।'

'লেপ । ওর পার্লিকের কাঙ্কশবের ব্যবস্থা করুন ।' লাইন কেটে গেল ।

ভার্গিস থুক হলেন । যাক ম্যাডাম এখনও ওর কাকে আছেন । শালা মিনিটোররা ঠিক সময় বুকে পেছে নেগেছেন । হ্যাঁ, আকাশলাল মরে গিয়ে কিছু কষ্ট করে গেল । যাটা বেল্টে থাকলে চেপে নিয়ে যেবন খবর দেব করা যেত তা আর পাওয়া যাবে না । যাটা বিছিনায় আগে অপারেশন হয়েছিল । করল কে ? নিচয়ই ইন্ডিয়ায় গিয়ে করিয়েছে । আর তারই ধর্মী সামাজিকে পারল না ।

দরজায় শব্দ হতে ভার্গিস বললেন, 'কাম ইন ।'

তখন আসিস্টেন্ট কমিশনার তুলু, 'স্যার । ডেভডভিউ হবি তোলা হয়ে গেছে ।'

'ওড । চিভিতে খবর দিয়েছেন ?'

'এখন তো কারফিউ চলছে—'

চলুন । গাঢ়ি পাঠিয়ে ওদের তুলে আনুন । আমাদের ভাঙ্গার আর ওর কাকাকে ইন্টারভিউ করতে বলুন । এবং সেই ইন্টারভিউটা টেলিকাস্ট করতে বলুন । বুঝেছেন ?'

'হ্যাঁ স্যার ।'

'এসব ব্যাপার একফটার মধ্যেই হওয়া চাই । ইতিমধ্যে একজন পাদরিরে জোগাড় করুন । একফটার পর পাদরি আর ওর কাকাকে নিয়ে আপনি যাবেন কবরখানায় । মাটির তলায় দুর্বিল দিয়ে আমাকে রিপোর্ট করুনে ।' ভার্গিস হাত নাড়লেন ।

'স্যার, জনসাধারণকে ডেভডভিউ দেবার সুযোগ দেবেন না ?'

‘হোয়াট ? আপনি কী ভেবেছেন ? লোকটা কি জাতীয় নায়ক ?’

‘না সার। আসলে, পাবলিক সেটিমেন্ট —।’

‘তার জন্মে ওর কাকা আছে। আমরা চাইছি কাল সকালে ওর ঘেন কোনও হাদিশ না থাকে। বেটে থেকে যা পারেনি মরে গিয়ে লোকটা পাবলিককে দিয়ে সেই বিষয়ের করিয়ে ফেলতে পারে তা জানেন ?’

‘সরি সার, এটা মাধ্যমে আসেনি।’

প্রয়ত্নসূচিপত্র পেষণের লেকারে অনুরোধে ভার্সিস ক্যামেরার সামনে গঁজীর মুখে বসলেন। তার আগে একজন কেকআপ ম্যান ঝাঁকে খিলান মুখ পাউডারের পাফ ঝুলিয়ে দেওয়ার তিনি একটু নার্জিস। ইটারভিউ দুটো প্রচারিত হবার আগে কমিশনার অফিসে পুলিশ হিসেবে তাঁর বক্তব্য থাকা দরকার।

আশ হট্টর মধ্যেই রাত দুপুরে খিলেন প্রচারিত হতে লাগল। প্রথমে আনেক বার ফ্লাশ ফ্লাশ বিজ্ঞপ্তির পর ভার্সিসের মুখ দেখ দেল, ‘আমাদের প্রিয় জনগণ।’ আপনারা জানেন দেশের নিপত্তি, শাপ্তি এবং সংক্ষিপ্ত বিস্তৃত করার জন্মে আমরা বহুদিন ধরে আকাশলালকে ঝুঁকিছিম। গত কয়েক বছরে সে এবং তার দলের লোকেরা দুশো বারোজন দেশেক্ষেত্রে পুলিশের হতাহ করে। শেষ শিকার আমাদের জড়িত সৌরীব বাবু বস্তুতার। আমরা দেশেছিলো আকাশলালকে প্রেরণ করে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা নিতে। বিচার চলার সময় সে তার বক্তব্য বলার মুহূর্গ পেত। এ দেশে কেউ যেমন আইনের উর্ধ্বে নয় তেমনি আইনের সাহায্য নিতে আমরা কাউকে বর্জিত করতেও পারিন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভোগের বাধা, আজ যখন তাকে আমরা হেবতার করতে পারলাম তখন সে যে অসুবৃত্ত তা বুঝতে পারিন। সে নিজেও তা প্রকাশ করেনি। প্রেক্ষাগুরুর কামের ঘটন মধ্যে সে দুরদোগ্যে আকৃত হয়। ডাক্তারের কামের চেষ্টা করে তাকে বাঁচানো পরামর্শ। একজন দেশেছিলোর মৃত্যু এভাবে দেয়ে তা আমরা চাইলো। কিন্তু আমি সর্বিশেষে অবিকার করলাম আকাশলালকে নিকটস্থ অধীর্য ওর কাকা এই মৃত্যুতে একটুও বিশিষ্ট নন। বর তিনি আফশোস করলেন তাঁর ভাইপোর কেনেন ও শাপ্তি হল না। মৃত্যু ওই বৃক্ষের কাছে শাপ্তি নয়। বৃক্ষগুলি, আকাশলালের মৃত্যু নিয়ে ব্যবাহ করার লোকের কোনও অভাব নেই। তারা আপনাদের উত্তেজনা বাঢ়াবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু আমি আপা করণ দেশেক্ষেত্রিক হিসেবে দেশেছিলোর উস্কানিতে আপনারা কান দেবেন না। মনমার !’

এগুরেই ডাক্তার এবং আকাশলালের কাকার ইটারভিউ প্রচারিত হল। সমস্ত দেশ জনন আকাশলাল নেই। কেবল দানা বাঁধার সুযোগ পেল না কারফিউ থাকায়। ডাক্তার অবৰা সি পির বক্তব্য খিলাফ করতে না পারলেও আকাশলালের কাকার কথা উড়িয়ে নিতে পারছিল না শেরিস তাঁগ মানুষ।

ঘন ঘন টেলিকাস্ট হাতিল সেই রাতে। জরুরি অবস্থা বলে তিতি শোগাম বক্ষ করেন। ভার্সিস খুব খুলি। নিজের চেহারাটিকে অবস্থা তাঁর ঠিক পছন্দ হয়নি।

তাঁর দুটোর পরে তিনিটের গাড়ি পেরে হল হেডকোয়ার্টার্স থেকে। একটিতে তরুণ আলিস্টেট বিশ্বাসের এবং আকাশলালের কাকার সঙ্গে একজন পার্সি। ফিল্ম গাড়িতে আকাশলালের দেহ। তৃতীয়টিতে আধুনিক আয়োজনে সজিত পুলিশবাহী। গাড়ি তিনিটে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ভার্সিস টেলিফোন করেছিলেন মিনিটসরকে। খুব সরল গল্প জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করেছিলেন, ‘ওর কাকা চাইছেন এখনই শেষকৃত করতে।

১৪৪

আপনি কী বলেন ?’

মিনিটসর জবাব দিলেন, ‘দ্যাখো ভার্সিস, আমি বিশ্বাস করি তুমি যদি সেই সময়ে হেডকোয়ার্টার্সে থাকতে তা হলে আকাশলালের চিকিৎসা আরও আগে করা যেত। এখন যে সিজার নিতে চাও নাও। তার ফল যদি খাবাপ হয় তা হলে তোমাকেই জবাবদিহি করতে হবে। বুকেছ ?’

‘ইয়েস সার !’

‘দেন গো অ্যাহেড !’ মিনিটসর টেলিফোন হেঁড়ে দিয়েছিলেন। এখন মধ্যাহ্নত। কেবলওভাবেই রাস্তায় মানুষজন নেই। ভার্সিস শুতে গোলৈন ন। এই-লোকটা যদি আজ মরে না যেত তা হলে একক্ষণ্ণে তিনি মিনিটসর হয়ে দেতেন। সেটা হবেন কি না তা নির্ভর করছে জনতা কী রকম প্রতিক্রিয়া দেখায় তার ওপরে।

টিভিতে তিনজনের বক্তব্য শুনল অনীকা। তার ঘূর্ম আসছিল না। টিভির সামনে বসে সে বিশ্বাসে হতভাব। একটু একটু করে সরকার থেকে কি সুন্দরভাবে আকাশলালের অসুস্থতা থেকে মৃত্যুবাংলান প্রচার করে দিল। খিলেব করে আকাশলালের কাকাকে হাতের কাছে দেখে তাকে দিয়ে ভাইসেস সম্পর্কে বলানোর মধ্যে তাঁল পরিবেরীন নাছে। সকের পরে সে তার কাগজে যে খবর পাঠিয়েছিল তাতে উৎসবের বর্ণনার চেয়ে আকর্ষণাত্মক অনেকখানি ঝুঁকে ছিল। মানুষটার অসুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল সে। এখন মৃত্যুবাংলান প্রাণোনের ক্ষেত্রে উৎসব নেই।

হংস্য অনীকার মধ্যে হল ওরা আজ রাতেই আকাশলালকে কবর দেবে। নিজের আলোয়ে কারফিউ খাবা সংস্কৃত মৃত্যুদেহে বের করার ঝুঁকি নিচ্ছাই নেবে না। কিন্তু এই ব্যাপারটা আকাশলালের সঙ্গীয় আগমণ আনন্দ কি করে ? নহিলে কেউ কবরের আজাগুগা দেখতে যাব ? ওই সেয়েটি এবং তার সঙ্গী যদি আকাশলালের মৃত্যু হয় তবে কবরখনান দেখে তাদের কি লাভ ? পুলিশের খাতায় নিচ্ছাই তাদের নাম আছে এবং পুলিশ নেতৃত্ব মৃত্যুদেহ হতভাঙ্গা করবে না। তাহলে কবরখনান দেখে ওদের কি লাভ ? অবস্থি প্রবল হয়ে উঠল অনীকা। তার মনে হচ্ছিল আজ রাতে সেই কবরখনান্যায় যেতে পারলে ও এমন কিছুর সাক্ষী হবে যা অনেক ক্ষেত্রে কাগজে লেখা ভাবাতেও পারবে না কাল। কিন্তু কি ভাবে যাওয়া যাব সেখানে ? একেই এখন গভীর রাত। তার ওপর কারফিউ চলবে। সে কেবলও মানুষকে রাস্তায় দেবালো পুলিশের গুলি করার অভিযান আছে। কারফিউ-এর মধ্যে মারা গেলে কারও সহানুভূতিও পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেই তারে বসে থাকলে ব্যবর্তা হতভাঙ্গা হয়ে যাবে।

অনীকা জিকেলাই একটু ভাসপিট। তার এই ব্যভাবের জন্মে সাংবেদিকতা চাকচিতে যথেষ্ট স্বীকৃতি হয়েছে। মেঠে হিসেবে যাবা তাকে গুরুত্ব দেয় না তারিখ পরে লোক হয়ে যাব। এই রাতে অনীকা ঠিক করাব কবরখনান্যায় যাবে। সে তৈরি হল জিনস আর জ্যাকেট পরে। পায়ে কেডস, যাতে দোঁড়ান সহজ হয়। ঘর থেকে বেরিয়ে পেখল চুরিস্ট লজের করিডোরে আলো ব্লুভে। যেহেতু এখন কারও জেগে থাকার কথা নয় তাই একটু শব্দ নেই। সে নিঃশেষে নীচে মেঠে এসে দেখল সদর দরজা বৰ্জ। সেখানে

তালা পড়েছে। তালা খোলাতে গেলে যে ডাকাডাকি করতে হয় সেটা অভিষ্ঠেত নয়। এক মুহূর্ত টিচ্ছা করে সে শেছন ফিরুল। তার ঘরের ব্যালকনি থেকে নীচে নামার চেটা করতে হবে।

নিজের ঘরে এসে অনীকা ব্যালকনিতে গেল। এই উচ্চতা লাগিয়ে নামা বিপজ্জনক হবে। তাছাড়া এদিকটা একদমই খাড়া। সেইসময় যদি তুলনার ভ্যান আমে তাহলে দেখতে হবে না। তার মধ্যে হল লজে ঢোকার জন্যে নিশ্চয়ই শেছনেও একটা দরজা আছে। সেখানেও কি তালা ধাকবে? সে আবার ঘর থেকে নেব হল।

'মাঝাম! আপনার কি দেখাও অস্বীকৃত হচ্ছে?'*

চমকে শেছন হেরে তাকিয়ে অনীকা দেখল লজের সেই কর্মচারীটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিজেকে সামলে নিয়ে দেখল, 'হ্যাঁ। আমার একটা বাহিরে যাওয়া প্রয়োজন। দরজায় তালা থাকায় যেতে পারিছি না। আপনি এখানে কি করছেন?'

'আমার কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু এত রাতে কারফিউ-এর মধ্যে আপনি কোথায় যাবেন?'

'ব্যাপারটা একদম ব্যক্তিগত।'

'অমি আপনাকে বলতে পারি এখন বের হলে বেঁকে ফিরে নাও আসতে পারেন। তাছাড়া এই সময়ে গেট খুলে নিলে সেটা পুলিশকে আনানো কর্তৃত। এই লজ সরকারি।' লোকটি বলল।

অনীকা টোঁটি ব্যক্তিলুক।

লোকটি হাসল, 'অবশ্য তেমন প্রয়োজন পড়লে আপনি পুলিশের কাছে কারফিউ পাশ ছাড়িতে পারেন।'

'অনেক ধনবাদ। কিন্তু ব্যাপারটা আমি পুলিশকে জানাতে চাই না।'

লোকটির মুঠোতে পরিবর্তন এল যেন, অন্ত তাই মনে হল অনীকার। একটু ভাবল যেন। তারপর বলল, 'আপনি এ দেশের মানুষ নন। তাহলে পুলিশের সঙে খালোয়া যাচ্ছেন হেন?'

'আমি সাধারিক। স্বাদে নেওয়া আমার কাজ। পুলিশ যদি সেটা গোপন রাখতে চায় তাহলে অধিক এড়িয়ে যাব, এইটী সাধারিক।' অনীকা বলল।

'আপনি এখনকার প্রথমত চেনেন?'

'আমি যেখানটায় যাব সেখানে আজ বিকেলে যিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে চিনে যেতে পারব।' খুব দৃঢ়তর সঙ্গে বলল অনীকা।

'আপনি নিশ্চয়ই বড় রাস্তা দিয়ে যিয়েছিলেন। সেইভাবে যেতে চাইলে একশ গজও এখন এগোতে পারবেন না। তিক আছে, চুন, অমি আপনাকে সাহায্য করছি।'

'আপনি সাহায্য করবেন মনে? আপনি আমার সঙে যাবেন নাকি?'

'আপনার সঙে যাব না। কারণ আপনি কোথায় যেতে চাইলেন তা আমাকে বলেননি। অমি আমার কাজে যাব। আপনাকে গলির পথ সুনিয়ে দিতে পারি যেখানে সহজে পুলিশের দেখা পাবেন না। আসুন! ' লোকটি নীচে নামতে লাগল।

সন্দেহ হচ্ছিল যখন কিংব অনীকা কোনও প্রশ্ন করল না। লোকটি রহস্যমন্ত্র। এই প্রায় শেষ রাতে এমন বাইরে যাবার পোশাক পরে লজের ভেতর মাড়িয়ে ছিল কেন? সে কোনও শব্দ করেনি। শব্দ শুনে জেগে ওঠার সম্ভাবনাও ছিল না।

লোকটি তাকে শেছনের দরজায় নিয়ে এল। দরকাটি ভেতর থেকে বক্ষ। খেলার

আগে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোন দিকে যেতে চাইছেন?'

কি বলবে অনীকা? কবরখানার কথা তো না বলে উপযায় নেই। সে বলল, 'একটু আগে টিকি শুনে মনে হল পুলিশ আজ রাতেই আকাশগ্রামের কবরের ব্যবহা করবে। আমার মনে হওয়া ঠিক কিনা তাই জানতে চাইছি।'

'ও, তাই বলল। আপনি কবরখানায় যাবেন। সেখানে যদি ওরা আপনাকে দেখতে পায় তাহলে কি ঘটবে অনুসৰণ করবেন?'

'আমারে তাম দেখাবার চেষ্টা করবেন না।'

লোকটি কাঁধ নাচল। তারপর নিশ্চলে দরজা খুলে বলল, 'যাত্রার মুখে গিয়ে মুশায় দেখে নিয়ে এক দৌড়ে পেরিয়ে যাবেন। ঠিক ওগালে যে গলি আছে তার ভেতর চুক্কে অপেক্ষা করবেন।' এগোন।'

অনীকা প্যাসেজেটা ছেড়ে হেঁটে এল। রাঙ্গাটা নির্জন। কোথাও কোনও আলোর চিহ্ন নেই। সে দৌড় শুরু করল। রাঙ্গাটা পার হতে কয়েক সেকেন্ড লাগল। গলির মুখে চুক্কই সে দাঢ়িয়ে পড়ল। এই গলিতে কোনও আলো নেই।

'চুলন! ' লোকটি এসে গেল।

অনীকা নিশ্চলে সেই অস্কারে অনুসৰণ করল। মনে হচ্ছিল লোকটি বিপজ্জনক নয়।

তিনটু গাড়ি যখন কবরখানার সামনে এসে দাঢ়িল তখন একটা কুকুরও ধারেকাছে জেগে নেই। কবরখানার ঢেকার মুখে অফিসারের কর্মচারীকে একজন পুলিশ অফিসার তুলে নিয়ে এসেছিল কিড্নেপ আমে। ডাক্তারের দেওয়া দেখে সার্টিফিকেট অনুযায়ী খাতায় আকাশগ্রামের নাম ওঠার পর পুলিশের কফিনটা নামল। অস্কার কবরখানায় আবার খালিয়ে দেই সেই পুরুষকে যান্তির মৌলি পোকে নিয়ে আসে হল নির্দিষ্ট আগমানিকে দেখানে আকাশগ্রামের পূর্বপুরুষবা মাতির মৌলি পোকে।

কয়েকজন লোক হাজারক খালিয়ে মাটি খুঁজিল। সেই বৃক্ষ তদারকি করছিলেন। পৌঁছার সময় যাতে পূর্বপুরুষের কোনও কাফিনে আঘাত না পড়ে তা খেয়াল রাখছিলেন তিনি। অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার ঘঢ়ি দেখছিলেন। এবার তাগাল করলেন, 'তাড়াতাড়ি! '

কেউ কিড্নে বলল না। কবিন্দের ঢাকনা সরানো হল। পানির প্রাণলোকিক কাজকর্মে ব্যত হয়ে পড়তেন। বৃক্ষ নিচু গলায় ধৰনকারীরের বালনেন, 'আট ফুট গর্ত হয়ে গেছে।' আর খৌঁড়ার দরকার নেই। তোমরা ওপরে উঠে এসো।' তারা আবেদন পালন করল।

আকাশগ্রামের কাকা হাজারকে আলোয়ে পুরু দেখছিলেন। পরম প্রশংসিতে ঘূর্মাণ আকাশ। বেঁচে থাকতে খুব জলতে হয়েছে ওর জন্মে। এই বৃক্ষ বয়েস বিপজ্জনক না শয়ে আসতে বাধ্য হওয়া, তাও ওষুচ জনে। অথব হেলেটা একদমের বি শাপ ছিল।

পানির অনুমতি পাওয়ায়তা থারে ধীরে কফিনটাকে তাল করে বক্ষ করে মাটির নীচে নামিয়ে দেওয়া হল। আকাশগ্রামের কাকা এবং উপর্যুক্ত অনেকেই মাটি ফেলতে লাগল কাফিনের ওপর। তারপর ধৰনকারীরা ব্যত হয়ে পড়ল। মিনিট দশকের মাঝেই গর্ত বুঁজে দেখে বৃক্ষ জাপানিটা সমান হয়ে গেল।

ততো প্যাসেজেট কমিশনার বললেন, আপনার ভাইপোর জন্যে শৃঙ্খলোধ তৈরি করবেন তাতে লিখাবেন মরার পর একটু ও কালায়ন।'

কাকা বললেন, 'মরার পর কে আর সেটা করে বলুন।'

তরুণ আসিস্টেন্ট কমিশনার বললেন, ‘আমরা সেইরকম আশঙ্কা করেছিলাম। ব্যাপারটা গোপনে না সারলে এতক্ষণ এখানে গোলাগুলি চলত !’

“ই। একার আমাকে দয়া করে আমার প্রামের বাড়তে পোছে দিন। আমার শ্রী স্বেচ্ছার একা আছেন। বেচোর খুব ভয় পেয়ে গেছে।” কাকা হাতজোড় করলেন।

ମିନିଟ ପାତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟେ କବରଖାନା ଥାଲି ହେଁ ଗେଲା । ଶୁଣୁ ତାର ବାହୀରେ ରାତ୍ରାରେ ଏକଟି ପୁଲିକୋର ତାମ ଦାଢ଼ିଯେ ରଇଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେବାରେର ନିଯେ । ହଳକା ବାତାସ ବୟେ ଯାଇଛି କବରଖାନାର ଗାହାଗାହିକେ ଦ୍ୱରା କାହିଁ ନିଯେ । ପ୍ରଯ୍ୟ ଏକଥାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକଟା ପାହେ ତାମରେ ଦାୟିତ୍ବେ ଥାକୁ ଅନ୍ତିମ ଭେଦେ ପାଞ୍ଚିଲ ନା ଏଥିରେ କି କରେବୁ । ତାର ଚୋଥେର ସାମାନ୍ୟେ ଓରା ଆକଶଲାଭରେ ମୁଦ୍ଦେତ୍ତି ଥିଲେ ଏଳ, କିମ୍ବା ଫିଲ ଏବଂ ଚଲେ ଗେଲା । ଘଟନାଟିର ବର୍ଣ୍ଣା କୃତିତ୍ଵରେ ଲଙ୍ଘ ଥିଲେ ନିଯେ ନାମକ ଭାୟମ ଲିଖେ ତାର କାଗଜରେ କାହିଁ ପାଠାତେ ପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ତେମନ କେନ୍ତାନାରେ ଏକଟିକୁ ଘଟନା ତୋ ଘଟିଲା ନା ।

সকাল হলেও কাৰফিউ চলব। সকালেৱ আৰু বেশি দেৱিও নেই। সামনেৱ রাস্তা দিয়ে কৰৱখনা থেকে বেৱ হওয়া মূশকিল। যে লোকটি তাকে টুরিষ্ট লজ থেকে বেৱ কৰে এনেছিল সে কৰৱখনাৰ কাছকাছি এসে সবে যিয়েছিল নিশ্চে। লোকটোৱ আচৰণ ঘৰ্য্য রহশ্যামল।

ଅନୀକ କରନ୍ତିଥାମ୍ ତୁଳେଇ ରେଲିଂ ଟପକେ । ଡେତରେ ଢକାର ପର ସାପ ବା ବିଦାକ୍ତ
ପ୍ରାଣି ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋନେ ଭୟ ଛିଲା ନା । ତାର ଏଥିନ ମନେ ହଜ୍ଜେ ମାନୁଷେର ଚେଯେ ବିଦାକ୍ତ ପ୍ରାଣି
କିମ୍ବା ନେଇ ।

অনীকা থীরে থীরে আড়াল হেড়ে বের হল। এবং তখনই সে একটি হায়াম্পুর্টকে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসতে দেখল। মৃত্তি আসছে মাঝখনের পথ দিয়ে। অনীকা কাট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখন লুকোবাৰ সুযোগ নেই। কিন্তু না নড়াচড়া কৰলে হতেও তো এতে এড়িয়ে থাকা যাবে এই অক্ষকারে। মৃত্তি প্রায় হাত দশকে দূরে এসে সদ খোঁড়া কৰলে দিকে এগিয়ে গোলে অনীকা চিনতে পারল। সেই বৃক্ষ ফিরে এলেছে। লোকাটাৰ আপোনি ধৰনের জনেই মনে হচ্ছিল দুলতে দুলতে আসছে। বৃক্ষ চারাপাশে তাকাল। তাৰপৰ সঙ্গশে খোঁড়া মাটি এড়িয়ে পাটিলোৱ দিকটায়ে পৌছে ঘাসেৰ ওপৰ উৰু হয়ে দাঁড়িল।

অনীকা দেখল বৃক্ষ প্রথমে মাটিতে হাত দিল। তারপর ধীরে ধীরে শয়ে পড়ে একটা ফান ঘাসের উপর চেপে ধরল। এমন অঙ্গুত আচরণের কেনও ব্যাখ্যা পাইল না দেখীকা। যে মানুষ মারে শিয়েছে যাকে কফিনে শুভ্যে মাটির নীচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তার কেনে ও দম্পত্তিন ঘূর্ণতে মাটিটে বৃক্ষ।

ହଠାତ୍ ପିଲେ ଶରୀର ଅନୁଷ୍ଠାନକ କରଦେଇ ଚମ୍ବେ କିମ୍ବା ତାକାଳ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷା ମୁଜନ ମାନ୍ୟ ତାର ପଥରେ କଥନ ଏବେ ଦୋଢ଼ିଲୁଛେ । ଟ୍ରିନ୍‌ଟୋଲଜେର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାପାର, ଆଶା କରି ମାଗନି ଯା ଦେଖିତେ ଚେଯାଇଲେ ତାର ସବୁଇ ଦେଖା ହେଁ । ଏବାର ଫିଲେ ଚଲନ ।

‘আপনি এখানে ?’ বিশ্বাস চেপে রাখতে পারল না অনীকা।
‘আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার হস্ত হয়েছে আমার ওপর !’
‘কে হস্ত করবে হে ?’
‘আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় ! তোর হয়ে আসছে, চুন !’
‘দীড়ান !’ আমি ঔই বৃক্ষে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব।
‘না ! আমারা ঢাই না কেউ উকে বিরক্ত করবক ! আসুন !’ লোকটা যে-গল্পার কথা

ବଲାନ୍ତ ତା ଅମାନୀ କରିବେ ପାରିଲା ନା ଅନୀକା । ସୀରେ ସୀରେ ମେ ଓକେ ଅନୁସରଣ କରେ ପେଷନେର ପାଟିଲେର ଦିକେ ଚଳେ ଏଳ । ଏଥିମେ ପାତଳା ଅକ୍ଷକାର ପ୍ରିବିତେ ଝଡ଼ିଯେ । ପାଟିଲ ଟପକେ ଦୌଡ଼େ ରାତ୍ରା ପାର ହସାର ଶମ୍ଭବ ଦୂର ଧେକେ ଟିକକାର ଭେସେ ଏଳ ।

ଲୋକଟି ବଲନ, 'ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଗଲିର ମଧ୍ୟେ ଚୁକେ ପଡ଼ନ, ଓରା ଦେଖିତେ ପେଯେ ଗେଛେ ।

କଥା ଶେଷ ହୁଏମାତ୍ର ଗୁଲିର ଆସ୍ତାଯାଇ ଦେବେ ଏହି । ପର ପର କରେକବାର । ତତ୍କଷଣ
ପାଇବେ ଏହି ପାଦକଳ ସବୁ । ଲୋକିଟି ବଲନ୍ତ କାହାର ହୀଟିଲା ।

ହାପାଟେ ହାପାଟୁଣ୍ଡିର ଡାକ୍ ଲୋକଙ୍କ ବଳେ, ତାହାର ହୃଦୟ ।
ହାପାଟେ ହାପାଟିଲ ହାପାଟିଲ ଅନୀକା । କିମ୍ବା ତାର ମାଥୀ ଥେବେ ବୁଝିର କାନ ପେତେ ଯେବେ
ଥାକାର ମୂର୍ଖାଟି କିମ୍ବାଟେ ହାପାଟିଲ । ବୃଦ୍ଧ କି ଶୁଣିବେ ଚାହିଁଲେନେ ? ଆର ଏହି ଲୋକଙ୍କଲୋକେ
ବା ସାଥେ ଗିଯାଇବେ କେନେ ? ଅଥ୍ୟ ତାକେ ଫିରିଯାଇ ଅନତେ ? ଆର ଏକଜନ ତୋ ସାଥେନେଇ
ଥେବେ ଗେଲେ ? ଅନୀକାର ମନେ ହାପାଟି ଏର ମଧ୍ୟେ ରମ୍ବନ୍ ଆଛେ । ଏବଂ ବହସାଟି କି ତା ଆଜାମେ
ହେଉ ଅଳ୍ପ ଆକାର ଆବଶ୍ୟକତା କରିବାକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଆସିଥିଲୁ । ଏବା ।

ମାଥର ଉପର ଯେ ରାତ୍ରି ସେଣ୍ଟଲୋ ପଡ଼େ ଆହେ ମରା ସାପେର ମଧ୍ୟେ । ଯେହେତୁ ଭାରିଗିର୍ଦ୍ଦ
ମାହେ କାରିଫିଡ୍ ଜାରି କରେଲେ ତାଇ ଶହର ଆଜି ମୃତ । ମାନେ ମୁଁ ଦୁ-ଏକଟି ପୁଲିଶରେ
ଭ୍ୟାନ ଅଥବା ଆୟୁଷଲେ ଛୁଟେ ଯାଏସେ ଗଣ୍ଯେ । ଏହିରକମ ଏକଟା ପରିହିତିତେ କାଜ କରିଲେ
ଓଦେର ସଖିଦି ହାଇଲି ।

କମେକ ଶପ୍ତାଖ ଧରେ ଦୀରେ ଦୀରେ ମାଟିର ନୀତଚ ଯାଇବା ସୁନ୍ଦର ଥୁଡ଼େ ଚଲେଛିଲ ତାରା ଆଜ
ଉଡ଼େଜିତ । ଡେବିଡ ଏବଂ ବ୍ରିଜବନ ଶେ ତଦାରକିବ କାହିଁ ବ୍ୟାପ୍ତ । କୋଦାଲେର କୋପ ପଢ଼େ
ମାଟିତେ । ଥୁଡ଼ିଟେ ଉଠେଥେ ଯାଇ । ଯାଥାଯା ସେଇ ଥୁଡ଼ି ଟଳେ ଯାଇଁ ଅନେକ ପେଶେନେ ।
ଏତ ମାଟି ବାହିରେ ଫେଲାର କେନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ନେଇ । କଲେ ରାତର ଓପାଶେ ଯେ ବିଶଳ ସାଡିର
ମରାଖିନେର ଘରର ମେଳେ ଥୁଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତୈର ହେଲେ ତାର ଘର ଘରେ ଝାମେହ ଦେଖିଲେ । ଓହି
ନିରାଳୀ ସରାଟିକେ ବାଦ ଧିଲେ ଅନୁଗ୍ରହିତେ । ଏଥରାନ ଓଜନ ବାତାମ କେବଳ ଜୀବିତର
ଜୀବନକ ବାହି । ଏଥିର ଓଜନ ଦେଖିଲେ ପରେ କ୍ରମର ଜୀବିତର ନିର୍ମାଣେ ।
ଡେବିଡ଼େ ଡ୍ୟ ହିଲ୍ଫିଳ୍, ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜେ ବାହିରେ ଉପରେ ଉପରେ ପାରେ ।

କିନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ । ଦିନରେ ପର ଦିନ ଅନେକ ଭେବଟିକ୍ସ ଯେ ପରିବଳନା ନେଇଥାଏହେ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାନ ଏଥନ । ପ୍ରଥମ ଦିନେ ଠିକ ଛିଲ ସ୍କୁଲ୍ ହେଲ ଚାର ଫୁଟ ବାଇ ଚାର ଫୁଟ । ମାନନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟେ ଏଗିଲେ ଯାଉସା ଯାବେ । ଖାଟୋ ଦେହାରାର ଶକ୍ତିଶେଷ ମାନ୍ୟବୀରୀ ଏହି କାଜଟି ବର୍ଦ୍ଧିଲା । ଏଥିବେଳେ ବାହେତେ ହେଲେ ଆଶ୍ରମ ଅବିନିଃନ୍ତର ତୁ ଶେ ମାଟି ଫେଲା ହେଲେ ନେଇବାରେ ଭେତରେ । ତାର ଫେଲେ କେବେଳ ଆଶ୍ରମ ଅବିନିଃନ୍ତର କିମ୍ବାକେ ହେଲା ।

ବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାର ହେଁ କବରଖାନାର ଡେତେରେ ଚାକେ ଖୋଡ଼ିଲା କାଜ ବକ୍ ଯାଥା ହେଁଛିଲା । ଖୋଡ଼ିଲା କାଜ ଯାରା କରେ ଯାଇଲି ତାଦେର ସୁଧିଯେ ଶୁଣିଯେ ଓଇ ବାଟିର ମନ୍ଦିର ଘରଟିକେ ଆଟିକେ ଯାଥାପାଇଁ ଏକଟା ସମୟ ଛିଲା । ଆକାଶଲାଳେ ପ୍ରତି ଭାଲାବାସାଇ ଦେଇ ସମୟର ସମାଧାନ କରେ ଏନେହେ ଏତପିନ । ଡେବିଡ ଶେଷନେ ତାବଳ । କଲେ ଅନ୍ଧକାରେ ଦୂର ଦୂର ବାଟିରି ସାହାଯ୍ୟ ଯେ ଆଲୋ ଝଲକାରୀ ହେଁଛେ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୟ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯାଏ । ମଧ୍ୟ ଓପରେ ଯେ ପୃଷ୍ଠାବିତି ତାର ସମେ ଏହି ଶୁଦ୍ଧିକେ କିନ୍ତୁ ମିଳ ନେଇ । ସଥେଟେ ସର୍କରକା ସଂହେତ ଶୁଦ୍ଧିକେ ଖୁବିଭିତେ ଆନ ପଦେ ଚଳେ ଯାଉଥା ବିଚିନ୍ତନ ନାଁ । ଅନୁମାନେ ଓପର ଭାବା ହେଁ ଆକାଶଲାଳେ କବର ଏଥିନ ପ୍ରାୟ ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ । ଯାଏ ଏକେ ମେମେଖୁଲେ ଏଥେହି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଯାଇଛି କରାର ସୁଧ୍ୟଗ ନେଇ ତାତି ଶେଷ ମର୍ତ୍ତେ ଡେବିଡ଼ ବକ୍ କଥ ଜ୍ଞାନିଲା ।

ইতিবাধ্যে বারো ঘণ্টা চলে গেছে। আকাশলালের শরীর এখন কবরের নীচে কফিনে

শয়ে আছে। আর বারোটা ঘট্টা অভিক্ষণ হলে আর কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। এখনও হৃৎপিণ্ডের কাছে একটি পাশ্চিম স্টেশন ওর শরীরের কয়েকটি মূল্যবান অঙ্গ সঞ্চালনের কাজ অ্যাহুত রেখেছে। সেই সঞ্চালন অত্যন্ত সীমিত। ভাঙ্গারের হিসেবমতো চারিপাশে ঘট্টো ঘট্টো থেমে যাবে।

কি করবে ডেভিড? নিজেসহ সঙ্গে লড়াই করে সে ঝাল্ট। শিক্ষাত্মক আসা তার পক্ষে কিছুই সংগ্রহ হচ্ছে না। যে মানব একটা দেশের উচ্চু কর্মান্বোধ চেষ্টা করে পারেনি, শেবের দিকে থাকে প্রায় ইউনিয়ন মডেলে থাকতে হয়েছে সে নতুন জীবন ফিরে পেয়ে ফাট্টা সফল হবে? ইমানুয়েল ডেভিডের বাস্তবের মধ্যে হচ্ছে এমেন বিপ্লব সংগ্রহ নয়। আকাশলাল কিছুই বিসেদিশের কাছে থেকে সর্বাঙ্গীন সাধারণ নিতে চায়নি। ওর ধারণা বিসেদিশের কাছে নিজের ইজত্ত বক্ষক রেখে বাধীনীতা অর্পণ করা যাবে না। টকার ব্যবহৃত হলে অস্ত কেনা হয়েছে, এইমাত্র। কিন্তু সেই অস্ত নিয়ে বোর্ডেজ বিবরণে ঘূর্ণ করে জেতার সহজানন্দ দীরে দীরে করে এসেছে। এদেশের বেশির ভাগ মানুষ চার তারা স্বাধীনতা নামক ফলাফলে পেতে পেরে হাতে তুলে দেবে এবং ওরা সোটাকে উপভোগ করবে। আকাশলাল যতই মানুষকে উদ্দিষ্টিত করবে বেশির ভাগ মানুষই তাদের নিজেদের কোটির পেছে রয়েছেন। কিন্তু অসম আকাশলাল যথন ব্যৰ্থ তখন পর্যবেক্ষিত আকাশলাল কি করে সফল হবে? আর পরিবর্তিত আকাশলালের ছেড়ে তার পক্ষে কোথাও যাওয়া সংগ্রহ নয়। সে নিজের অস্তকর্তা ভবিষ্যৎ মেন স্পষ্ট দেখতে পাইছিল। এ থেকে মুক্তির উপর হল ইতিহায়া পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু আকাশলাল বেঁচে থাকতে সেটা সংগ্রহ নয়। বারোটা ঘট্টা কেটে পেলে এই খিদ্বত তার ধাককে না।

‘কি হল?’ কি পেছনে ত্বরিতের গুণ গুণল ডেভিড। সুন্দরের প্রায় শেষ প্রাপ্তে সে উভু হয়ে বসে ছিল। তার সামনে নিমজ্জন কর্মী আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। ত্বরিতের গুলি ব্যবহৰ করে তৈরি ফিল যেন।

ত্বরিতের বক্সল, ‘আর মাত্র সাড়ে এগার ঘট্টা বাকি। কাজ শুরু করে দাও।’

‘ওপরের অব্যাহ কি?’

‘এখন ভোর হয়ে গেছে। করবথানায় কেউ নেই। শুধু একজন মহিলা রিপোর্টার লুকিয়ে করবথানায় চুক্তেছিল তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে।’

‘মহিলা রিপোর্টার?’ ডেভিড অবাক।

‘হ্যা। কিন্তু এখন সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না।’

‘আমার ভয় হচ্ছে। যদি সুন্দরটা ঠিকটাক জ্বালায় না এসে থাকে।’

‘ওঁ। আমি অনেক পৰীক্ষা করেছি। আমি নিশ্চিত, কোনও তুল হচ্ছি।’

অত্যন্ত ডেভিডের আদেশ সিদ্ধ হল। কোদালের কোণ পড়তে লাগল সমানে। মাটি পাথর উঠে আসতে লাগল সমানে। শব্দ হচ্ছে। অবশ্য এই শব্দ বাইরের কেউ তুনতে পাবে না। কোনও ধাতব বস্ত বা পাথর বা কাঠের গায়ে অ্যাহুত লাগলেই থেমে গিয়ে সেটাকে পৰীক্ষা করা হচ্ছে।

সকল অটোম্য সুন্দরের বাতাস ভারী হয়ে গেল। অঞ্জিজেন করে যাচ্ছে ঝুঁত। সেই সময়ের খুব দেরি নেই যখন নিখাস নিতে কষ্ট হবে। সুন্দর শৌকার প্রাপ্তিমিক সময়ে যে ভয় ছিল এখন সেটা তেমন নেই। তখন মধ্যে হত যে কোনও মৃত্যুবন্ধু ওপরের মাটি নীচে নেমে এসে মৃত্যুবন্ধু তৈরি করে দেবে অথবা পুলিশ উদ্যোগ হবে। সুন্দরের মৃত্য বক্স

করে দিলে কর্মরত সবাই আর পুরিবীর আলো দেখবে না। সর্বক করে দেৰার জনো পাহাড়াদার থাকলেও ঘট্টা মনে চেপে ছিল। কিন্তু দীরে দীরে যখন দেৱকম কিছুই ঘট্টেছিল না, তখন ভারোটা মনের এক কোণে নেতৃত্ব রেখে।

সামনের খনবকারীদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। কোদালের ডগাৰ কাঠের অভিত্ব। না, নিক্ষেত্র হয়নি তার। জৰি মেশে মেশে রাজুর তলা দিয়ে পাতিল ওপৰে রেখে ঠিকঠাক কৰবথানায় চুম্বি নির্বিট আঘায়া পোঁকে যেতে পেছে। ত্বরিতেন পুঁড়ি মেশে পেটেয়ে গেল, ‘এবাব সাধারণ।’ আর কোদাল নয়। হাত ঢালা ও ভাই সব। মাটি নীচে আছে। সাধারণ কফিনটাকে টেনে নিয়ে আসে। ‘বারোটা যত সহজ কভার্টা ততটা ছিল না। আকাশলালের বক্ষ কফিন বারাটিকে বের করে সুন্দরে নিয়ে আসতে অনেক ধীর বের হল খনবকারীদের।

কোমৰ যেখানে সোজা করা যাচ্ছে না দেখানে এত লালা কফিন বহন করে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। ডেভিড বলল, ‘আমদেশ প্রেস্টের আনা উচিত ছিল।’

‘কি ভাবত ছিল তা এখন তেবে লাত কি।’ সহজে ক্রস্ত চলে যাচ্ছে। কফিনটাকেই নিয়ে যেতে হবে এর পর্যবেক্ষণ। এসো ভাই, হাত দাগাই।’ ত্বরিতেন বলল।

‘কফিনটাকে এগুলো এতে শৰীর রটাকে নিয়ে যাই।’

ডেভিড ইতস্তত করবে।

কিন্তু ততক্ষণে কফিনটাকে কোনও মতে টেনে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়েছে। শৰীরগুলো বেঁকেছে সেই হোঁটে সুন্দরে একটা ভারী কফিনকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল পরম মহাত্মা। সামান ঝীকুনি হলে ভেতরের মানুষটির শৰীরে যে প্রতিক্রিয়া হবে সে সংক্ষেপে তারা অত্যন্ত সতেজন ছিল।

যারা আব্যৱস্থা সূচ পরে ওরা কফিনটাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসতে পারল। কফিনের ভাল খুল ত্বরিতেন। আকাশলাল যেন পরম নিশ্চিতে ঘূমাচ্ছে। শৰীরগুলোকে অত্যন্ত সাধারণে বাইরে করে নিয়ে আসা হল। আর মিনিট পাঁচকের মধ্যে অ্যাবুল আস্বারে।

ত্বরিতেন ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এবাব বিড়িয় প্রয়োজনের কাজ।’

ডেভিড মাথা নড়ল। আগে থেকেই এই ব্যাপারটা পরিকল্পনায় ছিল। কফিনটাকে রাখা হবে কফিনের আঘায়ায়। সুন্দরের ভেতরটায় মাটি ফেলে আবার ভৱাট করে দেওয়া হবে। আজ অথবা আগামী কাল যেন কেউ না বুঝতে পারে এখানে এমন কর্মকাণ্ড ঘট্টে।

ডেভিড খালি কফিন এবং খনবকারীদের নিয়ে নেমে গেল সুন্দরে। এখন ঝাঁক সময়ে হবে খুব ক্ষুঁতি। বাটিটার সামগ্র যাবে কোণে মাটি দেব করে নিয়ে যেতে হবে সুন্দরের শেষ প্রান্তে। খালি কফিন বলেই এব কাছেও আঘায়ের সম্ভাবনা না ধাক্কায় ওরা অক্ষেষ্ট সহজেই চলে আসতে পারল সম্ভাবিতে। কিন্তু কফিনটাকে টেনে বের করার সময় বেঁটে লক করেনি আঘায়া ঝাঁকা পাওয়ায় ওপৰের নরম মাটি মীচে নেমে এসেছে ভৱাট করতে। এখন এই কফিনটাকে ঠিকঠাক রাখতে গেলে আবার মাটি সরাতে হবে। কভার শুরু করতেই আর একটো বিপদ হল। সামান আঘায়া ঝাঁকা হতেই ওপৰের মাটি তাকে ভৱাট করছে। এবং এইভাবে বিকুলঘ চললে সমাধিষ্ঠল অনেকটো হবে বলে যাবে। করবথানার ওপৰে দাঁড়ালে সেটা পরিষ্কার দেখা যাবে। আচমকা অত্যধি জৰি কেন বলে গেল সেই সমেদ্ধ পুরো ব্যাপারটাকে আর গোপনে রাখবে না। ডেভিড মরিয়া হয়ে

ଟିକ ସେଇସମ୍ୟ ଓପରେ ରାତ୍ର ଦିଯେ ଏକଟା ଆୟୁଲେଲ ଛୁଟେ ଯାଇଛି । ଆୟୁଲେଲେର
ଭେତ୍ରେ ଆକାଶଲାଲ ଶ୍ଵରେ ଆହେ ଆର କଥେକଟାର ସଂଭାବନା ନିଯେ । ତାର ପାଶେ ବସେ
ଆହେ ତିତ୍ତବନ, ଡାଲିଆ ଏବଂ ବେପରୋଯା ।

ଟିକ ସେଇସମ୍ୟ କଥରଥାର ଏକଜନ କର୍ମଚାରୀ କୁ ପଥ ଦିଯେ ଯେତେ ଯେତେ ଥମକେ
ଦୀର୍ଘଳ । ନିଜେର ଚୋଥକେ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ପାରାଇଲା ନା ମେ । ଗତରାତେ ପୁଣିଶ
ଆକାଶଲାଲକେ ଯେଥାନେ କବର ଦିଯେ ଗିଯେଇ ସେଇ ଜ୍ଞାନଗାର ମାଟି ନର୍ଦ୍ଦେହ । ଟିକର କରତେ
କରତେ ମେ ଅଧିକରଣର ଦିକେ ଛୁଟେ ଗେଲା ।

ଚକ୍ରବଳ

ଶ୍ଵରର କଥେକଟା ରାତ୍ରର ପାକ ଦିଯେ ଆୟୁଲେଲଟା ଚଳେ ଏବେହିଲି ନିର୍ଜନ ଏଲାକାଯା
ଯେଥାନେ ଶାଖାରଗତ ଧଳୀ ସଂପ୍ରଦାୟରେ ବାସ କରେ ଥାକେନ । ବିଶ୍ୱାସ ବାଗାନ ପ୍ରେରିତ ଏକଟା
ଆଚିନ ବାଡ଼ିର ନିତିର ସାମନେ ଆୟୁଲେଲ ଥାମାତେଇ କମେକଜନ ନେମେ ଏବଂ ଦୌଡ଼େ, ତାଦେର
ପେହନେ ହାତରାନ । ସ୍ଵର୍ଗ ଯାଇର ସମେ ଆକାଶଲାଲ ଶରୀରକେ ଫ୍ରେଣ୍ଟରେ ଝୁଇଁଲେ ନାମାନେ ହୁଲ,
ନିଯେ ଯାଓୟା ହଳ ବାଡ଼ିଟିର ଭେତ୍ରେ । ତିତ୍ତବନଙ୍କ ଭେତ୍ରେ ଛୁଟିଛେ ବ୍ୱର୍ଦ୍ଧ କାଠେର ଦରଜା ବର୍ଜ
ହେବେ ଗେଲା । ଆର ଆୟୁଲେଲ ଭ୍ରମ୍ଭତ ନିର୍ଜନ ଉଦ୍‌ଦିତ ବେରିଯେ ଗେଲା ରାତ୍ରାନ୍ତି, ବାଗାନ
ପ୍ରେରିଯେ ।

ଏଇ ବାଡ଼ିର ଏକଟି ବିଶେଷ କର୍କଟକେ ଅପାରେଶନ ଥିଯେଟାରେ ରାପାତ୍ତିରିତ କରା ହେଯେ । ସ୍ଵର୍ଗ
ଭାକ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନ ହେବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛିଲା, ତାକେ ଶାହୀଯ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ମେଥାନେ
ନିଯି ତାଦେର ଚହୋରେ ବେଶ କୃଷ୍ଣ । ବେଳୀଏ ଯାଇ ବେଶ ଚାପେର ମଧ୍ୟେ ଆହେ ତାର । ଅପାରେଶନ
ଥିଯେଟାରେ ଦରଜା ବର୍ଜ ହେବେ ଗେଲେ ହାତରାନ ଦେଖାନେ ଦାଢ଼ିଯେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, 'କୋଣାରେ
କୋଣାର ଅନୁଧିଦେ ହେଲି ତୋ ?'

'ତିତ୍ତବନ ଭବାନ ଦିଲ, 'ନା । ତବେ ଡେଭିଡ ମନେ ହେଯ ଏକଟା ନାର୍ଦିସ ହେଯ ପଡ଼େଇଲା ।'
'ତାର ମାନେ ?'

'ମେ ଶ୍ଵର ଖୌଡ଼ାର କାଜ ଚାଲାତେ ଅନର୍ଥକ ଦେଇ କରାଯେ । ତାକେ ବାରବାର ମନେ କରିଯେ
ଦିଲେ ହେଲା, ମେ ଆମରାଙ୍କ ହେବେ ଶମ୍ଭୁ ଥୁବ ଅର ଆହେ ।' ତିତ୍ତବନ ଜାନାଲ ।

'ତୋମରୀ ଓଥାନ ଥେବେ ଯାଇଯା ଆମରା ମମଯ କୋନ ଓ ଗୋପମଳେର ଆନ୍ଦୋଜ ପେଯେଇ ।'

'ନା । ଆମରା ଚଳେ ଆସାର ମୁୟେ ଡେଭିଡ ଆବାର ଶୁଦ୍ଧଦେ ହିଯେ ଗିଯେଇଲି ମାଟି ନିଯେ
ଭରାତ କରାର କାଜେ । ଆମରା ବିନା ବାଧୀର ରାତ୍ର ପ୍ରେରିଯେ ଏମେଇ ।' ତିତ୍ତବନ ଜାନାଲ ।

'ଆମ କହିଛି, କେବେ ଏହି ଆୟୁଲେଲଟାକେ କଥା ପୁଣିଶକ୍ତି ଜାନାବେ ନା ।' ହାତରାନ ଯେବେ
ନିଜେର ମନେଇ କଥାଗୁଲେ ବଲାଇ । ତିତ୍ତବନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହଳ, 'କେମି ? କୋଣ ଓ ହଟନା ଘଟେଇ
ନାକି ?'

'ହୀ । ଡେଭିଡ ଏବଂ ତାର ସନ୍ତୀରା ଶୁଦ୍ଧଦେର ମଧ୍ୟ ଅଟିକେ ପଢ଼େଇଁ ।'
'କି କରେ ? ତମକେ ଉଠିଲ ତିତ୍ତବନ ।'

'ବିଭାଗିତ ଥର ଆମି ଏବଂ ପାଇନି । ତବେ କବରଟା ଖୁବ୍ କେଲା ହାଜେ ଏବଂ ପୁଣିଶ
ମାଟି ବାଡ଼ିଟାକେ ଓ ଆବିକର କରାଯେ । ଅନୁମାନ କରାଇ ଡେଭିଡ ତାର ସନ୍ତୀରାର ନିଯେ
ଓହି ଶୁଦ୍ଧଦେଇ ଅଟିକେ ଆହେ । ଯଦି ଓ ସାରେତାର ନା କରେ ତାହାଲେ ଭାରିଶ ଏବଂ ଜ୍ୟାହ କଥର
୧୫୨

ଦିଯେ ଦେବେ ।' ହାତରାନ ବଲାଇ ।

'ଡେଭିଡ ସାରେତାର କବରେ ?' ତିତ୍ତବନ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ପାରାଇଲି ନା ।

'ଏହାହା ଓର ସାମନେ କୋନ ଓ ପଥ ନେଇ ।' ହାତରାନ ଚୋଥ ବକ୍ଷ କରିଲ, ଭାଗିନୀର ହାତେ ଓ
ଯଦି ଏକବାର ପଡ଼େ ତାହାଲେ ମେ ଓର ମୁୟ ଖୁଲିଯେ ଛାବେଇ । ଅପାରେଶନର ଜନେ ଯା ଯା
ଦରକାର ତୁମ ଦୀର୍ଘ ନିଯେ କରୋ । ଆମି ପଦିକେର ଥର ନିଜି ।'

ତିତ୍ତବନର କପାଳେ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲ, 'ଯାଇ ଡେଭିଡ ଥର ପଡ଼େ ତାହାଲେ ଆମାଦେର ଏଥନେଇ ଏହି
ବାଡ଼ି ହେବେ ଚଳେ ଯାଓୟା ଉଚିତ ।'

'ଟିକଟି !' ହାତରାନ ମାଥା ନାର୍ଦିସ, 'କିନ୍ତୁ ଓ ଯାତେ ଧରା ନା ପଢ଼େ ତାର ବସନ୍ତ କରାଇ ।'

ଏଲାକାଟା ଏବଂ ପୁଣିଶକ୍ତି ହେବେ ଥାଏତେ । କାରିଭିତ ଖଦିତ ତୁମ ପୁଣିଶ ମାଟିକେ ଶେଷ
ସଂରକ୍ଷଣୀୟ ଉତ୍ତାପନ କରାଯେ, ଜନନୀଧାରାରେ ଉଦେଶେ, 'ସାମନ କୌତୁଳ ଦେଖାନେ ନା
କେଉଁ । ରାତ୍ରେ ପକ୍ଷେ ଅଭ୍ୟ ବିପଞ୍ଜନକ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବେ । ଅପାରାନ୍
ନିଜେରେ ବାଡ଼ିର ଜାନଲା ଦରଜା ବକ୍ଷ କରେ ରାତ୍ରି ।' ଅନ୍ତର୍ଧାରୀରେ ସଂଖ୍ୟା ବେଢ଼େ ଗୈଛେ
ରାତ୍ରାନ । ଏଲାକାଟା କଥର ମନ୍ତ୍ରକାର ହେବେ ଥାଏତେ ।

ଭାରିଶ କଥରରେ କଥାର ମାଟି ଅନେକଟା ନୀତି ଗର୍ଜ ହେଲା । ଏହି କଥରାନ୍ତାମାତ୍ର କଥର କରେ ବସେଇଁ
ଥକରଥାନର କଥାରୀର ପାହେ ନାମରକ ହେବେ । ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହଲକ କରେ ବସେଇଁ
ଅନ୍ତର୍ଧାରୀ ଏକଟି ବାରାନ୍ଦା କଥର କରିଲା ଏବଂ କାଣ ହେଲା । ଭାରିଶ ଏଥାନେ ଆମରା ଆଗେଇ
ଅଭ୍ୟର ଆଗେଇ ଅଭ୍ୟ ଏକଜନ ପୁଣିଶ ଅଧିକାର ଜାନର ପାଇଁ ଏବଂ କାଣ ହେଲା । ଭାରିଶ
ଏଥାନେ ଆମରା ଆଗେଇ ଅଭ୍ୟ ଏକଜନ ପୁଣିଶ ଅଧିକାର ଜାନର ପାଇଁ ଏବଂ କାଣ ହେଲା । ଭାରିଶ
ଏଥାନେ ଆମରା ଆଗେଇ ଅଭ୍ୟ ଏକଟି ଆକାଶଲାଲ ରାତ୍ରାନ୍ତିକରେ ହେଲା । ଏହି କଥରାନ୍ତାମାତ୍ର କଥର କରିଲା
ଏଥାନେ ଆମରା ଆଗେଇ ଅଭ୍ୟ ଏକଟି ଆକାଶଲାଲ ରାତ୍ରାନ୍ତିକରେ ହେଲା । ଏହି କଥରାନ୍ତାମାତ୍ର କଥର
ଏଥାନେ ଆମରା ଆଗେଇ ଅଭ୍ୟ ଏକଟି ଆକାଶଲାଲ ରାତ୍ରାନ୍ତିକରେ ହେଲା । ଏହି କଥରାନ୍ତାମାତ୍ର କଥର
ଏଥାନେ ଆମରା ଆଗେଇ ଅଭ୍ୟ ଏକଟି ଆକାଶଲାଲ ରାତ୍ରାନ୍ତିକରେ ହେଲା ।

'ଏହି ମୁଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡଟାକେ ଶିଲ କରେ ଦାଓ ।'

'ଆମରା ଯାଇ ଅନୁମତି ଦେଇ ତାହାଲେ ଆମରା ଶୁଦ୍ଧଦେର ମଧ୍ୟେ ନାମତେ ପାରି ।' ଉତ୍ତରେଇତ
ଅଧିକାରିଟି ପ୍ରତିବାନ ଦିଲ, 'କୋଣାରେ ?'

ଭାରିଶ ତାକେ ଦେଖିଲେ, 'ହାମାଗୁଡ଼ି ଦେବାର ଇହେ ହେଲେ ବାଡ଼ି ଫିରେ ବୁଟ୍ଟେରେ ଦେଖାନେ
ଦିଲୋ । ଯା ବଳିଛି ତାହି କରୋ । ଗେଟ ଆଉଟ ।'

'ଇନ୍ଦ୍ରେ ସାର ।' ଅଧିକାରି ଶ୍ଯାଲୁଟ ଦେଇ ଆବାର ଛୁଟେ ଗେଲ ।

ଭାରିଶ ଅନ୍ଯ ପୁଣିଶମେ ହୁବୁ ଦିଲେ କଥର ଖୁବ୍ ଡାଟିଲ । ବଲେ ଦିଲେନ କଥିଲ ପାଓୟାମାତ୍ର
ସବାଟି ମେ ସର୍ତ୍ତକ ହେବେ ଖୌଡ଼ାକ୍ରିତ ।

କୋନାମ କଥର ଲାଗିଲ ମାଟିଲ । ଦେଖା ଗେଲ ଖୁବ୍ ବେଶ ଆୟୁଗ ଜୁଡ଼େ ଗତିଟା ତେରି
ହେଲା । ମାଟି ଉଠେଇ ଶହୁରୁ । କଥର ଖୌଡ଼ାର ମମଯ ମୋଟୁକୁ ଗର୍ତ୍ତ ଖୁବ୍ବତେ ହେଲେଇ ଟିକ
ତାତ୍ତ୍ଵକୁ ଜ୍ଞାନଗାର ମାଟିଲେ ହେଲେ ।

ଭାରିଶ ଉତ୍ତରିଗୁ ମୁୟେ ନାମିଲେ ହେଲେ । ଓରେ ମତଲକ ହିଲ ଆକାଶଲାଲରେ ମୁତ୍ତଦେହ କଥର
ଥେକେ ତୁଳେ ନିଯେ ଯାଓୟାର । କିନ୍ତୁ କେମି ? ମୁତ୍ତଦେହଟିକେ ପର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରୀ ସମ୍ମି ଦେଇଯାର
ଜନେ ? ଏଥନେ ଏହି ପରିହିତିକେ ସେଟେ ଓରା କରତେଇ ପାରନ ନା । ତାହାଲେ ମୁତ୍ତଦେହ ନିଯେ
ଯାଓୟାର ଜନେ ଶୁଦ୍ଧ ଖୁବ୍ବତେ କେମି ?

তারপরেই তার মনে হল সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কি দরকার ছিল ? আজ রাতে কবরখানায় এসে ওরা এখান থেকেই কফিনটকে ঝুলে নিতে প্রস্তুত । বাতার ওপার থেকে মাটির নীচে নিয়ে সুড়ঙ্গ একদিনে খোঁড়া সম্ভব নয় । ওরা যখন সোটা করার চেষ্টা করছে তখন পরিকল্পনা অবশিষ্টেনের । আকাশগাল মারা নিয়েছে গুরুত্ব । তার কবরের কাছে মাটির নীচে নিয়ে খোঁড়ার জন্মে ওরা দীর্ঘনিঃশব্দে ধরে সুড়ঙ্গ ঝুঁতুন কেন ? ওরা কি জানত কলিকাটা লোকটা যারা যাবে এবং এখানেই কবর দেওয়া হবে ? তাহলে এই সুড়ঙ্গ সম্ভাজানে । ভার্গিস আমরকা চিহ্নিত করে উল্লেখ করে । এবং তখনই বাহনকারীরা জানাল, নীচে কোনও কফিন নেই, তার বদলে একটা সুড়ঙ্গের মৃত্যু দেখা যাচ্ছে ।

ନିଯେ ଶିଥେରେ । କିମ୍ବା ନିଯେ ଶିଥେରେ ଓଇ ଆୟୁଷଲେଖ ! ରାଗେ ଅପମାନେ ଏବଂ ହତ୍ସାଧ୍ୟ ଜର୍ଜିସ୍ଟର୍‌ର ମୁଣ୍ଡା ବୁଲଟଙ୍ଗେର ମତ ହେଁ ଗେଲ । ତିନି ହରକୁ ଦିଲେନ ସୁଦେଶର ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦାନେ ଗ୍ୟାସ ଛୁଡ଼ିଲେ । ଯାଦି କେଉଁ ଏଥନ୍ ଓ ଥାନେ ଥାବେ, ତାକେ ବେଳ କରେ ଜ୍ୟାଣ ପୁଡ଼ିଯେ ମାରବେଳେ ତିନି ।

সঙ্গে সঙ্গে সেলগুলি ছোঁড়া হল। ধোঁয়া বাইরে বেরিয়ে আসছে দেখে সরে এলেন ডার্গিস। একজন অফিসার বলল, 'স্যার, রাত্তার পাইপ থেকে কালেকশন নিয়ে সুড়ঙ্গটা জলে ভাবে দেব ?'

ଭାର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମାଥା ନାଡ଼ୁଲେନ୍, 'ତାତେ ସୋନାର ଚାଁଦ ତୁମି କି ପାବେ ? ଡିଭେର କେଉଁ ଧାକନରେ ଦସକଙ୍କ ହେଁ ଯାଏ ? ଦେଇ ଡେଡାଟି ତୋମାର ଫୋନ୍‌ଓ ପ୍ରେରଣ ଜୀବନ ଦେଇ ? ଅର୍ଥିର ଜ୍ୟାତି ଚାଇ ଲୋକଙ୍କଲୋକେ । ମାତ୍ର ପରେ ଶେଷ ଛୁଟେ ଛୁଟେ ଏଗେବେ । ଓରା ସାଧ୍ୟ ହେଁ ଦେଇ ନିକି ମେଳେ ଦେଇ ଯେବେ ଆସନ୍ତେ । କାଞ୍ଚଟା ଏହି ନିକ ଦିଯେ ଶୁଣ ବରେ, ଆମରା ଏଥିନେ ଦେଇର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜାଣାବୁ ।'

ମିନିଟ ଡିନ୍‌କେରେ ମଧ୍ୟ ଆରନ୍ଦ ଶୋନା ଗେଲା । ଏକ ଏକଟା ମାଥା କବରେର ଗର୍ତ୍ତେ ଦେଖିଯେ ଆସାମାର ରାଜିହେଲେର ବୌଟେର ଆୟାତ ପେଣେ ଅଞ୍ଜନ ହେଁ ଯାଛେ । ତାଦେର ଟେନେ ଉପରେ ତୋଳା ହାତେ । ଶୁଭେ ଦେଖା ହାତେ ପାଶ୍‌ପାଶି । ସଥିନ ନିର୍ମାନରେ ହେଉଥାଏ ଗେଲ ଆର କେଉ ନିମ୍ନେ ନେଇଁ, ସଥିନ ଶୂନ୍ୟ କହିପାଇକେ ଓପରେ ନିମ୍ନ ଆସା ହେଁଥେ ତଥା ଭାରିମାନ ଲୋକଙ୍କାଳେର ସମ୍ମରଣ ଦିଲେ ଦୀର୍ଘଲିଙ୍ଗ । ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ମାୟୁଷ ତାଙ୍କ ପରିଚିତ ନାୟ, ଶୁଦ୍ଧ ଏକଜନଙ୍କେ ତିନି ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ଦେଖିତେ ପାଇନ ଆପା କରେନାମି । ଡେଭିଡ । ଏହି ହତ୍ଯାଜ୍ଞା ଆକାଶଲାବେର ଆଶରେ ଥିଲା । ନିର୍ମାନ ଡେଭବିତ ଶରାବରାର ଦୟାଇସ ନିର୍ମାନିଲେ ଲୋକଟା । କିନ୍ତୁ କେବେ ? ଆଶରେ ପେଣେ ଓ ମଧ୍ୟାରା ପାଶ ଦିଲେ ରଙ୍ଗ ଘରାଇ । ତୋଯ ସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ମରେ ଯାଇଗାର ମତୋ ଆହୁତ ହୁଏଇ ।

ଭାର୍ଗିନ୍ ବଲଲେନ, 'ଏକେ ଆମାର ଚାଇ । ଡାକ୍ତରଙ୍କେ ବଲୋ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଧ୍ୟେ ଏକେ କଥା ବୁଲାବାର ମତୋ ଅବସ୍ଥା ଏଣେ ନିତେ । ବି ଲୁଟ୍ଟିକ ।'

সঙ্গে সঙ্গে ডেভিডের জাননীয়ন শর্কারটাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল বাইরে অপেক্ষমাণ একটি জিপ্পের কাছে। বাকিদের পাটকারি আবে কোলা হয়ে লাগল ভায়ান।

ଆধিক্যটাৰ চার মিনিট পৱে ডেভিডকে হাজিৰ কৰা হল ভার্গিসেৰ চেষ্টাবে। সে যে এখনও সন্তু নয় তাৰ মুখ্যতথোক এবং ছাঁচাৰ ভজি বলে দিচ্ছিল।

ভার্সিস বনে ছিলেন বিশ্বস্ত চেহারা নিয়ে। তাঁর হাতের ছুটু আপনামাপনি ঝলে যাচ্ছিল। গত মিনিট দশকের তাঁকে একটার পর একটা কৈফিয়ত দিতে হয়েছে মিনিটারের কাছে। লোকটা আজ তাঁর সঙ্গে শব্দনের মতো ব্যবহৃত করছে। আকাশগালের মুড়েদেহ

‘ভার্সিস চেক করলেন। নিজেকে শাস্তি করার চেষ্টা করলেন। তারপর হসলেন, ‘আমি যদি ঘটনাটুলে না ধার্কতাম তাহলে একক্ষে আপনার কর্তব্য ব্যবহৃত করতে হত। আমার লোকগুলোর মাথা এত মোটা যে কি বলব! ওরা সুন্দরের ভেতরে জল ঢুকিয়ে আপনাদের ভুবিয়ে মারার পরিকল্পনা করেছিল। আপনি ভাগ্যবান! ’

ডেভিডের মাথা খিমখিম করছিল, শরীর গোলাছিল। পুলিশ কমিশনার ভার্গিসকে চিনতে তার কেন ও অসুবিধে হয়নি। এই লোকটার মুখে হাসি কেন?

‘আমার পারচয়টা আপনাকে দেওয়া হয়নি। আমি ভার্সিস।’
দেউজি চপ করে থেকে। এবং ঘোষণা করে—

ତେବେବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାକିଲା ? ଓହା ଆଧିନ କି କରିଛେ ? ତେବେବୁ କି ଆସୁଲେଖ ନିଯୋ ହିରେ ଯେତେ ପେରେଛେ । ଓହି କବରଟା ସଦି ଧ୍ୟେ ନା ପଡ଼ନ୍ତ ।

‘মিস্টার ডেভিড !’ আমি চাই আপনি লী-বৈদিন বেঁচে থাকুন। আমাদের খাতায় আপনার বিস্তার বিষয়ের অভিযোগ আছে সেগুলোও আমি তুলে যেতে চাই। কিন্তু আমি চাইলৈ তো সেটা সংস্ক হবে না, আপনাকেও সেটা চাইতে হবে। এখন বলুন, সেটা আপনি কি চান ?’ তারিস বেল টিপেলেন।

ডেভিড স্যারের ধীরে ধীরে মাথা ঝাল। তার শাথার অনেকখনি এখন ব্যাপেজের আড়ালে। মাথার ডেভরটা ট্রাইন করে উঠল। ভার্গিস কি চাইছে?

একজন বেয়ারা হুকল, মুকে স্যালট করল। ভাসিন বালেন, ‘মুক্তো কমি?’ সোকটা
মাথা নেড়ে বেরিয়ে গো। ভাসিন একটা ফাইল টেবিন নিয়ে মন দিয়ে বাণাখণ্ড দেখতে
লাগলেন। তিনি যে ভেঙিকে পথ করেলেন, উত্তরে অপেক্ষা করছেন সে-বাণারে
কেবল আগুন এবং শুধু তার আগুন কল মান কল কল।

ডেভিড উশুপুল করতে লাগল। স্বেচ্ছার্থে, বিজ্ঞান না করে পারল না, ‘আগনি কি চান?’ ফাইল থেকে মুখ তুললেন না ভার্সিন। ‘আগে করি খান তারপর করা।’

ডেভিড ঘৰেত দেখল। এই ঘৰের কথা সে আগেই শনেছে। হেকেনোয়ার্সের সমচ্চে নিরাপদ জ্যোগ এটি। এখন আৱ কেউ তাকে বাঁচাতে পাৰবে না। সুজুদেৱ মধ্যে যখন বৃহত্তে পেৰেছিল তাৰা ধৰা পড় গিয়েছে তখন মনে হয়েছিল অ্যাথাত্তা কৰাৰ কথা। ধৰা পড়ে ওবেৰ হাতে গোলে কি ঘটতে পাৰে তা তাৰ অজ্ঞান নয়। তৰু মনে হয়েছিল ব্যৰু হায়তো শেষ মুৰৰ্দে একটা ঢেক্ট কৰতে পাৰে যা থেকে বাঁচাৰ উপায় হবে। আচার্ছা আজ সুজুদেৱ মধ্যে শয়ে নিজেকে খুন কৰতে তাৰ ডাৰী মায়া লেগোছিল। এখন পুলশ কমিশনাৰ তাৰ সঙ্গে যে ব্যৱহাৰ কৰেছে তা সে মোটেই আশা কৰোৱিল। লোকটাৰ এত ভৱতা যে নিছকই মুৰৰ্দে তা না বোাৱাৰ মতো মূৰ্দ সে নয়। কিন্তু কেন কৰতে লোকটা?

কফি এল। ডেভিডের সামনে কাপড়িস রাখা হলে ভার্গিস বললেন, ‘নিন, থেয়ে দেখুন। এরকম কফি শুধুরে কোথাও পাবেন না। আজক আপনি কোথাও কোথাও

কফির বাগানে গিয়েছেন ? এক্সপেরিয়েন্স আছে ?

‘না ।’ কলম ডেভিড।

‘আমিও যাইনি । নিন, কাপ তুলুন ।’

ডেভিড কফির কাপে চুক্ক দিতেই একটা মোলায়েম আরাম টের পেলে । শরীরের এই চাহিদাটাৰ কথা হৈন ভাগিস জানত । কফি খেতে খেতে সে যত্নবাইৰ চোখ তুলেছে তত্ত্ববাইৰ দেখেছে ভাগিস তাৰ দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে । কোনও কথা বলছে না কোঠা । সে পেয়েলা লেপ কৰে বৰল, ‘শন্মুহৰ !’

‘শুধুটা আমি উচাবল কৰতে পাৰলৈ শুশি হৈব ।’

‘তাৰ মানে ?’

‘আপনাকৰে আমি একটা প্ৰথ কৱেছিলাম । আপনি দীৰ্ঘজীবন চান কি না ?’

‘কে না চায় ?’

‘আপনি ?’

‘হী, অধিও ।’

‘ধন্যবাদ মিষ্টাৰ ডেভিড ।’ ভাগিস সামান্য ঝুকলেন, ‘কিন্তু আপনাকে আমি এই রাজে থাকতে দিতে পাৰিছি না । আমাৰ লোক আপনাকে সীমাণ্ডে হেঢ়ে দিয়ে আসবে । সেৱান থেকে আপনি ইভিয়াৰ যে কোনও বড় শব্দে চলে যেতে পাৰেন । আমাৰ যদি না চাই তাহে ইভিয়া গৰ্ভৰ্মেন্ট আপনাকে কথনও বিৰুদ্ধ কৰবেন না । আপনি দীৰ্ঘ জীবন দেখাবেৰ বাবে কৰতে পাৰবেন । আপনাৰ বয়স বেশি নহ, বিয়ে থা কৰে সংসারী হৰাব স্বৰূপ এখনও আছে ।’

ডেভিড টেটি কামড়াল ।

ভাগিস বললেন, ‘এ সবই সত্ত্ব হবে যদি আপনি আমাৰ সঙ্গে হাত দেলান । আমি আপনাকে ছোঁ ছোঁ কৱেক্তা প্ৰথ কৰব, আপনি তাৰ ঠিকঠাৰ জৰাব দেবেন । কাস, আমাৰ কথা আমি রাখব ।’

‘আপনি কি প্ৰথ কৰবেন ?’

‘গুণ । প্ৰথম প্ৰথ, সুড়ঙ্গটা কেন খুঁড়েছিলেন ?’

‘সেটা বুঝতে কি এখনও আপনার অসুবিধে হচ্ছে ?’

ভাগিস ধৰ্মে গলেন । নিজেকে সামান্যলৈন, ‘প্ৰথ আমি কৰব, আপনি নন ।’

ডেভিড হাতঁ সাহী হল, ‘আৰে ! সুড়ঙ্গ খুঁড়ে কৰবৰ কাহে কেন পৌছেছিলা সেটা কি কৰিবলৈ কৰও অসুবিধে হয়েছে ? যে কোটি বৃৰুবে ।’

‘আমি নিৰ্বোধ তাই বৃৰুবিনি । কিক আছে, আৰও আগে থেকে প্ৰথ কৰাই । ওই সুড়ঙ্গ খৈঁড়া শুৰ হয় কৰে থেকে ? চুক্তি নামিয়ে রাখলেন ভাগিস আস্ট্ৰেলৰ কানায় ।

ডেভিডেৰ শৰীৰ শিৰস্তৰ কৰে উঠল । এইবাব ভাগিস জাল পোতাতে গুৰু কৰেছে । হ্যাঁ তাকে সব কথা বলে দিতে হবে নহ— ! জান ফিৰে আসাৰ পৰই মনে হয়েছিল তাৰ ওপৰ অত্যাচাৰেৰ বন্যা বইবে । এখনও সেটা হ্যানি কাৰণ ভাগিস তাকে বিশ্বাস্যাতক হিলো সুযোগ দিছে । যে মুৰুৰ্তে লোকতা বুঝে মিটি কথায় কাজ হবে না, তখনই নিৰ্মম হৈবে উঠলে । ও ইচ্ছে কৰলে তাকে সৱাজীবন জেলে পঢ়িবে মেৰে ফেলত পাৰে, ফাসিতে ঝোলাতে একটু-সময় দেনে না । সে কি কৰবে ? আশ সত্ত্ব ধৰা পড়ামাত্ৰ ও ভয়কৰ হৱে উঠলে । কি কৰা উচিত । একজন বিহুৰীৰ এই অৱৰ্জনাৰ অত্যাচাৰৰ সহা কৰে মাৰা যাওয়াটাই নিহয় ।

ডেভিড দেখল ভাগিস তাৰ দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে । সে জৰাৰ দিল, ‘কৰেকদিন হল ।’

‘কৰেকদিন ! তাৰ মানে আকাশমাল ধৰা পড়াৰ আগেই । তাই তো ?’

‘সেৱাকৰৈ দীঘীয়া !’

‘মিষ্টাৰ ডেভিড, আমি বৰ্কা কথা একদম পছন্দ কৰি না । আৰ আমাৰ পছন্দেৰ ওপৰ আপনায় ইভিয়ায় ধাওয়া নিৰ্ভৰ কৰেছে । হ্যাঁ, আকাশমাল মাৰা যাওয়াৰ আগেই, অৰ্থাৎ সে থখন আপনার সেবাকৰে হৈল তথাই এই সুড়ঙ্গ খৈঁড়া হয়েছিল । আপনাৰা কি কৰে জানতেন যে সে মাৰা যাবে ; তাৰ ডেভিডতি কৰব থেকে মেৰ কৰতে হবে ?’

‘আকাশমালালৈ ব্যাপারটাৰ পৰিকল্পনা কৰেছিল ।’

‘আপনাৰা কাৰণ জানতে চাননি ?’

‘তাৰ ধাৰণ হিল আপনাৰা ওকে মেৰে ফেলবেন ।’

ভাগিস হাসলেন । ‘লোকটাকে নিৰ্বোধ ভাৱৰ মতো নিৰ্বেৰ আমি নই । আকাশমাল নিষ্ঠাই জানত আমাৰ ওক বিচাৰ কৰব । বিচাৰটা সাতদিনেও শেষ হতে পাৰে, সাতমাসও লাগতে পাৰে । বিচাৰে হয়ে হাতো পেৰ ম্যান্ডসও হত । কিন্তু ততদিন ধৰে একটা চতুৰ্দশ বৰাঙ্গনৰ মৌলী সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রাখাৰে বোকামি সে কৰত না । সে মাৰা গোলে কৰে কৰে মাটি তোলাৰ সময়েই তো এই সুড়ঙ্গটকে আমাৰ সেবাকৰে যেতে পাৰতাম । না মিষ্টাৰ ডেভিড, আপনাৰা এই মিথ্যাভাবত আমাৰ পছন্দ হচ্ছে না । আপনি সত্ত্ব কৰা বলুন ।’

‘আমাকে হুক্ম দেওয়া হয়েছে, আমি আদেশ পালন কৰেছি মাৰত ।’

‘তাৰ মানে আপনিও জানতেন না আকাশমাল ধৰা পড়াৰ কিন্তু সহজ পৰেই মাৰা যাবে । খুঁ তাৰ কামড়াল । আকাশমালৰ মৃতদেহটা কোথায় পাঠিবেনহো ?’

‘মাথা নাড়ল ডেভিড, ‘সেটা আমাৰ জানা নেই ।’

ভাগিসের মুঠো যেন এবে বড় হৈলে, ‘আমাৰ ধৈৰ্য বড় কম । একবাৰ আপনাৰ শৰীৰে হাত দিয়ে এতক্ষণ যে প্ৰস্তুত দিয়েছি তা আৰ মনে রাখ দৰকাৰ বলে ভাৱৰ না ।’

‘আপনি আমাকে বিশ্বাস্যাতকতা কৰতে বলছে ?’

‘বিশ্বাস্যাতকতা ? কাৰ বিজৰে ? নিজেৰ দেশকে বিপন্ন কৰে বাইৱেৰ শক্তিৰ সঙ্গে হাত মেলানো বিশ্বাস্যাতকতা নহ ?’ ভাগিস হাত নাড়লেন, নেমে এলেন আপনি থেকে তৃণিতে, ‘তোমাৰ সঙ্গে এসৰ আলোচনা কৰে সহম্য নষ্ট কৰব না । আকাশমাল মৰেছে কিন্তু খুঁ বহন রেখে গৈছে । বাবি যাবা আছে তাবে খুঁজে বেৰ কৰতে আমাৰ বেশি সহম্য লাগবে না । এই যে তুমি, তোমাকে আমি সুড়ঙ্গদে মধ্যে যেৱে ফেলতে পাৰতাম । মারিনি বিষ্ট তাৰ জন্যে বৃক্ষজ্ঞাতৰোখেও তোমাৰ নেই ।’

ডেভিডকে বেশ চিন্তিত দেখাইছিল । শেষপৰ্যন্ত সে মাথা নাড়ল, ‘আমি জানি না ।’

ভাগিস আৰ সহম্য নষ্ট কৰলেন না । হেকডোয়ার্টাৰেৰ সবচেয়ে নিৰ্মল পুলিশ অফিসাকে ডেকে পাঠালেন তিনি ফোন তুলে । নামো কানে যাওয়ামাত্ৰ কেঁপে উঠল ডেভিড । এৰ কথা সে অনেকবাৰ শুনেছে । কয়েদিদেৱ ওপৰ অত্যাচাৰ কৰাৰ ব্যাপারে এৰ কোনও ভুঁড়ি নেই । আজ পৰ্যন্ত মুখ খোলানোৰ কাজে লোকটা কথনও কৰিবলৈ হয়নি । বিষ্ট ওদেৱ দূৰ্ভাগ্য যাবেৰ ধৰেছিল তাৰ দলেৱ খুঁ সহম্য খৰব হৈজনত ।

ডেভিড সোজ হয়ে বৰল, ‘আপনি আৰ একটা তুল কৰছেন !’

ভাগিস কথা না বলে হুক্ক দৃষ্টিতে তাকালেন ।

'আমি যদি মুখ খুলতে না চাই তাহলে আমার মৃতদেহকে নিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে। সেটা প্রয়োগ কি না জানি না।' ডেভিড হাসান চেষ্টা করল।

'তুমি বেঁচে আছ না মনে গেছ তা নিয়ে আর আমার ভাবনা নেই। মরেই যদি যাবে তাহলে তার আগে আমার লোক শেষ চেষ্টা করুক।' নির্ণিষ্ঠ গলায় বললেন ভার্সিস। 'আমি এত কথা করাও সহজ বলি না। যথবেষ্ট অস্ত ব্যবহার করোৱ।'

দণ্ডজার শব্দ হতেই ভার্সিস হাঁকলেন, 'কাম ইন।'

বেঁটেখাটো চেহারার, প্রায় নেইট ইন্ডোর মতো একটি লোক ঘরে চুক্তে সালুট করল। ভার্সিস বললেন, 'এই মাঝেও মুখ খুলবে কি না জানতে তিনিটা সময় দেবে। যদি প্রথম আছাই ঘটায় মুখ না থেকে তাহলে শেষ আশঙ্কটা তোমাকে নিলাম। ডেভিড পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হবে।'

বেল টিপলেন ভার্সিস। বেয়ার ঘরে ঢোকামাত্র ইশারায় ডেভিডকে নিয়ে যেতে বললেন তিনি। বেঁটে লোকটি ছিঁড়ায়ার সালুট করামাত্রই টেলিফোন বেঁজে উঠল। মিসিতার তুল হ্যালো বলতেই মাঝদের গলা শুনতে পেয়ে সোজা হয়ে বসলেন ভার্সিস, 'ইয়েস যাড়াম।'

'আপনি একটো পর একটা তুল করছেন।'

'আমি ঠিক, আসলে ডেভিডির জন্যে ওরা এমন কাজ করবে—।' বিড় বিড় করলেন ভার্সিস।

'ডেভিড কোথায়?'

'এখনই বের করে ফেলব। আকাশলালের ডান হাত ডেভিডকে আমি ধরেছি। সোজা কথায় কাজ না হওয়ায় চৰার সেলে পাঠাইছি। ও মুখ খুলবেই।'

'আর একটা তুল করতে যাচ্ছেন। চৰি করে কোনও লাভ হবে না। কথা বের করতে হলে আম আপনার পুরুষ খুঁতে হবে। অবশ্য আপনার যা হচ্ছে—।'

'না যাড়াম। আমার মন হচ্ছে আপনিই ঠিক।'

'তাহলে ওকে বস্তলালের বাংলোয় নিয়ে আসুন। ব্যাপারটা যত কম জানাজানি হয় তত ভাল। মিনিস্টার তো আপনাকে আলাটিমেট দিয়ে দিয়েছেন।'

'ইয়া যাড়া-'

লাইন দেওঠ যেটৈই ভার্সিস টিক্কাক করলেন, 'হেই দাঁড়াও।'

ওরা তখন ডেভিডকে ধরে ধরে নিয়ে যাইল বাইরে। ভার্সিসের টিক্কাক শুনে হকচিয়ে গেল। ভার্সিস গলা নামালেন, 'মে যাই ডিউটি চলে যাও। এভিনিবড়ি। ওকে নিয়ে যাওয়ার সরকার নেই। গেট আউট।'

বিশ্বিত লোকগুলো এবং বেঁটে শান্তুষ্টা বীরে বীরে বেরিয়ে যাওয়ার পর ভার্সিস ডেভিডকে ঢেয়ারাত দেখিয়ে দিল, 'দয়া করে হেঁটে এসে ওখানে বোসো। তোমার জীবনের আয়ু আমি আর একটু বাড়িয়ে নিলাম।'

পঞ্চ

এখন দুপুর। সুটো গাড়ি ছুটে যাইল শহর থেকে পাহাড়ি পথ ধরে। প্রথমটি জিপ। সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে ভার্সিস চুক্তি মুখে। অত্যাশ বিক্রিত এবং সেইসেরে চিন্তিত। পেছনে আছিল পুলিশের আন। সেখানে অটিজন পুলিশের মাঝখানে ডেভিড রয়েছে। ভ্যানের বাইরে থেকে আরোহীদের মোষা যাইছেন।

ভার্সিসের বিরক্তি এইভাবে শহরের বাইরে আসতে হচ্ছে বলে। কদিন থেকে বিআম শপস্টারকে তিনি প্রায় ভুলতেই বসেছেন। সেটা নিয়ে মাথাও ঘামাছেন না এখন। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল এক্ষিম শহরে বৰ্কা দরকার। যাস্তুলেন্সটাৰ খৌজি পাওয়া গিয়েছে। বিক্রি তার ড্রাইভার এবং অফিস জানিবে সেই প্রধান অসুস্থ ব্যবহার আসায় যায়েলুকেটি রাস্তার বেরিয়েছে। বৃক্ষ মহিলা অসুস্থ হতেই পারেন এবং হয়েছেও। তার প্রমাণও মেরোবৰে আগে তিনি পেয়েছেন। অবশ্য আস্তুলেন্সটাৰ নিয়ে বেলি বৰু ভৱা যাচ্ছে না। হঠাত ভার্সিসের খেয়াল হল, লেডি প্ৰধানের মতো বিশ্বাসীনী বৃক্ষ হস্পাতালে যাওয়াৰ জন্যে কেন আস্তুলেন্সকে তলব কৰবেন? তাঁৰ নিয়েৰ গাড়ীতো রঞ্জে রঞ্জে। বৰ্কা সকে কথা বলা দরকার। ওঁৰ বাড়িৰ লোকদেৱ জোৰ কৰবেন আজা যাবে সত্যি কেউ আস্তুলেন্সের জন্যে ফোন কৰেছিল বিনা। ভার্সিস তৎক্ষণাত্মে হেডকোয়ার্টাৰ্সে ঘোষণাবেশ কৰে এই ভাস্তুটি কৰে কেৱলৰ নিদেশ দিলোন। সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য ডেভিডকে কোনো পারা নেই।

ডেভিডকে গোপনীয়ে আসা হচ্ছে তাই উচিত ছিল কিন্তু ঝুকি নিতে চাননি তিনি। কে বলতে পারে ও বৃক্ষুৱ শহরের বাইরে তার ওপৰ চৰাও হতে চেষ্টা কৰবে না। অবশ্য ভ্যানটাকে তিনি বাংলোৰ সেল ফিল্টুন্ট দূৰেই রেখে দেবেন।

চিপ্পাটা অন্য কাৰণণে। বাবু বস্তলালেৱ বাংলোৱ ডেভিডকে নিয়ে যেতে নিৰ্মেশ দিয়েছেন যাড়াম। বেনি ভালোগোলে ওখানকাৰ কথা মাথায় ছিল না ভার্সিসে। সেই সঁজোঁকেট আৱা চৌকিদারৰ এখনও বাংলোতেই আছে। বাবু বস্তলালেৱ খুনি চৌকিদারকে বাঠিয়ে পৰাইয়ে আস্তুলেন্স হতে তকে। যাড়াম জানেন লোকটা পলাতক। ওকে কিন্তু তেজি যাড়ামেন আসনে আসো এবং দেওয়া যাবে না। মিনিস্টারকে যেমন যাড়াম আৱাকতে পৰাবেন তিক তেমনি ম্যাডামের ওখা হবে ওই চৌকিদারটি। হেডকোয়ার্টাৰ্স থেকে বেৰ হবাৰ আগে তিনি নিজেৰ টেলিফোনে কৰেকৰবাৰ চেষ্টা কৰেকৰে বাংলোৱ সঁজোঁকে ধৰতে। ওখানে সমানে রিং হয়ে গিয়েছে। কেউ শিখিবাৰ তেলেনি।

মূল রাতা হেড়ে গাড়ি সুটো প্রাইভেট লোখা পৰ্যটো-তুলুন। খনিকটা যাওয়াৰ পৰ বৰ্ক নেবাৰ মুখে ভার্সিসের নিদেশে তাৰা থামল। ভার্সিস চারপাশে দেখে দিলোন। কোথাও কোনও শব্দ নেই। হাওয়াৱাৰ গাছেৰ পাতায় টেট তুলে যাচ্ছে সমানে।—পাহাড়েৰ এই সৌন্দৰ্য দেখাৰ মন বা সময় ভার্সিসে নেই। তিনি চিপ্পাটো কথা মনে কৰলোন। এই দিনমুধে নিশ্চয়ই সোৱা এখানে অপেক্ষা কৰবে না আক্ষুণ্ণেৰ জন্মে।

ভার্সিস হেঁটে ভ্যানে সামনে পোঁচলেন। আদেশ দিলোন বলিকে নামিকে সিদে। ডেভিডকে নামানো হল। ওৱ হাতকুড়াৰ দিকে একবাৰ আকালেন। ওটা ধৰা। ঝুকি নেবাৰ কোনও মানে হয় না। সবাইকে ওখানৈৰ আকালেন কৰতি বলে ডেভিডকে তিপ্পে তুলে ড্রাইভারকে সৱিয়ে নিজেই টিপ্পারি-এ বললেন। ডেভিডেৰ যাওয়া যজ্ঞে হচ্ছিল। বাড়েজে ইতিমধ্যে লাল হোপ এসেছে। সে ভার্সিসেৰে জিজুা কৰলা, 'আপনি

আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

'গেলেই দেখতে পাবে। এতক্ষণে তোমার ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নেবার কথা। কপাল করে জুমেছিলে বলে আমার পাশে বসে যেতে পারছ।' ভার্সিস চুরুট টিবোলেন।

ডানদিকে বাক ঘূরতেই জিপ চালাতে চালাতেই ঝেকে পা দিলেন ভার্সিস। তার কুকুর ধরে উঠল। নীচে ঢালু পথটার পেছের মাঠের গায়ে বাংলোর সামনে একটা সাদা টয়োল নড়িয়ে আছে। তার মানে ম্যাডাম ইতিমধ্যেই এখানে পৌঁছে নিয়েছেন। থুক ব-ক্র থুক ফেলেছিলে ভার্সিসের মুখ থেকে চুক্টুটা ছিটকে বাহিরে নিয়ে পড়ল। সর্বনাশ হয়ে গেল। এখন যা হবার তাৎ হবে। ম্যাডাম ইতিমধ্যে সাতদশম এখানে এসে এখান থেকেই তাঁকে টেলিবেন করেছিলেন। তিনি যখন সার্জেন্টকে টেলিবেনে থুকেছেন তখন ওর নির্দেশেই কেট রিমিডের তোলেনি। অর্থাৎ ওকে লুকিয়ে ট্রোফিদারকে পাখারা দেবার জন্মে যে তিনি এখানে একজন সার্জেন্টকে পাঠিয়েছেন তা ইতিমধ্যে ম্যাডাম জ্ঞেন গেছেন।

ভার্সিস ধীরে ধীরে বাংলোর সামনে জিপটা রাখতেই ম্যাডামকে দেখতে পেলেন। ওপালে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন টেবিলে দুই পা তুলে। চোখে বড় সানগ্লাস। গাড়ির শব্দে চোখ ফেললেন না। ভার্সিস জানেন ম্যাডাম এখানে একা আসেননি। ওর দেহেরকী চোতুভাব নিশ্চয়ই ধারে-কাহে আছে।

ভার্সিস কিন্তু কেবল দেখে কাহে এখিয়ে দেলেন, 'ওড আফটারন ম্যাডাম !'

ম্যাডামের মাথা দ্বিতীয় নড়লেন। পা না সরিয়ে তিনি বললেন, 'বসন্তলালের পছন্দ হিল। জায়গাটা দারুণ !'

ভার্সিস কি বলবেন ভেবে পেলেন না। এই সময়ে জায়গার ভারিক করা কেন ? তিনি মুখ দুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন চারপাশ। সার্জেন্ট কিংবা ট্রোফিদারকে দেখা যাচ্ছে না। ম্যাডাম কি বাংলোর ভেতরে চুক্টেছেন ? বারান্দার ওপাশে দরজাগুলো এখন বন্ধ।

'আপনি অব্যাক্ত এসব কোনও দিন বুকেনেন না।' ম্যাডাম পা নামালেন। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'মিস্টার ভার্সিস, আপনার জীবনে শুনেই কথমওই রোমাল আসেনি !'

ভার্সিসের গলা বুঝে এল, 'আসলে, ম্যাডাম, সার্জিস চুক্টেছিলাম অর্থ বয়সে। এটাই মন দিয়ে করতে করতে কখন যে বয়স হয়ে গেল তা বুঝতে পারিনি।'

'কৃত বয়স আপনার ?'

'চিহ্নটা দেখে !'

'বোধহেতু শুনেছি এই বয়সের অভিনেতা নায়ক হয়। আপনি শোনেননি ?'

'অনি মানে, কিন্তু সম্পর্কে কিছুই জানি না।' ভার্সিস ধীকার করলেন।

'আকাশকালকে ওরা করব থেকে তুলে কিভাবে সরাল ?'

ইতোহে ম্যাডাম কার্যের কথায় তলে আস্যার ভার্সিস সোজা হলেন, 'আমরা সন্দেহ করেছিলেন আঙুলেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কারিফিউ-এর সময় অন্য গাড়িকে রাস্তায় আলাউ করা হয় না।'

'শহরে যে-কোটা আঙুলেশে আছে ধোঁজ নিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ। যে আঙুলেশটিকে আটকালো হয়েছিল স্টো নাকি লেডি প্রধানের কল পেয়ে নিয়েছিল। ভজহিলা বুই অসুস্থ।'

'পেটি আঙুলেশে করে হসপাতালে যাবেন, এটা তাৰতে পারেন ?'

'না ম্যাডাম। কিন্তু লেডির সঙ্গে কথা বলা যাবে না এখন। ঠুৰ বাড়ির সোকদের জোৱা কৰার অঙ্গৰ দিয়ে এসেছি।'

'ওড ! লোকটকে এনেছেন ?'

'হ্যাঁ। আমার জিপে আছে।'

'নিয়ে আসুন এখানে।'

ভার্সিস ফিরে গেলেন জিপের পাশে। ডেভিডকে হৃদয় করলেন নেমে আসতে। ডেভিড ভজহিলাকে লক করছিল। এখানে, তাকে কেন নিয়ে আসা হয়েছে তা সে বুঝতে পারছিল না।

ডেভিড কাছে মেটেই ম্যাডাম উঠে দাঁড়ালেন, 'হ্যালো ! আপনি ডেভিড ?'

'হ্যাঁ !'

'বসুন। মিস্টার ভার্সিস, আমরা কি কথা বলতে পারি ?'

'আঁ ?' ভার্সিস প্রয়ে বুঝতে পারেননি।

'আমরা একটু কথা বলতে চাই। আপনি ততক্ষণে জ্যাগাটিকে দেখুন। বলা যায় না এই ফিটটি ধোারেও নতুন করে সব কিছি শুক করতে পারেন।' ম্যাডাম শব্দ করে হাসলেন।

অর্থাৎ ওকে সরে যেতে বলা হচ্ছে। এটা বেআইনি। ম্যাডাম সরকারের কেউ নন। তার সঙ্গে এত বড় অপ্রয়াপীকে একা রেখে যাওয়ার জন্মে তাঁকে ভজবাদিহি সিত হতে পারে। কিন্তু একবাদও ঠিক, ম্যাডাম ছাড়া তাঁর কোনও অবলম্বন নেই। ভার্সিসের মনে হল 'তাঁর সামনে একটা সুযোগ এসেছে। হ্যাতকড়া ধাক্কায় ডেভিডের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু তিনি এই ফাঁকে বাংলোটিকে সার্জেন্ট করে নিতে পারেন।' যদি সার্জেন্ট ট্রোফিদারকে নিয়ে এর ভেতরে লুকিয়ে থাকে তাহলে তাদের সরাবার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

ভার্সিস হাতটি শুর করলে ম্যাডাম বললেন, 'আপনাকে বসতে বলেছি।'

ডেভিড বলল, 'এতক্ষণে সে ভজহিলাকে চিনতে পেলেই। এই রাঙ্গোর স্বচ্ছেরে ক্ষমতাবতী মহিলা। এর আঙুলের ইশারায় সব কিছি হতে পারে।'

ম্যাডাম চেয়ারে বসে বললেন, 'আকাশকালকে নিয়ে নিয়ে কি করবেন ?'

'আমি জানি না।'

'আমি জানি।'

'তাঁর মানে ?'

'কোনও মৃত মানবকে নতুন করে কবর দেবার জন্মে কেউ এমন ঝুঁকি নেয় না।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পাইছি না।'

'ঠিক আছে, আপনি চালো আমি পুরুষে দেব। তাঁর আগে বলুন আমাদের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক হবে ? আপনি আমার বুকুল চান ?' ঠোটের কোণে মহির ভাঁজ কেলেলেন ম্যাডাম। ধূরা পড়ার ধর কেবলে একটুপ হেতাবে কেটেছে, এই শুরুটি তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত। ওই হাসিটি ডেভিডের বেশ নাড়া দিল। তবু সে বলল, 'বুকুল সময়ে সমানে হয়।'

'ঠিক কথা। আর হয় নারী এবং পুরুষে। তাই না ?' এবার হাসিটা আরও একটু জোরে।

বাংলোর বারান্দায় উঠেও সেই হাসি শুনতে পেলেন ভার্সিস। বেহেম-বুকুল মতজৰে

কি ? এত হাসি ওরকম একটা দেশবোধীর সঙ্গে কিভাবে হাসছে ? মানুষ যদি হাসি শুনেই পেটের সব কথা উঁচে দিত তাহলে টুরচার-শেল তুলে দিতে হত বাধিনী থেকে ।

ভাঙা কাঠের দরজার সামনে এসে দৌড়ালেন ভার্সিস । চাপ দিলেন কিন্তু ওটা খুল না । অতএব ভাঙা জায়গা দিয়ে হাত ঢেকাতে ছিটকিনি পেয়ে গেলেন । যে কেউ বাইরে এসে এইভাবে দরজা বন্ধ করে ঢেলে যেতে পারে । ভার্সিস ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন । লনের দূটো মানুষ এখন নিজেরের কথা নিয়ে বস্ত । তিনি দরজাটা ভেতরে ছুকেই বক করে দিলেন ।

বাইরে তুরু হাওয়ার শব ছিল, ভেতরে কোনও আওয়াজ নেই । ভার্সিস জানেন ওরা এখনেই বৃক্ষিম আছে । হায়তো ম্যাডাম এসেছেন বলেই সামনে আসতে পারছে না । তিনি চাপা গলায় ডাকলেন, ‘অফিসার !’ কেউ সাজা দিল না ।

ভার্সিস ধীৰে ধীৰে ঘরটি অভিন্ন করলেন । জানলাগুলোর সামনে দিয়ে হাওয়ার সময় তাঁর চোখ বাইরে লক করছিল । ম্যাডাম এবং ডেভিড কথা বলছে । ভার্সিস হাসলেন । ম্যাডামের শরীরে এখনও ওই কিস বলে, সেবস আছে । কিন্তু লনের চেয়ারে বসে কথা বললে ডেভিড কঠো কাণ হবে ?

বিহুর ঘরটি ডাইনিং কাম রুম । লুকোবোর জায়গা নেই । তৃতীয় ঘরটিতে একটা ন্যায় পেটক রয়েছে খাটের ওপরে । ঘরটিকে ব্যবহার করা হয়েছে । আসেপ্টেতে প্রচুর সজান সিগারেটের অবশিষ্ট । ঘরের একটা স্লেট টেবিল চেয়ার । ভার্সিস টেবিলের সামনে দৌড়ালেন । কয়েকটা পেপেরওয়েট আর একটা কলমাণি ছাড়া টেবিলে কিছু নেই । লোক দুটো গেল কোথায় ? ম্যাডামকে দেখে জাঙলে পালিয়ে যাবানি তো ? যেতে পরাত যদি সার্ভের্ট একা থাকত । টোকিন্দারাত তো সহজে যেতে চাইবে না । ওর মতিক ঠিকঠক নেই । ভার্সিস ড্রাই টানলেন । কয়েকটা কাগজ, একটা ডাটপেন এবং হ্যারফিল্ড চোখে পড়ল । ঘড়িটাকে থেলে লিলে ভার্সিস । তিনি সময় দিচ্ছে । সাধারণ ঘড়ি, নিতা দম না দিলে যে ঘড়ি বহু হয়ে যায় এটি সেই রকমের । ব্যাক চামড়া । নাকের কাছে ধোলে যাওয়া গুঁপ পেলেন । এবং তার পাই খেলুন হল গতভূত বাহিনীর সব পুলিশ অফিসারকে বোর্ড একটা করে হাতচাপি দিয়েছিল । ওরের অফিসারেরা মাঝি ঘড়ি পেয়েছিলেন । নীচের তলায় এইরকম ঘড়ি দেওয়া হয় । অর্থাৎ ঘড়িটি এখনে সার্ভের্ট রয়েছে । দম দেওয়া হয়েছে গুরু চৰিপ ঘটার মধ্যে । আর তার একটাই অর্থ সে এখনে ছিল এবং এখনও আছে । ভার্সিস চাপা গলায় ডাকলেন, ‘সার্ভের্ট !’

দরজা জানেন বক থাকার নিতের গলা আরও মোটা এবং জড়ানো বলে মনে হল ভার্সিস । ঘোষা গেল কোথায় ? তিনি ঘর থেকে দেরিয়ে এলেন ঘড়িটা পকেটে পুরে । এগামে একটা ছেট দরজা । টেলাটেলি করতে সেটো ওখুল । ভার্সিস দেখলেন নীচে পিসিট ঢেলে দেহে এবং নীচের তলায় আলো ঝুলেছে । আজ্ঞা । সার্ভের্টের লুকিয়ে থাকার জায়গা অবিকার করে ভার্সিস খুল হলেন । মাটির নীচের যাইচী বাব বাস্তলালের কফিন ছিল । নিজের রিভলভারটাকে হাত দিয়ে ছুলে নিয়ে ভার্সিস তাঁর ভাঙী শরীরের কাঠের সিঁড়িতে রাখলেন । টুক টুক শব হচ্ছে । নীচের ঘরে বেটকি গুর । তিনি নীচে নামায়ার শব হচ্ছে লাগল । একটা ছেট কাঠের টুকরো যেন পড়ে গেল । ভার্সিস রিভলভার বের করে ডাকলেন, ‘সার্ভের্ট । তো পাওয়ার কিছু নেই । ম্যাডাম এখনই চলে যাবেন । ফিরিয়ে আসুন । কুইক !’

আর একটা আওয়াজ হল । ভার্সিস মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলেন দুটো ঘড়ি ইন্দুর ছুটে

গেল পাশ দিয়ে । এত বড় ইন্দুর সচারার দেখা যায় না । তিনি কয়েক পা এগিয়ে ঘরটাকে দেখলেন । পুরনো আসনের ডাই করে রাখা আছে এখানে । মাকড়সার জাল ছিল একসময় । এখন তার কিছু কিছু এখানে ওখানে ঝুলেছে । টেবিলের ওপর একটা কফিন পড়ে আছে । এই কফিনটির কথা তিনি জানেন । বাবু বস্তুজালে মুদেছে মাটির নীচের ঘরে একটা কফিনে রাখা ছিল । মনে হচ্ছে এটিই সেই কফিন । তিনি এগিয়ে যেতেই বকিনিস ভেতর থেকে প্রোত্তে মত ইন্দুরের দল বাইরে লাকিয়ে পড়তে লাগল । ভার্সিসের মতো মানুষের একটু ভয় পেয়ে গেলেন কাত দেখে । রিভলভারের ওলি দিয়ে ইন্দুর মারার মতো কাজ যদি ভাঙে করতে হল তাহলে লজার দেখে থাকবে না । কিন্তু একটা সাধারণ সান্দেশ দেখে সেটোই মনে হচ্ছে । ভার্সিস বুক্স প্রারম্ভে পারদিলেন কফিনে কিছু না ধাকলে ওর ভেতরে ইন্দুরের আকর্ষণ থাকত না । তিনি আর একটু এগিয়ে মুখ নামায়ে গিয়ে চাপে উঠলেন । সমস্ত শরীর ধরবিলেন কেপে উঠলেন । তার মতো জাঁড়েলে পুলিশ অবিসারের পেট গুলিয়ে উঠল দুশ্মাটা দেখে । ক্ষত, প্রায় ছিটকে পিড়ির কাছে চলে এলেন তিনি । নিজের শরীরটাকে প্রায় টেনে ছিটকে পেটে তুলে এনে শোওয়ার ঘরের চেয়ারে ফেলে দিলেন । যদিও সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁর অনেক কম সময় লাগল সামলে নিতে, তবু দুশ্মাটা তিনি ভুলতে পারছিলেন না । সরকারি ইন্দুরিয়ার পরামর্শ দেওয়া আছে কফিনের মধ্যে । চিত হয়ে । ইতিমধ্যেই ইন্দুরের ওর শরীরের পেলা জ্বালা থেকে মাথে খুবুল নিয়েছে । প্রথম আক্রমণ ওরা করেছে চোখ এবং ঠোঁটের ওপর । চোখের গুর্ত দুটো আর মুখের ভেতরে রক্তাত্ত্ব গহন দেখাতে পেয়েছেন তিনি । হা, এখনও শরীরের পিড়ির জায়গায় চটকটে রক্ত রয়েছে । কালো জ্বর হ্যাব সময় পুরোটা পার্যান ।

ভার্সিস উঠে দৌড়ালেন । সার্ভের্টকে খুন করা হয়েছে । এবং ওই ঘটনা ঘটাতে আজ সকালের মধ্যেই । খুন করে কফিনে শুইয়ে দিয়েছে আতঙ্গারী । এখনই হেডেনেকোর্সে টেলিফোন করে এক্রপার্টের এখনে আন দরকার । তিনি পা ফেলে জানলার কাছে আসতেই তাঁর চোখ লনের ওপর গেল । ম্যাডাম কথা বলছেন । প্রতিক্রিয়া মুখ নিচ ।

- সেগু সেগু ম্যাডামের ঘোষণা হল সার্ভের্ট । সার্ভের্ট কেন এখনে এসেছিল এই কৈকীরিয়ত যদি তাঁর কাছে চাপ্যা হয় তাহলে তিনি কি জোরে দেখেন ? ওকে তিনি পায়েয়েছিলেন এই বালেগুর তা আব কি ? কেউ জানে ? না । টেলালি কিছু কয়ার দরকার নেই । তিনি আনেন না, কিছুই দেখেননি । নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন ভার্সিস । কোনওভাবেই তিনি ম্যাডামের কাছে ধূৰা পড়তে রাজি ন ন ।

ক্ষত এত বড় খুন করল কে ? একটা আধাপাগল টোকিন্দার এমন কাজ করবে তা তিনি বিস্ময় করেন না । তাঁর মুখ পড়ল সার্ভের্ট যখন টোকিন্দারের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁকে টেলিফোন করেছিল তখন কিছু সার্কী ফেলে পিসেছিল । ধাককে । কিছু কিছু পিসে পেশেকা করতেই হয় । কিন্তু খুন কে ? যে-ই কেক তাঁকে তিনি ছাড়লেন না বিছুরেই ।

ভার্সিস সংস্কণে দরজা বন্ধ করে ব্যালেগুর পা রাখলেন । তাঁর কানে এল ম্যাডাম বলছেন, ‘ধরন অধি যদি প্রচার করি আপনি আমার কাছে পুলিশের কাছে সব কথা ফাঁস করে দিয়েছেন তাহলে আপনার দলের লোকেরা সেটা কি অবিসাস করবে ?’

‘হা, করবে ।’

‘না । করবে না । আকাশলাল মাঝা হাওয়ার আগেই সুড়ু খোঁড়া হয়েছিল । তাঁর

শরীর যখন কবর দেওয়া হচ্ছিল তখন আপনারা সুড়মের মধ্যে ছিলেন। আমি বলব
আপনি বলেছেন এই মৃত্যুটা সজানো।'

'না। আমি এই কথা বলিনি।'

'বলেছেন। আকশলাল তো নাও মারা যেতে পারে। যে ডাক্তারের সার্টিফিকেটের
ওপর স্বীকৃত করে ওকে কবর দেওয়া হয়েছিল সে মিথ্যা কথা বলতে পারে। এই কথাও
আমি আপনার কাছ থেকে শুনেছি।'

ম্যাডাম কথা শেন হওয়ারা ডেভিড খুব নার্সিং গলায় বলল, 'এসব আপনি কি
বলেন? আমি এই কথাগুলো বলিনি।'

'কিন্তু কথাগুলো সত্যি হতেও তো পারত।'

'হয়তো।'

'হয়তো নয়। আপনি বলুন, এটোই সত্যি।'

'আপনি আমাকে এতক্ষণ দেশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা রাখবেন?'

'অবশ্যই।'

'বেশ। আমি যা জানি তার সঙ্গে আপনার অনুমতিনের মিল আছে।'

'গুড়। মিস্টার ভার্সিস। ডেভিডের আমরা এখান থেকেই হেঢ়ে দিতে পারি?'

'তার মানে?' ভার্সিসের গলা বিনিময়ে।

'ক্রম উনি এখান থেকে চলে যাওয়ার পর আপনি কি বলতে পারেন না যে প্রিলিপের
ভান থেকে পালিয়ে গেছেন। এমন তো কত আসামি পালায়। আপনি ঠিকে সময়
দেনেন ইতিবাচক চলে নেতে। উনি যে সহযোগিতা করেছেন তার বিমিময়ে গুরুতু আমাদের
কর্তৃত হবে।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমরা অনুমতি করছি আকশলাল মারা যাবানি। ডাক্তার মধ্যে সার্টিফিকেট
দিয়েছেন। ওরা জীবিত আকশলালের জন্মই সুরক্ষা ঘূর্ণিয়েছিলেন।'

'অস্বীকৃত। ডাক্তারকে আমি দিনি। আছাড়া আমি নিজে ডেভিডক দেখেছি। ম্যাডাম,
আকশলাল অস্বীকৃত হিল। তার হস্তস্তোক হচ্ছিল না, পাল্স পাল্স যাবানি। ওই
অবস্থায় মাটির নীচে পাঁচ মিনিট থাকলেও, ধরে নিলাম ওকে জীবিত করব দেওয়া
হয়েছিল, ধরে নিয়ে বলতি, পাঁচ মিনিটও ওর পকে মাটির নীচে ধরা সম্ভব নয়।' তাঁর
প্রতিক্রিয়া করলেন ভার্সিস, এই লোকটা আপনারকে আকরণ গ্রহণ করলেন।

'গার্গটা আয়তে কিনা সেটা প্রমাণ আমরা শিখাগ্রস্ত পাব। মিস্টার ডেভিড, আপনি
ইতিবাচক চলে যাওয়ার পরেই আমরা আকশলালকে আর্যারেষ্ট করব।'

'আকশলাল তা আমরা কোথায় পাইছি?' ভার্সিস জিজ্ঞাসা করলেন।

বিলু বলতে নিয়েও দেখে গেলেন ম্যাডাম। তার চেয়ে বিস্ময়। সেই তো মুটো
হিল হয়ে আছে হাত দশের খেলের পরের মধ্যে। ভার্সিস সেটা লক করলেন। ম্যাডাম
বললেন, 'কেউ আমাদের লক করেন? এখানে আর কে থাকে?'

'কেউ না, কেউ না।' ভার্সিস অনুমতি করলেন চৌকিদারী ফিরে এসেছে। ম্যাডাম
যদি তাকে একবার দেখতে পায়! কি করা যাব এনি?

ম্যাডাম বললেন, 'ডেভিড, আপনার দলের কেউ না তো?'

'আমি জানি না।'

'লোকটা, আমি স্পষ্ট একটা লোককে ওখানে দেখেছি। ও আমাদের খুন করতে পারে
১৬৪

মিস্টার ভার্সিস।' আপনি কিছু একটা করুন।'

ভার্সিস সন্তুষ্যে রিভলভার বের করলেন। তার মধ্যে হল চৌকিদারের খুব কষ করার
টাই সুযোগ। ওকে মেরে ফেললে ম্যাডাম কিছুই জানতে পারবেন না। তিনি চকিতে
গুলি চাললেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্টিনাম সোনা গেল, এবং ঘোপের ওপাসে বের
পড়ে গেল।

ভার্সিস রিভলভার নিয়ে ঝুঁটু গেলেন। বোঝ সারিয়ে কাছে হতেও তো লোকটাকে
দেখতে পেয়ে তিনি হতভয় হয়ে গেলেন। ওর প্রসে ড্রাইভারের পোশাক। এই
লোকটাই তো ম্যাডামের গাড়ি চালায়। এইসময় প্রেছনে আওয়াজ পেলেন ভার্সিস।

'মারি গড়! এ আপনি কাকে গুলি করেছেন?'

'আমি স্বাক্ষর পরিবেশ।' আমি একদম ভার্সিস।' ককিয়ে উঠলেন ভার্সিস।

'ইচ রি ডেভ?'

ভার্সিস ঝুঁকে দেখলেন। বুরতে অসুবিধে হল না। মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'ওর পকেটে কি আছে দেখুন।'

ভার্সিস চিত করে লোকটাটাঁকে শুভ্যে পকেটে হাত দিলেন। কাগজ, আইডেন্টিফি কার্ড,
কার্যক্রিয় পাশ এবং একটি ঝুঁটু পিস্তল বেরিয়ে এল।

'ওভোর আমার হাতে দিন।'

ভার্সিস আদেশ মান করে। ড্রাইভারের পকেটে পিস্তল কেন?

ম্যাডাম ঘুরে দাঁড়িয়ে চিক্কার করলেন, 'ওহে নো!'

ভার্সিস বেরিয়ে এলেন ঘোপের আড়াল থেকে। ডেভিড ততক্ষণ সৌভাগ্য লম্বের শেষ
প্রাণে চলে পিয়েছে। জঙ্গলে চুকে পড়ছে। ম্যাডাম টাঁকা গলায় বললেন, 'ফায়ার
করুন।'

ঝুঁটু গেলে লোকটাটাঁকে ধরা যায়। হাতে হাতকড়া নিয়ে ঝেলে ঝুঁটু ফুল পারে
না। ওকে মেরে ফেললে অকের ক্ষতি। ম্যাডাম সাতে দৃষ্টি চাপলেন, 'স্টু হিম।'

আর পারলেন না ভার্সিস। রিভলভারের লক্ষ্য স্পর্শকে কোনও বিধি করার কাগ ছিল
না। ডেভিডের শরীরটাই জঙ্গলে আটকে পড়ল।

ম্যাডাম বললেন, 'গিয়ে দেখুন ম্যাড নিয়েছে বিনা।'

ভার্সিস ঝুঁকে ঝুঁকে হল। ডেভিড মৃত জানাইয়ে ম্যাডাম বললেন, 'ওর হাতকড়া খুলে
নি। আমার ড্রাইভারকে খুন করে পালাইছিল বলে আপনি ওকে খুন করতে বাধা
হয়েছেন। বাহি।'

মহিলা ঝুঁট চলে গেলেন গাড়ির পাশে। ব্যাগ থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে
চিয়ারাইং-এ বসলেন। তার পরই সীল হাঁসের মতো বেরিয়ে গেল সীল সোনা টেয়েটা।

দুপুরে দুর্দাত ঘূর্ণে। ভার্সিস লম্বের মাঝখনে এসে দৌড়িলেন। পকেটে থেকে
কুমার বের করে কপালের ধূমুলেন। গাড়ির চাবি ড্রাইভারকে কাবেই ধোকার ব্যাক।
ওর পকেটে চাবি দিল না, দিল ম্যাডামের ব্যাক। কেন? যিনি গাড়ি চালিয়ে আসেননি
তিনি কেন চাবি রাখেন? ড্রাইভারকে পাশে বসিয়ে ম্যাডাম নিচ্ছেই গাড়ি চালানী।
ম্যাডাম কি জানতেন ড্রাইভারকে সরিয়ে দিতে হবে? তার মানে ওই ড্রাইভারই সার্ভিসটকে
খুন করতে। আর সেই কারণে প্রামাণ লোগ করতে পিছতাঁত নিয়ে গেলেন।

ভার্সিসের সময় শীর্ষের কিপে উঠল। কী ভয়নক মহিলা। নিজের ড্রাইভারকে খুন
হতে দেখেও তিনি ভার্সিসকে কোনওক্রম দোহারোপ কর্তৃপক্ষ। কেন? এ ভার্সিস
ঝেলে দেখেও তিনি ভার্সিসকে কোনওক্রম দোহারোপ কর্তৃপক্ষ।

দেখবেন চার-পাঁচজন পুলিশ ছুটে আসছে। হয়তো ম্যাডামই তাদের জানিয়ে গেছেন। তিনি একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, ‘দুপাশে দুটো মৃতদেহ আছে। ভেতরে নীচের তলার ঘরে আর একজন। তিনিটে বড় এক জায়গায় করো।’

পুলিশের কাজে লেগে গেল। ভার্সিস বসে বসে ভেড়ে দৃশ্য পাঞ্জলেন না। এসব করে ম্যাডামের কি লাভ হচ্ছে। ঘটনাগুলো এমতভাবে ঘটে গেল যে ম্যাডামকে কোনও ভাবেই দোষী করা যাবে না। বরং ম্যাডাম ইচ্ছ করলে তাকেই—মাঝে নড়লেন ভার্সিস। আর তখনই ওপাশে থেকে একটা পুলিশ চিক্কার করে সঙ্গীদের ভকতে লাগল। মিনিট ধানেকের মধ্যেই ভার্সিস নিজের ঢেকে দৃশ্যটা দেখলেন। তিনিটে নয়। আজ বাংলার ভেতরে বাইরে চারটে মৃতদেহ রয়েছে। চৌকিদারকে গলায় যাস দিয়ে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওর জন্যে বুলেট খরচ করেনি ম্যাডামের ড্রাইভার।

ছাবিবশ

ত্রিভুবন ঘড়ি দেখে। অপারেশন হচ্ছে গেছে অনেকক্ষণ। পাশের বক্স দরজার ওপরে আকাশলাল এখন অনেকগুলো নল ঝড়িয়ে পুরুলেন মতো হিঁর। ওইরকম ব্যক্তিহৃদয়ন মানুষটি জীবিত না মত তা ঠাঁওর করা যাবে না এই মুহূর্তেও। অপারেশনের পর বৃক্ষ ডাক্তান নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাকে পাশের ঘরে বিস্তারের জন্যে রাখা হয়েছে। চৰিষণ ঘণ্টা না গেলে আকাশলাল সম্পর্কে কোনও কথা বলা সম্ভব নয়। ভড়লোক জানিন্দেহিলেন। চৰিষণ ঘণ্টা শেষ হতে এখনও দেরি রই।

আকাশলালকে এই বাড়িতে নিয়ে আসার পর থেকে একটিবারের জন্মেও কোথাও যায়নি ত্রিভুবন। সে এখনে বসেই জানতে পেতেছে ডেভিড স্কুলে আটকে পড়েছে। তাকে প্রেরণ করা হয়েছে। হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে যাবার হয়েছে। ভার্সিস তার ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। ত্রিভুবন মনে করে ডেভিড অত্যাচারে বেশিকাল সহ্য করতে পারবে না অথবা কাছেই না। ভাটা এখনেই। হ্যান্ড অব অবে বলেছে তেমন কিছু ঘটবে না। ডেভিড যাতে মৃত্যু না খেলে তার জন্যে হেডকোয়ার্টার্সের সোন্তগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে তু। আবশ্য হচ্ছে পারেনি ত্রিভুবন। তার কেলাই মনে হচ্ছে অদর্শের জন্যে হেসে মানুষ জীবন দিতে পারে ডেভিড তাদের মনে পড়ে না।

হ্যান্ডের তার ওপর দায়িত্ব দিয়ে বেরিয়ে গেছে কয়েক ঘণ্টা আগে। ত্রিভুবনের মুচোখ এখন চানচিল। এইভাবে চৈনশনের মধ্যে ঘটনার পর ঘণ্টা জেগে থাকার ধৰণ সে আর সহ্য করতে পারছিল না। যদি আকাশলাল এখন এইভাবেই শুরু থাকে তাহলে একটু মুহূর্তে দেখে অসুবিধে কী। ভার্সিস যদি জানতে পারে আকাশলাল মারা যায়নি তাহলে সে আর এই বাড়ি থেকে কাটিয়ে দেয়ে দেবে না। আকাশলাল অথবা নিজেকে বাঁচাবার কোনও পথ খোল থাকবে না তখন। আয়ত্তাই যদি করতে হয় একটু ঝুঁটিয়ে নিয়ে কাছাই ভাল। ত্রিভুবন দরজাটা ঝুঁট।

‘ওয়েফের গুৰু এখনও ঘরের বাতাস ভারী করে রেখেছে। মেওয়ালোর একপাশে খটিটকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আকাশলাল তার ওপর শুরু আছে। রক্ত এবং স্লালিন চলছে। মৃত্যু ক্ষাকাশে। চোখের পাতাও মন্ডে না। ওর পায়ের কাছে চুলে যে নাস্তি সে ছিল সে ত্রিভুবনকে দেখে উঠে দৌড়াল। যেয়েটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত

কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে কোনও ইদিশ না দিয়ে। ইতিপৰ্য তাকে বসতে বলল ত্রিভুবন। তারপর আকাশলালের পথে নিলকে শিয়ে দৌড়াল। এই মানবটার তাকে অনেকের মতো ত্রিভুবন আদোলনে খাপিয়ে পড়েছিল। এই মানুষ না ধাককে সব কিছু খুলেয়ে শিলে যাবে। চৰিষণ ঘণ্টা যেন ভালো ভালো কাটে। ত্রিভুবন ধীরে ঘরের অন্যাণ্যে গেল। নথ ইঞ্জিনেরটিতে শরীর ছড়িয়ে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে নারা শরীরে একটা অঙ্গুত আরাম ত্রিপ্তিতিয়ে উঠল। চোখ বক্ষ করল সে।

অঙ্গও কয়েক ঘণ্টা পরে হ্যান্ডের মুখেযুথি বসে ছিল ত্রিভুবন। এখন তার শরীর বেশ শরীরের। হ্যান্ডের দুহাতে মাথা ধরে আকাশসোনের শব্দ বের করল মুখ দিয়ে। হাতে হাতকড়ি নিয়ে কেউ পুলিশের সামানে দিয়ে পালাতে চাই ? কি করে এমন বোকামি করল ও আমি ভাবতে পারিব না !’

ত্রিভুবন ঠোক কামড়াল, ‘ও মুখ খুলেছিল ?’

‘সঙ্গত নয়। ওর কাছ থেকে বিছু জানতে পারলে ভার্সিস এতক্ষণ চূপ করে বসে ধাক্কা দিল না।’

‘ওর মৃত্যু কেবায় ?’

‘পুলিশ মর্গে। ভার্সিস যোগ্যা করেছে ডেভিডের আবীয়জন সংকারের জন্যে মৃত্যু নিয়ে যেতে পারে। মুক্তিক হল ওর কোনও নিষ্ঠ আবীয় নেই। ভার্সিসও সেটা জানে। সে হ্যাতো ভাবতে আবরাই কাজটা করতে এগিয়ে যাব। মুখ !’ হ্যান্ডের কাঁধ নাচাল।

‘তাহলে ডেভিডের শেষ কাজ কি করে হবে ?’

‘আমরা ঝুকি নিতে পারি না।’

‘আম কাউকে পাঠাও !’

‘কাকে পাঠাব ? যেই যাবে পুলিশ আমাদের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ফেলবে।’ বলতে বলতে বলতে হাতাহ হাতাবে মান পড়ে গেল কিছু। একটু ভালু। তারপর বলল, ‘একটি ইন্ডিয়ান সাংবাদিক, মহিলা, মুখ জ্বালাচ্ছে। সব ব্যাপারে তার মুখ কৌতুহল। কারফিউ-এ মধ্যে করবাধানায় পোছে গিয়েছিল। এখন ওকে কোনওমতে ওর চুরিস্টলজের ঘরে আটকে রাখা হচ্ছে। ওই মেয়েটিকে রাখি করানো যেতে পারে।’

‘মেয়েটি কি ডেভিডকে ঢেনে ?’

‘না। বিশ্ব কৌতুহল বেশি বলে, দেখছি যাক না—।’ হ্যান্ডের উঠে দৌড়াল, ‘ভাজুর কেন্দ্রে আছে ? চৰিষণ ঘণ্টা তো শেষ হচ্ছে গেল।’

‘ভজ্জনের নার্তের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল। এখন একটু সুস্থ।’

‘চলো, কৃত্তু বলি !’

নরজয়ের শব্দ করে ভেতরে কুকুরের মৃত্যু শব্দ ফেরালেন। চৈবিলের ওপর ঝুঁকে কিছু লিখছিলেন তিনি। হ্যান্ডের এগিয়ে যেতেই সেখাটা সরাবার চোটী করানো।

‘কি লিখছিলেন ?’

‘এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনাদের প্রয়োজনে লাগবে না।’

‘ডায়েরি নাকি ? দেখতে পারি ?’

বৃক্ষ হ্যান্ডেল, ‘অঙ্গুত ব্যাপার। আপনাদের নেতার জীবন আমার ওপর ছেড়ে দিতে পেরেছেন কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমি যে কাজটা করেছি তা এই

হ্যাদেনে কেউ করেনি অথবা করতে সাহস পায়নি। অপারেশনের সময় ঠিক কি কি করেছি তার বিজ্ঞানিত বিবরণ লিখে রাখছিলাম। এর অনেক শব্দই চিকিৎসাবিজ্ঞান মা জানা পাকলে বোধগম্য হবে না।'

হ্যাদার তুরু থাটাতা দেখল। একটু চোখ বোলাল। ত্রিভুবনের যাপারটা পচম হচ্ছিল না। এই বৃক্ষ ডাক্তারকে এখন সন্দেহ করা শুধু বোকামিই নয়, অভদ্রত। থাটাতা ফিরিয়ে দিয়ে হ্যাদার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার প্রেসেটের অবস্থা কি রকম?'

'বাতাতিক লকশণগুলো ফিরে আসছে। তবে—।' বৃক্ষ চূপ করে গেলেন।

'তবে কি?'

'ওর নুন কতখনি বাতাতিক থাকবে সে যাপারে সন্দেহ থেকে গেছে আমার।'

'বৃক্ষত পরলাম না।'

'আমি ওর বৃক্ষ যে পাসিং স্টেশন বসিয়েছিলাম তার ক্ষমতা ছিল অত্যাশ সীমিত। বড়জের চরিশ ঘণ্টা ওটা কাজ করতে পারত। মানুষ বাতাতিক অবস্থায় যে অবিজ্ঞেন শরীরে নেয় এবং যতখানি রক্তচলাল দেখে করে তার অনেক কম পরিশাশ ওই স্টেশন থেকে আকাশলালের শরীর পেয়েছে। ওর কিন্তি এবং লিভার এটা মেনে নিয়েছিল কিন্তু তেন যদি নম করে পারে তাহার—।'

'এরফন হ্যাদার সঙ্গবন্ধন আপনের আগে জানা ছিল না?'

'ছিল। আমি ঠুকে বৃক্ষিয়ে বলেছিলাম। উনি তুরু আমাকে ঝুকি নিতে বললেন।'

'তেন আবাতাতিক হয়ে গেলে ওর কি হবে? আপনি কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়ে যেতে পারে বলে ভাবছেন? নাকি পাগলের মতো আচরণ করবে ও!'

'মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়ে অগ্রামেও অব্যাক্তিক নয়। তেনে অবিজ্ঞেন পিয়েছে কিন্তু যত পরিমাণে যাওয়া উচিত তার অনেকে কম। এখন ও ঢেখের পাতা খুলেল, দেখবার চেষ্টা করে কিন্তু ঘূর্ণের জন্মে শুনিয়ে পড়েছে সবে সবে। আমাকে আর একটা নিন দেখতে হবে।'

'আমরা চাই ও সুই হয়ে উঠেক। সম্পূর্ণ সুই।' হ্যাদার বলল।

'স্টো আমিও চাই। ও সুই হলে আমি নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতে পারি।' বৃক্ষ হাসলেন।

'তার মানে?'

'চিকিৎসাবিজ্ঞানে এটা একটা বিশ্বাসৰ যাপার। সমষ্ট পুরুষীভাবে হইহই পড়ে যাবে।' বৃক্ষের মুখ উত্তসিত। হ্যাদার সেনিসে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় বলল, 'কিন্তু ডাক্তার, আপনি কি জানেন ভাসিস এখন আগনকেও ঝুঁকে। হঠাৎ আপনি উৎস হয়ে পিয়েছেন। আপনি বিপ্রিয়া ছিলেন না, কিন্তু আমাদের সঙ্গে আপনার কোনও যোগাযোগ হচ্ছে কি না তা সে খুঁজে বের করতে চাইবেই। আর এখন থেকে হিয়ে নিয়ে আপনি যদি সারা পুরুষীকে জানান কিভাবে পুলিশকে খোঁ দিয়ে আকাশলালের পুর অপারেশন করবেন তা হলে কি একটি দিনই জেলখানার বাইরে থাকতে পারবেন?'

বৃক্ষ ডাক্তার যান যাল করে ঢেয়ে থাকলেন। যেন এসব কথা তার কাছে অবোধ্য ঠেকে। হাঁটু খুব দুর্বল গলায় বললেন, 'আপনারা কি আমাকে সরাজীবন বন্দি করে রেখে দেবেন?'

হ্যাদারের মুখ এখন বেশ কঠোর। সে বলল, 'আপনাকে আমরা বন্দি করে রাখিম।

আমাদের নিরাপত্তা জন্মেই আপনাকে বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। যে মুহূর্তে এর প্রয়োজন হবে না তখনই আপনি জানতে পারবেন।'

'স্টো করে? আপনার নেতা বলেছিল অপারেশনের পরেই আমাকে যেতে দেওয়া হবে।'

'আপনি নিষ্কাশই তাকে বলেননি এই ঘটনাটা গুরু করে পুরুষীকে শোনাবেন।' হ্যাদার ঘর থেকে বেরিয়ে পেল ত্রিভুবনকে ইঠারা করে। বৃক্ষের জন্মে যাপার লাগছিল ত্রিভুবন। মানুষী ভাল। নিজের কাজে তুবে থাকেন সবসময়। কিন্তু হ্যাদার যা বলল স্টোট ঠিক। সে বাইরে নিয়েয় এট।

হ্যাদার দাঙ্গিয়ে ছিল। নিচু গলায় বলল, 'জুড়েটাকে নিয়ে কি করা যায়?'

ত্রিভুবন বলল, 'জুড়েতে পারাই না।'

আকাশলাল চেয়েছে সে পুরুষীর মানুষের কাছে মৃত বলে ঘোষিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত তুমি আমি ডাক্তারা আর ওই নার্স ছাড়া একথা কেউ জানে না। ডেভিড জন্মে।

'হ্যা, একজনের জানা নিয়ে আর কোনও ভয় নেই।'

ত্রিভুবনের কথা শুনে হ্যাদার ও মুখের দিকে তাকাল।

ত্রিভুবন বলল, 'জুমি জুলে যাচ অপারেশনে এই বৃক্ষ ডাক্তারকে আরও বয়েকজন সাহায্য করেছিল। মুখ খোলার হলে তারাও খুলতে পারে।'

'ই। কিন্তু আমরা তো তারে সন্তর্ক করে দিয়েছি।'

'সেই সন্তর্কত ওসের কতদিন মনে থাকবে?'

'থাকবে।' নাহলে যাবে থাকে তার বাবাকু করতে হবে আমাদের। কিন্তু এই বৃক্ষকে আমি আর একটুও বিস্ময় করতে পারাই না। এখনই নোবেল প্রাইজ পাওয়ার স্বপ্ন দেবে। একমাত্র পথ একে সরিয়ে দেওয়া।'

মাথা নাড়ল ত্রিভুবন, 'এই সিঙ্কাটা আমরা যদি না নিই.'

'কে নেবে?'

'নেতার সুই হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি।'

'বেশ।' আমি শুধু বলিয়ে হাত থেকে তাস ধেন না পড়ে যায়।

অবহা এখন খুব খারাপ পর্যায়ে পৌছে পিয়েছে। হেডেকেপার্সে ফিরে একটার পর একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হয়েছিল ভার্সিসকে। আকাশলালের মৃত্যু, তার মৃত্যের মুক্তি হাওয়া, ডেভিডের মত দাসী আসারিকে ধরেও মেরে ফেলে, বাবু বস্তলালের বাসোয় সার্জেন্ট, টোকিনার এবং যাড়ারের ড্রাইভারের মৃত্যু—এসবই মে তার অপসারণ্তার কারণে ঘটেছে এ যাপারে মেন বোর্ডের আর সদস্যে নেই। আকাশলাল মরেনে কিছুই, কিন্তু ডেভিডকে বাঁচিয়ে রাখতে পারারে স্বতন্ত্রে নিষিদ্ধ। কিন্তু হাঁটু মেন যে তিনি গুলি করতে দেলেন ভাসিস এখনও বৃক্ষতে পারছেন না। লেক্টোর হাতে হাতকড়া ছিল। ওই 'অবহা' মেনি দুর পলিয়ে যেতে ও কিছুতেই 'পারত' না। তাছাড়া তিনি ওর পায়ে গুলি করতে পারতেন। ম্যাডামের উত্তেজিত আদেশ শোনাবাব কেন যে তার বোধবৃক্ষ লুপ হল তা এখন আর ব্যাক্তি করা স্বার নয়। এখন নিজের চেয়ারে বসে ভার্সিসের কেবাই মনে হচ্ছিল ম্যাডাম অনেক বৃক্ষিমতী মেয়ে। আর এই মনে হওয়াটাই তার কাছে আরও

যাত্রাপথের হয়ে উঠছে। ওই সার্জেন্ট এবং টোকিদার ম্যাডমের ড্রাইভার ছাড়া কারও হাতে মারা পড়েন। এমন হতে পারে ম্যাডম সেখানে পৌঁছে ওই সার্ভেটের সঙে ব্যবহৃত কথা বলছিলেন তখন ড্রাইভার লোকটাকে গুলি করে। নিচীর পগলাটো টোকিদারকে সেখানে বলতে লোকটার কোনও অনুরোধ হ্যানি। এবং এমন ভার্মিস নিঃসন্দেহ, মোপের আড়ালে ড্রাইভারকে ঝুকিয়ে থাকতে ম্যাডমই বলেছিলেন যাতে তিনি নাটক কৈর করার শুরু হ্যানি। ড্রাইভারকে দিয়ে দুটো খুন কারণের পর আর কোটিয়ে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হ্যানি। ভার্মিসকে সেই কার্যটা করলেন তিনি।

কিন্তু কেন ? এতে ম্যাডমের কি লাগ হ্যানি ? এই প্রশ্নটা উভয় জুন্ডে পাঞ্জিলেন না ভার্মিস। কিন্তু ওই হিলার ওপর দে আর কোনওভাবে নির্ভর করা যেতে পারে না এটা বোঝার পর নিজেকে এই প্রথম অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। বোর্ড অথবা মিনিস্টারের বিরক্তে লড়াইয়ে এই ভদ্রমহিলার মদত তার স্বচ্ছত্যে প্রয়োজন, অবশ্য—। ম্যাডম সম্পর্কে যে সন্দেহ মনে আগবে তাও তো কাউকে বলা যাবে না। মিনিস্টারকে জনানোমাত্র ম্যাডম তার শক্ত হ্যে বাবেন। এক ঘন্টার মধ্যেই তাঁকে চেয়ার হেডে নিতে হবে।

এই সময় টেলিফোনটা বাজল। ভার্মিস অলস ভঙিতে রিসিভার তুলে জানান দিলেন।

‘আমি কি পুলিশ কমিশনারের সঙে কথা বলছি ?’ সুন্দর ইংরেজি উচাবল, গলাটি মহিলার।

‘হ্যাঁ। আপনি কি বলছেন ?’

‘আমি একজন রিপোর্টার। আমার নাম অনিকা। অকাশগালাকে আরেষ্ট করার আগে আপনাকে আপনার দেখিলেন। অবশ্য মনে রাখুন কথা নয়।’

ভার্মিস মনে করতে পারলেন। সেয়েমানু এবং রিপোর্টার। এই দুটো থেকে তিনি অনেক দূরে থাকা পছন্দ করেন। গাঁটীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, ‘যাপারটা কি ?’

‘আপনার সঙ্গে কি দেখা করতে পারি ?’

‘কেন ? দেখা করার কি দরকার ?’

‘ডেভিডের মৃতদেহ নিয়ে কথা বলতে চাই।’

‘ডেভিডের মৃতদেহ ?’ ভার্মিস চমকে উঠলেন, ‘আপনি এ ব্যাপারে কথা বলার কে ?’

‘আমি টেলিফোনে বলতে চাই না।’ অনীকা জবাব দিল, ‘এখনও শহুরে কারফিউ চলছে। আপনার সাহায্য ছাড়া আমি টুরিস্টেজ থেকে বের হতে পারিছি না।’

‘ওখানেই থাকুন।’ শব্দ করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ভার্মিস। মেয়েটা পাগল নাকি ? এই শহরে এসেছিল উভয়ের সম্পর্কে রিপোর্ট করতে। ডেভিডের সঙে কোনও সম্পর্ক থাকব কথাই নয়। ভার্মিসের মনে হয় তাঁকে ইন্টারভিউ করার একটা রাতা হিসেবে মেয়েটা ডেভিডের প্রসঙ্গ তুলেছে। তেবেছে ওটা বললে তিনি খুন সংহজে গলে যাবেন। অথচ বেচাবা আনে না শুনু এওটা সংলাপের জন্যে তিনি ইচ্ছে করলে ওকে জেলে পাঠাতে পারেন। ইয়াবি ! কিন্তু পরকলাহু তার মনে হল সাহসে করে ব্যবহার তাঁকে টেলিফোন করেছে তখন কিছু সত্য ধৰলেও থাকতে পারে। হয়তো ছাই ওড়তে ওড়াতে অঙ্গুল পাওয়া যেতে পারে। ভার্মিস টেলিফোন তুলে হস্তু টুরিস্টলজ থেকে মহিলা রিপোর্টারকে তুলে আনতে।

মিনিট কয়েক বাদে ভার্মিস নিজের টেবিলের ওপাশে অনীকাকে দেখছিলেন। খুব
১৭০

সুন্দরী নয় কিন্তু চটক আছে। পুরুষমানুষের বিকরম মহিলার প্রতি আকর্ষণবোধ করে তা ভার্মিস ঠিক বোবেন না।’ জীবনের এই দিকটা তার অজ্ঞানাই থেকে গেল।

‘ডেভিডের ব্যাপারে আপনি কি যেন বলবেন বলছিলেন ?’ ভার্মিস সরাসরি প্রশ্ন করলেন।

‘আমি তো কিছু বলতে চাইনি।’ অনীকা সরল খুঁত বলার চেষ্টা করল।

ভার্মিসের মুখ এবাব বুল্ডগের মতো হ্যানি গেল, ‘তাহলে ফোন করেছিলেন কেন ?’

‘কিছুই খবর আগে একটি লোক এসে আমাকে বলল ডেভিডের কোনও আর্যীয়হৃদয়ন দেই।’ ও বহুল দেই মৃতদেহ সংকারণের জন্যে নিতে ঢাকবে না কাশ আপনি তারের খুঁজছেন। আমি একজন বিদেশি সাংবাদিক, ডেভিডের সঙ্গে আমার মোন ও সম্পর্ক নেই, আমি নিজের একটা আন্তর্জাতিক মানবিকার সংগঠনের সদস্য, অতএব আপনার কাছে ওর মৃতদেহ সংকারণে অনেক আবেদন করলে পারি। শুনে আমার মনে হল মানুষ হিসেবে আমার এটা কর্তব্য।’ অনীকা স্পষ্ট গলায় বলল।

‘কে বলেছে আপনাকে ? কে পাঠিয়েছে ?’ ভার্মিস গর্জে উঠলেন।

‘বেকটারে তার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলতে রাজি হল না।’

‘এখনও সে টুরিস্টলজে আছে ?’

‘না। অনুরোধ করেছি তালে গেল।’

‘শুনু।’ আপনি খুব বেকটারে করছেন। কারফিউ-এর জন্যে যেখানে কেউ রাতায় দেরবানে পারছে না সেখানে আপনার কাছে একজন বেড়াতে এল এবং চলো গেল ? এর চেয়ে তাল গর তৈরি করুন !’

অনীকা হাসল, ‘সার ! কারফিউ-তে সাধারণ মানুষ পথে বের হ্যানি। কিন্তু যাদের প্রয়োজন তারা ঠিক করে হচ্ছে। আমার নিজের সেই অভিজ্ঞা আছে।’

‘হ্যাঁ ! কিন্তু ডেভিডের মৃতদেহ তার আর্যীয় বা বৃক্ষ ছাড়া দেওয়া হ্যে না !’

‘তাহলে আপনাদের মুখে ও শরীর পচে !’

‘একজন মানুষের শরীর ও খাণ্ডে পচে নেই, আপনি তাদের জন্যে কথা বলছেন ?’ ভার্মিস নিজেকে শাস্ত করার চেষ্টা করলেন, ‘মিস, আপনি বিদেশি। কারফিউ থাকা সহজেও আপনাদের আমি সীমাবদ্ধের ওপরে পাঠিয়ে মিলি, নিজের দেশে ফিরে যান।’

‘কিন্তু আমি যদি নিজেকে ডেভিডের বৃক্ষ বলে দাবি করি ?’

‘তাহলে আমি প্রশ্ন করব আপনার সঙ্গে কি ওর দলের সোকলদের যোগাযোগ আছে ?’

‘আমি সত্যি কথাই নাই !’

‘ওই বে গোলোটা, কেউ কারফিউ-এর মধ্যে এসে আপনাকে যেটা বলে গেল।’

‘আপনি জানেন কারফিউ-এর মধ্যে ইচ্ছে হলে বের হওয়া যায়। আমিই বেরিস্টলজাম !’

‘আপনি ? কোথায় গিয়েছিলেন ?’

‘সাংবাদিক হিসেবে সেটা আপনাকে বলতে আমি বাধা নই।’

‘দেখুন, মহিলা বলেন আমি এখন পর্যবেক্ষণ আপনার সঙ্গে ভর্ত ব্যবহার করছি।’ ভার্মিস থম্বডে খুঁত অনীকার দিকে তাকালেন। অনীকা তেবে পাচ্ছিল না কি করবে। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার কোনও পরিকল্পনা তার হিল না। কিন্তু হোটেলের সেই

কর্মচারীটি তাকে ডেভিডের ব্যাপারে কিছু করার প্রস্তাৱ দিলে সে ভেবেছিল এটা একটা সুযোগ হতে পারে। লোকটাৱ কাছে এসে এমন সব প্ৰশ্ন কৰবে যাৰ উত্তৰ তাৱ কাগজে হইচৈই খেল দেবে। অনীকা টেবিলে হাত রাখল, ‘অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে খুলেই বলি, ট্ৰাইস্টলজ থেকে মেরিয়ে গলি দিয়ে হোঁটে আমি শেষ পৰ্যাপ্ত আপনাদেৱ কৰণথানায় প্ৰেছিলোম। রাজা পাৰ হয়ে আমি সেখানে কৃতক্ষেত্ৰে প্ৰেছিলোম।’

‘অত্যন্ত অন্যায় কৰছেন।’ ভাৰ্গিস কিছু একটাৰ গৰ্জ পেয়ে সোজা হয়ে বসলৈন।

‘সাংবাদিক হিসেবে আমাৰ কোৱুল হওয়া থাভাবিক।’

‘আমাদেৱ পুলিশ আপনাকে কিছু বলানি?'

‘বোধহীন যাওয়াৰ সময় টেৱ পায়নি কিন্তু ফেৱাৰ সময় তাড়া কৰেছিল, এৱতে পাৰেন।’

‘আম এসেৰ কথা আপনি আমাকে বলছেন?’

‘আপনাকে সত্যি কথা বলছি।’

‘কথম গিয়েছিলেন?’

‘ক'বল দেবাৰ আগে এবং ক'বল দেওয়াৰ পৰে।’

‘বাকীক ক'বল দেওয়াৰ কথা বলছেন?’

‘স্যার, আপনি জানেন।’

‘হ্যাঁ, কি দেখলৈন ক'বল দেওয়াৰ পৰ সেখানে নিয়ে?’

‘বেশিক্ষণ থাকতে পাৰিনি। আকাশলালৈৱ লোকজন আমাকে জোৱ কৰে সহিয়ে দিয়েছিল।’

‘ওৱ লোকজন থাকনে ছিল?’

‘সেই সময় ছিল।’

‘ভাৰ্গিস একটা চুলটু বেৱ ক'বললেন, ‘হ্যাঁ, কি দেখলৈন?’

‘একটা লোক ক'বলৰ কাছে মাটিতে কান পেতে কিছু শোনাৰ চেষ্টা কৰেছিল।’

‘লোকো কে?’

‘আমি চিনি না।’

‘দেখলৈৱ কেশ পাৰবেন?’

‘মনে হয় পাৰব।’

‘হাস এষ্টার্টু?’

‘হ্যাঁ।’

ভাৰ্গিস ভেবে পাছিলৈন না গল্পো সত্যি কি না? মেয়েটাকে নিয়ে এখন কি কৱা উচিত। এই সময় অনীকা বলল, ‘আমাৰ কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই সাজানো মনে হচ্ছে।’

‘কোন ব্যাপারটা?’

‘এই আকাশলালৈৱ আহুসমৰণ এবং মৃত্যু।’

(হ্যাঁ হো ক'বল হেসে উঠলৈন ভাৰ্গিস। এমন হাসি হাসতে তাকে কথনওই দেখা যায়নি। হাসতে হাসতে বললেন, ‘দয়া কৰে বলবেন না সে ক'বল থেকে উঠে পড়িয়েছে।’)

সাতাশ

মানুষটিৰ মুখেৰ চেহাৰা এখন স্বাভাৱিক হয়ে এসেছে। চেতনা ফিৰে এসেছে। মাৰে মাৰেই সে সেটা জানান দিছে। বৃক্ষ ডাঙুৱাৰ এৱকম সময়ে সমানে কথা বলে যান। যজ্ঞো এড়াতে ঘূৰেৰ ওষুধ যতটা সম্ভৱ ক'বল যাবাহৰ ক'বলৰ পক্ষপাতী তিনি, অস্তুত এই পৰ্যাপ্ত। প্ৰেছেন্ট নিজে শক্তি অৰ্জন কৰিব। মানুষক জোৱ অসুস্থতাকে কৃত সারিয়ে দেলে। আজ বৃক্ষ ডাঙুৱাৰ পাশে বৰ্জন নদীয়ে আছে। তাকে দিয়ে এৱা যেটা ক'বলতে চাইছে সেটা ক'বলতে গোলে প্ৰেছেন্টকে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হতে হৈব। আকাশলালৈৱ সেই অবস্থায় পেতে গোলে এখনও দিন দশকে অপেক্ষা কৰতে হৈব তাকে এবং সেটা আৱ সম্ভৱ নয়।

পৃথিৱে পক্ষে আৱ এই ‘বৰ্ণ ভীজৈবনে থাকা সন্তোষ নয়। বেচাৱৰ সহাশঙ্কি এখন শেষ পথৰে পৌছে নিয়েছে। বই পড়ে এবং টেলিভিশন দেখে কোনো মানুষ দিনেৰ পৰ দিন একটি ঘৰে কাটিয়ে নিতে পাৰে না। এখন জিজেবে সম্পর্কিটা আপেনা মতো স্বাভাৱিক নয়। একই ঘৰে পাশপাশি বেকেও পৃথিৱে তাকে আদৰ ক'বল কথা যেয়ালাই ক'বলতে পাৰছে না। যে পৃথিৱেৰ শক্তিৰে প্ৰতি বৰ্জনেৰ যে টান এতিবন্ধ টানটান হিল তাও যেন বেৰেয়া হায়িয়ে গোল। দুটো মানুষ একটা ঘৰে আৱ পুৰুলৈৱ মতো বৈতে থাকাৰ জন্মে বৈতে আছে।

পৃথিৱে পালাতে চেয়েছিল। বৰ্জন উদোগ দেয়নি। এই বৰ্ণি থেকে হয়ি বা কোনও মতো পালানো যায়, এই শহৰ থেকে বাইছে যাওয়া সন্তোষ নয়। টিভিতে বলছে শহৰে কাৰিগৰি তচাইছে। রাস্তাঘাটে একটা মানুষ নেই, যানবাহন নেই। মাঝ বৃক্ষতাৰ জন্মে ঘৰন কাৰিগৰি তুলে দেয়ন্তা হচ্ছে আজ থেকে কিন্তু সেই সম্পর্কিটা ক'ভৰনে যাওয়া সন্তোষ পুলিশ তো আদৰে ইতিমোহো এদেৱ জোক বলে ধৰে নিয়েছো। অত্যন্ত এদেৱ সাহায্য ছাড়া শহৰ হেতু যাওয়া সন্তোষ নয়।

বৃক্ষ ডাঙুৱাৰ বললেন, ‘আৱ কোনও বিপদ নেই। প্ৰাতে শেষোৱ আৱ নুর্মল, পলাসও ঠিক আছে। কয়েকদিনেৰ বিবামে উত্ত ঠিক হয়ে যাবে। আমাৰ আৱ ব্যক্তিৰ কোনও প্ৰয়োজন নেই।’

‘আপনা একসময়ে যাবেন।’ নিছু বৰে পাশে দাঢ়িনো ত্ৰিভুবন কথা বলল।
‘একসময়ে মানে?’

‘পুলিশৰে কেখ এড়িয়ে ঠুকেও বাইৱে যেতে হৈব ঝীকে সন্দে নিয়ে। আমাদেৱ পক্ষে বাৱ বাৱ ব্যৰুহাৰ ক'বল সন্দে নয়। একটা মোকাবাৰ চেষ্টা ক'ভৰন।’

‘বি বুৰোব? আমি সব কিছু কিছু বোৱাৰ বাইৱে।’ বৃক্ষ মাথা নাড়লেন, ‘দেশৰে বাইৱে নিয়ে আমাৰ কি ক'ভৰ? কেৱলৰা যাব? না, না, পুলিশ আমাদেৱ কিছু ক'ভৰে না। কেউ জিজেবে ক'ভৰে ব'বৰ কিছুদিন বাইৱে বেড়াতে গিয়েছিলোম। ইতিমোহো যেতে গোল তো তিগা লাগে না।’

ত্ৰিভুবন বলল, ‘এস'ব আলোচনা আমাৰ এ ঘৰেৱ বাইৱে গিয়ে ক'ভৰতে পাৰি।’

এই সময় আকাশলালৈৱ চেথ ঘূৰল। ওৱ মুখে যাওয়াৰ ছাপ স্পষ্ট। বৃক্ষ ডাঙুৱাৰ ঝুকে পড়লৈন, ‘ইয়েস মাই বাব, ইট আৱ অলৱাৰাইট। এনি প্ৰবলেম?’

আকাশলালৈৱ টেটি দুই ক'ভৰ হৈল, ‘মাথা-মাথাৰ-উঁ।’

‘মাথাৰ ভেতৱে যত্না হচ্ছে? হ্যাঁ। আমি ওষুধ নিচি। ইট উইল বি অল রাইট।’

ବଜନ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ, 'ମାଧ୍ୟମ ଯତ୍କଣ କେନ ?'

ବୁନ୍ଦ ଡାକ୍ତର ଘୁମେ ଦୌଡ଼ିଲେନ, 'ଏହି ହେଁଥାଇ ସାଭାବିକ ।'

ତ୍ରିଭୁବନ ସମ୍ପତ୍ତ ହଳ । ବଜନ କୋନାମ କିଛୁଇ ଜାନେ ନା । ଆକଶଲାଲେର ଶରୀରେ କେନ ଦୂର୍ବ୍ଲମ୍ବନ ଅପାରେଶନ କରା ହେଁଥା ସେ କଥା ଓକେ ବଲାର ଦରକାର ନେଇ । ସେ ବୁନ୍ଦ ଡାକ୍ତରଙ୍କେ ବଲଲ, 'ଠିକେ ଓସୁଥ ଦିନ, କଥା ବଲେବେମ ନା ।'

'କେତେ ବିଷ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବ ନା ଏହାମ ଶିକ୍ଷା ଆମର ନେଇ ।' ବୁନ୍ଦ ଡାକ୍ତର ଜାବାର ଦିଲେନ ।

'ଆପନି ମିହିମିହି ସମ୍ବନ୍ଧ ନେଇ କରଇଛେ ।' ତ୍ରିଭୁବନ ଗଜିତି ଗଲାଯ ବଲଲ ।

ବୁନ୍ଦ ଡାକ୍ତର ଏବା ଆକଶଲାଲେର ଦିକେ ମନ ଦିଲେନ । ଆମ ଏକଟା ଇନ୍ଡିଜ୍କେଶନ ଯେଣ ବାଧା ହେଁଥି ଦିଲେ ହେଲ ତାକେ । ତ୍ରିଭୁବନ ଏବେ ନିଯେ ପାଶେର ଯେଣ ଦିଲେ ଏବେ ଦେଖିଲ ହ୍ୟାଦାର ଦେଖାନେ ଅଶେଷା କରଇଛେ । ହ୍ୟାଦାର ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ, 'ଇମ୍ବ୍ରୁଡିମେନ୍ କରିଥାନ୍ ?'

ବୁନ୍ଦ ଡାକ୍ତର ବଲଲ, 'କିନ୍ତୁ ଏବେଂତେ ମେଲ ପୂରୋ ଆମେନ ।'

ବୁନ୍ଦ ଡାକ୍ତର ଘୁମେ ଦୌଡ଼ିଲେ, 'କି କରମ ? ଏହାଟା ମାନ୍ୟ ତାର ଶରୀରେର ଯତ୍କଣର କଥା ଜାନିଯେ ଦିଲେ ଏହା ଆମରଙ୍କ କାହିଁ କିଛୁଇ ମନେ ହେଁଥେ ନା ?'

'ଆମି କରିବାର କଥା ବଲାର ଢିକ୍ରି କରେବାର, ଚିନ୍ତିତେ ପାରନ ନା ।'

'ଆପନି କି ମନେ କରିଲେ ଅପାରେଶନର ଦୂଦିନ ପରେ ପେଶେଟ୍ ହୃଦୟ ଖେଳେ ?'

ହ୍ୟାଦାର ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ, 'ଠିକ ଆହେ । ଉନି ହୈଟେ ଚଲେ ବେଡ଼ାରଙ୍କ ମତେ ଶୁଣ କରିଲିମେ ହେଁନ ?'

'ଓର ଶରୀରେ କିଭିନ୍ନରେ ଦେଖିଲିମ ସେଟା ନିର୍ଭର କରଇଛେ । ଏଥନ ଯେବକମ ଅବହୁ ତାତେ ଦିଲ ଚାରେ ଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଯତ୍କଣ ହେଁଥେ ପାରେ, ଏକଟେ ଜୁବ ଅନ୍ତରେ ପାରେ । ଆମର ଭୟ ହିଲ ଓ ର୍ଯ୍ୟାନେ ଜଳ ଜଳିଲେ ଯେତେ ପାରନ । ଜାମେନି । ଏହା ଠିକ ଆହେ । ଇମ୍ବ୍ରୁଡିମେନ୍ ଏଥନ କାଟିନ ଚୁକ୍ର-ଅପ, ନିର୍ମିତ ଓସୁଥ ଆର ପଥ୍ୟ ହେଁଲି ଚଲିବେ । ଆମର ଥାକାର ଦରକାର ନେଇ ।' ବୁନ୍ଦ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଲଲେ ।

ତ୍ରିଭୁବନ ବଲଲ, 'ଉନି ହୈଟେ ଚଲେ ବେଡ଼ାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପନି ଥାକିବେ । ଆମୁନ ଆମର ମନେ ।'

ବୁନ୍ଦ ଡାକ୍ତର କାଥି ଥାକିଲେ । ବିଦ୍ୟବିଦ୍ୟ କରିବେ କରିବେ ତିନି ତ୍ରିଭୁବନକେ ଅନୁମରଣ କରିଲେ ।

'ଆପାରେଶନ କରିବେ ହେଁଲି କେନ ?' ବଜନ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ ।

ଠିକ ହ୍ୟାଦାର ପ୍ରବାଲମ ହିଲ । ହ୍ୟାଦାର ତାକଳ ସଜନେର ଦିକେ, 'ଆମି ହୁଏଇ ଦୂର୍ବିତ ଆପନାରେ ଏଭାବେ ଥାପନ୍ତ ହେଁଥେ ବଲେ । କିନ୍ତୁ ଆମ ତାର-ପାଚିନ ଅଶେଷା କରା ହାତ୍ତା କେନେ ଓ ଉପାଯ ନେଇ ।'

'ଆହେ । ଆମି ଆଗାମୀ କାଳ ଅପାରେଶନ କରିବେ ତାହିଁ ।'

'ମେ କୀ ? ଏହି ଅବହୁ ?'

'ମେଥିନ ଦୂଟୀ କରିଲେର କଥା ଆମି ବଲବ । ପ୍ରଥମଟା ହଳ, ପେଶେଟ୍ ଏଥନ ଏକଟା ଘୋର ମଧ୍ୟେ ରଖାଇଛେ । ତାର ଶରୀର ଯତ୍କଣ ପାରେ । ଏହି ଅବହୁ ଆମର କାଜ ବୋକାର ଦେଖିଲିମ ଆମିର ମତେ ଯାପାର ହେଁଥେ । ବାଟିଟ କିନ୍ତୁ ପେଶେଟ୍ ଟେପ ପାରେ ନା । ଶୁଣ ଟେଜେ ଦିଲେ ଯାଓଯାର ପାରେ । ଆମର ଠିକ୍ ଆମର ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥା କରେ ତୋଳା ଅର୍ଥିନ । ଆର ହିତୀତିତ, ଆମର ଗ୍ରୀ ଏଥନେ ଆର ଦୂଟୀ ଦିନ ଥାକିଲେ ପାଗଲ ହେଁ ଯାବେନ । ବୁନ୍ଦାଟେ ପାରଇଛନ ଆମି ସେଟା ଚାଇ ।'

୧୭୫

ନା ।'

'ଦେଖନ ଡାକ୍ତର, ଆପନାର ସିନିଯାର ଆପନାକେ ଏଥାମେ ପାଠିଯେଛେ । ଆପନାର ଦେଖିଲି ଆମରା ଭରମା କରଇଛି । କିମେ ପେଶେଟ୍ କହି ହେବ ନା ତା ଆପନିଟି ଭଲ ଜାନେନ ।'

'ନିଶ୍ଚାର୍ଯ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏକଟା କଥା— !'

'ବଲନ ।'

'ଆମି ସଥିନ ଏସେହିଲାମ ତଥିନ ଉନି ଅସୁଥ ହିଲେନ । ଦେଖେ ମନେ ହେଁଲି ଏକଟା ବଡ଼ ଧକ୍କ ସାମଲେ ଉନି ତଥିନ ଆରୋଗ୍ନେର ପଥେ । ଏହାଇ ମଧ୍ୟେ ଆମରା ଅପାରେଶନ କରଇ ହେଲି ହେଁନ ।'

'ପ୍ରଥମ ଅପାରେଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ହିଲି ବେଳୀରେବାର କରା ପ୍ରୋଜେନ ହେଁଲି ।'

ବଜନ କୀଧ ନାହାନ, ଠିକ୍ ଆହେ । ଆମି ଆଗାମୀ ବାଜା ଶକାଲେ କାଜ ଶୁରୁ କରବ । ଆମର ଯା ଯା ପ୍ରୋଜେନ ଆମି ଓହି ଭରଳେକାମେ ତାର ଏକଟା ଲିସ୍ଟ ଦିଲେଇ ବାଲିଟା ଆମର ମନେଇ ଆହେ । କାଲକେବେ ଦିଲୋଟା ଆମି ଦେଖେ ଚାଇ । କିନ୍ତୁ ପରାଶ ଆମି କିମେ ଯାଇ ।'

ହ୍ୟାଦାର ବଲଲ, 'ଆପନି ଯଦି ବେଳେ ଅପାରେଶନ ସାକସେକ୍ମୁଳ ତା ହେଲେ ଆପନାର ଯାଓଯାର ବାବହା ହେବ ।'

'ଆମି ତୋ ମିଥୋଏ ବଲତେ ପାରି ।' ସବୁନ ହସଲ ।

'ତାହାଲେ ଆପନି ନିବାଟିତ ହତେନ ନା ।'

ଯେଣ ଦିଲେ ଏବେ ବଜନ ଦେଖିଲ ପୂର୍ବ ପ୍ରାବିଲାମ କିନ୍ତୁକେ ପଡ଼େ ଆହେ । ଓର ମୁଖ ବାଲିମେ ଡୋରାନେ । ପୂର୍ବ ସେ ଘୁମେହେ ନା ତା ବଜନ ଜାନେ । ଓର ନାର୍ତ୍ତେ ସା ଅବହୁ ତାତେ ଘୁମ ଆମା ସନ୍ତୋଷ ନାୟ । ସେ ବଲଲ, 'ପୂର୍ବ, ଆମାର ପରାଶ କଲକାତା ଯାଇଛି ।'

କାଟା ଶେଷ ହେଁଥେ ପୂର୍ବ ଚମକେ ମୁଖ ତୁଳି । ତାରପର ଲାକିମେ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖେ ଚାଲେ ହେଁଥେ ଏବେ ବଜନକେ ଭାଇଦେ ଧରିଲ । ଏବେ ତାରପରେଇ ଫେପାନି ଉନ୍ତରେ ପେଲ ବଜନ, 'ସତ୍ୟ ବଲଲ, ବେଳେ ରମ୍ଭା, ମୁହଁ ତୋ ?'

'ବଜନ ଓତେ ଭାଇଦେ ଧରିଲ, 'ଏକଦମ ସତ୍ୟ ।' ସେ ପୂର୍ବର ଶରୀରେ କାମିନି ଟେପ ପାଇଲ । ଶତ କରେଲିମେ ପୂର୍ବ ତାକେ ଏକବାରଓ ଅଲିମନ କରେନ । ଆଜ ଏହି ଅବହୁଯ ସଜନେର ଶରୀରେ ଦିଲୁଗ ଏବେ । ପୂର୍ବ ବଲଲ, 'କାଳ ନାହେ ନାହେ ?' ଓର ମୁଖ ବଜନରେ ବୁନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟେ ରଯେଇ ।

'କାଳ ଶକାଲେ ଅପାରେଶନ କରବ । ଡାକ୍ତର ହିଲେବେ ଚରିଶ ଘଟା ଆମର ଅଶେଷା କରା ଉଚିତ ।'

'ଠିକ୍ ବଲନ ତୋ ?' ପୂର୍ବ ମୁଖ ତୁଳି । ଓର ଦୂଇ ତୋରେ ଜଳ, କିନ୍ତୁ ଓହି ଅଳେ ଆମନ ଆହେ ।

'ହେଁଗୋ ।' ବଜନ ମୁଖ ନାମାଲ ।

ଶକମେ ତୁମ ଟୋଟୀ ଟୋଟୀ ଦେଖେ ଆଦାମାତ୍ର ଖଡ଼ ଉଠିଲ । ଏତିମିନେ କଟ, ଅଭିମାନ, କୋଣ ମୁହଁ ଗେଲ ଆଚମକ । ବିରଚାର ବିଶ୍ଵତ ହେଁଥେ ଗେଲ ଆଚରିତ । ଦୁଟୀ ଶରୀର କିଛିକିଲ ପ୍ରଦିବିର ଯାବାତୀରେ ଖଡ଼ ଏକତିତ କରେ ଚରମାର ହତ ଲାଗିଲ । ତାରପର ବିଜ୍ଞାନ ପଶାପାଶ ନିର୍ବର ହେଁଥେ ହେଁଥେ ରାଇସ ଓର ପରମପରେ ଏକାକିତେ ଧରେ । ଏକମମ୍ବ ପୂର୍ବ ବଲଲ, 'ପ୍ରକାଶ କରନ ଯାବ ।'

'କାମିଟିକ୍ ଥାକଲେ ଯେ-ସମୟଟା ଶିଖିଲ ହେଁ ସମୟ ।'

'ଏଥାମ ଥେକେ ମୋଜା କଲକାତା ତୋ ?'

‘একদম সোজা।’

পথা নিশ্চাস বেলন। স্বতির নিশ্চাস। বজন পাখ ফিরল। সীর মুখের দিকে তাকল। এই মুহূর্তে ওকে অনেকটা ঘাতাবিক টেকছে। সে ধীরে ধীরে ওর মাথার হাত বেগালতে লাগল।

হঠাৎ পৃথা জিজ্ঞাসা করল, ‘লোকটা খুব গভীর ধরনের?’

‘কোন লোকটা?’

‘আকাশলাল?’

‘হ্যা, বাস্তিক আছে।’

‘ও কী হতে চায়?’

‘কী হতে চায় মানে?’

‘মুখের ঢেহার কী রকম করতে চাইছে?’

কিছু বলেনি। ও ওর মুখাবর পাল্টতে চাইছে।

পৃথা উঠল। যাগ ধেকে একটা কাগজ কলম রেব করে কীসের আঁকল মন দিয়ে। ওকে দেখছিল বজন। এককশে মেটো বাস্তিক অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছে।

‘কী করছ?’

‘বিষৎ কেরো না।’ কপট গাজীর্প পৃথার মুখে।

বজন অপেক্ষা করল। কাগজটা নিয়ে পৃথাই চলে এল কাছে, ‘লোকটার মুখ এইরকম করা নিষ্কাশয় অসম্ভব নয়।’

বজন হো হো করে হাসল, ‘এ তো হিটলারের মুখ।’

‘ও তো তাই। জোর করে আমাদের আটকে রেখেছে।’

‘তা বলতে পার, হিটলারি কায়দায়, কিন্তু একটি পার্থক্য আছে। আকাশলাল তার দেশকে বৈরোচন ধেকে উক্তার করতে চায়, জনসাধারণকে তারের স্বারীনতা ফিরিয়ে নিতে চায়। নিজের নিপত্তিতা ঠিক রাখতেই ও আমাদের আটকে রাখতে বাধ্য হয়েছে।’

‘বাধ্য হয়েছে।’ তেতো গলায় বলল পৃথা, আমরা যদি দুরিত লজে ধোকাতা, নিজেরা ঘূরে কেড়াতাম আর ঠিক কাজের সময় তোমায় যদি ডেকে আনত, তাহলে কী অসুবিধে হত?’

‘সেটা বলতে পার। কিন্তু কারিমিউ-এর মধ্যে কোথাও যেতে পারতে না হুমি।’ বলেই হেসে ফেলল বজন, ‘তুমি তিনি টিপি খুলে দাওনি। পৃথিবীতে কী হচ্ছে আমি জানি না। এখন যি মাঝাদের অনুমতি পেতে পারি?’

পৃথা ও হাসল। তারপর উঠে গিয়ে রিমেন এনে টিপি চালু করল। সঙ্গে সঙ্গে পদায় একটি রাজপথের নীচে পোনে সুড়ঙ্গ খুড়েছিল কবরখানায় শোঘনার জন্যে। এই সুড়ঙ্গ খুড়তে ঠিক কর্তৃপনি সময় লেগেছে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করছেন। সুড়ঙ্গের মধ্যে যার আটকেছিল তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ অনেকে পোন তথ্য জানতে পেরেছে। পুলিশ করিশনের মিটোর তারিখ বলেছেন, ওই সব তথ্য প্রাপ্তিয়ার পর সন্দেশবন্দীরে রক্ষণ করতে দেশি সময় লাগে না।

টিপিতে সুড়ঙ্গের ছবি তেসে উঠল এবং সেইসঙ্গে কবরখানার। যো-কের গলা শোনা গেল, ‘আকাশলালের মৃতদেহ করব দেখেওয়ার পর তাকে অবস্থাপন করা। মধ্যে যে রহস্য রয়েছে তা পুলিশ মহল উক্তার করার টেক্টা করছেন। আকাশলালের সহকর্মী ডেভিডের

মৃত্যু না হলে পুলিশ এতদিনে আরও স্থা জানতে পারতেন। গত রাতে ওয়াশিংটনে এক বেগুন বিষেরাপে তিনজন মানুষ নিহত হয়েছেন। সংবাদ সংহাজ জানছেন—।’ চিত্ত বক্ষ করে দিল পৃথা।

‘গুরুত্ব হজন শ্রী দিকে তাকল। নিজের কানকে বিবাস করতে পারছিল না।’

পৃথা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আকাশলালের মৃতদেহের কথা বলল কী করে?’

‘অনুমতি।’ অধি বিছুই বুঝতে পারছি না পৃথা। টিপিতে সুড়ঙ্গ দেখল, আকাশলালের মৃতদেহ ছুরি করার জন্যে সুড়ঙ্গ হয়েছে বলল অথচ—।’ ওকে বীরিমত বিআপ্ট দেখাচ্ছিল।

‘তুমি নিজের ঢোকে একটু আগে আকাশলালকে দেখে এসেছ?’

‘বিছুই। কাল সকা঳ে লোকটাকে অপারেট করল।’

পৃথা মাথা নাড়ল, ‘তাহলে এটা পুলিশ অপ্রচার। আকাশলাল মারা দিয়েছে বলে পারিবক্তু বুঝিয়ে বেরো বানাতে চাইছে।’

‘আমার কা মনে হয় না।’

‘মনে হয় না?’

‘না।’ পুলিশ সত্ত্ব মনে করছে আকাশলালের মৃতদেহ চুরি হয়ে গেছে। পুলিশের পক্ষে সবার নজর এভিয়ে রাস্তার নীচে দিনের পর দিন ধরে সুড়ঙ্গ খোঝা সন্তুল নয়।’

‘তাহলে তুমি কাকে দেখে এলে?’

‘আমার কি দেখতে তুল হয়েছে?’ বিছু বিছু করল বজন, ‘শুধু খাকলে মানুষের চেহারা অবশ্য একটু অনুরূপকে দেখাব। না, এট বড় তুল হবে না।’

‘আগুন।’ ডেভিড কর্মকর পেকে উঠে এখনে শুধু ধাককে কী হবে?’

‘যদি ডেভিড না হয় না যদি জীবিত অবস্থায় একে করব দেওয়া হয়?’

‘তুমি কি পাগল। পুলিশ ওকে জীবিত অবস্থায় করব দেবে কেন?’

‘পুলিশ যদি মৃত বলে তুল করে দাবে?’

‘উটোপাস্টা বলছ।’ পুলিশের ভাঙ্গা নেই? ভাঙ্গল মৃত বা জীবিত বুবাবে না!

‘নিষ্কাশয় বুবাবে।’ কিংব বুবেসুরেই যদি করে থাকে। পুলিশের ভাঙ্গা তো এদের বেক হতে পারে। পারে না? আকাশলাল জানত অভাবেই বেরিয়ে আসেন, তাই আগে থেকে সুড়ঙ্গ খুড়িয়ে রেখেছিল। মুছুটা একটা ভাঁওত। ওপরে যে লোকটা শুধু আছে তার ওপর সুড়ঙ্গ খুড়িয়ে দিন আগে একটা বড় অপারেশন হয়েছে। আমাদের বলা হল হার্টের ব্যাপার। যি আরেঞ্জমেন্ট দেখবেন তা বড় নাসিরহোমের ভাল অপারেশন থিপটোরের চেয়ে কোনও অশেষ নয়। অধি সুড়ঙ্গে পারছি না পৃথা। মৃত বা অসুবিধ কোনও মানুষকে করার শুধুয়ে আবার তুলে আন বাঁচনে আমার জনে সন্তুল নয়। অফ লোকটা বেতে আছে।’

পৃথা বাস্তির পাশে এসে দাঁড়াল। কাখে হাত রাখল, ‘তুমি এ নিয়ে ভাবছ কেম? পর্যবেক্ষণ পর তো আমরা এখনে ধাকছি না। কাল তোমার কাজকুঠু টিক্টাক করে দাও।’

টেলিফোন বাজল। ভার্সিস রিসিভার তুলে শুনলেন, ‘স্যার প্রধান বাস টুর্মিনে একটু আগে বোমা ফেটেছে।’ আমাদের একটা ক্ষিপ আর দুজন কনস্টেবল প্রচও আহত হয়েছে।’

‘বোমাটা ছুড়ল কে?’

‘ধরতে পারা যায়নি। একটু আগে কারফিউ শিথিল হওয়ায় রাজ্যায় মানুষের ভিড় ছিল।’

‘সচি পার্টি সৌহে নিয়েছে?’

‘হ্যাঁ। এর এক মিনিট বাদেই ডিস্ট্রোরিয়া সিনেমা হলেন সামনে আর একটি পুলিশের ভ্যান আক্রম হয়। সেখনেও আড়াল থেকে বোমা ছোঁড়া হয়েছে। কর্তৃব্যত সার্জেন্ট গুলি চালেন একজন পথচারী নিহত হয়েছেন।’

‘পথচারী বলবেন না, টেলিভিশন বলে ঘোষণা করুন।’

‘এইভাবে আর একটি ইনসিডেন্টের খবর এসেছে সার। বাবো নব্রহ রাজ্যের মোড়ে এবার গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছে। হ্যাঁ সার, গ্রেনেড। একটা পুলিশ ভাব বিষ্ফল হয়ে গেছে। হজল পুলিশ অধিবাসীর এবং কনস্টেবল স্প্রিং ডেড।’

দাঁতে দাঁত চাপলেন ভার্সিস, ‘এরা হাতাং এটা শুরু করল কেন?’

‘সার, দুর্দণ লোক টেলিকোন করে বলেছে ওরা ডেভিডের বদলে নিয়েছে।’

‘কানিষ্ঠ ইনসিডেন্ট করুন। ইমিটেক্টেলি। নো মোর মিল্যারেসেন। রাজ্যায় যাকে দেখে যাবে তাকেই গুলি করে মারা হবে।’ রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ভার্সিস। তাকে খুব উৎসুকিত দেখছিল। লেন্সগুলো এবার মরিয়া হয়ে তাকে ত্যে দেখাচ্ছে। তয় দেখিয়ে কেউ তাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ডেভিড হাতার বদনা? দাক্কার হলে ওর মৃতদেহ মেলার মাঠে ঝুলিয়ে রাখবেন তিনি। পচে পচে খেন না ঘোঁঘো পর্যন্ত পারলিন দেখুক। হাতাং সেই যেমের রিপোর্টেরের কথা মনে পড়ল ভার্সিসের। ইন্টারকমে আদেশ দিবেন তাকে তাঁর ঘরে নিয়ে আসবে জন্মে।’

মিনিট পাঁচকে মধ্যেই ভার্সিস অনীকানে তাঁর সামনে দেখতে পেলেন। ততক্ষণে চুক্তি ধরিয়ে ফেলেন তিনি। সেই অবস্থায় বললেন, ‘আপনার বস্তুরা বোমা ছুড়ে, গ্রেনেড ছুড়ে। এর বদলে আসবে কিছু তো করতে হবে।’

‘আমার বেনান বস্তু এখনে নেই।’

‘আলবর্ট আছে। তারাই আপনাকে পাঠিয়েছিল। ডেভিডের সংক্রান্তের জন্মে। আমি স্টো আলাউ না করতে ওরা পুলিশ মারবে।’

‘এস কথা অনর্থক আমাকে বলছেন।’

‘শুনুন মিস, বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই। কে আপনাকে পাঠিয়েছে?’

‘যে কোটি আমাকে অনুরোধ করেছিল তাকে আমি চিনি না।’

‘আমি এখনও আপনার স্বামী বজায় রেখেছি। আমি যদি হস্তুম দিই তাহলে আমার লেকজন অপেক্ষার মার্সিলেসি রেপ করতে পারলে খুঁ হবে।’

‘আমি জানি না কোনও রেপ মার্সিস-হস্তুমের কথা সত্ত্ব কিম।’

‘ওঁ, আপনার কি ডেয় বলে খিলু নেই?’

‘নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছি, আপনি আপনার লোকদের দিয়ে এই কাজটা করবেন কেন? আমি কি এইটী সার্বস্ট্যান্ডার্ট?’

এখন সলাম জীবন কখনও পোদেনিনি ভার্সিস। তাঁর চোয়াল ঝুলে গেল। তিনি কেনেও মতে বলতে পারলেন, ‘বসুন।’

অনীক বসল। তাঁরপর জিজ্ঞাসা করল, ‘আমি কি এক কাপ ভাল কফি পেতে পারি?’

ভার্সিস মাথা নাড়লেন, ‘না। আপনি কিছুই পেতে পারেন না। ডেভিডের সংক্রান্তের

অধিকার যদি আপনাকে দিই তাহলে শহরে গোলমাল থেমে যাবে?’

‘বলতে পারছি না। কারণ কারা গোলমাল করছে আমি জানি না।’

‘ওয়েল! আপনি প্রথমবার কবরখানায় কেন গিয়েছিলেন?’

‘আকাশপালারের মৃত্যুর খবর আমাকে বিশ্বিত করেছিল। কিন্তু মনে হয়েছিল ওর পারিবারিক কবরখানায় আগাম গিয়ে সংক্রান্তের খবর নিয়ে আসি।’

‘হ্যাঁ। বিড়িয়ালয়ের গেলেন কেন?’

‘আমার সবেহ হুরিয়ে কোথাও কোনও গোলমাল হয়েছে।’

‘কী গোলমাল?’

‘ওর মৃত্যুটা আমার কাছে স্বাভাবিক নয়।’

‘ডাঙুর সেই সার্টিফিকেট দিয়েছে।’

‘হতে পারে। কিন্তু আমি একজন মানুষকে মাটিতে কান পেতে কিছু শুনতে দেখেছিলাম। পরে সুড়দের খবরটা পাই। সুড়দে বৈঁড়া হয়েছিল আকাশপালারের শরীর কবর দেখে তোলা হবে বলেই। অর্থাৎ আকাশপালার জীবিত অবস্থায় সুড়দে বৈঁড়ার পরিকল্পনা করেছিল। কারণ সে জানত আপনার এখনে পৌঁছে সে মারা যাবে অবশ্য তাকে মৃত বলে ঘোষণ করা হবে। এই ব্যাপারটা আমার কাছে স্বাভাবিক লাগছে না।’

ঠিক তখনই টেলিকোন বাজল। রিসিভার তুলতেই ডেক থেকে তাঁকে জানানো হল মিনিস্টার তাকে এখনই দেখা করতে বলেছে। এই প্রথম মিনিস্টার তাঁর সঙ্গে সংসারী কথা বললেন না।

আঠাশ

ঘরের বাইরে এসে চোখ বক করে নিম্নস্থান নিল থ্রজন। একটা শুরু মানুষকে সাময়িক সংজ্ঞাহীন করে অপারেশন করা এক জিনিস আর জীবন মৃত্যুর মাধ্যমে তুলতে থাকা একজনকে অপারেশনেন টেবিলে পাওয়া আর এক জিনিস। দুর্ঘটনায় বিকৃত হয়ে যাওয়া শরীরকে ঠিকঠাক করে একটা আদলে ফিরিয়ে আনার অভিজ্ঞতা তাঁর অনেকবার হয়েছে। কিন্তু এরকম কখনও হ্যানি।

এরা সে সহজে সহযোগী এনেছিল তাঁর স্বজনের নির্দেশ পুতুলের মতো মেনেছে। অপারেশন খিস্টেটেরে ঢোকার আগেই তাঁর স্বজনের মৃত্যু আড়াল করে নিয়েছিল বলে কাউকেই সে বাইরে-দেখলে চিনতে পারবে না। চিনবার দরকারও নেই। এখন ভালভাবে কবরকাতায় যিনে যেতে পারেই হ্যাঁ।

পায়ের শবে মৃত ফিরিয়ে স্বজন দেখল ত্বিজুন এগিয়ে আসছে। নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল ত্বিজুন, ‘সে ঠিক আছে?’

‘স্বজন মাথা নাড়ল। কিছু বলল না।

‘আপনি ইচ্ছে করলে ঘৰে ফিরে যেতে পারেন।’

‘আমারা কখন মণ্ডন হারিই?’ স্বজন সরাসরি জিজ্ঞাসা করল।

‘আমার তো এখনও ত্বনেক কিছু করিয়ি আছে।’

‘হ্যাঁ। কিন্তু স্টো বসুয়ে দিলে নামাই করতে পারবে। এখন শুধু অপেক্ষা করা যাতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুঠৰ সব দাগ মিলিয়ে যাব।’

'যদি না যায় ?'

'মানে ?'

'যদি আপনার অপ্রাপ্যনের কোনও চিহ্ন বিশীভাবে ধরা পড়ে ?'

'তা হলে আপনারা আমাকে আনন্দে না এখানে !' বজ্জন দূর গলায় বলল।

'ঠিক আছে ডেক্টর ! আপনি ঘরে যিয়ে বিশ্রাম নিন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি।'

শ্বচ্ছন্দে নীচের পাঠিয়ে ত্রিভুবন নীচের তলার একটি ঘরে ঢুকল। সেখানে দুজন টেলিফোন অপারেটর সহকর্তাবে দেশের বিভিন্ন প্রাণ থেকে আসা খবরগুলো শেনার জন্যে বসে আছে। খবর শনে ওরা যে কাগজে নেট করে রাখে সেটা তুলল ত্রিভুবন। ডেক্টরের পর মহিলা রিপোর্টের অধীকার আর কোনও পেঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, সংস্কৃত আকে 'আরেস্ট' করা হচ্ছে। ডেক্টরের মৃতদেহ দেখে যায়নি। শব্দের বিশ্রাম দেয়ে বিদ্রোহ হয়েছে তাতে সরকার পক্ষের মাঝেই আহত অথবা নিহত হয়েছে।

এই সময় হায়দার ঘরে ঢুকল, 'ত্রিভুবন !'

ত্রিভুবন তাকল। হায়দার বলল, 'চরিশ ঘটার মধ্যে এই বাড়ি আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। যে-কোনও মুহূর্তেই ভার্গিসের কাছে এই বাড়ির খবর পেছে হতে পারে।'

'তাহলে ?'

'মেট্রিউ আগের প্ল্যাট অনুযায়ী কাজ করব আমরা। কিন্তু কারফিউ রিলাইসেন তুলে নিয়েছে ভার্গিস। আমি তাই সোর্স ব্যবহার করে রাতে এখান থেকে মেরবার ব্যবস্থা করেছি। দুটো দলে আমরা যাই। একদলে দুই ভাঙ্গার আর ওই ভৱহিলা থাকবেন। অন্যদলে ডিভারে কেবলের মিয়ে যাওয়া হবে। আমার বিশ্বাস করে ওকে শুন্ধে নিয়ে যাওয়া হবে। ছজন মানুষ ওই ভ্যানে যেতে পারবে। বাকিদের রিপোর্ট করে নিতে হবে। আমরা বেরিয়ে যাওয়ামাত্র যারা ওয়াক্টেড নয় তার নিজের নিজের বাড়িতে নিতে হাক !' হায়দার বলল।

ত্রিভুবনের ভাল লাগছিল না প্রাপ্তব। সে বলল, 'কারফিউ-এর ডেক্টরে বাইরে যাওয়া মানে বেশ মজায় ঝুঁকি নেওয়া। তুমি যাবের ম্যানেজ করেছ তাদের বাইরেও ভালিসের পুরণ আছে !'

'হ্যা ঝুঁকি আছে। কিন্তু এখানে থাকলে আমাদের অবস্থা ডেক্টডের মতো হবে।' হায়দারের চোলাল শক্ত হল। আকাশলাল এখানে ধরা পড়ক সে চায় না। মিনিস্ট্রি তার মে লোক আছে সে একটু আগে পরিষ্কার জানিয়েছে এই বাড়িতে থাকা তাদের পক্ষে আর নিরাপদ নয়।

'তুমি কেন দলে যাবে ? ডিভারে সঙ্গে কি ?' ত্রিভুবন প্রশ্ন করল।

'বিস্টু ভাবিনি !' হায়দার জবাব দিল।

'আমি ভাঙ্গারের নিয়ে যাব। ওরা আমাদের পক্ষে বিশ্বজনক। তিনজনের যে কেবল মৃত্যুল সমান্ত পরিবর্জনা বানচাল হয়ে যাবে !' ত্রিভুবন দূরে বসা অপারেটরের নিকে তাকিয়ে নিল, 'এদের মাঠিয়ে রাখা ও আমাদের পক্ষে বেশ ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে !'

'নো !' হায়দার মাথা নাড়ল, 'কাজ করিয়ে আমরা বিশ্বস্থাপকতা করতে পারি না। ঠিক আছে, তুমি তাহলে ওদের নিয়ে সীমান্তের নিকে যাবে তাবছ !'

১৮০

'তোমার আপত্তি আছে ?'

'একদম না। দুজনের একজনকে যেতে হতব। এদের দায়িত্ব আমা করোর ওপর ছাড়তে রাজি নই। তা হলে আমি লিভারকে নিয়ে যাচ্ছি। রাত্রের মধ্যেই আমরা নামভঙ্গন পৌছে যাব। আমের লোক জানতেও পারবে না নতুন লেক এসেছে। তুমি যদি সেই রাতে ওখানে বিলাতে না পার তাহলে পরের রাতের জন্যে অপেক্ষা করবে। দিনের লেকের ওখানে মেয়ে না।' হায়দার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ত্রিভুবন হাসল। কথা বলার সময় তার দেববৰ্ষই আশঙ্কা হচ্ছিল হায়দার তার ওপর নামভঙ্গনে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়ে ডেক্টরের নিয়ে বক্তরি পার হবে। লোকটা সেকেক চিপ্তা করেনি বলেই মনে হচ্ছে।

ত্রিভুবন জানে এই ভাবনাটা ঠিক নয়। মাস্থানের আগেও সে তারতে পারত না। কিন্তু ডেক্টডের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকে তার কেবলই মনে হচ্ছে তাকেও ধরে ফেলবে ভার্গিস। ডেক্টড ধরা পড়ল, মারা গেল অথচ তারা কিউই করতে পারল না। সে ধরা পড়লেও দল চূঁচাপ থাকতে বাধা হবে। মনের মধ্যে কেট যেন ক্রমাগত সহকর করে যাচ্ছে পালাত, পালাও। ধরা পড়ার আগে ডেক্টডেরও কি তাই মনে হয়েছিল। নিলে সে কেন বিপক্ষের বিপক্ষে কথা বলবে ? এইসব হাঁটাং তার হেনার মুখ মনে এল। সে পালিয়ে যাচ্ছে জানলে হেনার কি প্রতিক্রিয়া হবে ?

তারী দরজাটা ঠেলে ডেক্টের ক্ষেত্রে ত্রিভুবন তাঁকে খেশগুরু করার জন্যে ডেকে আনা হয়নি। লম্বা টেবিলের ওপালে বোর্ডের মেহারো বসে আছেন তাঁর দিকে তাকিয়ে। ওদের থেকে একটু দূরত্ব রেখে মিনিস্ট্রি।

'মে আই কম ইন ?'

'ইয়েন, মিজ ?'

'বসুন কমিশনার !'

ভার্গিস কেবলিলেন টেবিলের উচ্চটাকিলের একমাত্র ত্রেয়ারে। বসেই বুকেছিলেন, এটা ত্রেয়ার নয়, কাঠগড়ার দাঁড়ানো। বোর্ডের মেহারো তাঁর দিকে দেখাবে তাকিয়ে আছেন তাতে ওদের মনে কথা বোনা যাচ্ছে না। অথচ এদের অনেকেই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাঁকে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিয়েছেন। ভার্গিস নিজেকে সহজ রাখার চেষ্টা করছিলেন।

মিনিস্ট্রি জিজাসা করলেন, 'মিনিস্ট্রি কমিশনার, শহরের অবস্থা এখন কেমন ?'

ভার্গিস জবাব দিলেন, 'আবার চরিশ ঘটা কারফিউ ভারি হয়েছে।'

'কেন ?'

'সাধারণ মানুষ যাতে ভিনিসপ্ত কিনতে পারে তাই আমি কারফিউ রিলায়াক করেছিলাম, কিন্তু তার সুযোগ নিয়ে সর্বসমবদ্ধীরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় নোম ছড়তে শুরু করেছিল।'

'এতিলিন ওদের এমন কাজ করতে দেখা যায়নি। হাঁটা কেন শুরু করল ?'

'দুটো কারণ হতে পারে। এক, ওরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে মেত্তের অভাবে। দুই, ডেক্টডের মৃত্যুর প্রতিশ্রেণ নেওয়ার জন্যে এমন কাণ্ড করেছে।'

'মিনিস্ট্রি কমিশনার, আপনার ওপর এই শুরু এবং স্টেটের নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছেছিল। আপনার কি মনে হয় আপনি সেই দায়িত্ব টিকিভাবে পালন করেছেন ?'

‘আমাৰ কাজে কোনও গাফিলতি নেই।’

‘বোর্ডেৰ তাৰফ থেকে আপনাকে আমি কয়েকটা প্ৰথা কৰিব। আকাশলাল কেন আপনার কাছে দাকচোল পিয়ে ধৰা দিল?’

‘ওৱ পকে লুকিয়ে থাকা আৰু সন্তুষ্ট হিল না। পুলিশি হামলায় মাৰা পড়াৰ সন্তুষ্টিবনা হিল ওৱ। তেওঁৰিল হাজাৰ হাজাৰ লোকৰে সময়ে ধৰা দিলো সে বৈচে থাকবো।’

‘ও কি জানত যে ওৱ হার্ট আটকেড় হবো?’

‘এটা আগে থেকে জানা সন্তুষ্ট নহয়।’

‘তাহলে ও নিশ্চয়ই জানত আপনি ওকে মেৰে কেলাবেন?’

‘হ্যা বিচাৰে নিশ্চয়ই বিচাৰে শেষে ওত ফাঁসিৰ হৃত্ম পিতেন।’

‘স্টেট বিচাৰেৰ শেষে। এ দেশৰে আইন অনুযায়ী আসমি আধুনিক সমৰ্থনেৰ সুযোগ পায়। ফলে বিচাৰেৰ রায় পেতে কয়েক মাস পেয়ে যায়। তাই না?’

‘হ্যা। কিংক কথা।’

‘কিন্তু আকাশলাল জানত ধৰা পড়াৰ দু-একদিনেৰ মধ্যেই সে মাৰা যাবে।’

‘ও যে জানত তা আমি কি কৰে বলো?’

‘না। জানলে ও সুভাব তৈৰি কৰে রাখত না। মিস্টাৰ কমিশনাৰ আপনি কৱনন কৱনন, মাৰা যাওয়াৰ আগেই আকাশলাল তাৰ শৰীৰ কৰৰ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়াৰ ব্যবহাৰ কৰে দেখেছে। কেন? সে এও জানত তাৰ পাৰিবাৰিক জ্যায়গতৈৰি কৰৰ দেওয়া হৈব। ওৱ লোকজন দিনে ধৰে মাটিৰ তলায় সুড়ৰ সুড়ৰ অধাৰ আপনার বাহিনী টেৰ পেল না। কেন ঘূঢ়েছিল সেই তথ্য কি আপনি জানতে পেৱেছেন?’

‘ওৱ মতদেহ পুলিশ কৰৰ দেবে এটা সংস্কৰণ দেন নিয়ে পাৰোনি।’

‘মতদেহ সৱিয়ে দেনওয়াৰ সময় ধৰা পড়াৰ প্ৰথা সংস্কৰণ আৰে জানা থাকলো ও ওৱ শুধু এই কাৰণে ঝুঁটি নিয়েছিল এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নহয় কিমিনামা।’

‘আমি ভেঙ্গিডেৰ কাছ থেকে খবৰ বেৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলাম।’

‘কি কৰেছিলো আপনি?’

‘আমি চাপ দেওয়া শুধু কৰেছিলাম।’

‘আৰ তাৰ পৰ শহৰেৰ বাইৰে একটা বাংলোৰ লমে নিয়ে দিয়ে গুলি কৰে মেৰে ফেলেলোৰ যাতে আৰ কাছ থেকে কেনও দিনও দিনই ব্যবৰ না পাৰওয়া যায়।’

‘আমি প্ৰতিবাদ কৰছি সাব। ভেঙ্গি পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি ওৱ পায়ে গুলি কৰতে চেয়েছিলাম। সেইসময়, ও হেঁচৰ্ট থেকে বেলে পঢ়াৰ ওপৰে গুলি লাগে।’

‘আকাশলাল মৃত, এ-ব্যাপোৰে আপনি নিশ্চিত?’

‘হ্যা। আমি নিজে তাকে দেখেছি। ভাঙ্গাৰ ডেখ সার্টিফিকেট দিয়েছেন।’

‘আপনাৰ কি কথনও সন্দেহ হয়েছে আকাশলাল বৈচে থাকতে পাৰে?’

‘না। হামি।’

‘কেউ বিশু বলেনি?’

সেই রাতৰে রিপোর্টৰেৰ মুখ মনে পড়ল তাৰ। কিন্তু কিউ না বলে মাৰা মাড়লেন ভাসিস। মিস্টাৰ একাই তাৰে প্ৰথা কৰে যাচ্ছেন। প্ৰতি শব্দ কেৰাব কৰা হচ্ছে।

‘আৰুৰ ব্যব পেয়েছি সোকে একজন সাৰ্টেণ্ট গুলি কৰে মেৰেছিল।’

‘না। তাৰ আগেই সে মাৰা গিয়েছিল। পোষ্টমৰ্টেমে ওৱ শৰীৰে বিষ পাৰওয়া গৈছে।’

‘আকাশলালকে পোষ্টমৰ্টেম কৰা হ্যানি কেন?’

‘দুটো কাৰণ। ভাঙ্গাৰ বাতাবিক মৃত্যু সার্টিফিকেট দিয়েছিলোন। দুই, সেই বাতেৰ মধ্যেই যদি ওকে কৰৰ না দেওয়া হত তাহলে ওৱ মতদেহকে কেন্দ্ৰ কৰে শহৰে বামেলা শুৰু হয়ে যাওয়াৰ সভাৰনা ছিল। আমি ঝুঁকি নিনহিনি।’

‘বাবু বস্তুলালোৰ বাংলোতে সাৰ্টেণ্টকে মৃত অবস্থায় পাৰওয়া দিয়েছে। এ ব্যাপৰে আপনি কি ততস্ত কৰেছেন? কেন সাৰ্টেণ্ট সেখানে গিয়েছিলোন?’

ভার্সি বুৰুলেন তাৰ ঘাম হচ্ছে। এই একটা বিষয় যা নিয়ে তিনি আলোচনা কৰতে চান। এই ব্যাপৰে কথা বলতে গোলৈছি মাজেন্সুৰ প্ৰথা এসে যাবে। একটুও বিধা না কৰে তিনি জ্বালা দিলোন। ওৱ মতদেহ আমিৰি আধিকাৰ কৰিব। ওকে ওখনে দেশৰ আলা কৱিনি। সেৱেনে মৃত্যুৰ পৰ বেকেই ও নিয়োজ হিল।’

‘ওই বাংলোৰ কম্পাউণ্ডে ওখানকাৰ টোকিদোৰ মৃত অবস্থায় গাছে ঝুলছিল?’

‘হ্যা।’

‘কেন?’

‘লোকটাৰ মাদা প্ৰকৃতিষ্ঠ হিল না বাল ঘুনেছি।’

‘মিস্টাৰ কমিশনাৰ, জীৱিত আকাশলালকে আপনি ধৰতে পাৰেননি। কিন্তু কৰৰ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া আকাশলালোৰ শৰীৰকে আপনি এই কদিনে ও আধিকাৰ কৰতে পাৰিবেন না। এই ব্যাপৰে আপনার কেননও দৈৰিষ্ঠিত আৰেছ?’

‘আৰুৰ প্ৰথমণ চেষ্টা কৰছি।’

‘যে সাবাদিম মহিলাটিকে আপনি ট্ৰাইষ্ট লজ থেকে তুলে নিয়ে দিয়েছিলোন সে কি-আপনাকে কোনও বিশ্বাসৰ তথ্য দিয়েছে?’

‘হ্যা। সে বলেছে আকাশলালোৰ কৰৰ শৌড়াৰ আগেই কেউ একজন সেখানকাৰ মাটিতে কান পেতে কিছু শুনতে চেষ্টা কৰছিল। মেটোকে আকাশলালোৰ লোকজন ওখান থেকে সৱিয়ে দেয়। তাৰ বিশ্বাস, এই মতদেহ চৰি যাওয়াটা পূৰ্বপৰিকল্পিত এবং এমনও হতে পাবে আকাশলাল মাৰা যাবানি।’

‘আপনার বিশ্বাস হিলনি?’

‘না। কাৰণ আকাশলালকে মৃত অবস্থাৰ আমৰা দেখেছি।’ আৰ মেয়েটি চেকেছিল ভেঙ্গিডেৰ মতদেহ সংকাৰ কৰতে। সে অব্যাহৃত সন্দৰ্ভাদীনে সঙ্গে শুন্ত, মইলে এই সময়ে এত বড় ঝুঁকি সে নিত না। ওৱ কথা বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণ নেই।’

‘ওই ট্ৰাইষ্ট লজে এক দম্পতি কিছুদিন আগে বেড়াতে এসেছিলোন ইভিয়া থেকে। ওদেৱ সহকে সন্দেহ হওয়াৰ আপনি ভালোককে হেতুকেয়াটাৰ্টেলি নিয়ে গিয়ে জ্বেলও কৰেছিলোন। সেই দম্পতি পৰে দিনই উধাৰ হৈয়ে যান। তাদেৱ ঘূঁজ বেৰ কৰেছেন?’

‘প্ৰথমে খৈজনিক পুলিশ কিষ্ট পৰে অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনার চাপে ওদেৱ নিয়ে আৰু মাদা ঘামানো হৈয়ানি।’

‘ভদ্ৰলোক ভাঙ্গাৰ ছিলোন?’

‘শতদু মনে পড়েছে, হ্যা। কিন্তু সন্দৰ্ভাদীনে সঙ্গে ঘোণাযোগ কৰে জ্বেনেছি।’

মিস্টাৰ কমিশনাৰ, আপনার রাজ্যে কেউ নিয়োজ হয়েছে। জীৱিত বা মতদেহ কাউকেই আপনি ঘূঁজ বেৰ কৰতে পাৰেন না। আপনাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তাৰ অপৰাধব্যাহাৰ কৰেছেন

‘আপনি। এ ব্যাপারে আপনার কোনও বক্তব্য আছে?’

‘আমি ক্ষমতার অধিকাবহর করিনি।’

‘বাস্তু বস্তুভাবের বালোতে আপনি একটি ড্রাইভারকে গুলি করে মেরেছিলেন?’

‘আমি জানতাম না সে ড্রাইভার। সে যেভাবে গাছের আড়ালে চুকিয়েছিল তাতে আমার তাকে সংযুক্তবন্ধী বলে মনে হয়েছিল। আহরণকার জন্মেই আমাকে গুলি চালাতে হয়।’

‘লোকটি কি সশঙ্খ ছিল?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওর কাছে কি কোনও অন্ত পাওয়া গিয়েছিল?’

ভার্সিসের মেজদণ কলকন করে উঠল। যাড়ামের নাম অনিবার্যভাবে এসে যাবে এন। কিংবা ভার্সিস দ্বারা পারাছিলেন তাঁর পিঠে দেওয়ালে টেকে দেছে। বোর্ড ইচ্ছে করেই এই জেরার ব্যাখ্যা করেছে। যখন কেউ আহতভাজন থাকে না তখন তার হাতি ঘুঁজে পেতে দেরি হয় না। এখন তিনি ঢোকের সামনে নিজের পরিপত্তি দেখতে পারছিলেন। ভার্সিস সোজা হয়ে বসলেন। তারপর খুব সহজ গলায় প্রথ করলেন, ‘সার! আপনি তো জানতে চাইলেন না বেন আমি আসামি ডেভিডকে সদে নিয়ে নির্বাপ্তাবন্ধীদের পাশাপাশ বাস্তু বস্তুভাবের বালোতে মেরেছিলাম যখন শহরে এমন টেনেন ছিল।’

মিস্টার বললেন, ‘মিস্টার কমিশনার, আপনাকে কি প্রশ্ন করা হবে তা আপনি ডিকটেট করতে পারেন না। আপনি এখানে এসেছেন শুধুই উত্তর দিতে। বোর্ড আপনার কাছে সংক্ষিপ্ত জ্ঞাপন চায়।’

এইসময় বোর্ডে তিনি নবর মেস্টারের টেবিলের সামনে আলো ছলে উঠল। মিস্টার সেটা লক করে বিনোদ ভদ্বিতে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। মাথা নিচু করে সদস্যের বক্তব্য শুনলেন। কিন্তু বলার চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত ফিরে এলেন নিজের আঘাতায়।

‘আপনি যদি ডেভিডকে নিয়ে হেডকোয়ার্টার্স থেকে অত দূরে না যেতেন তা হলে সে পালাবার চেষ্টা করত না এবং আপনাকে গুলি করতে হত না।’

‘হ্যাঁ, স্যার।’

‘মাননীয় সদস্য মনে করেন যে একই সঙ্গে সার্জেন্ট এবং টোকিদারের মৃতদেহ পাওয়া, ডেভিড এবং ড্রাইভারের মৃত্যু কাকতালীয় ব্যাপার নয়। একই স্পটে এতগুলো মৃত্যু বিশ্বাসের্বণ নয়। এ ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য?’

‘যা ঘটেছে তা স্বাক্ষরিকভাবে ঘটেছে।’

‘আমরা আপনাকে সর্টক করে দিচ্ছি। আগামী চারিশ ঘটার মধ্যে যদি আপনি আকশনশূরুর অস্থানেরহস্য সম্পর্কে রিপোর্ট না দিতে পারেন তাহলে আপনাকে বরখাস্ত করা হবে।’

ভার্সিস ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মনে হল যুক্ত শেষ হয়ে গেছে। যা সিক্ষাপ্ত নেবার তা বোর্ড নিয়ে নিয়েছে। এই চারিশ ঘটা সময় ওরাই নিয়ে তাঁর উত্তরাধিকারীকে দেবে নেওয়ার জন্মে। যাড়ামের প্রসঙ্গ টেনে আনতে প্রথমে তিনি চান। পরে কেশপাত্রা হতে হতে মরিয়া হয়ে পড়েছিলেন। কিংবা মিস্টার কার্যালয় করে সেবিকার এডিনে গেলেন। ওরের হাতে তিনি অত ঝুলে পিয়েছিলেন। কেন তাঁকে

বালোয় যেতে হয়েছিল তা বলতে দিলেই যাড়ামের প্রসঙ্গ এসে যেত। ভার্সিস বুঝে গেলেন প্রসঙ্গটি ফুলতে মিস্টার চাননি। আর মাত্র চারিশ ঘটা। এর মধ্যে অকাশলালের শরীর ঘুঁজে বের করতে হবে। ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব। দূরুন যাড়ামের মুখ মনে পড়ল তাঁর এই মুর্মুর্তে। একজন সেই মহিলা রিপেটির, যাকে তিনি তাঁর জিপে বসিয়ে রেখেছেন পুলিশ পাহাড়ে। বিটীয়জন, মাতাম। এই দুজনের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে হবে। প্রথমজনের কাছ থেকে কিছু হিন্দিল প্রওয়া গেলেও যেতে পারে, দ্বিতীয়জনের সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করতে হবে তাঁকে।

ভার্সিস নেমে এলেন রাস্তায়। তাঁর জিপের পেছনের আসনে বসে আছে অনীকা। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাকে কে পাঠিয়েছে ভেঙ্গিতের মৃতদেহ, নিয়ে কথা বলার জন্মে?’

‘একটি লোক, ওকে আমি চিনি না।’

‘হ্যাঁ, যিখান কথা বলেন না। সেউ একজন বলল, আর তুমি রাজি হয়ে গোল?’

‘আমার মনে হয়েছিল মৃতদেহের কোনও অপরাধ থাকে না।’

‘আকাশলালের ডেভার্বি কোথায় আছে?’ দাঁতে দাঁত চাপলেন ভার্সিস।

‘আমি জানব কি করেন?’

‘তুমি সব জানো। ওর মৃত্যু নিয়ে এত কথা বললে আর ওটা জানো না?’

‘আমি শুধু বলচাই ওর মৃত্যুটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।’

‘শুধুরাগ তোমাকে ঘুঁজে বের করতে হবে আকাশলালকে।’

‘আমি কি করে পারব? আপনি যেখানে পারেছেন না।’

‘ভার্সিস সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, ‘তুমি লিপ্ত ভেকে আমার জন্ম।’

‘আপনার হাতে ক্ষমতা আছে আপনি যা হচ্ছে তাঁই করতে পারেন। আমি বিদেশি, আমার কিছু হলে আপনাকে কিন্তু কৈফিয়ত দিতে হবে। মনে রাখবেন আমি একজন সাংবাদিক।’

‘কিন্তু সেই মর্মণি তুমি রাখোনি।’

‘অর্থাৎ! আপনাদের এই শহরের কোন বাড়িতে লোকটার শরীর লকিয়ে রেখেছে, তা অ্যামি জানে কি করে? আমি এখানকার রাণাঘাটাই ভাল করে চিনি না। একদিকে তিনি বাড়িয়ার বাগানওয়ালা প্রাসাদের মতো বাড়ি, এদেরে করণও সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।’ আমি শুধু টুরিস্ট রজতে দিলি।’ অনীকা বলল।

শব্দগুলো ভার্সিসকে হাতাই নাঢ়িয়ে দিল। মেয়েটা কি বলল? বাগানওয়ালা প্রাসাদের মতো বাড়ি? হ্যাঁ, শহরের ঘনবস্তি এলাকাগুলোয় তাঁর লোক তিক্কনি-তাক্কাশি চালিয়েছে, কিন্তু বাগানওয়ালা প্রাসাদের দিকে পা বাঢ়ায়নি। ইসিস বাড়ি ধূমী এবং বিশ্বাসদের। সেখানে ভারাশি চালাতে গেলে বোর্ডের বা মিস্টারের অনুমতি নিতে হবে। মহার সদস্যদের প্রত্যেকই এইরকম বাড়ির মালিনি। ভার্সিসের মনে পড়ল যাড়ামের বাড়ির কথা। সেটি ওই একই পর্যায়ের। অনীকাকে অন্য গাড়িতে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে দেখে পিসিল সিলেন দিলি।

যাড়ামের সঙ্গে দেখ করার জন্মে ভার্সিসের জিপে এসেস্ট নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল শহরের বর্ধিষ্ঠ পাড়ার মধ্যে দিয়ে। কখনেক পুরুষ ধরে এইসব বাগানওয়ালা বাড়ির মালিকদের সবরকম বৈভব করেছে। সামৰণ মানুষের জীবনে এসের ইচ্ছাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। ভার্সিস বাড়িগুলো দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন। বিশাল এলাকা জুড়ে এক

একটা বাগান। রাস্তা থেকে মূল বাড়ি দেখাই যায় না। লেডি প্রধানের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর খারাপ লাগল। বৃক্ষ আর বেঁচে নেই। ইনি খুব কমই বাহিরে যেতেন। লেডি প্রধানের কেনও উত্তরসূরি নেই বলেই তিনি জানেন। তাঁর মানে বাড়িটি খালি আছে। এরকম বাড়িতে স্বাস্থ্যবানীরা চমৎকার লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু লেডি মারা গেছেন সন্তুষ্টি। তিনি বেঁচে থাকতে ওদেশে নিষ্ঠায়িত উসাহ দেবেন না। ভার্গিস মাথা নাড়েন। সন্দেহ যখন হচ্ছে তখন একবার কুটি চেকআপ করলেই হয়। লেডির বাড়িতে অপালি করলে এখন অপাপ্তি করার কেউ ধারণে না। অবশ্য সেটা রাতের বেলায় করাই ভাল। আজ তাঁর কমিশনার হিসেবে শেষ রাত।

ম্যাডমের বাগানের গেট পেরিয়ে তাঁর গাড়ি যখন ভেতরে ঢুকিল তখন দ্বিতীয় সদেহ হল। তিনি যদি রেখে ক্ষমতার বলে এই বাড়িটা সার্চ করতে পারতেন তাহলে। যে মহিলা পিলোর ড্রাইভারকে দিয়ে তাঁকে খুন করিয়ে আবার অঙ্গটি ফেরত নিয়ে যেতে পারেন তিনি ক্ষমতে সংস্কারণীরা এই বিশাল প্রাসাদে আশ্রয় নিতে পারেন। বী দিকে ঘোঁষ থেকে মিনি টেপেরেকার্ড বের করে পকেটে পুরু এক লাঙে জিপ থেকে নেমে দাঁকিয়ে ভার্গিস হঢ়ারে ছাড়লেন, ‘ম্যাডমকে বলো আমি দেখা করতে এসেছি। এক্ষুনি! আমার হাতে সব নেই। বী হাতে পকেটের টেপেরেকার্ড চালু করলেন ভার্গিস। শক্তিশালী ঝেকার্ডারটি একথণ চলবে।

উন্নতি

ম্যাডমের অনুগত কর্মচারীটির মুখে কেনও প্রতিক্রিয়া নেই। ভার্গিসের দিকে তাকিয়ে সে বলল, ‘ম্যাডম এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তাঁকে বিরত করা নিয়েখ আছে।’

মার্হি গিল্ডেনের বলে মনে হল ভার্গিসের। তিনি পুলিশ কমিশনার। এখনও তিনি এই রাজার পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা। তাঁর মুখের ওপর এভাবে কথা বলার সাহস এই সেক্ষাটা পায় কি করে? তিনি গাঢ়ীরভাবে বেলানে, ‘ম্যাডমকে ব্যব দিলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না।’

সেক্ষাটা বলল, ‘আপনি টেলিফোন করে আসুন।’

‘বেশ। সেটা আমি এখন থেকেই করছি। লাইনটা দাও।’

লোকটা আর প্রতিরোধ করতে পারল না। নিজেই রিসিভার তুলে বলল, ‘আমি অনেক অপাপ্তি করাই কিন্তু পুলিশ কমিশনার শন্ততে চাইছেন না, তুমি ম্যাডমের সঙ্গে কথা বলবেন।’

লোকটি অপেক্ষ করল। বেরাব গেল ম্যাডমের সেই সহকারী টেলিফোন থারেছিল। ভার্গিস ততক্ষণে চরণশেষ নজর দেবলাইলেন। এই বাড়িতে সেকার নিষ্ঠায়িত অন্য পথ আছে। আকাশলালোর মৃতদেহ—! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গেল আকাশলালোর শরীর যেদিন কবর থেকে উঠাও হয়েছিল সেইদিন যে আয়ুলেস্টিকে সম্বেশণ ধরা হয় তাকে এইসব বাণানওয়ালা বাড়ির কাছে দুরতে দেখা গিয়েছে। ওর ড্রাইভার একটা অভ্যুত্থ দেখানোর ওকে আর চাপ দেওয়া হয়নি। তাছাড়া নিজে এমন বাণানের ভড়িয়ে পড়েছে যে ওর ব্যাপারটি যেয়ালেও ছিল না ভার্গিসের। এখন মনে হচ্ছে তিনি চমৎকার কু পেয়ে গেছেন। যা করার আজ তাঁরেই করতে হবে।

টেলিফোনের রিসিভার তাঁর হাতে দেওয়া হলে ভার্গিস বললেন, ‘হ্যালো।’ ‘মিস্টার ভার্গিস? পুলিশ কি কেনও সম্ভাব্য মহিলাকে তাঁর বিশ্রামের সময় বিনা কারণে বিরত করতে পারে, বিশ্রাম করে যখন তাঁর শরীরে কেনও সুতো নেই?’

‘না মানে, ম্যাডম, আমি—।’ ভার্গিস হ্যাকচিফের গেলেন।

‘আমার কর্মচারী কি বলেন যে বিশ্রাম করার ক্ষমতা। সে যদি না বলে থাকে তাহলে এখনই তাঁকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেন। বলুন।’

‘হ্যালো, বলেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা এমন জরুরি—।’

‘আমি কি এই অবস্থায় আপনার সামনে নিয়ে দোড়াব?’

‘না, না। আমি জনসন্তান না আপনি ইতুভাবে বিশ্রাম দেন। সরি, খুব দুর্বিত।’

‘টিমি আছে। জরুরি বলেই আপনাকে ওপরে আসুন অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু আপনি আপনার পেছে থানিকটা সুনেই থাকবেন। সুনেইসে প্রারম্ভে নামিয়ে বাজলেন ম্যাডম। ভার্গিস নিখাল দিলেন। তাঁর চোখের সামনে ম্যাডমের মৃত তেজে উঠল। এই বয়সে ম্যাডম সুন্দরী, চেহারাপ্রত্বও ভাল। কিন্তু মেয়েদের ওসব নিয়ে ভার্গিস কেনও দিন মাথা ধামাননি। কিন্তু আজ যদি ম্যাডম সম্পূর্ণ নান্ম অবস্থায় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান? ভার্গিসের জিভ শুকিয়ে গেল। প্রাপণে নিজেকে শক্ত করতে লাগলেন তিনি।

ভার্গিসকে ‘ওপরে নিয়ে যাওয়া হল ম্যাডমের সেকেটারি মহিলা বেরিয়ে এল বারান্দায়। এখনে তিনি এর আগে এসেছেন, আজও কেনও পরিসর্বত্বে দেখেছেন না। তাঁর মনে হল বিশাল এই বাড়িটির অন্য অংশটি একটু বেশি রকমের ধর্মযাদে।

‘ইয়েরে মিস্টার ভার্গিস।’

ভার্গিসকে ‘ওপরে নিয়ে যাওয়া হল ম্যাডমের সেকেটারি মহিলা বেরিয়ে এল পড়েছেন। খুব হালকা নীল অলো ছালেরে ঘৰে। সেকেটারি নেয়ায়ে যেতেই তিনি ম্যাডমকে দেখতে পেয়ে খুবিং নিখাল কেলালেন। একটা লাজ ডিভানে ম্যাডম শুয়ে আসেন। তাঁর সমস্ত শরীরের ধৰ্মবর্ষে সামু মহাল জাতীয় কাপড়ে ঢাক। ডিভানটির একটা দিক উচু বলেই ম্যাডমের শরীরের উত্তোলন ওপরে তোলা। তাঁতে তাঁর আরাম হচ্ছে।

‘ক্ষমন।’

যে চেয়ারটিতে ভার্গিস বসলেন সেটি ম্যাডমের ডিভান থেকে অস্ত দশ হাত দূরে রাখা হিল। ভার্গিস চেয়ারটিতে বসান্মার শুব্দতে প্রারম্ভে নামাজ করবেন।

‘অপনার জরুরি বিশ্রাম বলতে পারেন।’

‘আমি আবার মুঠ প্রকাশ করছি—।’

‘নাস্টাস অল। আপনি যত তাড়াতাড়ি কথা শেব করবেন, তত আমার উপকার করবেন। কার্যে আমি শরীরে এই চাদরটা রাখতে পারছি না। শুরু করুন।’

‘যাজাত!?’ ভার্গিস সোজা হয়ে বসলেন, ‘বেগু আমাকে চরিষ্য ঘৰ্তা সময় দিয়েছেন।’

না হলে আমাকে সেব যেতে হবে। আমার বিরক্তে যেসব অতি যোগ ঢঁৰা করেছেন, তাঁতে আমাকে গ্রেফতারও করা যেতে পারে। আপনি আমাকে সহজে করুন।’

‘বিভাগে?’

‘সেটা আপনি জানেন। আপনার প্রসঙ্গ আমি বোর্ডের কাছে তুলিনি।’

‘আমি এর মধ্যে কথেকে এলাম?’

‘বাবু বস্তুলালের বাগভোজে আপনার ড্রাইভার কি করে গেল বলতে হলে আপনার কথাও বলতে হচ্ছে। আপনার নির্দেশে আমি লোকটাকে গুলি করতে বাধ্য হই। রিপোর্টে লেখা হচ্ছে সে শপল্ট ছিল না। কিন্তু আপনি যে ওর অন্ত দিয়ে দিয়েছিলেন এটাও আমি বলতে পারিনি। ডেভিড পালাচিল এবং আপনি আমাকে গুলি করতে বলেছেন।’

‘কখনো নহয়। আমি আপনাকে বলিনি ডেভিডকে গুলি করে মেরে ফেলুন।’

‘উত্তেজনার সময় সামান্য—।’

‘মিস্টার ভার্গিস, আপনি বোর্ডে: সামনে এসন প্রসপ্র উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মিস্টার আপনাকে স্টোর করতে দেননি, তাই না?’

ভার্গিস চমকে উঠলেন। ক্ষতক্ষণ অগ্রে তিনি বোর্ডের মিটিংতে ছিলেন? এর মধ্যেই এখনে খবর পৌছে গেছে। তার মনে হল মাডামের নেটওর্ক পুলিশ বাহিনীর থেকেও শক্তিশালী।

‘আমি আপনাকে সবার সামনে ছেট করতে চাই না ম্যাজাম।’

‘আপনি কি আমাকে ঝ্যাকটেইল করতে এসেছেন?’

‘না। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আমাকে সাহায্য করার জন্য।’

‘যদেন?’

‘আপনি জানেন সপ্তাহপুরীর কোথায় আকাশলালের শরীর দিয়ে গেছে।’

‘তাই? আমি জানি? আপনি কি বলতে চাইলেন ভার্গিস সামনে? আমি জানি অথচ কাউকে জানাচ্ছি না, তার মানে আমি বোর্ডের সঙ্গে বিস্বাসাত্মকতা করছি?’

‘হ্যাঁ। ব্যাপারটাকে ঘূরিয়ে দেখলে সেই রকমই দাঢ়াবে।’

‘মিস্টার ভার্গিস, এই অভিযোগ প্রমাণ করার দায়িত্ব আপনার।’

‘আপনি জানতে পেরেছিলেন বাবু বস্তুলালকে যাকে দিয়ে আপনি খুন করিয়েছিলেন সেই কাটি অর্থ উদ্ঘাস অবস্থায় আমার হাতে পড়ে।’ আমি জনতাম অব্য পাওয়ামাত্র আপনি তাকে সমিতে ফেলবেন। তাই আপনার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি একজন সার্জেন্টের পাঠিয়ে ও পাহাড়ের বাস্তুলালের বাসেটেই রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি একটা বোকামি করেছিমাম। আমি ভুলে দিয়েছিলুম আপনার বাহিনীর দে কোম ও অফিসর আপনাকে দেখে সহ্যান জানাবেই। তারা সবাই জানে এ রাজের সর্বম কর্তৃদের আপনি অভুলের টানে নাচান। তাই ড্রাইভার মিয়ে যখন আপনি বাঙ্গলো ডেবরে যান তখন সার্জেন্ট অফিস্কার করেছিল আপনাকে খুশি করতে। আপনার ড্রাইভার সম্ভবত তাকে নীচের ঘরে নিয়ে দিয়ে খুন করে। করে করিনে দুলে দেয়। আখ-পাগল টোকিনারকে গাহে খুলিয়ে দিতে ঝ্যাককে-স্টোরী ড্রাইভারে একটুও কষ্ট হয়নি। আর দুটা সুনের পর আপনি আমাকে টেলিফোনে ওখনে যেতে বলেন। ঠাণ্ডা মাথায় লান বলে বাবেন। এবং হয়তো ড্রাইভারকে নির্মল দিয়েছিলেন খোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। ওই ড্রাইভারকে সমিয়ে না দিলে একটি সাক্ষী থেকে হেট যে আপনার বিক্রিকে পরে মুখ খুলতে পারে। তাই আমাকে দিয়ে তাকে খুন করালেন। এর একটা কথাও আপনি অবৈকার করতে পারেন?’

ম্যাজাম একদৃষ্টিতে ভার্গিসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার বললেন, ‘প্রমাণ কি?’

‘তার মানে?’

‘আপনার ওই কথাগুলোকে সমর্থন করার মতো কোনও সাক্ষী আছে?’

‘ম্যাজাম। সাক্ষীদের আপনি মেরে ফেলেছেন।’

‘মিস্টার ভার্গিস। এসব বাগানওয়ালা বাড়িতে দু-একটা সাপ থাকে যাদের বাস্তু সাপ বলা হয়। তার তাদের মতো ধাকে, বিক্রি করে না, বাড়ির কেউ তাদের ঘাটায় না। বিক্রি কখনও ভুল করে নেও যদি তাদের লেজে গা দেন তাহলে সেই সাপ সবে সঙ্গে ছেলে থারে। আর সেই ঘোনের বিষ থেকে পরিষ্কার নেই।’ আপনি লেজে পা দিয়েছেন যেতে, হচ্ছে করে। আপনি আমার সাহায্য চাইলেই এসেছেন, এটা একটা ভাস্তু। আপনাকে আমি স্টোর প্রস্তুত করি।’ আপনি এখন থেকে দিয়ে পদ্ধতিগত দাখিল করে সীমানা পরোয়া চলে যান। আমি কথা দিয়ি আপনাকে কেউ বিরক্ত করবেন না। আপনার পেছনে কেনও পুলিশ ছুটিবে না।’

‘ভার্গিস জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কিম্বীয় প্রস্তাৱ?’

‘এখন থেকে আমি যা বলব তা বাইরে আপনি কোনও কাজ করবেন না। যে কোনো সিদ্ধান্ত দেবার আগে মিস্টার নব নবার অনুমতি দেবেন।’

ভার্গিস হতভয়। নিজেকে কিছুটা সামনে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কিংস সোর্ড তো আর টেক্সেল ফটা পরে আমাকে স্যাক করবে? তাৰ কি কৰবেন?’

‘টেক্সেল ফটা মানে অনেক সহ্য। ওয়ান থাইজেন্ট প্রি হার্ডেড এইটি মিস্টিস। তাই না?’

‘ধৰে নিন আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাৱে আমি রাজি হোৱাম—।’

‘তাহলে আমি যা বলব তাই করতে হবে আপনাকে।’

‘বেশ। রাজি আছি।’

‘গুড। তাহলে এগিয়ে আসুন।’

‘মানে?’

‘আপনাকে আমি কাছে আসতে বলছি।’

ভার্গিস অগিয়ে গেলেন। হাতডুরের দূরে দাঢ়িয়ে ম্যাজামকে দেখলেন। সমস্ত শরীর সামান্যমাত্রে ঢাকা সঙ্গেও আদলতি প্রকাশিত।

‘আমার পায়ের পেছনে নিয়ে দাঢ়ান। হ্যাঁ। এবার হাঁটু মুড়ে বসুন মিস্টার ভার্গিস।’

‘কেন?’

‘প্রশ্ন কৰবেন না। আপনার কৰ্তৃব্য আদেশ মান্য কৰা।’

ভার্গিস হাঁটু মুড়ে বসলেন। ভারী শরীর নিয়ে একটু অসুবিধে হল। এখন তার সামনে দুটো ধৰ্মকে পা। শার্থের মত সামা।

চেয়ে ওপরে উঠতেই ভার্গিস পাথর হয়ে গেলেন। মৃত্যুমুরে চাদরের পাশ থেকে ম্যাজামের ভান হাত বেরিয়ে দেশে। এবং সেই হাতের মুঠো চকচকে কালো হেটি পিপুল ধৰা। পিস্তলের মুখ তার মাথার দিকে তাক কৰা।

‘আমার মনে হচ্ছিল আপনি প্রমাণের সকলেন এসেছেন। আপনার পকেটে কিটেপরেকর্ড আছে মিস্টার ভার্গিস? ধাকলে ওটা আমার পায়ের কাছে রেখে দিন।’

ভার্গিস আদেশ আমান করতে পারলেন না।

টেপ রেকর্ডিংটা হাতে নিয়ে ম্যাজাম শায়িত অবস্থাতেই খিলখিল করে হেসে উঠলেন, ‘আঞ্জা, মিস্টার কমিশনার, আপনার মাথায় করে একটু মুকি আসবে? আমাকে এমন নির্বেশ ভাবলেন কি করে? এবার উঠে দাঢ়ান। হ্যাঁ। ওই চেয়ারটার কাছে চলে যান।’

বসুন। গুড। আবার বলুন, আমার ওই মুটো প্রত্যাবের কোনটা আপনি গ্রহণ করছেন?

বাবো অপমানে দুঃখে মাথা নিচ করে বসেছিলেন ভার্সিস। তিনি জানেন ম্যাডামের হাতের অপেয়ারের বিকেজে হঠকরিতা করে কোনও লাভ নেই। এই অপমান তাকে হজম করতেই হবে। তিনি মাথা তুললেন, ‘কোনটাই নয়।’

‘আজকি!

‘কাল সকালে আমাকে বরখাস্ত করা হবে আমি জানি। কিন্তু তার আগে আমি দেশের মানুষের কাছে বলে যাব কে শেষভাবে কে নয়?’

‘আবার বোকামি। পুলিশের কথা সাধারণ মানুষ কখনও বিশ্বাস করে না। তাহলে আপনি আমার সহায়া চান না। আপনি এন্টন স্কজেনে আসে পারেন।’

মিনিট দশকের পরে বড় রাস্তার একপাশে দাঙ্গিয়েছিল ভার্সিসের জিপ। একটু আগে তিনি ওয়ারলেসে হৃদূম পার্টিয়েছেন হেড কোয়ার্টার্সে পুরো একটা ব্যাটিলিন ফোর্স পাঠানোর জন্যে। তার চলে আসতেই ভার্সিসের জিপ ম্যাডামের বাড়ি দিয়ে যেতে। ওই শিশু বাগানবাজাল বাড়ি থেকে যাতে কেউ বেরিয়ে মেটে না পারে তার সরকরক ব্যবহৃত করে ভার্সিস গভীরে কেবল বাড়ির সামনে পৌঁছে গেলেন। যে কাজটা তিনি করছেন তার জন্যে অনেক জোবাবিন্দি দিতে হবে তাকে, হয়তো চিবিল ফটা নয়, যিনে যাবায়ার তাঁর চাকরি শেষ হয়ে যাবে, তবু নিজের কাছে বাকি ঝীবন স্বাভাবিক থাকতে এটা তাকে করতেই হবে।

বাড়িটাকে ঘিরে পুলিশবাহিনী দাঙ্গিয়ে আছে অথচ সদর দরজা বন্ধ, একটি ও মানুষ এনিয়ে আসছে না। অথচ মিনিট পাঁচশৈক আগে ঘৰন তিনি এই বাড়ি থেকে নেইয়ে নিয়েছিলেন তখন কর্মচারীরা এখনেই হিল। ভার্সিস নিজেই মেনে বাজলেন। দুটীয় বারে একজন লোক দেরিয়ে এল। এই লোকটাকে ভার্সিস আপন দেখেছেন বলে মনে করতে পারেন না। সরজা খুলে বিনিমত ভঙ্গিতে সে জিজাসা করল, ‘কি করতে পারি, যার?’

‘ম্যাডামকে থবর দাও।’

‘ম্যাডাম বলেছেন, আপনি স্কজেনে সমস্ত বাড়ি সার্ট করতে পারেন। একটু আগে আপনি ওকে যে ঘৰে দেখে গেছেন সেখানেই বিশ্বাস নিজেছেন তিনি। আপনার কাজ হয়ে গেলে ওর সঙ্গে কি আপনি দেখা করে যাবেন?’

ভার্সিসের সমস্ত শরীর শীতল হয়ে গেল। তিনি খুবে গেলেন এ বাড়িতে সার্ট করে কিন্তু পাওয়া যাবে না। যদি কিন্তু অধৰা কেউ থেকেও থাকে তাহলে তিনি চলে যাওয়ায়ার তাদেশ সবিয়ে দেখে হয়েছে। অথচ তিনি এ বাড়ির সামনের রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন। বাইরের কার্যক্রম চলছে। ম্যাডাম কোন পথে তাদের সরাগেন। কিন্তু একটুর পর্যট এনিয়ে তিনি আর পিছিয়ে মেটে পারেন না। পরকাণটী তাঁর মাথায় অন্য পরিকল্পনা এল। তিনি মুখে একবারও বলেননি যে বাড়ি সার্ট করবেন অথচ এই লোকটি সেটা উচিয়াল করবে। ম্যাডাম জানতেন তিনি এটা করতে যাচ্ছেন? হেড কোয়ার্টার্স থেকে ব্যাটিলিন উভান হবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো থবর পেয়ে গেছেন।

ভার্সিস লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে চুকলেন। নীচে, সিডিতে কর্মচারীরা সারি দিয়ে অপেক্ষা করছিল। তাদের ধূকেপ্পা না করে ভার্সিস সোজা দোতলায় উঠে এসে দেখলেন সেই সেকেন্ডটারি মহিলা দাঙ্গিয়ে আছেন বারান্দায়। ভার্সিস যে গভিতে উঠে

এসেছিলেন তাতে তাকে আটকানো সম্ভব হিল না মহিলাৰ। তিনি ‘স্যার’ ‘স্যার’ করে বাধা দেবার আগেই ভার্সিস ম্যাডামের দরজার সামনে পৌঁছে বললেন, ‘মে আই কাম ইন ম্যাডাম?’

ভেতর থেকে গলা দেনে এল, ‘ইয়েস।’

পর্ম সরিয়ে ভার্সিস ভেতরে চুকলেন। ম্যাডাম এখনও সেই একটু ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। চোয়ারের পাশে পৌঁছে ভার্সিস বললেন, ‘আপনার কর্মচারী ভুল বুবেছে ম্যাডাম। আমি এ বাড়িতে ভার্সিসের জন্যে অসমিনি।’

‘ভালুক?’

‘আমি আপনার ব্যটিয়ে প্রস্তুত গ্রহণ করছি।’

‘তাহলে পুরো একটা ব্যাটিলিন সন্দে কেন?’

‘এবা, আবার অনুসৃত। যদি আপনি এখন আর রাজি না হন তাহলে আবার মতো একাও পদব্যাপ্ত করবে, একসঙ্গে।’ ভার্সিস হাসলেন।

‘এই প্রথম আপনাকে বুকুলান বলে মনে হচ্ছে। বসুন।’

ভার্সিস বসলেন। এখন তার আর কিছিই করবীয়ে নেই।

রাত তখন সাড়ে বারো। একেই পাহাড়ি শহর তার ওপর কারফিউ চলছে, মনে হচ্ছে, বাজান ছাড়া পৃথিবীতে কোনও শব দেন্ত, কোনও জীবন নেই। মুটো গাঢ়ি দাঙ্গিয়েছিল সেতি প্রধানের বাড়ির সামনে। মুটোটাই লেডি প্রধানের গাড়িয়ে নাথৰ লাগানো। পরালোকগতা লেডির শেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্যে যে কারফিউ পাল ইস্কু করা হয়েছিল তা আজ রাতের পর কার্যক্রম থাকবে না। এখন সেই কাগজগুলো দুজন ঝুঁভারের পকেতে আছে। একটু আগে অত্যন্ত সাধারণে আকাশগুলোর শরীর নামানো হয়েছে স্ট্রিচের ভয়ে। ভাসের পোছনে বিশ্বে ব্যবহৃত করা বিছানার তাকে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

এ বাড়ির কোথো আলো ঝলছে না। যেসব সদস্য আজ রাতের অভিযানে সামিল হচ্ছে না তাদের উদ্দেশে হায়দার একটা ছেটে বৃক্ষতা এইসব শেষ করল। সমস্ত দেশ একদিন নিশ্চয়ই এই দেশপ্রেরে থীকৃতি দেবে। নেটা সুন্দর হচ্ছে ওঠামার আবার যখন ডাক দেবেন তখন যে যেখানেও ছাড়িয়ে ধাক্কু ছুটে আসবেনই একথা হ্যাদার বিশ্বাস করে। সেইসঙ্গে সে মনে করিয়ে দিয়েছে কোনওভাবেই যেন অক্ষেত্রে রাতের বিশ্বরণ শুরু করে জানতে না পারে। তারা সবাই ইতিয়ার চলে যাচ্ছেন নেতাকে রাক করতে। যদি বাকিদেশে এখনে ধাকা অসম হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তারাও ইতিয়ার চলে যাবে না পারে। আর তারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায়ার সবাইকে দেরিয়ে মেটে হবে। বায়োটা প্র্যাতিশ থেকে একটা পর্যট সামনের রাস্তায় কোনও পুলিশ পেট্রল ধাকাবে না এমন ব্যবস্থা করা আছে।

ঠিক তখনই ত্রিবুন দেরিয়ে এল। হ্যাদারকে আলিঙ্গন করল সে। সিঁ গলায় জিজাসা করল, ‘আমরা সবাই ইতিয়ার যাচ্ছি তাই বলেছে তো?’

‘হাঁ। আবার রওনা হতে হবে। পথে অস্তু এই রাত যেখানে শেষ হচ্ছে সেই পর্যট কোনও বাধা পাবে না। তারপর বড় রাস্তা এড়াতে চোটা করবে। যদি দেউ জিজাসা করে তাহলে কারফিউ পাল দেয়ে থেকে লেডির শেষবাজে যাঁরা এসেছিলেন তাদের পৌঁছাতে হচ্ছে। উইশ ইট গুড লাক।’

‘সেম টু ইউ। আমি যোগাযোগ করব।’

প্রথমে ভানটা রওনা হল, পেছনে জিপ। ওরা রওনা হওয়ামাত্র বাকিরা ছুটে গেল বাড়ির ভেতরে। নিম্নের জিনিসপত্র সামানই ছিল কিন্তু লেডি প্রধানের পুলিশান জিনিস ওদের ভাবনায় ফেলল। ওদের মনে হতে লাগল কিন্তু নিয়াবাদ করার সূচনে এগুলোর ওপর অধিকার জয়ে যিয়েছে। ওরা যে যা পারে সংগ্রহ করে নিয়ে বিপক্ষে পড়ল। এসব জিনিস একসঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কোনও উপর নেই। এনিকে রাত বাড়ছে। ওরা এক জ্যায়ামাত্র বসে ঠিক করল ইতিমধ্যে যখন হায়দারের দেওয়া সহজেই মা পেরিয়ে যিয়েছে তখন বাইরে যাওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে এখানেই থেকে গেলে ভাল হয়।

আগামী কাল দিনের আলোর জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ হবে।

ঠিক দুটোর সময় সেভি প্রধানের বাড়ি এবং বাগান ভার্সিসের পুলিশ বাহিনী দিবে ফেলল। হ্যায়দার এবং বাইরে যাওয়া সঙ্গীরা প্রায় দিবা বাধার আহসনপত্র করল পুলিশের কাছে। সবক বাড়ি চেয়ে ফেললেন ভার্সিস। না, দেখাও মৃত্যুহ অথবা আকাশপালারের প্রধান দুই সঙ্গী নেই। খুঁতের জের শুরু করে দিয়েছিল তাঁর অফিসাররা। সমস্ত বাড়ি ঘূরে একটি ঘরে তুকে ভার্সিস হতবাক হয়ে যিয়েছিলেন। যে কোনও বড় নাসির হ্যেমের অপেশেন খিল্টের প্রায় এই রকমই হয়। ঘুমের গাজে বাতাস ভারি। এখানে বি কারণ ও অপেশেন হয়েছিল ? কার ? সবে সঙ্গে ভার্সিসের স্টেটে ভেতর চিনিলেন বাথ শুরু হলো। খুঁতের হত বি অপেশেনের করা যাব ? করলে যদি মানুষ আবার বেরে যেত তাহলে পুরুষিতে তো সেরগোল পড়ে যেত। কিন্তু অনে কেউ যদি অনুমতি হয়ে থাকে তাহলে সে দেল কোথায় ? তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন পাখিরা পালিয়ে যিয়েছে। এখানে আসেন তিনি দেরি করেছেন। মাজামের বাড়িতে ব্যাটিলিন নিয়ে ন যিয়ে সেই সময় সোজা যদি এখানে চলে আসতেন তাহলে কাজের কাজ হত। তিনি টেলিফোন তুলে ডায়ল করলেন। এত রাতে মিনিস্টারের টেলিফোন বেজে যাচ্ছে। এই নাথৰ জিনিসপত্রের সোওয়া ঘৰে। লোকটা গেল কোথায়। এতক্ষণ টেলিফোন বাজলে কেউ জেগে থাকতে পারে ন। রিসিভার নামিয়ে রেখে ভার্সিস একটু ইত্তেক করে ম্যাডামের বাড়িতে ফোন করলেন। এখন রাত সওয়া তিনটে।

একবার তি হং হেতৈ ওপাশে বিসিভার উঠল, ‘হ্যালো।’

ম্যাডামের গলা। এত রাতে মহিলা জেগে আছেন ?

ভার্সিস হীরে থায়ে বিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

সুত গাতিতে জিপটা এগিয়ে যাচ্ছিল। সেভি প্রধানের বাড়ি থেকে বের হওয়ামাত্র ভানটির সব পেকে সে বিছুর হয়েছিল। যান্তা সন্তু বেশি শিল্প তুলিছিল ড্রাইভার। জিপের পেছনে তিনবন্ন মানুষ বসে আছে চুপচাপ। তিনি সাক্ষী। নির্জন রাতের রাজপথে কোনও বাধা নেই। বাবুশ অনুযায়ী ধাকার কথাও নয়। তিন্তের কোনো ওপর যে আয়োজিত তৈরি তাতে অনেক বুলেট প্রস্তুত। রাতাটি শেষ হয়ে গেলে তার নির্দেশে ড্রাইভার বি দিকের গলিতে তুকে পড়ল। পথ এবার সরু বলে গতি করাতে হচ্ছে।

হাঁট পেছন থেকে ঝুঞ্চ বলে উঠল, ‘এভাবে চলালো অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে।’

তিন্তে মানুষকে তার দেৱা বলে মনে হচ্ছিল।

বৃক্ষ ভাঙ্গাৰ জিআসা কৰলেন, ‘আমৰা কোথায় যাচ্ছি ?’

‘যাওয়াৰ পৰ বুথতে পাৰবেন।’ ত্রিভুবন জৰাব দিল।

‘এতাবে যেতে আমি রাজি নই।’

‘কিভাবে আপনাকে নিয়ে গোলে রাজি হবেন ?’

‘আমকে ছেবে দিল। আমি এখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাব।’

‘কাৰাফিউ চলছে। আপনাকে ওৱা গুলি কৰে মাৰবে।’

‘আমকে বৰা হয়েছিল কাজ শেষ হয়ে গোলে আমি বেথানে ইচ্ছে যেতে পাৰব ?’

‘কে কি বলেছিল জানি না, আমাৰ ওপৰ দায়িত্ব আপনাকে বকিৰি পাৰ কৰে দেওয়া। দ্বাৰা কৰে আৰ বকবক কৰবেন না। মনে রাখবেন পুলিশের ঢোকে আপনি একজন ক্রিমিনাল।’

‘ক্রিমিনাল ? আমি ?’

‘হ্যাঁ। আপনি আকাশপালারের শঙ্গীৰে অপারেশন কৰে পুলিশকে ধোকা দিয়েছে ?’

এইসময় ড্রাইভারে একটা অনুচূ শব্দ উচ্চারণ কৰল। ত্রিভুবন দেখল দূৰে রাতাব বাকে একটা হটেলদারি ভান দাঢ়িতে আছে। ভানে সামান দুজন অবিস্রার। ত্রিভুবন চাপা গলায় বলল, ‘আপনারা কেউ কোনও কথা বলবেন না। যদি কেউ কথা বলাৰ চেষ্টা কৰেন তাহলে আগে আমি তাকে গুলি কৰব। আমি সুস্থাইড কৰতে বাড়ি কিন্তু ধৰা দিতে নয়।’

ত্রিশ

ত্রিভুবনের ইস্টিতে জিপ হীৱে ধীৱে দাঢ়িয়ে গেল। সামনে দাঁড়ানো-পুলিশের সকলের হাতে আধুনিক অস্ত্ৰ। ত্রিভুবনের বুকের ভেততে ড্রাম বজাইল। হ্যায়দার বলেছে তার সদে পুলিশের একটা অংশের বাবুয়া হয়েছে। এই লোকগুলো সেই অশের মধ্যে পড়ে কি না দে জানে। পাদের কাছে ধৰা রিভলভারটি কাঁপছিল তার। ধৰা পড়ুৰ আগে এটাকে বাবুয়া কৰলে না।

একজন পুলিশ অফিসার টিক্কোৰ কৰে বলে হেডলাইট নেভাতে। ড্রাইভার চটপট স্টেটি নিভিয়ে দিলে লোকটা এগিয়ে এল অংশ হাতে। ড্রাইভারের পাশে দাঢ়িয়ে ছুয়ুম কৰল, ‘কাৰাফিউ পাশ আছে ?’ ড্রাইভারে পাশ ত্বক্ষিত স্টোৱ বেৰ কৰে দেল।

লোকটা জিপে ভেততের আলোৰ স্টেটকে দেখাৰ চেষ্টা কৰল। তাৰপৰ কাগজটা ফিরিয়ে না দিয়ে জিআসা কৰল, ‘কোথায় যাচ্ছি ?’

‘কেন ?’

‘আমাদের এক আয়োজী মারা গিয়েছে।’

‘নেমে এসো। সার্চ কৰব ?’

‘অভিযোগ, আমাদের খুব দেৱি হয়ে যাবে। ম্যাডাম রাগ কৰবেন।’

‘ম্যাডাম ?’

‘ওঁৰ হুকুমই যাচ্ছি।’

লোকটা কাৰাফিউ পাশ ড্রাইভারকে ফিরিয়ে দিয়ে অন্যান্যদের ইশৰা কৰল পথ কৰে

দিতে। জিপ আর দাঁড়াল না। ওদের পেরিয়ে আসামাত্র বজন জিঞ্চাসা করল, 'ম্যাডাম কে ?'

'কেন ? আপনাদের কি দরকার ?'

'পুলিশের কাছে মাঝের মাতা কাছ হল ওঁর নাম বলায় ?'

'আপনারা কিছু শোনেননি। চৃপচূপ বসে থাকুন।' ক্ষমালে মুখ মুছল ত্রিভুবন। এখন বাড়ির চারপাশে নেই। প্রায় মাঠের মধ্যে দিয়ে গাঢ়ি ছাঁচে। ব্যাপারটা ত্রিভুবনকেও কম বিস্তৃত করেনি। হায়দার বলেছিল, 'পুলিশ যদি তোমাকে বেকয়েদায় ফেলতে চায় তাহলে যাদেরের দোহাই দেবে।' তাতে কাজ না হলে বুবুরে অত্র ব্যবহার করতে হবে ?' সে জিঞ্চাসা করেছিল, 'ম্যাডাম কেন ? তিনি এর মধ্যে আসছেন কেন ?'

'আমি জানি না। কিছু কিছু ব্যাপক আছে যা জানতে না চাওয়া লাগে।'

ত্রিভুবন তখন মাথা ঘামায়ি। মাথা ঘামানোর মতো অবকাশগ্রহণ ছিল না। অব্যাহতি পাওয়ার পর মনে হচ্ছে জল অনেকে দূর গড়িয়েছে। তাদের এই আনন্দলোনের সঙ্গে দেশ এবং বিদেশের অর্থবান কিছু মানুষ জড়িয়ে আছেন। লেডি প্রধান যদি তাদের আশ্রয় না দিতেন তাহলে আকাশলোনের ওপর অগ্রারেন করা সম্ভব হত না। কিন্তু এই ম্যাডাম যে তাদের সঙ্গে আছেন এ কথা একথমসারিন নেতৃ হয়েও সে জানত না। ম্যাডাম হচ্ছেন বৈরেকী সরকারি একজন প্রতিনিধি। বোর্টে ওর ইনফ্রামে দুরু। কানিস ওঠে বসে ওর কথায়। এমন মাইল কি করে ওদের সঙ্গে থাকবেন ? পুলিশে যাইছিল স। ত্রিভুবনের কাছে।

এখন রাত সুন্দরন। আকাশে যেন তারার বাজার বসে গেছে। এই তিনজনকে সীমান্ত পার করে দিলো তার মৃত্যি। তারপর সে চলে যাবে আমি। এই জিপ নিয়ে অবসরা গ্রামে যাওয়ায় যাবে ন। কিন্তু আমি সিলে করতেই বাবি ? হাঁটাং আর একটা তাবনা মাথায় এল। ম্যাডামের সঙ্গে কি আকাশলোনের কোমে দেশেছিল ? হায়দার সব জানত ? এই সঙ্গের সংজ্ঞা হলে বিপ্লবের বড় বড় সুষ্ঠুভাবে তো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। বিপ্লব ব্যাপারটাই বানানো হয়ে যাবে। রিভলভার অংকড়ে ধূরস সে। আকাশলুক কি তাকে ব্যবহার করেছে ? বিপ্লবের নামে তাদের নিখিল করে নিজের আবেদন ওছিয়ে নিতে অপারেশন করিয়েছে ? ত্রিভুবন জানে এই প্রেরণ উত্তর সময় ছাড়া কেউ নিতে পারবে ন। হেস্টার মৃত্যু মনে পড়ল ; মেটো তাকে ভালবাসে। তাকে ভালবাসে বলেই বিপ্লবের অংশীদার হয়েছে ও। হেনো এখন তার জন্মে আশেকা করছে ? কিংক ভানা নেই। কানিস কারাও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। হাঁটাং নিজেকে কিরকম প্রতিরিত বলে মনে হচ্ছিল তার।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি ?' বুক ভাঙ্গারের গলা ভেসে এল।

'জাহামো !' ত্রিভুবন বিকৃত মুখে উত্তর দিল। তার মেজাজ খারাপ হয়ে যাইছিল। বজনের গলা পাওয়া গেল, 'আপনি অভাবে কথা বলতে পারেন না।'

'কিভাবে কথা বলব তা আমাদের কাছে শিখতে হবে নাকি ?'

এই সময় পূর্ণ পাশে উল্লে, 'আশ্রম অস্ততে তো !'

'ইট শার্ট আপ বলে উল্লে, 'পুর করে বসুন।' তিংকার করে উঠল ত্রিভুবন। হাঁটাং সে নিজেকে থেরে যাবাতে পারছিল ন। মনে হচ্ছিল সবাই তার ভালমানুষির সুবোগ নিষেচে।

পৃথা বলল, 'চৰকৰি।' আপনাদের জন্যে আমরা দুশ ছেড়ে এখানে এসে বন্দির

জীবন যাগন করলাম। আমাদের কাজে লাগিয়ে এমন ব্যবহার তো আপনারা করবেনই।'

'ম্যাডাম !' আপনারা আমার জন্যে কিছু করেননি। যার জন্যে করেছেন সে ভাবে চেপে অনু দিকে রওনা হয়ে নিয়েছে। আমার মাথা টিক নেই, এখন কথা বলবেন না।' ত্রিভুবনের গলার ব্রহ্মে বরে এমন কিছু লিল যে ব্রহ্ম ইশ্বরার পৃথকে কথা বলতে নিবেদ করল। কিছু বুক ভাঙ্গার স্টো বুলেন, 'আমাকে নামিয়ে দিন !'

'নামবেন মানে ? এখানে নেমে কোথায় যাবেন ?'

'ব্যেথানৈ যাই, নিজে যাব।' আমাদের আপনাদের আর কোনও দরকার নেই।'

'আছে।' এখানে আপনাকে দেতে পেলোই পুলিশ ধরবে। তারা আপনার পেট থেকে সব কথা টেনে বের করবে। আমার স্টো চাই না।'

'ওঁ, আমি পাগল হয়ে আছি তা জানেন ?' আমার পরিবারের কাউকেই, আমি দেখতে পাইনি। ওরা নিষিদ্ধ করেনেই আমি মরে দোহাই। শুধু লোকে পড়ে আমি রাজি হয়েছিলাম। আকাশ আমাকে বলেছিল অপারেশনটা করতে পারলে পুরুষীর সবাই আমার নাম জানবে। নেবেল প্রাইজ পাব আমি। ওঁ, কী লুক কী ভুল !'

হাঁটাং ত্রিভুবন ঘুরে বলল, 'এই বুকে, চুপ করব বিনা বল !'

'না করব না। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহিতই কৰব তোমার আমাকে বাদি করে দেবেছে !'

ত্রিভুবন জবনের দিকে তাকাল, 'ওকে সামলানি। এই চিকিৎসার কারাও কানে গোলে আর বৰ্জির পুর হতে পৰব না বাবার আপনি। পুলিশের চোথে আমরা সবাই একাও নাই। এটা পকে বেখাব। নইলো আমি কিছু কলে আপনারা নেবে দেবেন না।'

স্বজন বুকের হাত ধরল, 'ডক্টর ! একটু শাপ্ত হন। বর্জি পেরিয়ে গোলৈই আপনি যেখানে হচ্ছে সেখানে যেতে পারবেন !'

'না পারব ন।' মে উল্লে নন্দ আলোভি মি। আমি ওদের গোপন খবর জেনে দোহাই। শুধু মাথা নাজুক, 'ওরা আমাকে হেঁড়ে দিতে পারে না !'

গোপন খবর ? স্বজন শক্ত হলু। সে আকাশলোনের মুখ অপারেশন করে পাঠে দিয়েছে। এই ব্যাপারটাই তার চোখে ভাল কেউ জানে না। প্রদীপীতে একমাত্র সেই আকাশলোনে মেঝে আইডেভিটিফাই করতে পারবে। যদি নতুন জীবনে আকাশলোন নতুন মানুষ হিসেবে কাজ করতে যাব তাহলে তার মতো সাক্ষীক বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে না। তার মানে বুকের মতো তারাও নিরাপদ নয়।

স্বজন চাপ গলায় বলল, 'বর্জির আর কত দুর ?'

ত্রিভুবন জ্বালাইয়ে দিকে তাকাল। ড্রাইভার বলল, 'আর মাইল পাঁচকে !'

'বর্জি পার হবেন না সেখানে চেকপয়েস আছে !'

'স্টো আমার চিঁচা।' আপনারা নিচু হয়ে বসে থাকবেন !'

এই সময় একটা মোটর বাইকের আওয়াজ পাওয়া গেল। রাতের নিষ্ঠুরতা খান থান করে মোটর বাইকটা সামনের দিক থেকে আসেছে। এখন ওরা পাহাড়ি জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। রাত্তার ঘন ঘন বাক। তাই মোটর বাইকটাকে দেখা যাচ্ছে না।

ত্রিভুবন বলল, 'ভগবানের দোহাই, আপনারা চুপ করে থাকুন। বাইকে পুলিশ থাকবেই। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।'

একটা বাক ঘুরতেই দূরে বাইকটাকে দেখা গেল। আলোয় সিগন্যাল দিচ্ছে বেমে

যাওয়ার জন্যে। ড্রাইভার জিপেস করল, 'কি করব ?'

'এক মনে হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ। পেটল বাইক !'

'আমে কাছে নিয়ে স্পিড বাড়াও। বাইকটাকে স্যাশ করার চেষ্টা করো।'

ডেলাইটে আমের পুলিশ অফিসারকে দেখা গেল। বাইক থেকে নেমে স্টেপগান উচিতে মার্ডিয়ে আছে। ইলামা করছে জিপ ধারাতে। জিপের গতি খুব হল। কিন্তু কাহাকাহি পেষে হাঁটাং পিকআপ বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। আর সেই সঙ্গে রাস্তার একপাশে চলে এল দেখানে বাইকটা রয়েছে। চিংকার করে সার্কেটে লায়িনে পড়তে চাইল একপাশে। জিপ গতি বাড়িয়ে বাড়াতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল তার চাকা আটকে যাবে মার্ডি। ড্রাইভার ভার্ডার গোলার ঘনে উঠলে, 'বাইকটা ডেরে ঝুকে গেছে।' সে জিপ ধারাতে বাধা হবে।

চকিতে জিপ থেকে নেমে গলি ছুড়তে লাগল ত্রিভুবন। রাস্তার পাশে তার থাকা অফিসারের শরীর আর নড়ল না। ত্রিভুবন চিংকার করল, 'বাইকটাকে বের কর, জলদি !'

ড্রাইভার ততক্ষণে সীতাং নেমে দেখছে। ভেঙ্গেরে তুবড়ে বাইকের অনেকটাই সামনের বালিকের চাকা ফাঁকে চুকে গেছে। মুহূর্ত দিয়ে টেনে-চিত্তড়ে স্টেটকে বের করতে নাম না দেল্লোঁ। বৃক্ষ, 'সার, আপনারের হাত লাগাতে হবে !'

জিভুন হচ্ছে করল, 'নেমে আসুন, নেমে আসুন। না না আপনি নন, আপনি আসুন, হাত লাগান !' বৃক্ষকে পাখিরে সে ব্যথনেরে হচ্ছে করল।

অত্যবৃ স্বজন নামল। চার ধর অক্ষকর, শুধু জিপের আলো জলছে। তিনজনে কিছুক্ষণ চেঁচার পর বাইকটাকে সরিয়ে আনতে পারল। জিপে উঠে কসল স্বজন। জিভুন উচ্চত গিয়েও থেমে গেল, 'স্টেন্টনাটা নিয়ে আসি। কাজ দেবে !'

মৃত অফিসারের কাছে ঢালে গেল সে। ব্যথন দেখতে অক্ষকরে অন্তর্কাটে খুঁজে পাছে না ত্রিভুবন। এখন দেখতে ঢালুর দিকে নেমে যাচ্ছে। পা দিয়ে পুরুহে সে। হাঁটাং তার নজরে এখন নিয়ে আসন্দে ওপরে রিভলভারটা রেখে নিয়েছে ত্রিভুবন। চট করে হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে সে ড্রাইভারের মাথায় অর্টে টেকাল, স্পিড নাও। জলদি। নহিলে গুলি করব !'

'কিন্তু — !'

'আর একটা কথা বললে তোমার অবস্থা ওই অফিসারের মতো হবে।' রিভলভার নিয়ে ঠেলল সে ড্রাইভারের মাধ্যমিকে। সঙ্গে নিয়ার পাল্টে অক্ষিসালাটোরে চাপ দিল স্টেটক। গাড়ি গতি নিয়ে ত্রিভুবনের চিংকার ভেসে এল, 'এই, এই, আরে, কি হচ্ছে ? এই !' রিভলভারের নল সরলা না স্বজন। চাপা গলায় বলল, 'আরও জোরে !' এবং তখনই স্টেপগানের আওয়াজ ভেসে এল। অন্তর্কাটে খুঁজে পেয়েছে ত্রিভুবন। কিন্তু জিপ ততক্ষণে আর একটা বাঁকের আ঳ালে চলে এসেছে।

'সোজা চালাও, ধারাবে না !' হচ্ছে করল স্বজন।

'যাক ইউ রাদার !' বৃক্ষ বিড় বিড় করে উঠলেন।

অত্যবৃ পৃথা স্বজনের সঙ্গে সেটে ছিল। এবার প্রশ্ন করল 'আমরা বর্ডার পার হব কি করে ?'

'মেভারে যাচ্ছিলাম !'

'ওরা তো গুলি চালাবে।'

'বিস্ক নিতে হবে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে স্বজনের হাত উন্টন করতে লাগল। রিভলভারটা ধরে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ছিল। কিন্তু সে জানে সুযোগ পেন্সেই কাজে লাগানে ড্রাইভার। হাঁটাং দূরে আলো ঝালাহে দেখা গেল। ড্রাইভার বলল, 'চেকপোস্ট এসে গেছে। কি করব ?'

'স্পিড টেক !' ব্রজন বলল।

'না !' বৃক্ষ বলে উঠলেন, 'গাড়িটা ধারাবে। আমি মীচ নেমে ওদের সঙ্গে বাথা বলে সহজ করব। লেই সুযোগে তোমরা বেরিয়ে যেতে পার।'

'আপনি ?'

'আমার জন্যে চিঞ্চ করার দরকার নেই।'

'ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে।'

'না ও পারে। আমি ঝুঁকি নেব। এ হাঁড়া কেনও উপায় নেই।'

বৃক্ষ কেবেই দেখা যাবে চেকপোস্টে সামনে দুটো ড্রাম রাখা আছে। গোটা পাঁচকে পুলিশ অত্যন্ত হাতে অপেক্ষা করছে। স্পিড তুলে বেরিয়ে যেতে গেলে ড্রাইবের গায়ে ধাকা খেতে হবে।

জিপের গতি কমতেই রিভলভার সরিয়ে নিল স্বজন। পায়ের নীচে হেলে দিল। দুই ড্রাইবের মাঝখনে জিপের মুখ রেখে দুর্ভাগ্য করাইয়েই বৃক্ষ ডাঙ্গুর নেমে পড়লেন। ততক্ষণে তারের চারপাশে অশ্রাখারিদের কোতুহলী মুখ। বৃক্ষ ডাঙ্গুরকে বলতে শোনা গেল, 'অফিসার ইন-চার্জ কে ? আমি তার সঙ্গে কথা বলব।'

'আপনি কে ?'

'আমি একজন ডাঙ্গুর। আমাকে জের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।'

'কোথায় ?'

'না আর কেনও কথা নয়। ঠিক লোকের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

এবারে পাশের বাড়ির বারান্দা থেকে একজনের গলা ভেসে এল, 'ওকে নিয়ে এসো।'

দুজন লোক ডাঙ্গুরকে সঙ্গে নিয়ে এগোল। একজন জিপের পাশে দাঁড়িয়ে টর্চ হেলে বলে উঠল, 'আরে ! দেয়েমানুষ আছে জিপে !' যে বেলেছিল, তার হাত হেকে টর্চ নিয়ে আর একজন পুরুষ মুখে আলো বেলল। পুরু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, স্বজন ওর হাতে চাপ নিয়েখে করল।

বারান্দায় উঠে বৃক্ষ জিজ্ঞাস করলেন, 'আপনি অফিসার ?'

'লোকে তাই বলে। আপনি কে ?'

'আমি একজন ডাঙ্গুর। উগ্রপথীয়া আমাকে জের করে আটকে নেয়েছিল। এইমাত্র আপনাদের একজন অফিসার পাহাড়ে ওদের ধরতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। সেই সুযোগে আমারা পালিয়ে এসেছি।'

'প্রাণ হারিয়েছেন ?' চিংকার করে উঠল লোকটা, 'মেট্রিয়াইকে ছিল ?'

'হ্যাঁ !'

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গেল। একটা ধ্যান পুলিশ বোঝাই করে ছুটে গেল পাহাড়ের দিকে। অফিসার জিজ্ঞাস করলেন, 'আপনা সঙ্গে জিপে কে আছে ?'

'ওরা ও ডাঙ্গুর। আমি একটু কমিশনার ভার্সিসের সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই। ওদের ডেকে নিয়ে ডেরে আসুন।'

বৃক্ষ এগিয়ে এলেন জিপের কাহে। সেখানে দুঁজন সেপাই দাঢ়িয়ে আছে অত্যন্ত হাতে। নিচু গলায় বললেন তিনি, 'আপনারা কি করবেন ?'

'নামলে ওরা সব জেনে থাবে।' আপনি উঠে পড়ুন। পিকআপ নিন ড্রাইভার।' বজ্জন চাপা গলায় হৃদুম করতেই জিপ ছিটকে এগিয়ে গেল আর বৃক্ষ উঠতে গিয়ে গড়িয়ে পড়লেন সেপাইদের সামনে। জ্বাম দূটো দুনিকে ছিটকে গেল। সেপাইয়া ভ্রামের আঘাত সামাজিক লাফিয়ে সবে পড়তেই জিপ ধোকা মারল বাস্তুর বেড়ায়। টোকির হয়ে গেল সেটা। ব্যক্তির আওয়াজ শব্দ হতেই জিপ এগিয়ে গেল অনেকটা। এখন পেছন থেকে অবিবেক্ত গুলি আসছে। মাথা কুঁজ করে বসে হিল ওরা। হাতে ড্রাইভার কিপার করে ঝেক কষল। লাফিয়ে উঠে দ্বির হয়ে গেল জিপটা। কাতর গলায় ড্রাইভার বলল, 'আমার হাতে তলি দেশেছে।'

'সবে যাও, সবে যাও পাসে।' বজ্জন ওকে কোনও মতে সরিয়ে স্টিয়ারিংতে এসে বসল। জিপের গাড়ী ওলি লাগল আর এটা। অঙ্ককার বলে অসুবিধে হচ্ছে ওদের। বেড়া ভাঙ্গা সব স্বামী জিপের হেল্পলাইটগুলো গিয়েছে। বজ্জন অঙ্ককারেই জিপ ছেটাল। যে নান্দন সব স্বামী জিপে দেখে একটু আগে পিপোরাত দিকে রওনা হওয়ায় কেউ ওদের শিষ্টু ধাওয়া করতে পারেছে না। মাইল কয়েক পাহাড়ি রাস্তার আসর পরে উত্তেজনা করে এল বজ্জনের। পুরু পেছনে চুপ করে বসে আছে। বজ্জন জিপ ধামিয়ে ড্রাইভারের দিকে তাকাল, 'কেমন আছ তুমি ?'

লোকটা সাড়া দিল না। ওর কাঁধে হাত দিয়ে বাঁকাল সে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল। মুখ ফিলিয়ে সে পুরুকে বলল, 'লোকটা মরে গেছে।'

নিম্নের গলায় পুরু বলল, 'বোহুম ওর গাড়ী আবার ওলি লোছে।'

একটুও বিধা না করে নেমে পড়ল বজ্জন। টেনে হচ্ছে লোকটাকে জিপ থেকে নামিয়ে রাস্তার এক ধারে শুটে দিল। পিসে এসে স্টিয়ারিংতে বসে সে পুরুকে বলল, 'সামনে এসে বোসো। এখন আমরা বিপদ্মুক্ত !'

পুরু গলার স্বর তখনও রাস্তা, 'না !'

'কেন ?'

'ওখনে আমি বসতে পারব না !'

বজ্জন মাথা নাড়ল। তারবার পিপ্প নিল। হেল্পলাইট ছাড়া জিপ দেশি খেয়ে চালান। সব সব নয়, অস্তত এই পাহাড়ি রাস্তাতে তো নয়। তা ছাড়া ইন্দীনঁ মার্কিতি চালিয়ে অভাব সে। প্রতি মুহূর্তে সর্বত্ত্ব ধাকতে হচ্ছিল। সের পর্যন্ত একেবারে কমিয়ে নিল গতি। তারা সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে। যা কিছু কড়াকড়ি ওগোর দোকান বা ওপর থেকে বের হবার মুখে। ভারতীয় সীমান্তে কোনও পাহাড়ারাদার নেই। ভারত তার এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নামাকিরকারের স্পর্শক্তি কোনও বাধানির্বাপ্ত রাখেনি। তাই এখন ওরা রয়েছে সীমান্তের এপনে। আবার কিছুটা এগোলেই মাইল কয়েক ভারতের ধাকনে না। মিলেমিলে অস্তু ব্যবস্থা দুই দেশের মানুষ অবধে যাতায়াত করে। স্বতন্ত্র দেখতে পেল দূরের পাহাড়ে বাঁচে আগুন ঝলচে। এই রকম জাগ্যাগ্নি কেউ এত রাতে আগতন ছালাক কি ? আশেপাশে কোনে ও ঘরাড়ি নেই। দুপাশে এখন অনেকটা উচ্চ পাহাড়, রাজাটা নেবে যাচ্ছে ওদের মধ্যে দিয়ে। এখনে এসে এত রাতে আগুন আলবে কে ?

বাক ঘূরে সে আগনের কাছাকাছি চলে এল। রাজার পাশে বাঠ হেলে এই আগুন

তৈরি করা হয়েছে, কোনও মানুষ তার আশেপাশে নেই। পেছন থেকে পুরাবর গলা ভেসে এল, 'অস্তু ব্যাপার, না ? এভাবে আগন হেলেছে, দাবানল না লেগে যায়।'

'কাছাকাছি গাছ নেই।' গতির বেগে চাপল বজ্জন।

এই সময় ঘায়ামূর্তি দেখা গেল। স্বতন্ত্র জিপটিকে ভাল করে দেখেছি সে আস্ত্রকাপ করেন। জননের পেটেল হল রিভলভারটা পেছনের সিটের তলায় রেখে এসেছে। সে চাপল গলায় বলল, 'তিংকভারা দাও !'

'কোথায় আছে ?' পুরাবর গলায় ভয়।

'পায়ের নীচেটা দাঢ়ো ?'

ততক্ষণে ঘায়ামূর্তি স্পষ্ট হয়েছে। বজ্জন অবাক হয়ে দেখল অগন্তক একজন নারী। আগনের আভায় তাকে প্রচও রহস্যময়ী বল মনে হচ্ছে। নারীর হাতে কোনও অস্ত নেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে জিপের কাহে। অস্তভাবে বজ্জনকে দেখল, 'আপনি একা ?'

'না। আমা স্ত্রী আছেন সেসে।' জবাবটা বেরিয়ে এল আপনানাপনি, কিন্তু তখনই দেখল হল এই নারী তাকে ঢেনে নাকি ? বজ্জন অবাক।

'তিংকবন কোথায় ?'

চেকপোস্ট থেকে পুলিশভূতি ভ্যানের ছুটে ধাওয়ার দৃশ্যটি মনে এল। বজ্জন বলল, 'উনি দেমে যেতে বাধ্য হয়েছেন।'

'কোথায় ?'

'সীমান্তের অনেক আগে।'

'আপনার সঙ্গে আরও মুঁজনের থাকার কথা। বৃক্ষ ভাঙ্গার এবং ড্রাইভার।'

'আপনি কে ?' এবাব প্রশ্ন না করে পারল না বজ্জন।

'আমারে আপনি চিনবেন না।' নারী বলল, 'ওরা কোথায় ?'

'মারা গিয়েছেন। চেকপোস্ট পার হতে গিয়ে সংহার্য হয়।'

'তিংকবন কি তাকি ?'

'না। উনি বেঁচে ছিলেন। অস্ত শেববার দেখার সময় ছিলেন।'

'তাকপ ?'

'আমারা জিনি না। জিপ নিয়ে আমরা চলে এসেছিলাম।'

'কিন্তু আপনাদের জিপেই তো তার ধাকার কথা।'

'ঝা, তাই ছিলেনও। কিন্তু মোটরবাইকে চেপে এক পুলিশ অফিসার আমাদের চেজ করতে তিনি জিপ থেকে নেমে পড়েন। অফিসার মারা যায়, আমরা চলে আসি।'

'তকে না নিয়েও ?'

বজ্জনের মনে হল এই নারী তিংকবনের সদিনী। শুধু ওর মনের লোক নয় তার চেরে বেশি কিছু। সে বলল, 'তকে নিয়ে এলে আমরা কেউই সীমান্ত পার হতে পারতাম না। বরং এই অবস্থায় উনি এক এলিকে চলে আসতে পারেন।'

নারী যেন বুঝতে পারলিল। না তার কি করা উচিত। বজ্জন জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কি যেতে পারি ?'

'মিশ্চাই !' এই আগুন তাহলে জালিয়ে রাখার দরকার নেই। আপনারা চলে যান।' নারী ধীরে-ধীরে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল।

পুরু বলল, 'মেয়েটার জন্যে কষ্ট হচ্ছে।'

বজন বজল, 'হ্যাঁ।'

পৃথি বজল, 'ভূমি বুঝবে না।'

'তার মানে ?'

'মেরেও কখন এভাবে অপেক্ষা করে থাকে তা মেরেই জানে।'

জনজন জিপ চালু করল। হাতে স্টেনগান থালিলেও ত্বরিতের পক্ষে একা এক ভ্যান পুলিশের সঙ্গে লড়তে করা অসম্ভব। ইয়তো ও করেকজনকে মেরে তবে মরবে। কিন্তু এসব অনুমতি করে লাভ দেই। পাহাড় থেকে যত তাড়াতাড়ি সঞ্চ নেমে যাওয়া দরকার।

একত্রিশ

চোখ খুল হায়দার। এখনও তোর হয়নি। কিন্তু আকাশে লালের ছোপ লেগেছে। জানলা থেকে মুখ সরিয়ে সে তক্ষণাপের দিনে তাকাল। আকাশগাল ঘূর্ণাচ্ছে পাশ হিঁড়ে। একদম সুন্দর মানুষের মতো ঘূর্ণবার ধরন। দেখতে দেখতে পাঁচ দিন হয়ে গেল এখন। এই পাহাড়ি উপত্যকার হেটি প্রান্তিটে মানুষজন কম, তাদের বৌতুলিও বেশি নয়। ভাজান্টাকে নিয়ে দলের অনেকে চলে গেছে আরও উত্তরে। এই বাঁচিটা যার সেই সুড়ো বড় ভাল মানুষ। লোকটা ঘূর্ণাচ্ছে পাশের ঘরে। বিপ্লবের শুরুতেই ওর দুই ছেলে প্রথম হারিয়েছিল শহরে কিন্তু তা নিয়ে কোনও আপেক্ষ করেনি একবারও। থাবার দাবার ওই এনে দিছে।

জানলার পাশে ইঞ্জিয়ের পেতে অধ্যাপোওয়া হয়ে হায়দারের দিনগুলো কাটছিল। এখনে বসন প্রধান কারোঁ জানলা দিয়ে অনেকটা দূর দেখা যায়। পুলিশ যদি ধরব পেয়ে আসে তাহলে অস্তত মিনিট পাঁচটে সবার পাওয়া যাবে। পালাতে না পারলে লড়ে মরার সুযোগ পাবে। তাই যুব এবং জাগরণের মধ্যে পাঁচটা দিন কেটে গেল। এই কোটা দিন পুরীয়া থেকে সে প্রায় পাঁচটা। এ ঘরে মেই মেই থাকা কথাও নয়। কিন্তু হেটি রেডিও ও আছে একখন। তা-ই বাজিটে ঘরের শেনার চেষ্টা করেছে, কিন্তু নতুন কিছু জানতে পারেনি। বিক্রিবন ঠিকঠক সীমাতে পার হতে পারল কিনা সেই চিত্রাঙ হচ্ছে। দুই ভাক্তারকে সীমাতের ওপাশে পৌছে না দিতে পারলে সব কিছু ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সে চলে আপার আগে নির্দেশ দিয়ে এসেছিল সমস্ত অ্যাকশন বক রাখতে। কখিন সব চুপচাপ ধাককে এমন কথা হয়েছে।

হায়দার আকাশগালেরে দিকে তাকাল। গতকল মানুষটা অনেক বাড়াবিক আচরণ করেছে। কথা বলেনি কিন্তু উঠে বসে ছিল। হায়দার তাকে জিঞ্জু করেছিল, 'যাবাপ লাগাচ্ছে ?'

মাদা নেড়ে না বলেছিল। 'যিদে পাছে ?' একইভাবে হাঁ বলেছিল। হাঁটিয়ে পাশের ট্যালেটে নিয়ে যাওয়ার সময় হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল। ওয়ুধের ঘোর চলছে এখনও। হায়দার অব কথা বাঢ়ানো।

তোম হচ্ছে। একই একই করে আলো ঝুঁটে। ডুবে যাওয়ার আগে শুকতারার দপগপান হিঁড়ে গিয়েছে। সব কিছু যদি ঠিকঠক চলে তাহলে মাস্যান্থেরের মধ্যে শুবের ক্রিয়ে যেতে হবে। ভার্সিসে এর মধ্যেই সাস্পেন্ড করা হবে। বৰ্ত মিনিটারের ২০০

ওপরেও আহ্বা রাখতে পারবে না। টালমাটিল ব্যাপারটা ছুড়াত অবস্থায় যাওয়ামাত্র কৌশিয়ে পড়তে হবে। তবে তার আগে সবাইকে সংগঠিত করা প্রয়োজন। মাড়ামের কাছে কৃতজ্ঞতা দিব দিন বেড়ে যাবে। অক্ষরের ব্যাপার আকাশগাল তারে কথনও এসব কথা জানাবনি। মেলার মাঠে যাওয়ার আগে শুধু তাকে বলেছিল প্রয়োজন হলে ম্যাড়ামের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। চমকে উঠেছিল হায়দার। 'ম্যাড়াম !'

'হ্যাঁ। অবাক হয়েয়ো না। বাজানীতি করতে হলে অবাক হতে নেই।'

'কিন্তু ম্যাড়াম তো আমাদের প্রতিপক্ষ !'

'হ্যাঁ। তবে ম্যাড়ামের প্রতিপক্ষ হল বৰ্বৰ্জ। কিন্তু সেটা তিনি ওদের জানতে দিতে চান না। আব্যার বৰ্বৰ্জের ঘনসে চাই শুধু এই কারণেই ম্যাড়ামের সঙ্গে আব্যার বকুল করতে পারি।'

'বকুল ?'

'হ্যাঁ, রাজস্বেতিক বকুল !'

ব্যাপারটাকে অবিস্ময় বলে মনে হলেও আকাশগালের তথাকথিত মুছুর পরে ম্যাড়ামের নির্দেশ এসেছিল। নির্দেশই বলা উচিত। উত্তরে-জনো ভৱমহিলা অপেক্ষা করেননি। এই বে বাড়ি হেড়ে চলে আসা তাও ভৱমহিলাৰ পরামৰ্শে। এবং এই সব পরামৰ্শ এখনও তাদের বিপদে হেলেনি। চোখ বক কল হায়দার। তাৰ যুব পাহিল অবেক্ষণ ধৰে। রাতে যে অনিষ্টত্য থাকে দিনে সেটা কৰে যাব। যুমিয়ে পড়ল হায়দার।

পাশ কিরতেই মাথার বৰ দিকে স্থান্য অবস্থি শুরু হয়েই মিলিয়ে গেল। চোখ খুল সে। সমস্ত শৰীর যিবিকিম করছে। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড পরিশ্রম কৰাৰ পৰ সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। সে চোখ খুল শুয়ে ছিল কিন্তু প্রথমে কিছুই দেখছিল না। এবং তাৰপৰেই সে তলপেটে চাপ অনুভূত কৰল। গতকাল থেকে সে একৰকম হলৈই টালজেটে যাবে। তাৰ আগেও বিজ্ঞাত কৰতে হত না। একটা লোক তাকে যুব সহায় কৰাবে।

সে এবাব যুব একটা মাধ্যম ওপৰে কাৰ্যে কিনিং। বিজ্ঞান ও টিক পৰিকৰ নয়। এই ঘৰে তেমন আসৰাব দেই। অথব কিৰিম অসৰাব থাকলে তেমন টিক হত তাও সে বুৰুতে পারহৰ না। শুধু মনে হচ্ছে তেমন নেই। ধীৰে ধীৰে মাথা ঝুলসে। আধাৰসা অবহার সে লোকটিকে দেখতে পেল। জানলার পাশে একটা লাষা চেয়ার পেতে আৰামসে ঘূর্ণাচ্ছে। বিজ্ঞান না শো কৈ হই রে হই রকম যুব কেন ? হঠাৎ তাৰ মনে হল লোকটা তাকে পাহারা দিচ্ছে না তো। সেটা কৰতে কৰতে ঘূর্ণিয়ে পড়েছে হায়দার। কিন্তু ওই লোকটা এখন পৰ্যন্ত তাৰ সঙ্গে কোনোৱেকম শক্তা কৰেনি বৰং তাৰ কষ্ট কৰাৰে মনে হল আছে। কাৰ সঙ্গে কিছুতেই সে নামটা মনে কৰতে পাৰল না। আৰ এই টেষ্টা কৰতেই মাথাটা মেন ভোঁ কৰে উঠল। চোখ বক কৰল সে তাৰপৰ ধীৰে খাট থেকে নামল। সোজা হয়ে দোঁড়াতেই টলে উঠল সে। সেটা সামলে ধীৰে ধীৰে ট্যালেটের মধ্যে চুকে পেল।

শৰীৰ হালকা হালোৰ পৰ ও যুব ঝুলতেই অন্তু একজনকে দেখতে পেল। দুটো চোখ তাৰ দিকে তাকিয়ে আছে। যুব কাহিল হওয়া চোখ। সে যুব ফেরাতেই লোকটা মুখ

ফেরাল। ওর মুখের বাকি অশ্ল ব্যাঙ্গের আড়ালে রয়েছে। নিজের মুখে হাত দিতে সামনের লোকটা তাই করল। হাতেও তার মাধ্যমে খেলালটা এল। সামনের দেওয়ালে একটা সতা আয়না টাঁকানো রয়েছে। সেখানে তারই মুখ ফুটে উঠেছে। মুখ কি হয়েছে? ব্যাঙ্গের কেন? সে ইষ্ট চাপ মিল, কিন্তু তেমন ব্যথা লাগল না। তার কি কেনও আকসিস্টেড হয়েছিল? মাথার ওপরাটাতেও কেনও চুল নেই কেন? এত বীড়ৎস দেখাচ্ছে যে নিজের টিকে আকাতে তার বিকৃষ্ণা লাগল।

ধীরে ধীরে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল সে। লোকটা এখনও ঘুমাচ্ছে। লোকটা কে? বিছানায় ফিলে এসে শুয়ে পড়তেই মনে হল কী আরাম। এইভূক্ত হাটতেই যেন সে ঘূর্ণেয়ে যাচ্ছিল। সে চোখ ব্যব করল। লোকটাকে ঘূর্ণ চেনা মনে হচ্ছে। এবং তানেই সে খেলান করল আর কেনও চেনা মুখ সে মনে করতে পারে না। তপ্ত মুখ নয়, নমতি! তা কেনও পরিষিত মানুষের মুখ এবং নাম মনে আসছে না। কেমন শীত শীত করতে লাগল তার। সুবিধায়ে সে বি একা? তার কেনে নেই?

এই সময় দরজায় শব্দ হচ্ছেই সে বুরাতে পারল লোকটা যে একক ঘূর্ণাছিল, লাঞ্ছিয়ে উঠল। চোখ অর্থ খুলতেই সে দেখতে পেল লোকটা হাতে কিছু ধরে রয়েছে। চাপা গলায় তকে বলতে শুনল সে, 'কে? কে ওখনে?'

বাহিরে হেঁকে গলা ডেনে 'আমি' ঘূর্ণ ভাল?

পারের আগুণ হল। অর্থাৎ দেনা লোক বুলতে পেরে লোকটা দরজা খুলতে পেল। সে আবার চোখ ব্যব করল। তার মনে হল সে এখন কোথায় আছে তা জানতে হলে চুপ করে থেকে ওদের কথা শনতে হবে। আজ্ঞা, ঘূমের ভান করে থাকলে কেমন হয়? দরজা খোলার শব্দ হল। একটা সুর গলা কানে এল, 'বস্ এখন কেমন আছে? ঘূর্ণ হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। ঘূর্ণ ভাল ঘূর্ণিয়েছে। দরজাটা ব্যক করে দাও বুড়ো।'

'আপনি মিহিমিহি ভয় পাচ্ছেন হ্যায়ার সাবে।' আমার গ্রামের কেউ ভিন্নেগিতে বিশ্বস্থাপক করলেন। এই যে আপনারা পাচ্ছিম এখনে আছেন কেউ বিরক্ত করেছে? কাছেই আসেনি। বরং সবাই লক্ষ রেখেছে বাইরের কেনও বামেলা যেন না আসে।'

'আমারা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'এইসব কথা বলবেন না। বস্ মরে নিয়েছে খবর পেয়ে কী কষ্ট না পেয়েছিলাম। তখন কি জানি ওসব পুলিশকে ভৌতিক দেবার জন্মে। লোকে কিন্তু এখনও জানে বস্ মরে নাই।'

'ভূমি আবার গর্জ করতে যেয়ো না।'

'মাথা খারাপ! নিজে করুন নিজে যে খৌড়ে আমি তার দলে নেই।' লোকটা এগিয়ে এল কাছে। তারপর জিভ দিয়ে অঙ্গুত শব্দ দেয়ে করল, 'ইস, কি চেহারা ছিল, কি হয়ে গেছে!'

'ক্ষুঁ চা খাওয়া যাবে?'

'চা? হ্যাঁ। আসছে।'

'আমি তোমাকে বলেছি অন্য কাউকে এখানে পাঠাবে না।'

'এই যাঃ। খেয়েল ছিল না। যেয়েটা বলল চা নিয়ে যাচ্ছি আমিও হ্যাঁ বলে দিলাম।'

'মেয়ে? মেয়ে আবার কোথায় পেলে?'

'আমি পার কেন? আমার ভাইয়ের যেনে। খুব ভাল কিন্তু একটু বদমায়েসও। আছে, বস্-এর মুখ থেকে এসে কবে খোলা হবে?'

'ভাইর বলেছে সাতামিন পরে।'

'মুখে বি হয়েছে? কদিন থেকে জিজ্ঞাসা করব বলে ভাবছিলাম। মাথায় চোট লাগলে মুখে ব্যাঙ্গেজ করা হবে কেন? মানুষটা যেন ঝুঁকে দেখছিল।'

'মুখেও চোট লেগেছে।'

'আমারে গামে অবশ্য ভয় নেই তবে ওরা এখনেও বস্-এর পেস্টার ঝুলিয়েছিল। আবার অবশ্য সেই পেস্টার ছিড়ে ফেজেছিলাম। সেই যে গো, মুত বা জীবিত আকর্ষণালোকে—।' বুড়োর গলা থেমে গেল দরজায় শব্দ হতে। বাইরে থেকে কেউ বলল, 'চা! এই গলা পুরুষের নয়। সে শুনল বুড়ো বলছে, 'দিয়ে যা। দিয়েই চলে যাবি।'

'ব্যাবা! আমি যেন চোর ভাকাত। ভাড়তে পারলে বাঁচে।' ঘরের মধ্যে মেরোনের গলা শোনা গেল, 'একজন তো এখনও শুনে আছে। খুব মারিপিট করেছিল, না?'

'ভূই এখন থেকে যাবি?'

মেরোটি হেসে বেরিয়ে পেল। বুড়ো বলল, 'বসকে তুলতে হবে?'

'আমি ভাবি না। যি মেরোটিকে এখনে আসতে দিয়ে ঠিক করোনি বুড়ো। এইসব গল আর পাঁচজনের কাছে করে দেও।'

'যেমন মুখ দেবে না? বুড়ো বলল।'

সে কাখে স্পর্শ পেল। খুব আন্তে কেউ তাকে ধাকা দিছে। চোখ না খুলে পারল না সে। ঘূর্ণের সামনে পাহাড়াপার লোকটা। একে যেন কি নামে ডেকেছিল বুড়ো? হ্যায়ার। হ্যাঁ, হ্যায়ার। নামটা ঘূর্ণ চেনা মনে হচ্ছে। হ্যায়ার বলল, 'শুভ মনিৎ। কেমন আছে?'

মাথা দেড়ে ভাল বলল সে। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে লোকটার সঙ্গে তার ভাল পরিচয় ছিল। অন্ধকা আবার কিছু কিন্তু ঠিক কিছু হচ্ছে না সেওলো।

'উঠতে পারবেন? চা এসে দেও।'

ধীরে ধীরে উঠে কসল সে। তার মনে হল কিছু খাওয়া দরকার। যিদে পাছে খুব।

'টয়লেট থেকে পারবেন?'

প্রক্ষিট জগত না দিয়ে সে বুড়োর দিকে তাকাল। না, একেও সে কখনও দেখেনি। এ কোথায় রয়েছে সে? হ্যায়ার ওর হাতে চায়ের কাপ তুলে নিতেই চোখ পেল সেদিকে। কোনও কিছুই যে তার মনে পড়েছে না এমন নয়। কিন্তু মনে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে কেউ যেন ক্ষত জল ঘোল করে দিছে। কোনও ছবি টিক্কাটাক তৈরি হচ্ছে না তাই।

অর্থেক খাওয়ার পর ইচ্ছেটা চলে গেল। মনে হল পেট ভেঙে গোছে। এখন শুধু পড়লেই আরাম। সে সেই চোটা করলে হ্যায়ার বাধা মিল, 'না, না, আপনি টয়লেটে থেকে ঘূরে আসুন আমি ততক্ষণে বিছানাটা ঢেঁজ করে দিছি।' উঠে পড়ুন।'

বুড়ো এগিয়ে এল। ওর হ্যাত ধরে খাঁত থেকে নামাল। টয়লেটে থাবে না। বুড়ো ওকে আলালার পাশে নিয়ে আসতেই সে ইচ্ছেয়ারে বসে পড়ল। শরীর এগিয়ে নিয়ে বাইরে তাকাল। মীল আকাশে আলোর আভা! আঃ, কী সুন্দর? মন ভরে দেল।

‘বস ! আমাকে চিনতে পারছ ?’

সে মুখ ঘোরাল । বৃক্ষ তার শাখা এসে দাঢ়িয়েছে । মুখে অন্তুত অভিযুক্তি ।

না সে চেনে না । কোনও দিন দেখেনি । কিন্তু একথাটা যে বলা যাবে না তা সে বুঝতে পারল । অতএব তাকে হস্তে হল । সেই হাসি দেখে লোকটি খুব খুশি হল । মাথা নাচতে নাচতে বলল, ‘আমি জানতুম বস-এর শৃঙ্খলাটি আপনার অনেকের চেয়ে ভাল । অতদিন আগে দেখা হয়েছে অথচ কিন্তু মনে আছে । আপনার জনে খুব চিন্তায় ছিলুম বস । আপনি চলে গেলে এই দেশে আর কোনও নেতৃত্ব ধার্কত না ।’

তার মানে আমি নেতৃত্ব ! সে মনে মনে বলল ।

হ্যাদার এগিয়ে এল, ‘আমারের ঘোষণা আপনার নিত হয়েছে সেখানে কোনও ডাক্তার নেই । তবু আমি শহুর থেকে একজনকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারি । আপনার শরীরে এখন কি কি অসুবিধে হচ্ছে ?

‘বুরুতে পারছি না । খুব দূর্বল লাগছে আর মাথা দুরুছে ।’ সে কথা বলল । বলতে গিলে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল । চোখ বক করল সে ।

‘দুরুল তো হবেনই । গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে ধক্কা গিয়েছে । আমরা তো আপনার বাচার অশ্বাই হেঁচে দিয়েছিলাম । যে অপারেশন আপনার ওপর করা হয়েছে তা পৃথিবীতে আগে কখনও হয়নি । আপনি তো সবই জানেন !’ হ্যাদার দীরে দীরে কথাগুলো বলছিল ।

‘অপারেশন ? কি অপারেশন ? আবছা আবছা কিছু মনে পড়ছে তার । কি সেগুলো ? সে মাথা নাড়ল ।

‘আপনাকে থবেরগুলো জানানো দরকার । আপনার হার্ট আঠাক হবার পর আপনি তো এখন পর্যট কিছু জানেন না । ডেভিড সুড়ুস থেকে বের হতে পারেনি । আপনাকে ভার্সিস করব দিয়েছিস সেই রাতেই । আমরা খুব কৃত আপনাকে সুড়ুস পথে বের করে নিয়ে আসি । আপুলুলে করে লেডি প্রধানের বাড়ি নিয়ে যাই ।’ একের পর এক ঘটনাগুলো বলে যেতে লাগল হ্যাদার । তারপর ঘোষে গেল, ‘আপনি খুনেছেন, ডেভিড নেই !’

মাথা নাড়ল সে । ‘হাঁ, শুনলাম ।’

‘ও !’ একটু চুপ করে থেকে আবার বাকিটা বলতে লাগল হ্যাদার । আকাশগুলোর এমন নির্দিষ্ট অচেরণ তার একটুও পছন্দ হচ্ছিল না । লোকটা কি সুই ? ওর কি মন্তিক টিকিটাক কাজ করছে ? কেমন যেন সদেচে হচ্ছিল তার । কথা শেষ হওয়াতার সে হাত তুলু, ‘আমি একটু বিশ্রাম চাই, আমাকে একা ধার্কতে দাও ।’

হ্যাদার বলল, ‘নিচ্ছাই, নিচ্ছাই । খুড়ো, চলো বাহিয়ে যাই ।’

বৃক্ষ কৃত বেরিয়ে যেতেই হ্যাদার চাপা গলায় বলল, ‘এখনকারা কারও সামনে আপনার মুখের বাকেজে খোলা থিব হবে না । লোকে আপনার আগের মুটো মনে রেখেছে । প্লাস্টিক সাজারির পর কি দাঁড়িয়েছে তা বেশি লোককে না জানানোই ভাল ।’ হ্যাদার বেরিয়ে গেল ছোট রেজিওটা সঙে নিয়ে ।

সে নিজের মুখে হাত দিল । অর্থাৎ তার মুখেও অপারেশন করা হয়েছে । সে নেতৃত্ব ! তার নাম আকাশগুল ? কিসের নেতৃত্ব ? কী করেছিল সে । শয়ে শয়ে ভাবতে গিয়ে মাথার যত্নগুটা ফিরে এল । চোখ বক করে থাকল সে ।

পাহাড়ি গ্রামটা বেশ ছোট । বুড়োকে পাহারায় থাকতে বলে হ্যাদার এগিয়ে গেল

যাদের দিকটায় । এখানে সব ভাল শুধু রেডিও চালানোই মানুষ কাছে এসে শোনার চেষ্টা করে । সমস্ত পৃথিবীতে যেখানে টিভি অ্যাস্টেন হয়েছে, এখানে রেডিওর জন্মেও কিছু কল কৌতুহলী । কাছেস্থিত মানুষ নেই দেখে হ্যাদার নব নেবোর ভাল । ভালটার ফিরে আসার কথা দিন করেক বাদে । তোর মানে আগুনে কাল । ওই ভালেন ওয়ারলেস সেটে রয়েছে । কিছু আপুনিক আগুনে আছে । ওটা চল এলে নিজের উপর বলে মনে হবে না । মেডিতেড নানান শব্দ হচ্ছিল । অনেকগুলো স্টেশন একসঙ্গে জড়িয়ে আছে । যেমন বিচুক্ত চেষ্টার পর সে শহুরটাকে ধরতে পারল । দেশবাবোদের গান হচ্ছে । শালা । তারপরেই মনে হল শুনতে খারাপ লাগছে মা । মনে হচ্ছে সে খুব কাছাকাছি রয়েছে । শৰ্করা সারিয়েও নিজেকে একা বলে মনে হচ্ছে না । গান শেখে হল । এরপর খবর শুন্দি হল । এই পাঠটারের প্লা নতুন মনে হচ্ছে । দেশের অর্বেন্টিক কাঠামো আরও সুন্দর করব রজনে বৈদেশিক কৃষ অসেছে । শহুর থেকে উপর্যুক্তীরে নির্মূল করা হয়েছে । মৃত আকাশগুলোর লাল উজ্জ্বল করতে অক্ষর হওয়ার পুলিশ কমিশনারের ভার্সিসকে বরাবৃষ্টি করা হচ্ছে । জীৱৰ দীর্ঘ ধাপা নতুন পুলিশ কমিশনার হিসেবে শশপ গ্রহণ করেছেন । পূর্বৰ কমিশনার ভার্সিসের দেশেস্বরূপ কথা মনে রেখে তার ক্রিয়ে আর কোন শক্তিমূলক বাবুজি অংশ করা হচ্ছিন, তবে তিনি সবকম সরকারি সুযোগ সুবিধে থেকে বৃক্ষত হচ্ছেন । তারপরের খবরগুলো নেহাতী জোলো । ভার্সিস আর নেই এই খবরটা হ্যাদার কিছুই বিশ্বাস করতে পারছিল না । অমন প্রতাপশালী কৃত্যাত পুলিশ অফিসারেরে বের্ত সরিয়ে সিদ্ধে পারল ? ওরা ভুল করল । ধাপ একটি গোঢ়েচোরা অফিসার । ভার্সিসের ক্ষমতাক এক দশমাংশ ওর নেই । ভার্সিসের চলে যাওয়া মানে বিপ্লবের পথ আরও পরিষ্কার করা । আকাশগুল প্রায়ই বলত ভার্সিসের পরে যে লোকটা আসেন আমারের ডিউটি তার সঙ্গে বক্ষুষ করা । একসময় মনে হচ্ছিল সোম সেই লোক । এবখ জানা গেল থাপা পুলিশ কমিশনার হচ্ছে । ধাপার সঙ্গে কোন যোগাযোগ তৈরি করতে কি পেরেছিল আকাশগুল ?

‘গান শুনব ?’ আনুগুর গলায় চমকে তাকাল হ্যাদার । খুড়োর ভাইস্থি ! হাঁ, শরীর বেটে ! বুকের ভেতত টিপ্পিচ করে উঠল হ্যাদারের । সে বলল, ‘এই যা, ভাগ !’

‘এমা ! আমি কি হুক্কুর হে এই ভাবে বুঝ ? মেটো হাসল, ‘তুমি দিনৰাতও এই বাণ্ডাতে মেটো লোকটাকে পাহারা দাও কেন বলো তো ?’

‘তার কি ?’

‘লোকটার কি হচ্ছে গো ? অজ্ঞান হয়ে পড়ে হিল এতদিন ?’

‘খুড়োকে ভিজাসি কর । সেই বলবে ।’

‘ওমা ! তুমি একটু মিঠি করে কথা বলতে পার ন ? আমি কি দেখতে খারাপ ? জানো, আমার জন্মে চার পাঁচ জোঙ দূরের গ্রামের ছেকরারা এখানে সুরে বেড়ায় । আমি পাতা দিলে এতদিনে দশ বারেটা বাজা হচ্ছে ।’

কথাটা শোনামার অভিহাসে ভেঙে পচ্ছল হ্যাদার । এরকম কথা জীবনে শোনেনি সে । মেটোক বেকা বেকা চোখে দেয়ে বেল বেল, ‘পাগল ।’ বলে উঠে নিকে হাঁটিতে লাগল । হাজি পদ্মিনী ওর যাওয়া দেবল হ্যাদার । না, সত্যি বসব হয়ে যাবে । নিজের জন্মে তারাৰ সময় পায়িনি কতকাল । মেয়েমুনারের কথা চিন্তা কৰেন কতকাল । বিপ্লব দেখে হয়ে গেলে দেশে শাস্তি ফিরে এলে চিন্তা করা যাবে এমন ভাবত ভাবে হয়তো দিন চলে যাবে । তার যদি কোনও বৰ ইচ্ছে থাকতে তাহলে এই মেটোটাকে ঠকিয়ে— । না,

মাথা নাড়ল সে ।

বুড়োকে চলে যেতে বলে ঘরে ঢুকল হ্যাদার । বুড়ো জানে আকাশলাল এই ঘরে আছে, সে মারা যায়নি । কিন্তু ওর সামনে ব্যান্ডেজ খেলা যাবে না । আকাশলালের পরিবারিত মুখ সে ছাড়া কেউ জানবে না । বুড়োও যেন ওকে দেখে চিনতে না পাবে । হ্যাদার দেখে আকাশলাল ঘূর্ণাই । নার্স তাকে যে-সমত গুগু খাওয়াতে বলেছিল তা শেষ হয়ে যাচ্ছে । সে দরজা বন্ধ করতে আকাশলালকে চোখ খুলতে দেখেল ।

হ্যাদার বলল, ‘একটা সুসংবাদ আছে । ভার্সিসকে বরখাস্ত করা হচ্ছে ।’

‘ভার্সিস ?’ শুনতে পারল না সে ।

‘আমাদের কৃত্যাত পুলিশ করিশনার । এখন রাস্তার লোক, করিশনার ! ওর ভাইগায় যাকে ওরা প্রয়োশন দিয়েছে সে-ব্যাটা এক নবাবের হীনা ।’

‘কে ?’

‘ধূম্পাণ । বীরেন্দ্র ধূম্পাণ । তার মানে এখনে পুলিশ আর কখনও আসবে না ।’

‘কেন ?’

‘ধূম্পাণ ক্ষমতা হবে না এত দূর ভাবার । ভার্সিস ভাবতে পারত ।’

‘আমার যিদে পেয়েছে ।’

‘বিস্তু থাবেন ! অপেলও আছে ।’

‘বিস্তু ? ঠিক আছে ।’

ব্যক্তি দেখে চিনতে পারল সে । আপেলটাকেও । এগুলো চিনতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না । কিন্তু ভার্সিস নামটাকে অচেনা মনে হচ্ছে । ধীরে ধীরে সবগুলো যেয়ে নিল সে ।

হ্যাদার বলল, ‘আজ রাতে আপনার ব্যান্ডেজ খুলব ।’

‘কেন ?’

‘মুক্তি তো হবেই । ওটা গোলার পর আপনি আর আকাশলাল ধাকবেন না । কি নাম নেওয়া যায় ? চক্রকাস্ত ! সুন্দর নাম ! কি বলেন ?’

‘ঠিক আছে ।’

‘কাল ভ্যান এলে আমরা শহরে যাব । কাল থেকে আপনি সবার সামনে দিয়ে হৈতে বেড়াতে পারবেন কিন্তু কেউ আপনাকে চিনতে পারবে না ।’

‘কেন ? চিনতে পারবে না কেন ?’

ঝটি করে হ্যাদারের চোখে সদেহ ঝলে উঠল । সে হাসার চেষ্টা করল, ‘আপনি আমাকেও পরীক্ষা দ্বারা চেষ্টা করছেন ? আপনার মুখে প্লাস্টিক সার্জারি করা হচ্ছে যাতে কেউ আপনাকে দেখে চিনতে না পাবে । পুলিশ বোকা বনে যাবে ।’

সে হাসল । ওই হাসিটা দেখে হ্যাদারের মন শক্ত হল । হ্যাঁ, তাকে পরীক্ষা করছিল লোকটা । শুধু কথাটা যেন বজ্জ কর কর বলছে এই যা ।

সরাটা দিন শুধু শুধু সে অনেক ভাবল । তার নাম আকাশলাল । সে নেতা । তার একটা দল আছে । পুলিশ দেশহ্যাত তাকে ঝুঁজছে । নইলে বোকা বনে যাওয়ার কথা বললে কেন হ্যাদার ?

সক্ষেপ পর একটু শুয়ে ছিল হ্যাদার । এখনে রাতের খাবার বিকেল বিকেল এসে যাব । একটু দেরি করেনি, যেয়ে নিয়ে গা এলিয়ে ছিল ইঞ্জিনেয়ারে ।

খাওয়া দাওয়ার পর টয়লেটে ঢুকে ব্যান্ডেজ হাত দিয়েছিল সে । ধীরে ধীরে

ব্যান্ডেজের বাইন খুলতে লাগল । একটু একটু করে পালা হয়ে যাচ্ছিল সেটা । সেরা বাইন সরে যেতেই প্যাত দেখতে পেল । প্যাতের মীচে মোটা তুলো । সেগুলো চামড়ায় আটকে আছে । আয়নায় জিজের মুখ দেখল সে । মুখবর্তি সাদা সাদা চাপ তুলো ।

বাতিশ

সন্তুষ্পণে ব্যান্ডেজটা মুখে মাপায় ভাড়িয়ে ঘরে ফিরে এল সে । একটু চিন্তা করলেই মাথার ডেরে যে কষ্টটা দশপাশিয়ে ওঠে সেটা জানান দিচ্ছে । যাতে শুধু সে সামনের দিকে আকাঙ্ক্ষেই হ্যাদারকে দেখতে পেল । হ্যাদার তার দিকে একদমুক্ত তাকিয়ে আছে ।

অবশ্য হল ওর । হ্যাদারকে তার চেনা চেনা মনে হচ্ছে কিন্তু ঠিক ঠাঁওর করতে পারছিল না । হ্যাদার তার শুরু না বন্ধ তাও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে । বরং যে-বুড়োমানুষটা একটু আগে এসেছিল তাকে অনেক স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল । সে দেখল হ্যাদার চোখ ফিরিয়ে জানলার বাইরে তাকল । যেন খুব চুক্তিজ্ঞ পড়েছে এমন ভাব । হাঁটাগ মনে হল এই লোকটা তাকে আটকে রেছেছে । এই যাবে এমন অসুবিধে হয়ে তার থাকার কথা নয় । তবে তাকে এখানে আটকে রাখার পছন্দে কি উদ্দেশ্য কাজ করে দেয়ে দেয়া যাবে না । ও কি ভাকে মেরে দেখতে চায় ? অথবা কানও হাতে তুলে দেবার জন্যে অঙ্গেক করছে ? মাথার ধূম্পাণ তীব্র হয়ে উঠতেই সে অস্তু শব্দ উত্তোলন করল । চমৎকার দিকে তাকল হ্যাদার । তারপর হত উঠে এল পাশে, ‘ধীরীর খারাপ লাগছে নাকি ?’

সে মাথা নাড়ল, না ।

হ্যাদার কয়েক মুক্তু চুপ করে রাইল । তারপর বলল, ‘তোমার কি সব কথা মনে আছে ?’

সে চোখ বন্ধ করল । কি উত্তর দেওয়া উচিত ? কোনও কথা মনে ঠিকঠাক আসছে না, সেটা জানিয়ে দেবে ?

উত্তর না দেয়ে হ্যাদারের বলল, ‘এইজনে আমি ঝুঁকি নিতে নিবেদ করেছিলাম । যে কোনও মুক্তু তোমার মৃত্যু হতে পারত । কবরের মীচে শুয়ে যে মেরিয়ে আসে তার কাছে ধীবনমৃত সমান । তুমি ভাগ্যবান যে এখনও বিচে আছ । কিন্তু কি ভাবে বিচে আছ তা আমার জানা দরকার । শুনতে পাখ আমার কথা ?’

‘ই !’ সে খুব নিচু ঘৰে জানল ।

‘ধীয়ে আকাশলাল, তুমি নেতা, আমাদের দেশের নেতা । তোমার মুখের দিকে সমস্ত দেশের নিয়মিত মানুষ তাকিয়ে আছে । কিন্তু অপারেশনের ফলে যদি তোমার ‘মিস্টিক স্প্রিটিংশট’ হয় তা হল তুমি কানও উপকারে আসবে না । আমার কথা বুঝতে পারছ ?’ হ্যাদার ঝুঁকে কথা বলাল ।

‘হ্যাঁ !’ সে ঠোঁট ঝাঁক করল ।

‘পুলিশ তোমকে খুব শিগগির আবার ঝুঁজতে শুরু করেবে । এখন পর্যন্ত তোমার ডেডবেটির ঘর নিষিদ্ধ ওরা । কিন্তু আমারে কিন্তু মানুকে পুলিশ প্রেক্ষণের করেবে । যে কোনও মুক্তুই তারা জেনে যেতে পারে তুমি বিচে আছ । আমার কথা তুমি বুঝতে

পারছ ?

সে উত্তর দিল না। তার মন্তিক কাজ করছিল না। অভুত অবসান তাকে আজ্ঞার করে ঘূমের দশে নিয়ে গেল। হ্যায়দার সেটা লক করে বিরক্তি নিয়ে সরে এল। তার মনে হল সেই মনোযোগ আর নেই। এখনকার আকাশলালকে পাহাড়া দেওয়া আর মৃদনেহ আগলে বসে থাকা একই ব্যাপার।

ঘূম ভাঙ্গেই সে জানলার দিকে তাকাল। কেউ নেই ওখানে। জানলাটাও ব্যক্তি। ঘরে একটা আবাস অধিকার। সে মুখ ফেরেন, কেউ নেই এখানে। হ্যায়দার দেখায় গেল ? টেলেলেটের দরজাটাও খেলা। সে উঠে বসল। তোমার মন্তিক যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা হলে তুমি কারণ উপকারে আসবে না। হ্যায়দারের কথাগুলো মনে পড়েছেই দে শক্ত হল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না সে জানে না কিন্তু কিছুই মনে পড়েছে না এখনও। উপকারে না এলে হ্যায়দার কি তাকে মেরে ফেলবে ? সে শক্তিত হল।

তাতে আকাশলাল বলে ডেকেছে হ্যায়দার। উঠি তার নাম। তার অপরেশন হয়েছিল, করবন্দ নীচে ছিল। সেখান থেকে নিষ্পত্তি তুলে র্যান হয়েছে। তার মনে মনে গেলেও আর তাকে বাঁচনো হয়েছে। সেটা কিভাবে সংবর হল তা বোৱা যাচ্ছে না। কিন্তু পুলিশ তার কাশ করছে কাশে সেখানিটি মানুষের জন্মে সে কিছু করতে শিখেছিল। সে সব ধৈর্যালাল ধৈর্যালা করা।

আকাশলাল খাট থেকে অন্যন্যন্য হয়ে নামত যেতেই টাল সামলাতে পারল না। উঠে পড়ে গেল মেরের ওপর। মাথাটা বেশ জোরেই টুকে গেল খাটের পারায়। তীব্র ব্যথায় চিকিৎসা করে উঠল সে। সেই চিকিৎসার শুরু নেকে কেউ ঝুঁটি এল না। বেশ করেক মিনিট মড়ার মতো পড়ে রইল আকাশলাল। দগদগ করতে সমস্ত মাথা। সেটা একটু করতে সে উঠে টালতে টালতে শোঁহে গেল। শরীরের ভার হালকা করে মনে হল অনেকটা ভাল লাগছে। আয়নার দিকে তাকাল সে বীভৎস দেখায়ে। সে নিজের কাছে হাত করল। চামড়া উচ্চ টেকেল। জুম হাত নামাতে সে একটা সরলরেখার মোটা আঙুরের নত কিছু টোকে পেল বুকের ওপর। চটকজলি জামা সরিবে সে শুরিবে যাওয়া সেলাই দেখতে পেল। অপারেশন। এখানে অপারেশন হয়েছিল। কেউ চায়নি, সে জোর করেছিল। হাতে বুঢ়ো ভাঙ্গারের মুখ চোখের সামনে ডেস উঠেছেই আকাশলাল উত্তেজিত হল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তার একটু একটু করে মনে পড়েছে। বুঢ়ো ভাঙ্গারকে রাজি করাতে তার অনেকে সময় লেগেছিল। এ রকম এক্সপ্রেসিমেন্ট এখনকার পুরুষকে কেউ করেনি। কিন্তু বুঢ়ো নামের জন্মে লোটী হয়ে ছিল শ্রেণপর্যবেক্ষণ। ভর্তিসে হাত থেকে বাঁচার আর বেনাও পথ ছিল না। ভাসিস ? একটা বিশাল শরীরের মানুষকে মনে পড়ল। বুড়োগ। হাতে ছুট নিয়ে সারা দেশ খুঁজে বেঁচেছে তাকে। তারপরেই খেয়াল হল হ্যায়দারের কথা। হ্যায়দার বলছিল ভাসিসের আর চাকরি নেই। কেন ?

এলেমেলে ভাবে ছুটে আসা স্বত্ত্বক সাজাতে অনেক সময় লাগলেও কিছু কিছু জাহাগীর জোড় লাগছিল না। খাটে শুয়ে শুয়ে আকাশলাল সেই টোকা করছিল। কিছু কিছু ঘটনার কথি স্পষ্ট মনে পড়ছিল অবার কোনও কোনও মৃত্যু বা ঘটনা উপাত। শেষপর্যবেক্ষণ আকাশলাল যা ভাবতে পারল তা হল বৈরাচারী বাস্তুপ্রতি বিরক্তে দীর্ঘকাল সংগ্রহ চালিয়েছিল তারা। দেশের অনেকে মানুষ শুধু প্রাণের ভয়ে এবং সংক্ষারের কারণে

তাদের সঙ্গে যোগ দেয়নি। তার সঙ্গী-সার্বীদের অনেকেই পুলিশের হাতে মারা গিয়েছে। তার মাথার মূল অনেক টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল। ভাসিস নামের এক পুলিশ অফিসার তাকে ধরার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সেই বুঢ়ো ভাঙ্গারের সঙ্গে পরামর্শ করে সে ধরা দেয়। বুঢ়ো তার বুকের মধ্যে অপারেশন করেছিল। প্রথমবার কে জানত। হিচীবার, খেজন তাকে মৃত করে পুলিশ কর্ম দিয়েছিল তখন সঙ্গীরা সেখনে থেকে বাঁচে নিয়ে আসার পর বুঢ়ো অপারেশন করে বাঁচিয়ে তোলে। সে ঘেঁষে আছে তার প্রমাণ এ সব ভাবতে পরাবে। কিন্তু অনেক কিছু তার মনে আসে না। তার নিজস্ব বাড়ি কোথায় ছিল ? তার কোনও আর্যায়জন আছে কি না ? এই ছেষটো ঘরে সে কেন পড়ে আছে ? আর ওই লোকটা যে তাকে পাহাড়া দিচ্ছে সে তার মিত কি না ? লোকটাকে সে আপনে দেখেছে। কিন্তু ডেভিড অধিবা আবাজা ত্রিভুবনের সঙ্গে এই লোকটার মুখ ওলিয়ে যাচ্ছিল তার কাছে। ত্রিভুবন অধিবা ডেভিডের নামও স্পষ্ট মনে আসছিল না।

দুর্জয় শব্দ হল। কেটে সেটা শুল। পায়ের আয়োজ করছে আসার পর সে ঘেয়েটোকি দেখতে শেল। ওর হাতে দুটো কোটো। চোঝাচোরি হতে হাসল ঘেয়েটো,

আবক্ষপ্লাল মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

ঘেয়েটো সঙ্গে সঙ্গে একটা কোটো নিয়ে এগিয়ে এল। ঢাকনা শুল সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করল, ‘উঠে বসে থেকে পরাবে ?’

আবক্ষপ্লালের ভাল লাগল। সে শীরে ধীরে উঠে বসে দেখল দুটো মোটা জুটি আর আবুর ততকারি রয়েছে কোটোর ভেতরে। সে হাত বাঁচিয়ে কোটো নিল।

ঘেয়েটো বলল, ‘ওরা বলে তোমার মাথায় অপারেশন হয়েছে। কিন্তু তা হলে মুখ ঢাকা থাকিবে ন মুখ কি হয়েছিল ?’

‘আমি জানি না।’ কেটি হিড়ল আকাশলাল। খুব শক্ত।

ঘেয়েটো হালস, ‘তোমার মুখ কেনেন দেখতে আমি জানি না !

কি জবাব দেবে আকাশলাল। সে রাত চিবোরে লাগল। চোয়ালে সামনা চিনচিনে ব্যথা হলেও সে উপেক্ষা করল। ঘেয়েটো বলল, ‘তোমার সবীয়া খুব রাগী, না ?’

‘জানি না।’ গ্রাম রাজাও এখন ভাল লাগছে আকাশলালের।

‘ও বলেছে আর কেউ যেন এ যেনে না ঢোকে। তোমাদের পুলিশ খুঁজে ?’

‘কি জানি !’

‘তোমাকে যেদিন প্রথম এখানে ভ্যানে চাপিয়ে এনেছিল সেদিন তুমি মড়ার মতো গুয়েছিলে। আমি ভেবেছিলাম ঠিক মরে যাবে।’

‘মরে তো যাইনি !’

‘হ্যাঁ। এক একজনের জান খুব কড়া হয়।’

‘এই জায়গাটার নাম কি ?’

‘কুলুঁ।’

‘এখন থেকে শহরে কতদূরে ?’

‘একদিন হাটিলে একটা শহরে যাওয়া যায়। সেখানে দুটো সিনেমা হল আছে বলে শনেছি।’

‘ও ! বড় শহর ? সেখানে মেলা হয় ?’

‘ও, সে অনেককুঠুর। গাড়িতে একদিন লাগে।’

'তুমি খুব ভাল মেঝে।'
'মেটো বলে না একথা।' মেটো যেন লজ্জা পেল।

'তোমার বিয়ে হয়নি ?'
'হয়েছিল।' কিন্তু তাকে পুলিশ জেলে রেখে দিয়েছে।'

'কেন ?'
'বেল আবার ? সে আকাশগ্রালের দলে কাজ করত। সবাই বলে আর কখনও সে ফিরে আসবে না। অর এক বছর দেখি—'

আকাশগ্রালের বৃক্ষের ঢেউতে চিনতিন করে উঠল, 'তারপর ?'

'তারপর আবার দিয়ে করব।' আমাকে দিয়ে করার জন্যে সাজান হী করে বসে আছে। আমিও তো মানব। কফিন আব উপোস করে বসে ধাকি বলো ?'

'ওই সাজান এই গ্রামের ছেলে ?'
'না। চার জন বাহিরের। একজনের আবার ঘোড়ার গাড়ি আছে।'

'তুমি কি তাকেই দিয়ে করবে ?'

'দেখি। যোগী গাড়িতে ঢাক্কে আমার খুব ভাল লাগে। আমি চালাতেও পারি।
তুম যদি চাক্ষে চাও তা হলে আমি ব্যবহার করতে পারি।'

'সেটা হবে হচ্ছে না !'

'কিংবা ওই গাড়ি এই গ্রামে আমা যাবেনা।' সবার চোখ টাটাবে। ঘোড়ার গাড়িতে যদি তোমাকে উঠাতে হয়, তা হলে হেঁটে নীচের ঝরনা পর্যন্ত যেতে হবে। ওইখনে আমি গাড়িকে নিয়ে আসতে পারি, ও রাগ করবে না।'

'তার মানে তুমি ওহেই দিয়ে করবে ?'

'উপর কি ? সাজানের মধ্যে ওই সবচেয়ে ভাল। তবে একবছর অপেক্ষা করতে হবে আমাকে।'

'তোমার বামীর নাম কি ?'

'বীর বিজ্ঞম !'

খাওয়া হয়ে দিয়েছিল। আকাশগ্রাল কৌটোটা ফেরত দিয়ে ভল চাইলে মেটো ঘরের এক কোণে রাখা প্রাত থেকে কৌটোট ঢেলে এনে খাওয়া।

আকাশগ্রাল টের হায়দর একা বসে খাবার থেকে যাচ্ছে। আগে কথাবার তে তার জন্যে অশেষ না করে খাবার থেকে পারত না। প্রয়োজন ফুরিয়ে ঢেলে মানুষের ব্যবহার কি জুত বদলে যেতে শুরু করে। আকাশগ্রাল নিখাস ফেলল। সেটা কানে যেতেই খাওয়া পারিয়ে হায়দর তাকাল, 'তুম কি জেগে আছ ?'

'হ্যাঁ !'

'বেমন লাগছে ?'

'ঠিক আছি।'

'কৃষি ভৱকারি থাবে ?'

'যেয়েছি।'

'তাই নাকি ? তা হলে তো ভালই হয়ে গেছ। তোমার কি সব কথা মনে পড়ছে ?'

'হ্যাঁ !'

'সব ?' হায়দরের গলায় এখনও সন্দেহ, 'ইন্ডিয়া থেকে একজন ডাক্তার তার ক্ষীকে নিয়ে এসেছিল তোমার অপারেশনের জন্যে। মনে আছে কি অপারেশন করেছিল ?'

ব্যাপারটা মুরুর্তে দোঁয়ালা। সেরকম কিংবা হয়েছিল বলে মনে পড়ছে না। কেন এসেছিল ? কে এসেছিল ? অপারেশন তো বুড়ো ডাক্তার করেছিল। সেটা হয়েছিল বুকের ভেতরে। তা হলে কি মুখে কোনও অপারেশন হয়েছিল ? সে মারা নেও হ্যাঁ বলল।

হায়দর উত্তেজিত, 'কি অপারেশন ? কেনখায় করেছিল ?'

নিশ্চে হাত তুলে নিজের মুখ দেখিয়ে দিল আকাশগ্রাল।

'গুড়। ৩৫, বাঁচালে তুমি। তোমাকে নিয়ে কি করা যাব তেবে পাছিলাম না। শোন, ভার্সিস নেই। রাজধানীতে এখন অনেকেরকম গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। আমাদের

ভাল হল। এখানে থাকতে তার একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না। হায়দারকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। কিন্তু পায়ে হেঁটে নিকটবর্তী শহরেও তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। এ ভাবে তবে থাকলেও শহরীর সারাতে কতদিন লাগবে তা দিবারেই জানেন। এই মেটো সমস। তাই ঘোড়ে যাওয়া যায় সত্যি কথা বলছে। ওর ঘোড়ার গাড়িতে ঢেপে যদি নিকটবর্তী শহরে যাওয়া যায় তাহলে—! কিন্তু অতটা পথ মেটো যেতে রাজি হবে কেন ?

দরজায় শব্দ কানে আসতেই চোখ বন্ধ করল আকাশগ্রাল। তার কানে হায়দারের গলা পোছালেও সে থিবে তাকাল না।

'এখন তো ঘুমের ঘুর্ঘুল দিছি না, তবু দিনবারত ঘুমাছে কি করে ?' হায়দার বলল।

বুড়োর গলা কানে এল, 'অবক্ষেত্র ধূকল দেছে, শুধুরের সব শক্তি তো বেরিয়ে গেছে। লিঙ্গের অবাবর আগের মতো হচ্ছে যাবে তো ?'

'সেটো সন্দেহুন্নয়। মনে হচ্ছে ওর ব্রেন চোট থেয়েছে।'

'সে কি ?'

'হ্যাঁ। সবকথা ঠিকঠাক বুঝতে পারছে বলে মনে হয় না।'

'তা হলে কি হবে ?'

'দেখি, ভেলে দেখি।' হায়দারের গলা 'একটু' থেমেই আবার সরব হল, 'আবে ! খাবার দিবে গেছে। একটা কোটো কেন ?'

'ভুলে দেছে হয় তো। বজ্র চৰল। আমি দেখি !' বুড়ো বেরিয়ে গেল।

আকাশগ্রাল টের হায়দর একা বসে খাবার থেকে যাচ্ছে। আগে কথাবার তে তার জন্যে অশেষ না করে খাবার থেকে পারত না। প্রয়োজন ফুরিয়ে ঢেলে মানুষের ব্যবহার কি জুত বদলে যেতে শুরু করে। আকাশগ্রাল নিখাস ফেলল। সেটা কানে যেতেই খাওয়া পারিয়ে হায়দর তাকাল, 'তুম কি জেগে আছ ?'

'হ্যাঁ !'

'বেমন লাগছে ?'

'ঠিক আছি।'

'কৃষি ভৱকারি থাবে ?'

'যেয়েছি।'

'তাই নাকি ? তা হলে তো ভালই হয়ে গেছ। তোমার কি সব কথা মনে পড়ছে ?'

'হ্যাঁ !'

'সব ?' হায়দারের গলায় এখনও সন্দেহ, 'ইন্ডিয়া থেকে একজন ডাক্তার তার ক্ষীকে নিয়ে এসেছিল তোমার অপারেশনের জন্যে। মনে আছে কি অপারেশন করেছিল ?'

ব্যাপারটা মুরুর্তে দোঁয়ালা। সেরকম কিংবা হয়েছিল বলে মনে পড়ছে না। কেন এসেছিল ? কে এসেছিল ? অপারেশন তো বুড়ো ডাক্তার করেছিল। সেটা হয়েছিল বুকের ভেতরে। তা হলে কি মুখে কোনও অপারেশন হয়েছিল ? সে মারা নেও হ্যাঁ বলল।

হায়দর উত্তেজিত, 'কি অপারেশন ? কেনখায় করেছিল ?'

নিশ্চে হাত তুলে নিজের মুখ দেখিয়ে দিল আকাশগ্রাল।

'গুড়। ৩৫, বাঁচালে তুমি। তোমাকে নিয়ে কি করা যাব তেবে পাছিলাম না। শোন, ভার্সিস নেই। রাজধানীতে এখন অনেকেরকম গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। আমাদের

সেখানে যাওয়া উচিত। কিন্তু তোমার যা শরীরের অবশ্য গাড়ি হাত্তা যেতে পারবে না। আমাদের ভ্যান্টার এখানে ফিরে আসবা কথা ছিল। এখনও যে কেন স্টো আসেছে না তা খুবতে পাইছে না। তুমি বিজ্ঞান এখানেই থেকে যাও। এই বুজো খুই বিষ্ট। পাশের আমে একটা মোড়ের গাড়ি সজাপ পেয়েছি। লোকটা যাবি হচ্ছে না আত মুঠে গাড়ি নিয়ে যেতে। কিন্তু দরকার হলে জোর করতে হবে। আমি আগামী কাল সকাল নটা নামাজ রওনা হয়ে যাব। ওখান থেকে ব্যবহার না পাঠানো পর্যবেক্ষ তুমি এখানেই থেকে যেতে। সুই হলু তোমার নিয়ে যাওয়া হবে। হায়দার বলল।

‘তুমি এখন সেখানে নিয়ে কি করবে?’

‘মাড়মের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। মাড়ম সাহায্য না করলে তোমাকে নিয়ে ভার্গিস আসব আগে মেরিসে আসতে পারতাম না।’

‘মাড়ম?’ সুই চেনা চেনা লাগছিল সহজেই।

‘তোমার সঙ্গে মাড়মের যোগাযোগ করতে হবে। মাড়ম সাহায্য না করলে তোমাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে মেরিসে আসতে পারতাম না।’ মাড়ম মারা যাবার পর উনি আমাদের সঙ্গে, মানে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। প্রথমে আমার বিশ্বাস হয়নি ঠিক, পরে—। যাখো? আমি কি তোমার মৃত্যুর ব্যাকেজ খুলে ত্রেস করে দেব?’

‘এখন নয়।’

‘ঠিক আছে। কাল সকালেই করব। যাওয়ার আগে তোমার পরিবর্তিত মুটাকে আমার সঙ্গে যাওয়া ব্যবহার। হায়দার যাওয়া সৈর করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আকাশলাল নিষিদ্ধ ফেলল। সব কথা তার মাথায় ঠিকঠাক কুকুরে না। মাড়ম কে? তিনি কেন তাদের সাহায্য করছেন? ঢোক বক করতেই তার সুই এনে গেল।

সুই ভাঙ্গাতে আকাশলালের অবিষ্ট শুরু হল। কি যেন করতে হবে? তারপরই মনে পড়ে গেল। ঘরের ডেকরেট এখন অক্ষরে ঠোক। শুধু ওপাশ থেকে নাক ডাকার শব্দ ভেঙে আসছে। সে হায়দারের আবশ্য মুর্দি দেখতে পেল। ইঁজিচেয়ারে শুয়ে যুকোচ্ছ। এখন কত রাত?

নিষিদ্ধে যাউ থেকে নামল আকাশলাল। গতকালের চেয়ে আজ শরীর বেশ বুরবে। মাথার ঝড়টা তেমন নেই। সে সেজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর পা টিপে টিপে জানলার কাছে পৌঁছে আকাশ দেখল। আকাশে এখন শুকরার জুলছে। বাইরের অক্ষরায় তেমন গাঢ় নয়। সে নীচের দিকে আকাশ। হায়দার দুমাছে মড়ার মতো। হাঁওঁ অক্ষকালেই কিছু একটা চোখে পড়ল। কালো-মাতো বক্সটা ইঁজিচেয়ারের হাতলের ওপর হায়দারের নেভিয়ে থাকা হাতের পাশে পড়ে আছে। আকাশলাল স্টো তুলে নিতেই বিড়লভাস্তকে ঝন্টুর করল। তা হলে হায়দারের কাছে বিড়লভাস্তক ছিল।

অক্ষকালে পক্ষে পূর্বে সে দেখার সিকে এলো। এখনও রাত সৈর হয়নি। মেয়েটা কি এরই মধ্যে একা বেরিয়ে গেছে পাশের আমের প্রেমিকের হোড়ার গাড়ি নিয়ে আসেতে? এত সাহস কি ও রহবে? কিন্তু ও খন বলেছে তখন তার যাওয়া উচিত। না হলে লেন বাড়েল হায়দার তাকে একা এখানে রেখে চলে যাবে। তাত্পর কি হবে কে বলতে পারে?

দরজাটা খোলার সময় সামান্য আওয়াজ হল। আকাশলাল মুখ ফিরিয়ে দেখল শাহিত শরীরটা নড়েছে না। সে টেট করে বাইরে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে হিম বাতাসে তার ২১২

সর্বার্থ কেঁপে উঠল। তোরের আগে প্রবিহীর বোধহ্য বেশি শীতের দরকার হয়। অক্ষরায় পাতলা হালে সে যখন ঢালু পথ দেয়ে নেমে যাইছিল তখন অসুবিধেটাকে টেরে পেল। মন যা চাইছে শরীর তার সঙ্গে পাশা শিতে পরায়ে না। নির্বাসনের কষ্ট বাড়তে, সেই সঙ্গে ক্রান্তি। মাঝেমাঝেই দাঙ্ডিয়ে বিশ্বাস নিত হচ্ছিল তার। পকেটে হাত যেতেই অস্তির অস্তির টেরে পেয়ে মনে অন্য ধরনের সাহস তৈরি হচ্ছিল।

এখন গ্রামের সমস্ত মানু সূম অচেতন। আকাশলাল শীতে হীরে মাঠে নেমে এল। এক্ষেত্রে অস্তিতই মনে হচ্ছিল তার পরামর্শ সমষ্ট শক্তি পেয়ে হয়ে গিয়েছে। সে ওপরের দিকে তাকল। গ্রামটা এখন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। এবং তখনই নিজের মুখের কথা মনে এল। এই অবস্থায় যে দেখে সেই অবক হচ্ছে। ভয়ও পেতে পারে। একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল আকাশলাল। তারপর সন্ধর্পণে বাঁজের খুলতে লাগল। পাঁকগুলো খুলে এল সহজেই। গতকালের ডাড়ানেটা সংস্কৰণ ঠিক হিল না। এবার তুলোর প্যাত। সেগুলো যেন চামড়ার সঙ্গে শক্ত হয়ে এটি আছে। অদেকটা তোলার পর হাতের তালতে ওদেশ অস্তু ধূরা পড়ছিল। টেনে ছিড়তে ভয় লাগিল তার। একটা আর্দ্ধা ধূরা থাকলে রোধা যেতে মুখের ছেহারা এখন কি করলম দেখেছে। কিন্তু বাঁজের হোলার পর বেশ হালকা লাগেছে মাঝেটা। অনেকদিন পরে দুই শালে মুক্ত হাতেও লাগায় অরুত অনুভূতি হচ্ছে। আকাশলাল উঠল। একসময় সে যখন বরানার কাছে পৌঁছাতে পারল তখন শুকরার ছুবে গেছে। পুরুর আকাশে হালক হোল লাগেছে। সুন্দরান রাস্তার ধারেকাকে ভেজ নেই। হীনে হীরে বরানার কাছে পৌঁছে সে জলে হাত দিল। কনকলে ঠাণ্ডা। হাঁওঁ পেলাল হতে সে এক আজলা জল তুলে নিয়ে মুখের ওপর রাখল। মনে হচ্ছিল ঠাণ্ডা জল মড়া কেবল ফেললে যাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর একজন আজলা জলের ধূপটা পাওয়ার পর মুখটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আকাশলাল টেরে পেল তার মুখে এখন তুলোর অস্তি নেই। ঠিক তখনই তার কানে একটা শব্দ এল। যোড়ার নামের শব্দ।

তেতিশ

বরানার ধারে পাহাড়ের গায়ে শৰীরটা আগালে রেখে আকাশলাল ধাড়িয়েছিল। যে আসছে তাকে না দেখে দেখা দেওয়া উচিত নয়। নিজের দৃঢ়ুক্ষুণি যিনে আসছে তখে সে খুশি হল। একটু বাইরেই শব্দটা কাছে এগিয়ে এল। হাঁওঁই আড়াল থেকে একটা যোড়া এবং তার পেছের সাধারণ চেহারার গাড়ি বেরিয়ে এল যেন। গাড়িটা চালাচ্ছে নেই মেয়েটা, তার পাশে একজন তরু। এই কাকভোরে ওরা দুই আড়াল থেকে এসে কোথায় লিপিত হল বলাচালে।

আকাশলাল দেখতে পেল যোড়ার গাড়িটাকে খামিয়ে মেয়েটা ওপরের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলল ছেলেটাকে। ছেলেটা মাথা নেড়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। তারপর বরানার দিকে এগিয়ে এল। হাততো মেয়েটা একই তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে কিন্তু ছেলেটা তার একটা এলে সে ধরা পড়ে যাবে। আকাশলাল বাথ হয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

তাকে দেখতে পেয়ে ছেলেটা বেশ অবক হচ্ছে ধাঁড়িয়ে গেল। ধাঁড়িয়ে পেছন ফিরে মেয়েটাকে কিছু বলল। মেয়েটা এদিকে তাকাতেই আকাশলাল হাত নাড়ল। ততক্ষণে,

ছেলেটা পাশ কাটিয়ে সে কাছে এগিয়ে এসেছে। মেয়েটা বলল, 'আপনাকে একদম চিনতে পারছি না।'

'ব্যাডজেন্ট খোলার পর কি রকম দেখছে? খুব খারাপ?'

'হ্যাঁ! আপনি খুব সুন্দর। ও আমার বন্ধু।'

'সার্জনের একজন?'

একটু এবং লজ্জা পেল না মেয়েটি। মাথা নেড়ে বলল, 'না। সার্জনের মধ্যে সেরা। আপনার সুন্দর ও এই গাড়ি নিয়ে শহরে চলে যাচ্ছে। ওকেও সবে মেতে হবে। আমার সেটা একদম হচ্ছে নয়।'

'কেন?' আকাশলাল জিজ্ঞাসা করল।

'লোকটাকে আমার একদম পছন্দ নয়।'

'তোমার বন্ধু যদি আমাকে নিয়ে শহরে যেতে তা হলে কি তুমি আপত্তি করতে?'

মেয়েটি হাসল, 'না। আপনি ভাল লোক।'

আকাশলাল ছেলেটির দিকে তাকাল, 'তা হলে তাই, তুমি আমার একটা উপকার করো। আমার এখনই এই জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। তুমি আমাকে এমন কোথাও পৌঁছে দাও যেখানে থেকে আমি সদাচারে যাওয়ার গাড়ি পেয়ে যেতে পারি।'

'এখনই?' ছেলেটা যেন অবাক হয়েই ছিল।

'হ্যাঁ। নইলে তোমার পিপাস হতে পারে। আমার শরীর আগে শহরে পৌঁছালে বীরবৃক্ষকে মুক্ত করবে। সে ফিরে এলে তোমার বাস্তবী আর কখনই কোনও পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না।'

'আপনার বন্ধু কি আকাশলালের লোক?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমরাও আকাশলালের সমর্থক।'

'বেশ।' আকাশলাল তোমাদের কথা জানতে পারলে 'বীরবৃক্ষকে একবছরের মধ্যে আগে ফিরতে দিত না। এটা আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

ছেলেটা মেয়েটার কাছে এগিয়ে গেল। ওকেও মধ্যে নিচু গলায় কিছু কথা কথা হল যা শোনার চোট করল ন আকাশলাল। মেয়েটা এবার তাকে বলল, 'আপনার শরীর খারাপ। আপনার যেতে খুব অসুবিধে হবে। আপনি কাল পর্যন্ত ঘরের বাইরে যেতে পারেননি।'

আকাশলাল বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ বোন। কিন্তু চলে যাওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই।'

শেষ পর্যন্ত ওরা রাজি হল। মেয়েটা নেমে এল গাড়ি থেকে। ছেলেটি লাগাম ধরে আকাশলালকে ইশারা করতে দে মেয়েটির কাছে গেল, 'তোমাকে একটা অনুরোধ করব।' আমারে এই যাওয়ার কথা তুমি কাউকে মেলোনা না। এতে আমার যেহেন শক্তি হবে তেমনি তোমার বন্ধুর হবে।'

মেয়েটি হাসল, 'আপনি ভায় পাবেন না। আমি কাউকে কিছু বলব না।'

মিনিট পঁচকে বাদে ওরা পাহাড়ি পথ দিয়ে চলছিল। ছেলেটি গজীর মুখে লাগাম ধরে তার ঘোড়াকে চালনা করছিল। গাড়ি চলা শুরু করলে আকাশলাল বেশ বিপাকে পড়েছিল। গাড়ির দুর্দলি তার শরীরের বাহ্যে রাখছিল না। একটু বাদেই পেট গুলিয়ে উঠে। বমি বমি পাছিল। কিন্তু সে নিজেকে ঠিক রাখতে প্রশংসণ চোট করছিল। ধীরে

ধীরে চলনটা অভোসে এসে যাওয়ার পর সে কিছুটা সৃষ্টি বোধ করল।

এখন সূর্য উঠে গেছে কিন্তু রোদ পাহাড়ে ছাঁড়িয়ে পড়েনি। হিম হিম বাতাস আর ডেঙা গাঢ়পালার ছাউলির মধ্যে দিয়ে পাহাড়ি পথ দিয়ে গাঢ়িটা ছুটে যাচ্ছিল।

আকাশলাল জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি তাই?'

'জীবনলাল।'

'কি করে তুমি?'

'চারবাস দেখি। জিনিসপত্র বিক্রি করি। মাঝে মাঝে শহরে যাই, প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে এসে গ্রামে আমে ঘুরে বিক্রি করি। আপনি কি করবেন?'

'আমি? আকাশলালের বিক্রী দলে আছি।'

'মিছি সবচেয়ে নষ্ট করছেন।' আকাশলাল মরে যাওয়ামাত্র বিপ্লব শেষ হয়ে গিয়েছে।

'তুমি তাই মনে করো?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় আকাশলালও দেশের মানুষের সঙ্গে বিস্তারাত্মকতা করেছেন।'

'কি করম?'

'পুলিশ ওকে খুঁজে পাচ্ছিল না। উনি যদি কোনও মতে গ্রামে চলে আসতেন তা হলে আগ্রামী একশেষে বছরেও খুঁজে পেতে না। উনি নিশ্চয়ই সেটা জানতেন। অথচ উনি বেছায় মেলার মাঠে নিয়ে পুলিশের হাতে ধরা দিলেন। ওর মতো নেতা কেন ধরা দিতে যাবে? উনি জানতেন না ধরা দেওয়া মানে বিপ্লব শেষ হয়ে যাওয়া?'

'হ্যাঁ। এটা ওর তারা উচিত ছিল।'

'দেখুন না, ওর ধরা দেওয়ার পরই ডেভিডকে পুলিশ ধরে তাঁর করে মারল। কেবিনিন আগে সুন্দর কাষে পুলিশ হ্যাত করেছে।'

'যুবেলি এদের ঢেকে দেখেছ?'

'না। নাম শুনেছি।'

'হ্যায়দারকে দেখেছ?'

'না। কাল একটা লোক এসেছিল আমার গাড়িটার জন্যে। সম্ভেদ হচ্ছিল খুব কিন্তু লোকটা অন্য নাম বলেছে। শুনলাম ও আপনার সঙ্গে থাকে।'

'কিন্তু আকাশলালের মৃত্যুর হতে করব থেকে ওর বন্ধুরা তুলে নিয়ে গেছে।'

'সেটা জানি। কিন্তু মৃত মানুষ বিপ্লব করে না।' সে নিজে এখন সব অর্থে মৃত। হাঁটাং মনে পড়ে যাওয়ায় সে প্রশংসণ করে না, 'তুমি কখনও আকাশলালকে দেখেছ?'

জীবনলাল এমনভাবে তাকাল 'যেন কোনও ছেলেমানুষ প্রশংসণ করল।' সে হাসল, 'আকাশলাল কোথায় থাকত কেউ জানত না।' কিন্তু তাকে দ্যাখেনি এমন মানুষ এদেশে খুঁজে পাবে ন। সমাজ সামাজি না দেখতে পেলেও ছাঁড়িতে দেখেছে। এমন কোনও এলাকা নেই যেখানে তাঁর ছাঁড়ি টাঙ্কিরে ধরিয়ে নিতে বলেনি এই সরকার।'

'তুমি তা হলে তাকে দেখলেই চিনতে পারবে?'

'প্রত্যাম। এখন তিনি নেই, সেই সুযোগও আমি পাব না।'

আকাশলাল নিখেস চাপল। বেশ জোর দিয়ে কবাণ্ডলে বলল ছেলেটা। ও যে

যিথে বড়ই করছে, তা মনে হচ্ছে না। তা হলে তার মুখে কি এমন অপ্রেশন হচ্ছে যাতে চেহারা এত পাল্টে গেল ? সেই ভাঙ্গার দম্পত্তি, যার কথা হায়দার বলেছিল, যদি তার মুখে অপ্রেশন করে থাকে তা হলে কেন করল ? যাতে তার চেহারা বদলে যায়, লেকে দেখে চিনতে না পারে সেই কারণে কি ? আকশলালের মনে দৃষ্টি প্রথম তীব্র হল। তার পরিপূর্ণ মুখের সঙ্গে কে কে পরিচিত ? অপ্রেশনের কর্তব্য ভাঙ্গার নিষ্ঠাই দেখেছিল। কিন্তু ব্যাঙ্গের খোলা না থাকায় মুখের পরিপূর্ণত আকর্ষণ তার অজ্ঞানে থেকে গেছে। হায়দার তার সঙ্গে হিঁস, ধূরে নেওয়া বেতে কিন্তু ব্যাঙ্গের খোলা সুযোগ দে পায়নি। এই জীবনলাল যদি তারে আকশলাল বলে চিনতে না পারে তা হলে বদলে যাওয়া মুখ দেখে হায়দারও তাকে চিনতে পারবে না।

বিচ্ছীন চিনাটা জোরাবলো। সংজ্ঞি বি সে নিজে আকশলাল ! তার ক্ষুভিতে যা কিছু শেষ পর্যন্ত ধূর দিলে তাতে আকশলাল হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। কিন্তু সেই ঝীকগুলো যা সে মনে করতে পারছে না, তা মনে না পড়া পর্যন্ত সে নিজেরে আকশলাল তামতে ভরনা পাচ্ছে না। বেকার যাইহে দেশের মানুষের কাছে আকশলাল মৃত। লোকটা সেইসময় পুলিশের হাতে ধরা দিয়েছিল। কেন ? এ প্রেরণে উত্তর দেন তার নিজের জানা নেই। ধূর পড়ার পর তার মৃত্যু হল কি তাবে ? মৃত্যুর পরে তাকে করে দেওয়া হয়েছিল। সেই কর্ব থেকে যদি সন্দৰ্ভ বের করে আনে তা হলে মৃত মানুষকে কি করে আবার জীবিত করে তুলল ভাঙ্গার। এটা বি বিস্তাসযোগে ? ফলে আকশলাল কিছুতেই বের থাকতে পারে না। তা হলে সে কে ?

প্রগ্রাম করে প্রিডিউট করলেও সে ধূরে পড়েছে স্মৃতিগুলোর জন্যে, যা তার মনে দেখের মতো ভেসে অসহে মারে মারে। এগুলো কেউ তাকে বলেনি। অথবা সে মনে করতে পারছে। তা হলে এর পেছনে সত্তা আছে। আর একটা কথা, গতকাল থাই থেকে নামবাবুর সময় পড়ে গিয়ে আ্যাত লাগার পর থেকে সে এগুলো মনে করতে পারছে। কেন ?

আকশলাল জীবনলালকে বোধাল আন্দোলন করতে নিয়ে পুলিশের অত্যাচারে সে এমন অসুস্থ ছিল যে দেশের ব্যবস্থার জন্যের সুযোগ হয়নি। এমনবিংশ আকশলাল কি ভাবে মারা গেল তাও তার জানা নেই। ফিরে নিয়ে বোকা বনে যাওয়ার আগে সে যদি এ-ব্যাঙ্গের ভাস্তবে পারে তা হলে ভাল হয়। জীবনলাল সামাজিক সদরদৰে। সে গল্প করার সুযোগ পেয়ে এক এক করে সব ঘটনা বলে থেকে লাগল। অবশ্য এই বক্ষনির সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মৃতিটি মিল হিল না। সকারিন রেডিও এবং মুখে মুখে প্রচারিত ঘটনায় কে কলনার নিশ্চেল থাকে তাকেই জীবনলাল সত্তা ভেবে বলে গেল। তবু তার মধ্যে অনেকটা জেনে নিতে পারল আকশলাল। সে আরও জানতে পারল, আকশলালকে যে ভাঙ্গার চিকিৎসা করতে সেই বৃক্ষচামানযুটা শীমাত পর হতে নিয়ে মরে গেছে।

অনেক অনেক সিন বাদে বিছানা থেকে সরাসরি উঠে যে পরিশ্রম আজ হয়েছে সেটা টের পাওয়ার আছেই। গাড়ির এককাশে মাথা ধোয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল আকশলাল। গাড়ির চলার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে দুর্মুল লাগছিল তাতে ঘুটাটা আরও গাঢ়ীর হয়ে গেল। তার মাথাটা কাটের সিটে মাথে হাঁকে গেলেও সে টের পাছিল না।

জীবনলালের বয়স দেখি নয়। কিন্তু সে উৎসাহী এবং, কাঠট বলে ওই অর বয়সেই ভাল মোঃগুর করতে আরত করেছে। অবশ্য গায়ের মানুষের কাছে যে রোজগার ভাল

বলে মনে হয় সেটা ওই রকমই। হেলেটার সঙ্গে প্রেম করার জন্যে অনেক মেরে মুখিয়ে আছে, কিন্তু তার মন সে দিয়ে ফেলেছে বীরবিজয়ের বটকে। অবশ্য আর এক বছর পরে ওকে কান্দও বড় বলা যাবে না। আমের আইন অনুযায়ী যত বছর আলাদা থাকলে এবং সেই সময় স্থানে না জালে স্থানে অধিকার হারাবে তত বছর পার হতে আর এক বছর বাকি আছে। বীরবিজয়ের জেল পেটে বেরিয়ে আসার কোনো সংতানও নেই। যদিও জীবনলাল আকশলালের সমর্থক এবং সেই সৈকতে বীরবিজয়ের মিত তবু এই একটা ফেলে সে লোকটকে পদ্ধতি করেছে না। তা ছাড়া বিয়ের লোকটা বটকে যত্ন করেনি, মাঝ চারদিনের জন্যে নিজের বাড়িতে নিয়ে পিছেছিল আর তা ফেরেই প্রাণ ঘুষ ও বটকে ভালবাসে না। সে যে বীরবিজয়ের বটকে ভালবাসে তা অনেকেই পছন্দ করে না। সে জানে অনেকেই মেয়েটার সঙ্গে ফালতু মজা করতে চায়। কিন্তু মেয়েটা যে তাকে ছাড়া আর কাউকে পাতা দেয় না এ-ক্ষণটাতে তো তে ঠিক। তাই কাল যাত্রে যখন মেয়েটা তাকে বলল, অনুষ্ঠ মানুষেরে একটো ঘোড়ার গাঢ়িতে চাপিয়ে মোরাতে হবে তখন সে আপনি করেনি। বটক গাঢ়িটা তার গাড়ী। অশেপার করেয়েটা গ্রামেও এমন যোড়ার গাড়ী খুঁতে পাওয়া যাবে না। কাল বিদেশে ফেল লোকটা তার গাড়ি ভাঙ্গ করতে এল তখন সে রাজি হতে চায়নি। অনেক কঢ়াক টাকা দিলেন লোকটা। ব্যবসা করতে এসে খেদের পেলে ফিরিয়ে দেয় না। যদিও লোকটকে পছন্দ হচ্ছিল না তবু টাকাটার জন্যে একবারে হ্যাঁ বলেনি। এখন মনে হচ্ছে সেটা না বলে ঠিকই করেছে। এই লোকটা যে তার পাশে ঘুমিয়ে আছে সে যে অনেক টাকা দেবে এমন ভরসা নেই। কিন্তু যদি বীরবিজয়ের জেল পেটে বেরিয়ে আসা বক করতে পারে তা হলে টাকা না পেলেও তার ভরসে।

ঘটনা দিবেন তান চলার পরে গাঢ়িটা একটা হেটি পাহাড়ি গ্রামে ঢোকার পর জীবনলাল ঠিক করল আমেরিটাক ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দেওয়ার সরকর। এই গ্রামটা হেটি কিন্তু পথের ধারে একটা কা এবং কলিটরকারির দেখান আছে। সকাল থেকে কিছু যাওয়া হয়নি। জীবনলাল গাড়ি দুটি করিয়ে গাড়ির পেছন থেকে কিছু যাস টেনে বের করে ঘোড়াটাকে সামনে রেখে তার সন্দৰ্ভে লিঙে আকাল। লোকটা মরে গেল নাকি। গাড়ি থেকেরেখে অথচ ওর ঘূর ভাঙ্গে না ? সে কাহে নিয়ে আকশলালের ইঁটিচে চূক মারল 'এই মুটো না ? উঠেবেন ?'

বিচ্ছীন রাবে আকশলাল চোখ মেলল। যেন গাড়ীর কুয়োর নীচে থেকে সে ওপরে উঠে আসে এমন মনে হল। চোখ খুলে চার পাশটা অচেনা মনে হল তার।

জীবনলাল জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবেন ?'

চীরে চীরে মাথা নাড়ল সে। জীবনলাল বলল, 'আপনার শরীর ঠিক আছে তো ?'

'হ্যাঁ !' নীচে নামার চেঁচা করে আকশলাল বুঝতে পারল তার মাথা ঘূরছে। সে কোনও রকমে মাটিতে সোজা হয়ে দুঁচাতোই জীবনলাল হাঁকল, 'চারটে ক্ষটি, সবজি আর মুটো না ?'

কাটি এবং সবজি শব্দ দুটো কানে যাওয়ামাত্র আকশলাল টের পেল তার খুব খিদে পেয়েছে। কিন্তু মেলে শৰীরের আরাম হচ্ছে। সে টলতে টলতে সেকানের সামনে রাখা কাটের বেঁকিতে গিয়ে বেশ পড়ল।

তার চেখের সামনে একটা ঢাল উপত্যকা গোলে ঝলমল করছে। আহ, কি যিচি রোদ। পুরিবীটাকে মাঝে মাঝে এমন সুন্দর লাগে। মনটা ইষৎ ভাল হয়ে গেল তার।

পশাপশি বসে খাবার খেয়ে নিল জীবনলাল। খাওয়া শেষ করে জল পান করে বলল, ‘একটা কথা, আপনার নামটা এখনও জানি হ্যানি।’

আকশলাল ছেলেটা দিকে তাকাল। তারপর হেসে বলল, ‘আমাকে আঙ্কল বলো।’

‘ও, ঠিক আছে। আপনার কাছে টাকা আছে তো?’

‘টাকা?’

‘হ্যাঁ, প্রথমে করেক্ষণের খাবারের দাম দিতে হবে। তা ছাড়া আমার গাড়ির ভাড়া। ভাল খেদেরয়া আমাকে খাওয়ার টাকা দিতে দেয় না অবশ্য।’

‘আমার কাছে তো কোনও টাকা নেই।’

‘তার মানে?’ জীবনলাল আর্ডেক্ট উঠল।

‘আমি অনুভূ হয়ে বিছনায় শোচিলাম এতদিন। তোমার বাস্তবী বলতে ওর নির্দেশ-মতন আজ চলে এসেছি। আমি টাকা কোথায় পাব?’

‘সে কি। তা হলে এসব ঘটত কে দেবে?’ জীবনলাল রেগে গেল।

‘দায়ো ভাই, আমি বুঝতে পারিব সমস্যা। তবে তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করো, তা হলে আমি কথা দিচ্ছি যা ঘটত হবে তাৰ বিশ্বাস আমি শোধ করে দেব।’

‘তুম মশাই! আমি আপনার নাম পর্যন্ত জানি না, বিশ্বাস কৰো কি?’ জীবনলাল বলতেই সোকানি বলে উঠল, ‘জীবনলাল, তুমি অর্ডার দিয়েছ, দাম তোমার কাছ থেকে নেব।’

‘ঠিক আছে ঠিক আছে। সেটা তোমাকে ভাবতে হবে না।’ দোকানিকে কঁকিয়ে কথাগুলো বলে জীবনলাল তাকাল, ‘আপনার বাছে কিসু নেই?’

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড় গেল আকশলালের। সে পকেটে হাত রেখে বলল, ‘আছে। আমার কাছে একটা রিভলভার আছে। ওটা বিক্রি কৰলে কত দাম পাওয়া যাবে?’

‘রিভলভার?’ বিড় বিড় কৰল জীবনলাল।

‘হ্যাঁ। নেবে?’

ঠিক তখনই গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। ওরা মুখ ঘুরিয়ে দেখল দু-বুটো পুলিশ-জিপ উঠে আসছে নীচের রাস্তা ধৰে। জিপ দুটোয় অন্ধধৰ্মী পুলিশ ভর্তি।

ঠিক চারের দোকানের সামনে জিপ দুটো দাঁড়িয়ে গেল। আকশলালের বুকের ভেতর শব্দ হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল এখনই প্লানানো দরকার। কিন্তু কি করে সে এখন থেকে পালন? তার দুটো পানে বিশ্বাস পালি নেই এখন।

প্রথম প্রশ্ন থেকে করেক্ষণ পুলিশ নাম। একজন অফিসার দোকানিকে জিজ্ঞাসা কৰল, ‘কুন্তু প্রায়টা এখন থেকে কত দূর?’

‘বেশি দূর না। এই জীবনলাল, কত দূর হবে?’ দোকানিদের এন্ডিকে তাকাল।

জীবনলালের ভাল লাগছিল না। পুলিশদের সে সহ্য করতে পারে না। তা ছাড়া তার খেদেরয়া টাকাপান্না নেই জেনে মেজাজ খারাপ হয়ে ছিল। সে বলল, ‘অনেক দূর।’

অফিসার সামনে এগিয়ে এসে সহস্রার একটা বুট পরা পা জীবনলালের ভাঙ্গ করা হচ্ছিল মেঝে জিজ্ঞাসা কৰল, ‘দোকানি বাছে বেশি দূর না নহাই বলছিস অনেক দূর। কেননো সহ্য?’ মিথ্যে কথা বললে চাহড়া ঘাড়িয়ে নেব।’

হাতুর ব্যাপ সহ্য করার বললে চাহড়া বলল, ‘হচ্ছে গেলে আট হান্টা, ঘোড়ার গাড়িতে চার ঘটা। আমি কি করে কাছে বলব?’

বুট সরিয়ে নিল অফিসার, ‘তোর নাম কি?’

‘জীবনলাল।’

‘আকশলাল তোর কে হ্যাঁ?’

‘কেউ নহ।’

‘কুন্তু আমে মুটো বিদেশি অবেক্ষণ ধৰে রয়েছে। জানিস?’

‘না। আমি ওই গ্রামে থাকি না।’ জীবনলাল মাথা নাড়ল, ‘ও থাকত।’

‘আছি, তোর নাম কি?’ অফিসার আকশলালের দিকে তাকাল।

‘গণগনাল।’

‘হ্যাঁ। নামের কাহাদু খুঁ। গণগনাল? আকশলাল কেউ হ্যাঁ?’

‘সে তো মৈর গেছে।’

‘শালা মারে গিয়েও ভৃত হয়ে আমাদের নাচাচ্ছে। তোদের গ্রামে বিদেশি আছে?’

‘হ্যাঁ। দুজন।’ আকশলাল বলল।

‘হচ্ছে দেখেছিল?’

‘হ্যাঁ। একজনের মাথায় ব্যান্ডেজ।’

ঘৰের পেরে অফিসারকে খুল দেবল। ‘তোরা আমাদের সঙ্গে চল।’

আকশলাল মাথা নাড়ল, ‘মারে যাব সাবেক।’ আমার শরীর খুব খারাপ। মুখ দিয়ে রঞ্জ উঠে। শহরের হাসপাতালে যাচ্ছি ভাঙ্গার দেখাতে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ পেচে হাতে পুরু সঙ্গে গেল অফিসার। একুশ বাদে জিপ দুটো উঠে গেল ওপরে। জীবনলাল তাকিফ কৰল, ‘তোমা দেশ বুক্সি। তা আঙ্কল, মুখ দিয়ে রঞ্জ বেষ্টনৰ মতো গণগনাল নামটা কি বানানো?’

আকশলাল হাসল। উঠের দিল না। দাম মিটিয়ে দিয়ে জীবনলাল বলল, ‘শোন, তোমাকে টাকা প্যাসা দিতে হবে না। কিন্তু কথা দিতে হবে যাতে কীভৱিতম এক বছরের মধ্যে কিরে না আসে দেই ব্যবস্থা তুমি করবে।’

‘কথা দিলাম।’

পরের দিন সকারে সুন্দর মুখে ওরা রাজধানীতে শৌচে গেল। পথে যে কটা পুলিশ জেতার সামনে পড়েছিল তা পেরিয়ে আসতে তেমন অসুবিধে হ্যানি। আকশলাল খুবই নিশ্চিত হয়েছিল এই ভেতে যে হ্য সে আসো আকশলালের নয় অথবা মুখের ওপর অপ্রেশন হওয়ায় তার চেহেরা এককাম বদলে গেছে।

শহরে মুঠে জীবনলাল জিজ্ঞাসা কৰল, ‘তুমি কোথায় যাবে আঙ্কল?’

আকশলাল বলল, ‘জানি না। দেবি।’

‘তোমার পকেটে তো পয়সাও নেই।’

‘হ্যাঁ। কিন্তু আমি তোমার কাছে চিরক্ষতজ্ঞ থাকলাম ভাই।’

জীবনলাল মাথা নেড়ে বলেছিল, 'শোন আজল।' তুমি যদি আমাদের কথটা ঘনে
রাখে তাহলে আমি তোমার একটা উপকার করতে পারি। আজকের রাতটা বিনা পচসায়
পাকার ব্যবহা হলে কেমন হয় ?'

'কুকুর ভাল।'

'আমি গোখেনে নিয়ে যাব সেখানে ভাল অথবা মদ যে-কোনও ব্যবহার পেতে পার।
যাই পাও রাতটা কোনমতে বাটিয়ে সকালবেলায় তুমি তোমার ধান্দায় চলে যেয়ো, আমি
গোম ফিরে যাব।'

'কুকুর ভাল কথা।'

সেইরাবে পাশাপাশি শুয়ে চাপা গলায় জীবনলাল বলল, 'ভাজ্জুর ব্যাপার !'

'কেন ?' আকাশলালের ঘূর্ষণ পালিল। '

'আমার মাসির মতো মুরার মেহেমানুষ আমি জীবনে দেখিনি। ওর মুখের ছালার না
থাকতে পেরে মেহেমানী পুলিশে নাম লিখিয়ে সঞ্চাবনাদীদের ওলি দেয়ে মরেছে, সেই
বাড়িতে ঢোকামাত্র কিকরম অভাসনি পেয়েছিলাম মনে আছে ? দেন মেশিনগান চলছে।
তাই না ?'

'হ্যাঁ !'

'তারপর যেই তুমি কলতলায় ঝান করতে গেলে তারপর একদম চূপ মেরে গেল ?'

'আমার ঝান করার সঙ্গে তার চূপ করার কি সম্পর্ক ?'

'সেইটো তো বুঝতে পারছি না। মাসি শুক ঘরের জানলা দিয়ে কলতলা দেখা
যায়। মেসো মরে গেছে, বাটকাজা হচ্ছি, দেখতে শুনতে মদ নষ্ট করে কোনও পুরুষ
বিয়ে করতে এগিয়ে আসেনি শুধু ওই মুখের জন্যে। আর বিয়ের কথা বললেই মাসি
থেকে আঙ্গন হয়ে যায়। সেই মনি কলতলায় তোমার মধ্যে যে কি দেখল কে জানে
তাড়াতাড়ি এসে আমারে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ওর নাম কি রে ?'

অভিয বললাম, 'গগনলাল !'

মাসি তো যোরাই, 'হ্যাঁ।' গগন মানে তো আকশ, আকাশলাল মরে গেছে।'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ ! এ আকাশলাল হতে যাবে কেন ? এ গগনলাল ! ওই
আকাশলালের মুখের সঙ্গে কি কোন মিল আছে ?'

মাসি খুব গভীর মুখে বলেছিল, 'মুটো মিল আছে। পিঠে দুটো জুলু আছে।
পাশাপাশি। দেখে আমি চমকে গিয়েছিলাম। কি জানি, মরা মানুষ চেহারা পাল্টে এল
মাকি !'

'তারপর থেকে বারেবারে তোমাকে দেখছে। কিন্তু মুখে আর শব্দ নেই। আমি জানি
কল সকালের মধ্যে পাচার সবাই জেনে যাবে যে তোমার পিঠে আকাশলালের মত
জোগা জুলু আছে।'

সকালে ঘূর্ষণ তেজেঙ্গিল কেশ দেবিতেই। অস্তু শরীরে দীর্ঘ পথযাত্রার ফলত যেন
কাটিতে চাইছিল না। আর একটু ঘূর্ষণে কেমন হ্য এমন থথন সে ভাবছে তখন গলা
কানে এল, 'কটা বাজল জান আছে। এর পরে চারের পাঁচ বৰ্ষ।'

আকাশলাল উঠল। সে বুঝতে পারল জীবনলাল সাত সকালেই তাকে না বলে
বেরিয়ে গেছে। মুখ হাত পা শুয়ে সে থথন বাইরে বেরেবার জন্যে পা বাঢ়াচ্ছে তখন মাসি

সামনে এল, 'চা কে থাবে ? আমিকত কাপ গিলব ?'

অতঙ্গে চা থেতে বসতে হল। জীবনলাল দূরে বসে মাসি বলল, 'বৈনাপো তো দেশে
ফিরে গেছে। বাল গেল তার আকাশের নাকি যাওয়ার জায়গা নেই। তা কেবায় যাওয়া

হচ্ছে !' রাতের বেলায় মাথার ওপরে একটা ছান তো দরকার ?'

'কাঙ্কর্ম ? না। তবে করতে হচ্ছে কিন্তু।'

'পিঠে দুটো জুলু করে থেকে হয়েছে ?'

'ও দুটো জুলু করে মাবলত তোর পিঠেটো এক জোড়া চোখ !'

'তিনি কোথায় আছেন ?'

'না ? মনেই !'

'আর্যীয়বজ্জ্বল ?'

'নাই !'

'বিয়ে থা ?'

হেসে ফেলল আকাশলাল, 'আমাকে বিয়ে কে করবে ?'

'নাকা !' মাসি উঠে ডাঁড়াল, 'আজ আর বেরতে হবে না। বুক জুড়ে অনেক কটা
দাগ দেবেছি। মুখ দেবেছি বোৱা যাব রক্ত নেই শরীরে। দুপুরে যাওয়া দাওয়ার পর
পাশের বাড়ি হাবিলদার তাই বানায় নিয়ে গিয়ে নাম লিখিয়ে আসবে। ওরা যে কাগজ
দেবে তা পকেটে রাখতে হবে।' মাসি চলে গেল সামনে থেকে।

আকাশলাল টোটে কামড়াল, এ তো নতুন ঝাসাদে পড়া গেল। ধানায় গেলে যে
জেরা করবে তার জবাব ঠিকঠাক দিতে না পারেনি। মুখ দেবে তাকে কেউ আকাশলাল
বলে ভাবতে পরেছে না ঠিক। এরা জানে আকাশলাল মরে গেছে। কিন্তু তার জুলু
দুটো ? মুখ পান্টে দেবার সময় ওই জুলু দুটোর কথা চুলে গেল কি করে ? আবার এমন
লোক ধাকতে পারে যে আকাশলালের শরীর চেলে। ব্যাস, হয়ে গেল। সে নিজের হ্যাত
পা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কোথাও তেমন কোনও বিশেষ চিহ্ন চোখে পড়ছে না।
না। সবথানের মার নেই। ধানায় যাবে না সে। সুযোগ খুঁজে নিয়ে সে বেরিয়ে এল
বাড়ি থেকে।

হাতায় পা দিয়ে সে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে দেখল নাগরিকদের। হাটিতে
হাটিতে তার স্মৃতিতে একটু একটু করে অনেক দৃশ্য ভেসে আসছিল। যেন এই সব পথ
দিয়ে সে অনেকবার যাওয়া আসা করবেছে, বাক নিতেই একটা ফটোর সোকান দেখতে
পাবে এবং পেলও। আকাশলাল চমকে উঠল। তা তো কিন্তু কিন্তু কথা এখন ঠিকঠাক
মনে পড়ছে। একসময় এখনে কারফিউ হত। মানুষ ভয়ে পথে বের হত না। একটা
মেওয়ালে প্রায় উঠে আসা পোস্টার ঝুলতে দেখল সে। ওয়াটেড আকাশলাল। এই
তাহলে তার ছবি। বেশ ভাল মানুষ ভাল মানুষ চেহারা। ওর প্রচুর টাকা নিত কেট
ধরিয়ে দিলে।

কিন্তু হাটার পর একটা চায়ের দোকান দেখতে পেয়ে সে ঝুকে পড়ল। দোকান প্রায়
খালি। বেশিতে বসতে একটা ছেকে এগিয়ে এল, 'গুরম চা ?'

হ্যাঁ বলতে শিয়েও সামলে নিল আকাশলাল। সে মাথা নাড়ল।

'তাহলে কি দেব ?'

‘কিন্তু না !’ মাথা নিচু করে বলল সে। একটু বিশ্বাস নিয়ে বেরিয়ে যাবে সে। এমন অদ্দের জীবনে দার্শনি ছেলেটো ! কাউন্টারে বসা মালিকের দিকে তাকিয়ে সে ভেতরে চলে যেতেই মালিক গলা খুল, ‘ভাই সাহেবের কি শরীর খারাপ ?’

‘হ্যাঁ। একটু—।’

‘গরম চা খান না। ঠিক হয়ে যাবে।’

সে মুখ তুলে লোকটার দিকে তাকাতেই দেওয়ালে পোস্টার ঝুলতে দেখল। তার নিজের মূর্দে পোস্টার। এই ছবিটা একটু অন্য ধরনের। জীবিত যা মৃত ধরে দিতে পারে পুরুষের প্রতিক্রিতি।

দোকানদার বলল, ‘আকাশপালাল। এখন আর কোনও দাম নেই। এমনি টাঙ্গিয়ে দেবেছি।’

‘দাম নেই কেন ?’

‘লোকটা বেঁচে আছে বলে কেউ ফিস ফিস করে। কবরে মূর্দা ঢুকে দিয়ে কেউ কি বেঁচে পারে ? আরপর ওর তিনটো হাত ছিল। টিনটো হাতই থেমে।’

‘তার মানে ?’

‘ডেভিডটা মরেছিল প্রথমে। তারপর গেল ত্বক্রুণ। আর আজ রেডিওতে বলেছে যে কোনও এক পাহাড়ি গ্রামে কুমুদী থাকা হ্যায়দারকে পুলিশ মেরে ফেলেছে।’

‘হ্যায়দার নেই ?’ অচেমকা বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

‘রেডিওতে তাই বলল। আরে মাই দেহে দেশ হয়েছে। আমিও একদলে আকাশপালার সমর্থক হিলাম। দেশে বিষয় হোক চাইতাম। কিন্তু দিনের পর দিন শুধু শুন জথম, ব্যবসা বৰ্ক, ব্যবসার নামধার নেই শুধু ছেলেগুলো বর্তম হয়ে যাবে এ আর কাহিতক ভাল লাগে ? এই দেশে, এখন শাপ্তি এসেছে। শুনছি মিনিস্টারও যদল হবে। এই ভাল !’ দোকানদার হাতে দিলেন, ‘চা দিয়ে যা।’

আকাশপালাল কিন্তু বলার আগেই একজন মেটাস্টোরা ভারী চেহারার মানুষকে প্রশ্ন পায়ে দোকানে ঢুকতে দেখা গেল। দোকানদার হাতজোড় করল, ‘আসুন স্যার, আসুন স্যার।’

‘আর স্যার বলার দরকার নেই। আমি এখন কৰম মান !’ ভারী শরীরটা নিয়ে আকাশপালালের পাশে বেঁকিয়ে বসতেই স্টোরে পেটে উঠল।

দোকানদার বলল, ‘স্যার সব কিছি তো একসময় অবসর নিলেও হয়।’

‘নে ! অবসর নয়। ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই বোঝি আর তার ম্যাডাম। এবং সেটা এই শহরের সবাই জানে। আমাকে জেনে পাঠানো পারত, পার্টনার। কিন্তু দেশের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। আমার এখন একটা ভাল ধাকার জায়গা পর্যন্ত নেই !’ ভারিস ঢোক বৰ্ক করলেন, ‘অন্য মানুষ হলে আয়ত্তা ! করত। কিন্তু আমি করব না। দেখ জানো ?’

দোকানদার প্রশ্ন করল না মুখে কিন্তু তার ভঙ্গ বুঝিয়ে দিল স্টোর।

‘আমার ক্রমশ সন্দেহ হচ্ছে লোকটা বেঁচে আছে।’ সদ্য গজানো দাঢ়িতে হাত বেলাজ ভারিস।

‘কোন লোকটা স্যার !’

‘আমার সর্বাশের কারণ যে। তোমার ওই পোস্টারটা যার।’

‘কিন্তু আকাশপালাল তো—।’

‘আমিও তাই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু ওই বুড়ো ডাক্তার কর অপারেশন করেছিল।

আমি যদি আর ঘষ্টা চারেক আগে সেতি প্রধানের বাড়িতে হানা দিতে পারতাম। ওখনে দেসব ঘৃণ্ণাপ্তি দেবেছি তা মডার্ন অপারেশন থিয়েটারে থাকে। এইসব অগ্র তুলতেই বোর্ড অমাকে সরিয়ে নিল। আকাশপালাল মরে গেছে, ডেভিড মরে গেছে, কিন্তুবন সই, এতে বোর্ডে মরল।’

দোকানদার বলল, ‘স্যার আজ রেডিওতে বলেছে হ্যায়দারও মরেছে।’

‘তাই নাকি ? বাঃ। খেল খতম ? কিন্তু সেই লোকটা গেল কোথায় ? অস্তু ওর মৃত্যুতে কেউ দেখতে পেয়েছে বলে দাবি করেনি। উভয়টার জন্যে আমাকে বেঁচে থাকতে হবেই।’

এইসময় চা এল। ভারিসের জন্যে ভাল কাপ প্রেট, আকাশপালালের জন্যে ম্লাশ। চুপ্পাপ দুক্টের কাষা শুনতে শুনতে আকাশপালাল একসময় কেপে উঠেছিল। এই তাহলে ভারিস। এরই কথা বলেছিল হ্যায়দার। তারে ঝুঁজে বের করতে না পারার অপরাধে ওর চাকরি নিয়েছে। ও যদি জানতে প্রারত সে কে কাছে বসে আছে।

চায়ে চুক্ক দিয়ে ভারিস বলল, ‘কোন জ্বারগায় মরেছে হ্যায়দার ?’

‘পাহাড়ি গাঁথে !’ এগিনে নিয়ে ছোট ট্রান্সফর্মারটা নিয়ে এসে চালু করল দোকানদার। গান হচ্ছে। ভারিস বলল, ‘ব্রক কর ওটা !’

‘গানের পরেই খবর হবে !’

ভারিস চা পেতে খেতে আকাশপালালের দিকে তাকাল, ‘আপনি কি অসুস্থ ?’

‘হ্যাঁ, একটু—।’

‘মুখ খারাপ অন্য নাকি ? মুটো কেমন কেমন দগদগে লাল !’

‘না, না, খারাপ কিন্তু না !’

‘থাকেন বাইকে যাবে ?’

‘শহরের বাইকে ! গানে !’ ভেঙ্গেটা ঝুকতে উঠল আকাশপালালের।

এইসময় খবর আবর্ত হয়। প্রথমেই হ্যায়দারের খবর। ‘একটা পাহাড়ি গ্রামের বৃক্ষের আবায়ে সে জুকিয়ে ছিল। পুলিশ অতর্কিতে হানা দিলে বাথ দিতে চেষ্টা করে। শুলি চালায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেই পুলিশের শুলিতে নিহত হয়। সেরিয়ে পাওয়া এই খবরের সঙ্গে জানা যাব যে ওই আমের লুকোনে ডেরায় হ্যায়দার একা ছিল না। তার সঙ্গী ছিল অসুস্থ। যদি দেখে বের হত না। কিন্তু পুলিশ হানার আবেই সেই লোকটা গুঢ়া দিতে সমর্থ হয়। সমস্ত এলাকায় জের তামাস হচ্ছে।’ আর পর দেশের অন্যান্য খবরের পারে পাঠক পড়লেন, ‘নগর পুলিশ দফতরে থেকে জানানো হয়েছে শহরে একজন মানুষ নির্বাচন হয়েছেন। মানুষাটো পিঠে জোড়া জুড়ল হিল। আর মুখের চামড়া লালতে। যদি কেউ এখন মানুষের সঙ্গান পান তাহলে অবিলম্বে নিকটস্থ ধানায় যোগাবেগ করবন !’

খবর শেষ হওয়া মাত্র ভারিস বিড়বিড় করলেন, ‘আকাশপালালের পিঠে জোড়া জুড়ল হিল।’

‘তাই নাকি ?’ দোকানদার কৌতুহলী।

‘হ্যাঁ !’

‘কিন্তু সে মরে গেছে।’

‘অসুস্থ লোকটা কে ? আগের নাম বলল না হতভাগারা। আমি যদি হেডেন্যাচার্সে জানতে চাই তাহলে ওর জানাবে না। আমি তো এখন ছেঁড়া কাগজ।’ পকেট খেকে

টাকা বের করলেন ভার্সিস, 'চায়ের দাম।'

দোকানদার বলল, 'ছি ছি ছি। আপনার কাছে দাম দেব কি করে ভাবছেন ?'

'কদিন এমন ব্যবহার করবে হে !' উঠে দৌড়ালেন তিনি। তাপর পাশের মানুষটির দিকে তাকালেন, 'চিকিৎসা করান ভাল করে। কি নাম আপনার ?'

'গগনলাল।'

'এখানে কোথায় উঠেছেন ?'

'দেখি।'

ভার্সিস তার ভালী শরীর টেনে টেনে বেরিয়ে গেলে অকাশলাল দোকানদারকে বলল, 'ভাই, আমার কাছে পয়সা নেই। চায়ের দাম দিবে পারব না।'

'সেটা তো চেহারা দেখেই বুবেছি। যে ভদ্রলোক ওখানে বসেছিল তার পরিচয় জানা আছে ?'

'না।'

'কোথাকার মানুষ আপনি ? ভার্সিসকে চেনেন না ! পকেতে পয়সা নেই, থাকার জায়গা নেই, এই শহরে টিকবেন কি করে মশাই ! যান কেটে পড়ুন !' হাত নেড়ে বিদায় করল, দোকানদার।

চা থেবে শরীর ভাল লাগছিল। অকাশলাল ধীরে ধীরে দোকানের বাইরে বেরিয়ে এল। কোথায় যাওয়া যায় এন ? ঠিক তখনই সে ভার্সিসকে দেখতে পেল। ল্যাপ্টপেস্টের নীচে দাঢ়িয়ে তার দিকে একচূড়াতে তাকিয়ে আছে। অকাশলাল হসার ঢেটা করল। লোকটা কি তাকে ঢেটে পারবে ? অসম্ভব। এই পোষাকের ছবির সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। ব্যান্ডেজ খেলার পর তার এই পরিভৃতিটি মুখ এখন পর্যন্ত আগের পরিষিঠি করাও দেখাব কথা নয়। সে এগিয়ে গেল, 'এখনও দাঢ়িয়ে আছেন ?'

'কোথায় থাকা হবে ?'

'দেখি।'

'আমার ওখানে চল। দেড়খানা ঘর নিয়ে কোনও মতে ঢিকে আছি। ঝামাবাদা করতে পার ?'

'তা পারি।'

'তাহলে তো কথাই নেই। ফলো নি !' ভার্সিস হাটতে লাগল। খনিকটা দূর্ঘ রেখে লোকটাকে সে অনুসূরণ করতে লাগল। মারেমারে, খনিকটা এগিয়ে যাওয়া পর, মুখ ফিরিয়ে ভার্সিস দেখে নিছেন, সে ঠিকঠাক আসছে কিনা। পলাবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, কিন্তু পলাবে ইচ্ছে করছিল না। সে এর মধ্যে লক্ষ করেছে, পথচারীরা ভার্সিসকে চিনতে পেরে তখন মুক্ত ছুঁড়ি দিবে। এককালের পুরুলি কমিশনার সেই সব মন্তব্য করে যাওয়া সহেও এখন কেনও প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না তখন বোঝাই যাচ্ছে ক্ষমতার এক বিনোদনশিষ্ট লোকটার হাতে নেই। এমন লোকেকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই।'

একটা সর গলির মধ্যে পুরুলো দেতালা বাড়ির সামগ্র্যেতে রয়ে চুক ভার্সিস বলল, 'আপাতত এটাই আমার আস্তান। ওইটো বিচেন। কফি বানাব।'

অকাশলাল অনেক চেটার পরে দুকাপ কফি বানাল।

কফির কাপ হাতে নিয়ে ভার্সিস বলল, 'বোসো। তোমাকে একটা কথা বলছি। কি জানি মেন, তোমাকে দেখব পর থেকেই আমার কিবরক অসুবিধে হচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব চিনি অথচ সেটা সম্ভব নয়। নাম বললে গগনলাল, অকাশলাল বলল কারণ এ নাম কখনও

নথেছ ?'

'আজে হ্যাঁ। পোষাকে দেখেছি।'

'অ । তোমার গলার খুব আমার খুব চেনা চেনা লাগছে। ব্যাপারটা কি বলো তো ?'

'আমি কি করে বলব ?'

'তোমার সিটে কোনও অভ্যন্তর আছে ?'

'আছে।'

'একজোড়া ?'

'ভাই তো শুনেছি। নিজের পিঠ তো দেখা যায় না।'

'আমি দেখতে চাই। দেখাও। জামা খেল।'

'মাঝ করতে হবে। কেউ কিছু চাইলেই সেটা করার ধাত আমার নেই।'

'চুমি করা সঙ্গে কথা বলব আমো ?'

'দোকানদার বলল আপনি পুরুলি কমিশনার ছিলেন। সরকার আপনাকে তাড়িয়ে দিলেই।'

'তুমি আমাকে আগে চিনতে না ?'

'না।'

'কিন্তু এখনকার অনেকেই এখন আমার খাতির করে।'

'আপনাকে একটা কথা বলি। যখন আর সরকারি পদে আপনি নেই তখন আর

পুরুলোর মত আরার করছে কেন ? ব্যাপারটা খুব হাস্যকর !'

'লোকামার ভার্সিসের মুখ কঙ্গল হয়ে উঠল, 'তাহলে আমি এখন কি করব ?'

'সাধারণ মানুষ যা করে তাই করিন !'

'আমার মানুষ যা করে না ! কখনও করিন !' কঙ্গল গলায় বলল ভার্সিস। দেখে মাঝ হ্যাঁ অকাশলালের। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ধানায় গোলে আপনাকে পাতা দেয় ?'

'একদম না। হাসি-মশকক্ষ করে। চোয়ার সবে থেতে ওরা আমাকে কোনও মহানী দেয় না।' মাঝা নেড়ে ভার্সিস বলল, 'ওগুলো হয়েছে ওই অকাশলালের জন্যে। আমাকে যদি ম্যাডাম আর কিছুটা সময় আগে হেডে দিত তাহলে ওর বড় খরে দেলতাম আমি।'

'ম্যাডাম ?'

'ম্যাডামের নাম শোনোনি ! কিরকম মাকাল তুমি !'

'ভার্সিস সাহেব, যদি অকাশলালকে জীবিত অবহৃত হাতে পান তাহলে কি করবেন ?'

'কি করব ?' হাতে খুব উদ্বেগিত দেখাল ভার্সিসকে। কিন্তু সেটা অর সময়ের জন্যে। ভার্সিসই কঙ্গল মিহিরে মেলে লাগল লোকটা, 'কিছুই করতে পারব না।'

'তাহলে উজেজনা হচ্ছে। আমার মনে পড়েছে, পারলিক আপনাকে যেয়া করে !'

'করত ? এখন মজা পায় !'

'আপনি বিশেষের গলা টিপে মারতে চেয়েছিলেন !'

'চেয়েছিলেন কিন্তু তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। ওরা নিজেরাই মরত !'

'তার মানে ?'

'এখনে বিশেষও কিনে নেওয়া হয়। পুরুলি কমিশনার হয়েও সেটা খুবতে পারিনি।' ভার্সিস হাসল, 'এই যে এতদিন লোকে অকাশলাল অকাশলাল করে মাচত এখন কেউ তুলেও তার নাম উচ্চারণ করে না। আবার অশান্তি হেক কেউ সেটা চায় না।'

আকশলাল যদি ফিরে আসত তাহলে সে পারের ভলায় জমি পেত না।'

'তাহলে লোকটার সঙ্গে শুভতা করে আপনার কি লাভ ?'

'কোনও লাভ নেই ! তুম মনের ভলায় পিটেছে না।'

'এই যে আমি, অপনার সামনে বসে আছি, আমিও তো আকশলাল হতে পারি !'

'তুমি ? আকশলাল ? একবারে সন্দেহ হে হয়নি তা নয়। পরে বুঝেই অসম্ভব !'

'কেন ?'

'লোকটা মরে গোছে। ধরা যাক বেঁচে উঠল। তার মৃত্যু পান্টাবে কি করে ? ধরা যাক সেটাও পান্টাল। তার ব্যবহার বলনে যাবে কি ভাবে ? তোমার যাতো হাতজোড় করে কথা সে বলত না !'

'কিন্তু আমার হাতের রেখা দেখুন ! ওটা পান্টায়নি। পিটের জড়েল একই আছে। ফিল্ডহার্টিং মিলে যাবে। গলার ক্ষণও। আর্টিছি আকশলাল। না, উঠবেন না। আমার পয়সা কড়ি নেই। কিন্তু একটা রিভলভার আছে। রিভলভারে ঘুলি ভোর, বুরুতেই পারবেন !'

প্রেরিত

ভাগিনি বসে পড়ল। তা বা দিকের বুকে চিনিচিনে বাধা শুরু হল। কপালে বিস্তু ঘাম ঝুঁকে উঠল। বিশাল মুখের চিরগুণো এখন তিরভুভিতে কাপছে। আকশলাল সোজা হয়ে দাঢ়িয়েছিল। ভাগিনি ওই অবস্থায় প্লান, 'এইই গলা। ইয়েনে। কিন্তু আমি কি করতে পারি ? কিছুই না। তুমি যদি আকশলাল হও তাহলে কবনে নিয়েও তুমি বেঁচে উঠছে !'

'নিষ্পত্তি ! তোমার সামনে হচ্ছে আছি এখন !'

'তাৰ মানে তোমার মৃত্যু হয়নি। ভজ্জ্বারদের কিনে নিয়েছিলে। আগে থেকে সুড়ঙ্গ ঝুঁকে আমাৰ বোকা বানিয়ে কৰবৈ নিয়ে গুড়েছিলে। এবাৰ হয়তো শুনৰ কফিনেৰ ভেততে তোমাৰ জন্মে অক্ষিণীৰ মাথা রাখা হিল।' ভাগিনি বিড় কৰল।

'আমাৰ কিছুই মনে নেই !'

'ইয়াকি !'

'না। আমাৰ বুকে দু-তিনবাৰ অপারেশন কৰা হয়েছে। নিষ্পত্তি আমাৰ অনুমতি নিয়েই সেৱ হয়েছিল। বুকতে পারিছি আমি একবার বুক মূল্যায়নে লোক ছিলো। আৱ মূল্যায়ন লোকেদেৱ হাতে বেশ ক্ষমতা থাকে। তাই ধৰে নিষ্পত্তি পরিকল্পনাটা আমাৰ যাথা ধোকেই দেৱ হয়েছিল। তুমি বুক নয়, আমাৰ মুখেও অপারেশন কৰা হয়েছে। কিন্তু পোতে অপারেশন টিপ্পিটে কিছুই হয়নি। আমি তুমি বুকতে পারিছি আমাৰ মুখের পৰিৱৰ্তন ঘটিয়ে আকশলালকে সত্তি সত্তি মেৰে ফেলোৱ মতলব হয়েছিল।'

'এসৰ তুমি জানো না !'

'না। আমাৰ সৃষ্টিশক্তিৰ অনেকটা হারিয়ে গেছে। এই তুমি, তোমাৰ সন্দে আমাৰ কিৱকম সম্পর্ক ছিল তাও মনে নেই। লোকেৰ মুখে বুখে বনে আল্দাঙ্গ কৰোছি !'

'তোমাৰ কিছুই মনে নেই ?' বুকৰ বাধাটাকে এই একবাব ভুলতে পারল ভাগিনি।

'ছাড়া ছায়া মনে আছে। শপ্টি কিছু নেই। আমাৰ বাড়ি কোথাপৰ হিল, আমাৰ কোনও

আয়ীয়াবজ্জন ছিল কিনা তাও আমাৰ মনে পড়ছে না। 'আমি বিবাহিত ছিলাম কিনা এবং আমাৰ জেলেমেয়ে আৰে কিনা তাও জানি না।'

'নো নো। তুমি অবিবাহিত। মেয়েছেলৰ ব্যাপারে তোমাৰ কোনও দুর্বলতা ছিল না এৰুৱা আমি হাল্য কৰে বলতে পাৰি। তোমাৰ বেকৰ্ত্তা আমাৰ মৃত্যু।' ভাগিনি চোখ বৰুৱা, 'আমাৰ বুকে ব্যক্তিগত হয়েছে। মনে হচ্ছে হাঁট আঠটকিৰ হৰে !'

'দুঃখত ! আমাৰ সম্পর্কে কিছু ঘৰৰ দিয়ে যাও। আমাৰ কোনও 'আয়ীয়াবজ্জন আছে ?'

'আছে। এক বুড়ো কাকা। ককিও ! আৱ কেউ নেই !'

'আমি এখনে ধৰ্কতাৰে কোথায় ?'

'ওঁ, সেটা যদি জানতে পাৰতাম তাহলে অনেক আগে তোমাকে ইলেকট্ৰিক চেয়াৰে বলতে পাৰতাম।' ভাগিনি বুক ধৰাতে ধৰল।

'আমি কাদেৱ দিয়ে বিপ্ৰ কৰতে পিয়েছিলাম ?'

'পাৰিবহনকৈ কৈল। হ্যা, ওৱা তোমাকে একসময় খুব দেখেছে। আমি আৱ কথা বলতে পাৰিছি না। তোমাৰ সম্পর্কে তাল বলতে পাৰবৈ ম্যাডাম। তাৰ কছে যাও !'

'ম্যাডাম ! তিনি কি ?'

পক্ষে থেকে একটা কাৰ্ত্ত বেৰ কৰে টেবিলৰ ওপৰ রেখেই কৰিয়ে উঠল ভাগিনি।

অ্যাক্সুলেল ডেকে ভাগিনিকে হাসপাতালে ভৰ্তি কৰতে কিছুটা সময় ঘৰত হল। আকশলাল কৈয়ে এল ভাগিনিকে এক ভার্সিলে কৈয়ে লাগিলো। কিন্তু কিছু ব্যাখ্যা কৈল। সেটা পেটে চালান দিয়ে দে ভাগিনিকে হাসপাতাল শুধো পড়ল। সারদিন যে ধৰল নিয়েছিল তাতে ঘুম আসতে দেৱি হল না। সেইবাবে ভাগিনিকে অৱিজ্ঞে দেওয়া হচ্ছিল।

আকশলালৰ ঘথন মুকু ভালু তখন সকে হয়ে নিয়েছে। এক কাপ কফি বানিয়ে ধৈয়ে দে ম্যাডামৰ কাউটিকে নিয়ে নীচে নামল। একটা পাবলিক বুরুল ভেতত ধৈয়ে নীড়লো সে। আসবাৰ আগে ভাগিনিকে সামান সংৰক্ষণ কৈলে কিছু টাকা এবং কয়েন সে পঞ্চেন শুণেছিল। পয়সা ফেলে ভায়াল কৰল সে। ওপাশে একটা নীৱৰীক জ্বান লিল, 'হ্যালো !'

'ম্যাডাম বলছেন ?'

'অপনার পৱিত্ৰ জানতে পাৰি ?'

'আমাকে বলা হয়েছে সেটা ম্যাডামেৰ কাছ থেকে জেনে নিতে।'

'অপনার নাম ?'

'অপার্টেট গণগনাল !'

'মিস্টা হোস্ট অন !'

মিস্টার হোস্টকে বাদে ছিটীয়া গলা পাওয়া গৈল, 'হ্যালো !'

'ম্যাডাম সেকে কথা বলছি ?'

'অপনি ?'

'আমাকে গণগনাল অৰুৱা আকশলাল বলতে পারেন !'

'হোস্ট ?'

'দাসি মাই প্ৰবলেম। মিস্টাৰ ভার্কিস, অপনাদেৱ এৱং পুলিশ কমিশনাৰ আমাৰ সঙ্গে কথা বলতে হৰ্তা আঠটকিৰ কথলে পড়ে হস্তিলাইজড হৰাৰ সহজ আপনার কাৰ্ড নিয়ে বলতেন একমত আপনি আমাৰ প্ৰবলেম সমাধান কৰতে পাৰেন।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে রাস্তিকর্তা করছেন ?'

'একদম না মাঝাম। আপনি হসপাতালে যোব করলে ভার্সিসের ব্যাপরটা—'

'আমি ভার্সিসের ব্যাপার জানতে চাইছি না। আপনি কে ?'

'আমার মনে হচ্ছে আমি আকাশলাল। দোকে জানতে চাইলে গগনলাল বলছি।

আকাশলাল বলল, 'ম্যাডাম, আমি টেলিফোন কলভিউজড। অপারেশন টিপারেশন হ্যার পর আমার স্ট্রিপ্টিউর বারোটা বেরে দেছে। যার সঙ্গে আগে আলাপ ছিল তাকে দেখলে চিনতে পারব না। আবার সে-ও, যে আমাকে চিনবে তার উপর নেই। কারণ আমার মুখের আদল একেবারে বদলে গিয়েছে।'

'আপনি কেন টেলিফোন করেছেন ?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কি জ্ঞান ?'

'আপনি স্বপর্কে কিছু জানতে চাই। পিঙ্ক হেব বি।'

'চূক মিস্টার গগনলাল, আপনি যদি সেবনে বসমতবাবে এই ফোন করে থাকেন তাহলে নিজের চৰণ বিপন্ন হওকে আনন্দেন। আপনি আমাকে কেন জ্ঞানগ্রহ থেকে টেলিফোন করছেন ?'

'ভার্সিসের বাড়ির কাছে একটা টেলিফোন বুথ থেকে। সামনে একটা বড় হোটেল দেখতে পাওয়া নাম প্লাট। আকাশলাল চারিপাশে তাকিয়ে জানিয়ে দিল।

'বেশ। তিক ওইখানেই দাঢ়িয়ে থাকুন আরও যিনিট পনেরো। গাড়ি যাচ্ছে।'

মিনিট পঁচিলের পরে মাঝামের দিদিসি গাড়ি শহরের যিঁজি এলাকা ছাড়িয়ে বেশ নির্ভীন এবং ব্যক্তিগত চেহারার এলাকায় ঢুকে পড়ল। আকাশলাল বসে ছিল গাড়ির পেছন সিটে। এই শীতাতপ্রয়োগিত গাড়িতে ভেবেও সুন্দরি ভাসছে। বেশ লাগছিল তার। সামনের সিটে বসে থাকা দৃষ্টো লোক তার সঙ্গে একটিও বাস্তু কথা বলেনি। এই যে ফোন করামাত্র এমন গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন ম্যাডাম তার একটাই যানে, আকাশলাল লোকটা সত্তিকরেন মূল্যবান ছিল।

তারও মিনিট পঁচিক বাদে সে একটা দাখল সাজানো ছড়িয়ে রঁজে বুনে ছিল। অবশ্য ক্ষম না বলে হস্যর বললে তাল মানাত। তাকে এখনে বিসের দিয়ে যে মহিলা চলে গিয়েছে তারও পাতা নাই। ঘরে হালকা মীল আলো রূলেছে। এইসব ভেতরের দাঙা দিয়ে সম্পূর্ণ সদা আলখালা জাতীয় পেশাক পরে দীর্ঘদিনী এক রুপো ঘরে চুকলেন। মহিলা ইহু করেই ঘরের বিপৰীত প্রাপ্তে বসলেন যাতে তার মুখ অশ্পতি দেখায়।

'কি জ্ঞানতে চান, বলুন ?'

'ম্যাডাম ?'

'হ্যাঁ, ওই নামেই আমি পরিচিতি।'

'হ্যাঁ। আপনি আকাশলালকে তো চিনতেন।'

মহিলা ক্ষেত্র জ্ঞান দিলেন না।

'আপনি আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। আমার সঙ্গে কি আকাশলালের মিল আছে ?'

'অচ্ছত এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে না।'

'দেখুন ম্যাডাম। আমি আপনাকে স্পষ্ট বলছি করেছিন আগে এক পাহাড়ি ঠাণ্ডা

গ্রামে যখন আমার সেঙ্গে আসে তখন দেখলাম আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে ওরে আছি। হ্যায়দার নামের একজন আমাকে পাহাড়া দিত। জ্বান হ্যার পর আমি নিজের অতীত সম্পর্কে কেবলও কথা মনে এল না। অনেকবার অলোচনা করলে আবৃষ্ট আবৃষ্ট কিছু মনে পড়ে। ওখানে দারকার সময় আমি হ্যায়দারকে যেমন বিবৰণ করতে পারিনি তেমনি নিজের ওপর আহা করে আসছিল। ওখানে তানতে পারলাম ভার্সিসের চাকরি গিয়েছে এবং আমার ব্যাপারে পুলিশ বেল হতভব হয়ে আছে।' 'আমি শহরে এলাম। আসার পর শুনলাম পুলিশ ওই এই আমে গিয়ে হ্যায়দারকে মেরে দেলেছে। এটা থেকে আমার মনে যে ধরণ তৈরি হল তা বেড়ে দেলতে পারছি না। তারপর ভার্সিসের সঙ্গে আলাপ হল। ভার্সিস আমাকে সন্তোষ করেছিল কিন্তু আমার মুখ দেখে স্টোর বিবৰণ করতে পারছিল না। ওর কাছ থেকে যখন সব খবর নিতে চাহিলাম তখনই লোকটা অসুস্থ হয়ে হসপাতালে গেল। ওর উপদেশমূলক আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আকাশলাল থামে।

ম্যাডাম অঙ্গুষ্ঠ ঢোকে তাকালেন। তারপর আকাশলালকে আপাদমস্তক দেখলেন। শেষগৰ্ভেষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মুখে ব্যাডেজ হিল ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে ব্যাডেজ খুলতে কেউ দেখেছে ?'

'না।'

'খোলার পরে কেউ আমে সেই ব্যাডেজ পরা লোক ?'

আকাশলাল তিখা করল। হ্যাঁ, সেই সেয়েটি আমে যার সাহায্য দিয়ে সে বুড়োর ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। ওর প্রেক্ষিত জ্বান যে তাকে খোঝার গাড়িতে শহরে পৌছে দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওর তাকে আকাশলাল বলে আমে না। সেটা এখন জানে ভার্সিস এবং এই তত্ত্বমহিলা। আকাশলাল ম্যাডামকে ব্যাপারটা জানাল।

'কিং আছে। এবার আপনি আপনার জামা খুলুন।'

'জামা ?'

'ওটা থেকে কুস্তিত গন্ধ বের হচ্ছে।'

'আমার আম কেনে পেটে নেই।'

'তাই আপনাকে খুলতে বাবিল ওটা।'

আকাশলাল সন্দেক্ষে জামা খুলল। তার খুকের ওপর তিরহুটায় হয়ে থাকা দাগগুলো এই অর আলোতে বীভৎস দেখাইল। ম্যাডাম এগিয়ে এলেন সামেন। কাটা দাগগুলো খুঁজিয়ে দেখলেন। তারপর মীলে হীরে পেছেনে এসে দাঁড়ালেন, 'তাহলে আপনি সেই লোক যাকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে আজ সকালে দান্যায় ডায়োর' করা হয়েছে। মেয়েগোটা কে ?'

'কার কথা বলছেন খুঁতে পারছি না।'

'এখানে এসে কোথায় উটেছিলেন ?'

'যে আমাকে দিয়ে এসেছিল তার মাসিক বাড়িতে। সেই ভদ্রমহিলা আমাকে সানের সময় দেখে দেলেন। তারপর খুঁত তাল ব্যবহার করতে গুরি করেন।'

'তাই নাকি ? সানের সময় আপনার শরীর তাহলে মহিলাদের ওপর অভাব হলে ?' ম্যাডামের গলায় ইঁই-ব্যাক। এগিয়ে দিয়ে টেবিল থেকে একটা সদা কাঙজি টেনে এমে বললেন, 'আপনার দুই হাতের ছাঁপ এই কাঙজের দুলালে রাখুন।'

'কেন ?'

'আকাশলালের ফিচারপ্লিটের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে।'

'যদি না মেলে ?'

'তাহলে আপনি একজন প্রতারক !'

'যদি মেলে ?'

'তাহলে অনেকদূরে যাওয়ার পথ তৈরি হবে। ম্যাডাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কাগজে হাতের ছাপ নিয়ে। তার খানিক বাদে একটি ঝীলোক এস নম্বর জাম নিয়ে। সেটা শীর্ষে গলিয়ে আকাশলাল ঝীলোকটিকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল। ঝীলোকটি বলে, 'ম্যাডাম বরদেনে আপনি যেখানে হিসেবে চলে যেতে। গাড়ি তৈরি !'

'কিন্তু ওর সঙ্গে তো আমার কোনও কথাই হ্যানি !' আকাশলাল বলে উঠল।

'আপনি জড়েন !'

অন্যত্বে আকাশলালকে সেই মূল্যবান গাড়িতে ঢেঁকে ফিরে আসতে হল শব্দে।

গাড়িটা চলে যাওয়ার পর আকাশলাল লক্ষ করে অনেকান্ধের মানুষজন তাকে দেখেছে। সম্ভবত গাড়িটিকে ওরা চেনে এবং গাড়ির মালিকানাকেও। সে গভীর মুখে একটা সেকেন্ড রুক্ষ কিছু খবর রচিল। কিন্তু এবং ক্লেই দেয়ে রাতের কাটিয়ে দেওয়া যাবে; ভার্সিসের পর্যাপ্ত সার পক্ষেটে আছে। এবং তখনই স্লেয়াল হল ভার্সিসের সকল থেকে নেওয়া টাকা সে রেখেছিল শৈরের পক্ষেটে। আর শার্টটা ম্যাডামের বাড়িতে ছেড়ে দেসে। প্যার্টেলে প্রক্ষেপে এখন সামান খুঁতো পড়ে আছে।

দেকানদারের আনা ব্যবহারকে নিয়ে তথ্যও রয়েছে। আকাশলাল চুপচাপ দেখিয়ে এস বাহিরে। ঘরে নিয়ে ভার্সিসের সংরক্ষ থেকে আবার টাকা নিয়ে হবে। এর হিসেবে রাখতে হবে, কিটাক যাতে সৃষ্ট হয়ে যিন্নে এলে সে লোকটাকে বলতে পারে।

ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার সময় বর্ষরতা কানে পেল। ছেট ছেট জটায়ে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা কানে পেতে সে ব্যবহার করে। ভার্সিস মারা নিয়েছে। একটু আগে প্রতিতে থবরাটো ঘোষণা করা হচ্ছে। কেউ বা কারা ও অর্জিনেরে পাইপ খুলে দিয়েছিল হস্পাতাল কর্তৃপক্ষ অবসর একে মারাত্মক হাতি আঁচাক করছেন।

হাঁটাঁ স্লেটের মুখ মনে পড়তেই ব্যবহার করতে অকাশলালের। আজ সাকানে লোকটা সুষ ছিল। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অসুস্থ হয় শেষ পর্যন্ত। এখন তাকে কানও কাছে হিসেব নিয়ে নিতে হবে না। ভার্সিসের ওই দুর্ঘাতে কালকে আর কার কাছে তাকে জবাবদিহি দিতে হবে না। জান নেই। আকাশলালের মনে হবে ম্যাডামকে টেলিফোন করা সর্ববাক। ওই শার্টটা পরবর্তী বে-ক্টা টাকা থাকুন তা তো ভার্সিসের।

খুঁতো পদার্থ দিয়ে পাথর-ব্যাপ থেকে তেলিফোন করল সে। এবার ম্যাডাম লাইনে এখনের অনেকের ভার্সিস। আকাশলাল বলে, 'ভার্সিস মারা নিয়েছে।'

'এই খবর শুনের সবাই জানে। আপনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ারাত লোকটা মরে যাব। আপনি যে আকাশলাল তা সন্দেহ করা লোক একজন করে গেল। এখন থেকে আপনি নিজের পরিচয় গণনাল হিসেবে দেবেন।'

'তাৰ মানে ?'

'আপনার অতীত জেনে এখন কোনও লাভ হবে না। পুলিশ আপনাকে একসময় খুঁজেছিল। এখন ওদের কাছে আপনি মৃত। যদি জীবিত থাকতেন তাতেও ওদের কি এসে যেত। আপনি আর দেশের পক্ষে পিপজ্জনক নন। কিন্তু আমি চাই যাপারটা আর কেউ

না জানুক। আগামী কাল সকালের মধ্যে যাকি দুজন সাক্ষী পুরিবী থেকে সরে যাবে তখন আর কেউ ক্ষমতা আঙুল তুলতে পারবে না।' ম্যাডামের গলায় আবৃষ্ণাস।

'আপনি কি বলছেন ? বাকি দুজন সরে যাবে মানে ?'

'বে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছিল এবং তার প্রেমিকা। একটু তুল হল। তৃতীয় অর একজন থেকে যাচ্ছে। বে তত্ত্বাবিলার বাড়িতে আপনি উঠেছিলেন তিনি।'

'কি আচরণ ! এরা সবে যাবে কেন ?'

'এরা আপনার স্পন্সরকে একটু বেশি জেনে দেছেছে।'

'বেনে বেলেনে ক্ষতি কি ?'

'ক্ষতি অনেকে। আপনার, আমার, এই দেশের। আমি শাড়া পথিবীতে আর কেউ এই তলে জানবে না। আর হ্যাঁ, আপনি ভার্সিসের ঘর থেকে আমা বের হবেন না। আপনার যা জিনিস বেঁচে থাকবার জন্যে প্রয়োজন হবে তা ঠিক সময়ে পেয়ে যাবেন।'

'বেঁচে থাকবার জন্যে আমার ঠিক কি প্রয়োজন তা আপনি জানোন ?'

'আমি যাবে কিন্তু বেঁচে তার প্রয়োজন আবার চেয়ে দেশি আর কে জানবে।' লাইন কেটে দিলেন ম্যাডাম। আকাশলালের মনে হচ্ছিল তার তেরেটা এখন একদম হাকা হয়ে গেছে। তার নিজস্ব লেব ছিল নেই। কোথায় বাসে কেউ রিমোট পিলেবে এবং তার ইচ্ছেমত তাকে চলতে হবে। এর পক্ষে পরিষ্কার দেবে। কিন্তু সেটা এখন থেকে না অনেক অনেক আগে থেকে চলে আসছে তা জানা কোনও উপর নেই।

ভার্সিসের ঘরে শুয়ে বসে ইঞ্জিনে উঠেছিল আকাশলাল। প্রতিদিন তার থারে সব রকম প্রয়োজনীয় জিনিস পোছে যায়। সে লক করেছে তাকে এখানে নিজের ওপর হেঁড়ে দেওয়া হ্যানি। এই বাড়ি বাইরে দিনবেজ তাকে পাশের দোকার জন্যে করে থাকছে।

গতরাতে মিনিস্টারকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। তার ক্ষিকে ভার্সিসের হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়েছে। আর্থিক তদন্তে জানা পিছেছে অস্বিজেনে পাইপ খুলে দেবার পেছনে মিনিস্টারের মৃত্যু হল ক্ষেত্ৰে করা হচ্ছে। ক্ষেত্ৰে মেজেটি ঘুল ম্যাডামের সর্বক্ষেত্রে পায় তাহলে তিনি গণনালের নাম মিনিস্টার হিসেবে সুপুরণ করেন। আকাশলাল যে বিষয়ের স্বপ্ন একদিন দেখেছিল তার ফল হল দেশের সবার কর্মসূল কর্তৃতা পাওয়া। ম্যাডাম সেটা অন্য উপরে পাইয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু গণনালালের অস্তিত্ব একমাত্র তিনি জানেন বলে তার প্রয়ামৰ্কে অনেকে বলে মনে করতে হবে গণনালালকে।

আজ সন্ধিয় পর অববাহিত্যা খাবার হল। রাত নষ্ট নাগাদ দামি গাড়িটা এল তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ড্রাইভার ছাড়া পাইল মানু নেই। সেই গাড়িটি যাওয়াত্ব ড্রাইভার তার মাথায় একটা ধূতক শৰ্প পেল। 'গাড়ি ঘুরিয়ে সীমান্তে দিকে নিয়ে যাও এবং নিলে তোমার মাথা উচ্চে ধাবে।'

লোকটা হকচিয়ে গেল কিন্তু আদেশ প্লান করতে বাধ্য হল। গাড়ি রেডিও ও তথ্য যোক্তা করে চলেছে বোর্টের নিবৰ্চিনে আকাশলাল সহস্রাত্মক বিজয়ী হয়েছেন। ম্যাডাম যথোর্প্পি এবারও নিজেকে আতঙ্গে রেখেছেন। সাধারণ মানুসের প্রতি সম্মত জানানোর উদ্দেশ্যে বোর্ড দেশের মিনিস্টার হিসেবে যার নাম প্রশংস করেছেন তিনি সম্পূর্ণ

অপরিচিত মানুষ। তাঁর নাম গগনলাল। এই অরাজনৈতিক মানুষটি নেতো হলে তাঁর
কাছ থেকে দেশের মানুষ অনেক ভাল কাজ পাবে বলেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সীমাত্তের রক্ষীরা গাড়ি দেখে বাধা দিল না। পাহাড়ি রাস্তার পাকে পাকে এখন ঘন
আকরক। গাড়ীটা নেমে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার পাশে আগুন ঝলতে দেখা গেল।
আগুনের পাশে একটি নেমেয়ে পাখতের মতো দাঢ়িয়ে কাঁও ও অপেক্ষায়। আকাশলাল
জিঞ্জুসা করল, 'মেয়েটা কে ?' ড্রাইভার জবাব দিল, 'পাগলি।' ওর প্রেমিককে যে পুলিশ
ক্লিয়ার করে ফেলেছে তা ও বিখাস করে না।' আকাশলাল মেয়েটাকে চিরতে পারল না।
আত্ম পেরিয়ে গাড়ী নেমে যাচ্ছে শীতে, অনেক শীতে। সে অপেক্ষা করছিল
গাড়ীটাকে হেডে নিতে পারে এমন একটা জাহাগর জন্যে তারপর— ? না, তারপর আর
কিছু জানা নেই। যেমন নিজের অতীতটাকেও সে সঠিক জানে না।

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে ।

ছোটবেলা থেকেই আমার বইগড়া অভ্যাস । আমার গড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দারী', তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি

হইনি । তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি, সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুজতাম, কিন্তু এক মুছর্লা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মুছর্লাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অভিজ্ঞতা সামর্থ্যের (এতই দুদ্র যে গ্রামীণের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখি, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন, তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর

বিজ্ঞাপন আছে, যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যামাসে একবারই, তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন, তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার ।

যদি সফটওয়্যার দরকার হয়, তাহলে যান <http://www.download-at-now.blogspot.com/> এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত ।

কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলো আমাকে বলতে পারেন, আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৪১

ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com